শতবার্ষিকী সংস্করণ

আচার্য্যের প্রার্থনা

প্রথম ভাগ

(১৮৫৭—১৮৭৯ খৃঃ)

আদি ব্রাহ্মসমাজ, গোপাল মল্লিকের বাড়ী, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির,
কলুটোলা ভবন, ভারতাশ্রম, ভারতাশ্রম ব্রাহ্মিকাসমাজ, ব্রাহ্মনিকেতন,
বেনেপুকুর ব্রাহ্মসমাজ, শাঁখারিটোলা ব্রাহ্মসমাজ, মুদিয়ালী
ব্রাহ্মসমাজ, মোড়পুকুর সাধনকানন, বেলঘরিয়া
তপোবন, কমলকুটীর।

শ্রীমদ্-আচার্য্য
ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন

"ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির"
৯৫নং কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা
১৯৩৯

ভূমিকা

শ্রীমদ্‌-আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের "প্রার্থনা" স্বর্গের অমৃত-ধারা। তাঁহার ধর্ম্মজীবনের উষাকালে ইহা নিঃসারিত হইতে আরম্ভ করিয়া, পৃথিবীতে অবস্থানের সকল কালেই প্লাবনের আকার ধারণ করিয়াছিল। এই প্রার্থনাবলে তিনি নূতন আলোক, নূতন শক্তি, নূতন বিশ্বাস ও প্রেম লাভ করিয়া ধর্ম্মসমাজের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। জীবনদেবতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষরূপে দর্শন করিয়া আত্মনিবেদন করাই তাঁহার প্রার্থনা। কেবল যে তাঁহার নিজের জীবনই ধন্য হইয়াছিল, তাহা নহে—ভক্তজীবনে ভগবানের প্রকাশ ত উজ্জ্বল হইয়াই ছিল, আর সংসারের সকল নরনারীর জীবনকে সমুন্নত করিবার জন্য যাহা প্রয়োজন, তাহাও সেই শ্রীহরি কৃপা করিয়া এই "প্রার্থনা"র ভিতর দিয়া বিতরণ করিয়াছেন।

লীলাময়ের লীলার বিশেষ নিদর্শন এই যে, যাঁহারা সেই ভক্তজীবনের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, কেবলমাত্র তাঁহারাই সেই আত্ম-নিবেদনের সুর ও শব্দ শুনিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন, তাহা নহে—পরবর্ত্তী সকল যুগের নরনারী যাহাতে সেই অমৃতের আস্বাদ গ্রহণ করিবার সুযোগ পায়, তাহার ব্যবস্থাও সেই মঙ্গলময় বিধাতা করিয়াছিলেন। সেই অপূর্ব্ব কণ্ঠবিনিঃসৃত বাণী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য যথোপযুক্ত লোকসকল নিযুক্ত হইলেন। প্রেরিত প্রচারক পরম শ্রদ্ধাস্পদ ভাই প্যারীমোহন

চৌধুরী "প্রার্থনা"র ভাব ও ভাষার মধ্যে প্রবেশ করিয়া অনেকগুলি নিবেদন লিপিবদ্ধ করিতে পারিলেন। ব্রহ্মানন্দের নিকট হইতে ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়া তিনি আপনাকে ঐ কার্য্যে বতী করিয়াছিলেন। বিশিষ্ট উপায় গ্রহণ করিয়া, তিনি যাহা শুনিতেন তাহা সাঙ্কেতিক চিহ্নে নিবদ্ধ রাখিতেন, পরে লিপিবদ্ধ করিতেন। কতিপয় "প্রার্থনা" সংক্ষেপে নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। অতি যত্নের সহিত এবং নিবদ্ধ "প্রার্থনা"গুলি রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া, সকলের উপকারার্থে প্রকাশিত হইতে পারিয়াছিল। আরও অনেকগুলি "প্রার্থনা" শ্রীমদ্-আচার্য্যের জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ শ্রীমতী মোহিনীদেবী ধরিয়া রাখিয়া, পরবর্ত্তী যুগসকলের নরনারীর বিশেষ উপকার করিয়া গিয়াছেন। বিশেষভাবে ধর্ম্মশিক্ষা লাভ করিয়া নিজ জীবন গঠিত করিয়াই তিনি আচার্য্যগৃহে বধূরূপে আগমন করিয়াছিলেন। সুন্দর পবিত্র জীবন সুন্দর পবিত্র কার্য্যের জন্যই নিয়োজিত হইল। "প্রার্থনা" সকল নিবদ্ধ করিয়া তিনি যে মণ্ডলীর কল্যাণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। আরও কতিপয় "প্রার্থনা" তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত করুণাচন্দ্র এবং কন্যা মহারাণী শ্রীমতী সুনীতিদেবী ও শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দের অনুজ সুপণ্ডিত ও সাধুচরিত্র কৃষ্ণবিহারী সেন এবং শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্রও কতকগুলি "প্রার্থনা" লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মানন্দের পৃথিবীতে অবস্থানকালেই এই সকল "প্রার্থনার" কতকগুলি শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারকগণ তাঁহাদের মুখপত্র "ধর্ম্মতত্ত্ব" পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং পরে ব্রাহ্ম ট্রাক্ট সোসাইটীর উদ্যোগে, পুস্তকাকারে কমলকুটীরের "দৈনিক প্রার্থনা" ৮ খণ্ড এবং হিমাচলের "দৈনিক প্রার্থনা" ৩ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে ঐ সোসাইটির উদ্যোগে শ্রদ্ধাস্পদ গণেশপ্রসাদ "প্রার্থনার" নূতন সংস্করণ-প্রকাশের কার্য্য আরম্ভ করেন এবং ভারতবর্ষীয়

ব্রহ্মমন্দিরের "প্রার্থনা" এক খণ্ড ও ভারতাশ্রমের "প্রার্থনা" দুই খণ্ড প্রকাশিত করেন।

বর্ত্তমান সময়ে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের ভিতর শতবার্ষিকী কমিটী "প্রার্থনা"র পুনর্মুদ্রাঙ্কণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সম্পর্কে শ্রদ্ধাস্পদ যামিনীকান্ত কোয়ার পূর্ব্বে প্রকাশিত সমস্ত "প্রার্থনা"-গুলি কালানুক্রমিক ধারায় নিবদ্ধ করিয়া কমিটীকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। পূর্ব্বে মুদ্রিত হয় নাই, এমনও কয়েকটী "প্রার্থনা" এই সংস্করণে সংযোজিত করা হইয়াছে ও হইবে। ধারাবাহিকরূপে সজ্জিত এই "প্রার্থনা" সকলের মধ্যে ব্রহ্মানন্দের জীবনের ক্রমবিকাশের ধারা লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাওয়া যাইবে। এবং সেই জীবনের মধ্য দিয়া বিশ্ববিধাতা মানবমণ্ডলীর প্রকৃত মঙ্গলের জন্য এই নূতন যুগের নূতন সাধনা ও সিদ্ধি কিরূপে ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাও জানিবার সুবিধা হইবে। বিশেষভাবে স্মরণ করিবার বিষয় এই যে, প্রায় সকল "প্রার্থনাই" ব্রহ্মোপাসনার শেষ-ভাগে নিবেদিত হইয়াছিল। আরাধনা ও ধ্যানের মধ্যে ব্রহ্মসান্নিধ্য উপলব্ধি করিয়া, ভক্ত এই গভীর আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন। এই সকলের গাম্ভীর্য্য ও সুমিষ্টতা সহজেই উপলব্ধ হইবার বিষয়।

এক্ষণে প্রকাশিত এই প্রথম ভাগে "ভারতাশ্রমে" নিবেদিত "প্রার্থনা"ই অধিক স্থান গ্রহণ করিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে নূতন আদর্শ অনুযায়ী পারিবারিক জীবন কি ভাবে পরিচালিত ও গঠিত হইবে, তাহাই প্রত্যক্ষীভূত করিবার জন্য "ভারতাশ্রম" প্রতিষ্ঠিত হয়। নানা কোলাহলপূর্ণ ও চিত্ত-বিক্ষেপকারী এই সংসারে থাকিয়াও, নরনারী কিরূপে স্বর্গের আনন্দ আস্বাদন করিয়া, দুঃখ ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অগ্রসর হইতে পারেন, এই সকল 'প্রার্থনা'র ভিতর সেই পথই প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই অমূল্য প্রার্থনাবলীর প্রথম ভাগ মণ্ডলীর হস্তে অর্পিত হইল

ইহা দ্বারা আশার বার্ত্তা ঘোষিত হইবে এবং জনসমাজের কল্যাণ বর্দ্ধিত হইবে। সকল নরনারীর জীবন অমৃতরসের আস্বাদন গ্রহণ করিতে সমর্থ হইতেছে, ইহা জানিয়া, শতবার্ষিকী কমিটী নবীন উৎসাহে পূর্ণ হইয়া, শীঘ্রই দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত করিতে পারিবেন, ইহাই আশা করেন।

সূচীপত্র

বিষয়				পৃষ্ঠা
কার্য্যে উৎসাহ	১২ই	মার্চ্চ,	১৮৭৯ খৃঃ	৩৮৭
অক্ষয় কবচ	১৩ই	”	”	৩৮৭
হরির প্রসন্নতা	১৪ই	”	”	৩৮৮
জগতের দুঃখে উদাসীন	১৫ই	”	”	৩৮৮
স্বার্থপর প্রচারক	১৬ই	”	”	৩৮৯
নব-বৃন্দাবন	১৭ই	”	”	৩৯০
নিত্য বন্ধু	২৩শে	”	”	৩৯০
নূতন প্রেমের কাজ	২৪শে	”	”	৩৯১
উজ্জ্বল দর্শন	২৫শে	”	”	৩৯১
রিপুসংহার-ব্রত	২৭শে	”	”	৩৯২
যে চায়, সে পায়	২৯শে	”	”	৩৯২
প্রেমোন্মত্ত	৩০শে	”	”	৩৯৩
শুদ্ধতা-সাধন	৩১শে	”	”	৩৯৩
সাধুময় প্রাণ	১লা	এপ্রিল	”	৩৯৪
সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী	২রা	”	”	৩৯৪
সত্যের স্রোত	৩রা	”	”	৩৯৫
সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা	৪ঠা	”	”	৩৯৫
সত্যরত্ন-গ্রহণ	৭ই	”	”	৩৯৬
বিধানের বাজার	৮ই	”	”	৩৯৬
বিশেষ বিধান	৯ই	”	”	৩৯৭
নব প্রভাতের সমাগম	১০ই	”	”	৩৯৮
সাধুজীবন	১১ই	”	”	৩৯৯
সাধুচরিত্রের প্রভাব	১২ই	”	”	৪০০

প্রার্থনা

প্রাতঃকালের প্রার্থনা *

হে পরমেশ্বর, তোমার প্রসাদে পুনর্ব্বার নব দিবস যাপন করিতে উদ্যত হইয়াছি। এতক্ষণ তোমার আশ্রয়াধীন হইয়াছি, যেন অদ্য তোমাকে বিস্মৃত হইয়া পাপপঙ্কে পতিত না হই। আমাদের মনে তুমি বিরাজমান থাকিয়া কুপ্রবৃত্তি সকল দমন কর। যেন তোমার করুণা ও সত্যস্বরূপ লক্ষ্য করিয়া প্রত্যেক চিন্তা ও কার্য্য করি। পরমেশ! তুমিই আমাদের রক্ষক, তুমিই আমাদের সুহৃদ, অতএব অদ্য আমাদিগকে ভ্রম ও মোহ হইতে বিমুক্ত করিয়া, তোমার প্রেমাস্বাদনে ও তোমার প্রিয়কার্য্য-সাধনে প্রবৃত্ত কর। হৃদয়েশ্বর! তোমাকে মনের সহিত নমস্কার করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সন্ধ্যাকালের প্রার্থনা *

হে পরমেশ্বর, আমাদের জীবনের একদিন অতীত হইল। হা! অদ্য মহামোহে মুগ্ধ হইয়া কত শত পাপ কর্ম্ম করিয়াছি! অকৃতজ্ঞ ও অপ্রেমিক হইয়া তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছি ও তোমার

---

* ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিবার অল্প কাল পরে আচার্য্যদেব এই দুইটী প্রার্থনা রচনা ও মুদ্রিত করিয়া রেলগাড়ীতে এবং চুঁচুড়া থিয়েটারে বিতরণ করিয়াছিলেন। (ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৬ই চৈত্র, ১৭৯৭ শক।) (আচার্য্যদেব ১৮৫৭ খৃঃ ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন।)

সুমধুর উপদেশ অবহেলা করিয়াছি। এক্ষণে কাতরভাবে এই নিবেদন করিতেছি যে, হে করুণাসিন্ধু, আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর ও আমরা যেন সেই সকল পাপে আর নিপতিত না হই, এই কামনা সিদ্ধ কর। আমাদিগকে তোমার সাহায্য প্রদান কর, যেন উত্তরোত্তর ঐহিক ব্যাপার হইতে উন্নত ও তোমার সন্নিহিত হইতে থাকি। অদ্য যে সকল সুখ সম্ভোগ করিয়াছি ও ধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়াছি, তজ্জন্য তোমাকে বার বার নমস্কার করিতেছি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

চিরজীবনসখা

(আদিব্রাহ্মসমাজ—দ্বাত্রিংশ সাম্বৎসরিক, বৃহস্পতিবার, ১১ই মাঘ ১৭৮৩ শক, ২৩শে জানুয়ারি, ১৮৬২ খৃঃ)

হে পরমাত্মন্, তোমার চরণের মঙ্গলচ্ছায়াতে আমাদিগকে রক্ষা কর। আমাদের সকলের আত্মাকে তোমার পবিত্র জ্যোতিতে পবিত্র কর। অদ্যকার উৎসাহ যেন অদ্যই অবসন্ন না হয়। তুমি যেমন অদ্য আমাদিগকে দেখা দিতেছ, এইরূপ চিরদিন নয়নের সমক্ষে থাকিয়া, সর্ব্বদা পাপ তাপ বিঘ্ন হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। এই পৃথিবীতে আমাদের রক্ষা করিবার আর কেহ নাই। তুমিই আমাদের পিতা মাতা, তুমিই আমাদের সুহৃদ। সংসারের অন্ধকার মধ্যে তুমি আমাদের আলোক, ভয় ও দুর্ব্বলতার মধ্যে তুমি আমাদের বল, অনিত্য সম্পদের মধ্যে তুমি আমাদের চিরসম্পদ। নাথ, যখন তোমার পথের পথিক বলিয়া, তাবৎ সংসারীরা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবে, তখন তুমি একাকী নিকটে থাকিয়া, চিরজীবনসখা চিরসুহৃদ বলিয়া, আমাদিগকে

আশ্রয় দিবে। তোমার ন্যায় সুহৃদ আর কোথায় পাইব? সংসার কেবল যন্ত্রণারই আধার, ইহার সুখ কেবল দুঃখের কারণ। অতএব, হে জীবনের জীবন, আমাদিগকে সংসার-পাশ হইতে মুক্ত কর, এবং আমাদের সমুদয় প্রীতি তোমাতে স্থাপিত কর। তোমার নাম প্রত্যেক পরিবারে কীর্ত্তিত হউক, সর্ব্বত্র তোমার মহিমা মহীয়ান্ হউক। হৃদয়নাথ, তুমিই ধন্য, তুমিই ধন্য, তুমিই ধন্য।

তোমার কার্য্যে নিয়োগ কর

(আদি ব্রাহ্মসমাজ—পঞ্চত্রিংশ সাম্বৎসরিক, সোমবার, ১১ই মাঘ, ১৭৮৬ শক, ২৩শে জানুয়ারি, ১৮৬৫ খৃঃ)

হে পরমাত্মন্, তুমি আমাদের পিতা ও প্রভু। যাহাতে দৃঢ়ব্রত হইয়া চিরদিন তোমার পদসেবা করিতে পারি, এ প্রকার একাগ্রতা ও ধর্ম্মবল বিধান কর। আমাদের ধনসম্পত্তি, আমাদের শরীর মন, আমাদের মান মর্য্যাদা, সকলই তোমাকে অর্পণ করিতেছি। তুমি আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে তোমার মঙ্গল কার্য্যে নিয়োগ কর, যেন তোমার আজ্ঞা পালন করিয়া, তোমার পবিত্র নাম কীর্ত্তন করিয়া, এই ক্ষুদ্র জীবনকে সার্থক করিতে পারি।

আশানুরূপ উন্নতি

(আদিব্রাহ্মসমাজ—ষট্‌ত্রিংশ সাম্বৎসরিক, মঙ্গলবার, ১১ই মাঘ, ১৭৮৭ শক , ২৩শে জানুয়ারি, ১৮৬৬ খৃঃ)

হে অনন্তদেব! অদ্য তুমি এই পবিত্র উপাসনা-মন্দিরে বিরাজ করিতেছ। অদ্য সম্বৎসরের আশা পূর্ণ হইল। আমরা এক বৎসর কাল যে উৎসবের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, সেই উৎসব আজি আসিয়াছে। অদ্যকার উৎসবে ভ্রাতা ভগিনী একত্র হইয়া, এই সমাজ-মন্দিরে উপস্থিত হইয়াছেন, আমাদের সকলের হৃদয় মনকে বিশুদ্ধ করিয়া সমুদয় বৎসরের আশা পূর্ণ কর, যেন শূন্যহৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া না যাই। যেমন আশা করিয়াছিলাম, তাহার উপযুক্ত উন্নতি লাভ করিয়া যেন গৃহে প্রতিগমন করি। আমাদের মলিনতা পরিহার কর, পাপ তাপ হইতে আমাদের আত্মাকে মুক্ত কর। অদ্যকার উৎসবে সকলের হৃদয়ে প্রত্যক্ষ হও। অদ্য আমাদের পাষাণ হৃদয়ে কি আনন্দ হইতেছে! অদ্য এই পবিত্র ব্রহ্মমন্দিরে নর নারী একত্র উপাসনা করিয়া জীবন সার্থক করিতেছেন। এই পবিত্র সমাজমন্দির যখন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখন কে মনে করিতে পারিত যে, ইহার এতদূর উন্নতি হইবে? প্রথম তোমার সত্য যখন বঙ্গভূমিতে আবির্ভূত হইল, তখন কে মনে করিতে পারিত যে, তাহা অন্তঃপুরের দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করিবে? কে মনে করিত যে, আমাদের দেশের মহিলাগণ জ্ঞান, কর্ম্ম, পবিত্র প্রীতি ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া জীবন কৃতার্থ করিবেন? কিন্তু অদ্য আমরা যাহা নাও আশা করিয়াছিলাম, তাহার অতীত ফললাভ করিয়াছি। ধন্য সেই সকল সাধু, যাঁহাদের যত্নে ও সাধুভাবে এই পবিত্র সমাজগৃহ প্রতিষ্ঠিত

হইয়া, অদ্যকার দিনে এমন উন্নতি লাভ করিল। ধন্য, জগদীশ্বর। তুমি ধন্য, তুমি ধন্য। তোমার প্রসাদে বঙ্গস্থান দিন দিন উন্নত হইতেছে। ধন্য, তোমার করুণা। তোমার করুণাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম এই দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তোমার করুণাতেই এই উৎসবক্ষেত্রে আসিয়া আমার হৃদয় উন্নত ও কৃতার্থ হইতেছে। ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী অজ্ঞান, নর নারী উজ্জ্বলরূপে তোমাকে এইক্ষণে প্রত্যক্ষ করিতেছে। তাহারা তোমার ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা হৃদয়ের সহিত অনুভব করিতেছে। আমাদের ভগিনীগণ কোমলহৃদয়ে, প্রীতিবিস্ফারিত-নেত্রে, তোমাকে জীবন সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইতেছে। আমরা সকলে ভ্রাতৃভাবে তোমার নাম কীর্ত্তন করিতেছি, তোমার সাধনা করিতেছি। হে পরমাত্মন্। তোমার বলে, ব্রাহ্মধর্ম্মের বলে, সত্যের বলে, কি না সংঘটিত হইতে পারে? হে জীবনের জীবন। তোমার প্রসাদে পবিত্র ব্রাহ্মসমাজ চিরস্থায়ী হউক। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রত্যেক ব্রাহ্মের হৃদয়ে আরও বদ্ধমূল হউক। আমাদের সকলের মধ্যে সদ্ভাব বিস্তার হউক। হে পরমেশ্বর। আমি অনন্যগতি হইয়া সম্বৎসর পরিশ্রমের পর আবার তোমার নিকট অদ্য উপস্থিত হইয়াছি। এই এক বৎসরের মধ্যে নানা ঘটনা, নানা আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তোমার পবিত্র হস্ত ব্রাহ্মধর্ম্মকে একই ভাবে ধারণ করিয়া আছে। সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, মঙ্গল ভাবের জয়-পতাকা কেমন উড্ডীন হইয়াছে। হে পরমাত্মন্। তোমার শরণাপন্ন হইতেছি, গত বৎসর যাহা কিছু দোষ করিয়াছি, ক্ষমা কর। আমি গত বৎসরে আমার অসদ্ভাবের জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মকে যদি নির্যাতন করিয়া থাকি, তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, তুমি ক্ষমা কর, আমার অপরাধ ক্ষমা কর। তুমি পরিশুদ্ধ, পবিত্র, তোমার নিকট অগ্রসর হইতে সাহস করি না। গত বৎসর যাহা কিছু অপরাধ করিয়াছি, ক্ষমা করিয়া

আমাকে হস্ত ধরিয়া তুলিয়া লও। সকল ভ্রাতা ভগিনীর তুমি সাধারণ জীবন। আমরা যেন সকলে এক হইয়া, ব্রাহ্মধর্ম্মের উৎকর্ষ-সাধনে যত্নশীল হই। আপনার আপনার স্বার্থভাব লইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে না নির্যাতন করি। তোমার সত্য যেন হৃদয়ে ধারণ করি, সদ্ভাব দ্বারা অসদ্ভাবকে যেন চূর্ণ করি। আজি আমার মনে যে সদ্ভাব, যে আনন্দ হইয়াছে, এই আনন্দকে, এই সদ্ভাবকে যেন চিরদিন আলিঙ্গন করিতে পাই। এখানে আমাদের ভ্রাতারাও অদ্য উপস্থিত হইয়াছেন, ভগিনীরাও অদ্য উপস্থিত হইয়াছেন। এই ব্রাহ্মসমাজ আমাদের গৃহ হইয়াছে, তুমি এই পরিবারের গৃহদেবতা হইয়া, এখানে বিরাজ করিতেছ। যাঁহারা এখানে আসিয়াছেন, তাঁহাদের মঙ্গল কর। তোমার ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হউক।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তিস্থাপন

(প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ১১ই মাঘ, ১৭৮৯ শক,
২৪শে জানুয়ারি, ১৮৬৮ খৃঃ)

হে মঙ্গলস্বরূপ মুক্তিদাতা পরমেশ্বর। অদ্য তোমার প্রসাদে তোমার জয়-পতাকা উড্ডীন হইল। তোমার নিকট বিনীতভাবে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, যে ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তি তুমি অদ্য সংস্থাপন করিলে, সেই পবিত্র মন্দিরের মঙ্গল সাধন কর। আমাদের আশা ভরসা সকলই তুমি, তোমারই চরণে আমরা এই মন্দির অর্পণ করিতেছি। তুমি আশীর্ব্বাদ কর যে, এখানকার হৃদয়ভেদী উপদেশে নির্জীব হৃদয় সকলও যেন বিগলিত হয়। ভূলোকে দ্যুলোকে তোমার মহিমা। সমুদয় আকাশে তুমি পূর্ণভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছ। সেই যে তুমি একমাত্র অদ্বিতীয় দেবতা—তোমারই পবিত্র নামে এই ভিত্তি সংস্থাপিত হইল—

এইজন্য যে, তুমি সকলের হৃদয়কে অধিকার করিবে। হে পরমেশ্বর, আমরা আমাদের ক্ষুদ্র চেষ্টায় কিছুই করিতে পারি না, তোমারই কৃপায় এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। ভারতবর্ষে তোমার নাম পরিকীর্ত্তিত হইবে, কত নরনারী তোমার নাম ঘোষণা করিবে, এইরূপে সমুদয় পৃথিবীতে তোমার পবিত্র নাম পরিকীর্ত্তিত হইবে। ভূলোকে যে নাম পরিকীর্ত্তিত হইবে, তাহা দ্যুলোকে প্রতিধ্বনিত হইবে। তুমি একদিন তোমার সকল সন্তানকে বিমল আনন্দ বিতরণ করিবে। ভবিষ্যতে কত পাপী পরিত্রাণ পাইবে, তাহা বলিতে পারি না। আমার এই অকিঞ্চিৎকর অস্থি চর্ম্ম দ্বারা যে, এই সমাজের ভিত্তিভূমি সংস্থাপিত হইল, তাহা আমার পক্ষে পরম আনন্দের বিষয়, তজ্জন্য আমি তোমাকে বার বার নমস্কার করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রার্থনা মুক্তির উপায়

(গোপাল মল্লিকের বাড়ী, চিৎপুর—ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি-স্থাপনের পর—মধ্যাহ্ন, শুক্রবার, ১১ই মাঘ, ১৭৮৯ শক, ২৪শে জানুয়ারি ১৮৬৮ খৃঃ)

হে পরমেশ্বর! জীবের প্রতি তোমার অতুল স্নেহ। শরীরকে সৃষ্টি করিয়া তুমি ক্ষান্ত নহ, ক্ষুধার সময় আহার দিয়াও ক্ষান্ত নও, এমনই দয়াল তুমি। তোমার যে প্রেমরাজ্য, পাছে তাহা লাভ করিতে গেলে কষ্ট হয়, এইজন্য বলিয়া দিয়াছ—কেবল যদি মনের সহিত প্রার্থনা করি, তাহা হইলে সকল কষ্ট দূর হইবে। পাপীর প্রতি তোমার অসীম স্নেহ, এইজন্য তুমি বলিয়াছ, তাহাদের পাপ থাকিলে ভয় নাই। এখন,

নাথ! আমাদের হৃদয়ের দুর্দ্দশা কিরূপে জানাইব? তুমি অন্তর্যামী মঙ্গলময় পরমেশ্বর হইয়া, প্রার্থনারূপ অমূল্য উপায় প্রেরণ করিলে, কিন্তু আমরা এমনই কঠোর যে, এই সুন্দর উপায় অবলম্বন করি না। তুমি বলিয়াছ, ভক্ত হইয়া আমাকে ডাকিও, আমি তখন তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিব, যখনই ক্রন্দন করিবে, তখনই তোমার নিকট যাইব। হে পরমেশ্বর! তোমার এত দয়া থাকিলেও, কত সময়ে আমাদিগের হৃদয় শুষ্ক থাকে। কিন্তু কেমন করিয়া তোমাকে ডাকিতে হয়, তাহা জানি না। হে পরমেশ্বর! যাহাতে তোমার ব্রাহ্ম সন্তানেরা তোমাকে প্রার্থনা করিতে পারে, তাহাদিগকে এরূপ ক্ষমতা দাও। আমরা কেবল এই মাত্র জানি যে, প্রার্থনাই একমাত্র মুক্তির উপায়, কিন্তু তুমি যে সকলের সমক্ষে প্রকাশিত আছ, তাহা দেখিতে পাই না। হে জগদীশ! যদি বাস্তবিক দীন দরিদ্রদিগকে পরিত্রাণ করিতে চাও, তাহা হইলে আমাদিগকে প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দাও। যাই দেখিব, তুমি সম্মুখে, অমনই তোমার চরণ ধরিব। কেবল তোমাকে ডাকিতে চাই, অবশিষ্ট তুমি আপনি করিবে। ইহার জন্য তোমার নিকট কাতরভাবে এই ভিক্ষা করিতেছি, হে দীনবন্ধু! প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দিয়া সকলকে নিস্তার কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির-প্রতিষ্ঠা

(ঊনচত্বারিংশ ব্রহ্মোৎসব—প্রাতঃকাল, শনিবার, ১১ই মাঘ,
১৭৯০ শক , ২৩শে জানুয়ারি, ১৮৬৯ খৃঃ)

হে দয়াময়, তোমার উপাসনা-মন্দিরে তোমার চরণতলে আমরা উৎসব করি। তোমার নিকট এই প্রার্থনা—তুমি আমাদিগের নিকট উপস্থিত থাকিয়া, হৃদয়ের পাপ তাপ দূর কর। আমরা যেন তোমাকে একমাত্র পরিত্রাতা জানিয়া, তোমার পূজা করিতে পারি। যে সকল প্রাণ তোমা হইতে উত্থিত হইয়াছে, তাহারা তোমাকে পূজা করিবে, এই আশা। এস, আশীর্ব্বাদ কর। এই যে তুমি আমার জাগ্রৎ পিতা। প্রার্থনা শুনিয়া তুমি আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর। এখানে তোমার উপাসকগণ মিলিয়া উপাসনা করুন। অসত্য যাহাতে যায়, তাহার উপায় কর। প্রেমস্বরূপ, যাহাতে অপ্রণয় যায়, তাহা কর। ব্রহ্ম-গৃহকে তোমার পক্ষপুটে রাখিয়া রক্ষা কর। তুমি ভক্তবৃন্দের প্রাণ, তাহারা তোমাকে ডাকিতেছে , এস, পাপীদিগকে উদ্ধার কর। আমার মত অনেক পাপী এখানে আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধর্ম্ম বিতরণ করিয়া কৃতার্থ কর। আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার সত্য নাম, আনন্দ নাম সর্ব্বত্র ঘোষিত হয়।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নরপূজার আন্দোলন

(কলুটোলা, রবিবার, ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯১ শক,
৩০শে মে, ১৮৬৯ খৃঃ)

হে অন্তর্যামী দয়াময় পরমেশ্বর, তোমার নিকট ত মনের কথা কিছুই গোপন নাই। তুমি সর্ব্বসাক্ষিরূপে সকলই দেখিতেছ। আমি যদি কোন সময়ে ভ্রম বা ইচ্ছাবশতঃ তোমার প্রভুত্ব অপহরণ করিবার মানস করিয়া থাকি, তবে তুমি আমার দাম্ভিক মনকে চূর্ণ কর। মধ্যবর্ত্তী হইবার ইচ্ছা যদি কোন কালে আমার মনে উদয় হইয়া থাকে, তবে তুমি আমাকে বিনাশ কর, এবং অমঙ্গলের স্রোত অবরোধ কর। পিতঃ, লোকে আমার নামে যে ভয়ানক অপবাদ ঘোষণা করিতেছে, তাহা যেন পরীক্ষা জ্ঞান করিয়া, আমি শান্তভাবে বহন করিতে পারি। আমার শরীর মনকে লৌহবৎ কর, যেন আমি বিনা কষ্টে, বন্ধুদিগের এই সমস্ত প্রবল আঘাত সহ্য করিতে পারি। পিতঃ, যাঁহারা আমাকে আক্রমণ করিতেছেন, তাঁহারা কুটিলতার জন্য নহে, কেবল না বুঝিতে পারিয়াই আমার হৃদয়ে ব্যথা দিতেছেন। তুমি তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর এবং কৃপা করিয়া তাঁহাদের ভ্রম শীঘ্র দূর করিয়া দাও।

আমরা সংসার-পাশে পড়িয়া সম্মুখে অন্ধকার দেখিতেছি, কোথা যাই, বল। পিতঃ, সম্মুখে দশটা পথ প্রসারিত দেখিতেছি, কিন্তু একটী পথ ভিন্ন ত তোমার নিকট গমন করিবার উপায় নাই। সেই বিশ্বাসের পথ, তোমার প্রতি অচলা ভক্তির পথ আমাদিগকে দেখাও। বিপথে গিয়া যে কত লোক প্রাণ হারাইয়াছে। পিতঃ, সেই দুর্দ্দশা যেন আমাদের কাহারও না ঘটে। পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের সরল পথেই যেন আমরা দিন দিন অগ্রসর হইতে পারি। যে পথে নিরাশা নাই, শুষ্কতা নাই, যে

পথে তোমার দয়াই কেবল পাপীর গতি, যে পথে প্রেম, ভক্তি ও আনন্দ সদা বিরাজ করে, সেই পথ দিয়া তোমার উজ্জ্বল সন্নিধানে আমাদের সকলকে লইয়া যাও। সকলকে শান্তি দাও, সকলকে তোমার চরণে স্থান দিয়া পাপ তাপ হইতে মুক্ত কর। আমাদের উপর দিয়া যত ঢেউ যায় যাক্, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু দেখ, পিতঃ, শেষ পর্য্যন্ত যেন আমরা তোমার চরণ ধরিয়া থাকিতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ক্রোধ-জয়

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, রবিবার, ১১ই বৈশাখ, ১৭৯৩ শক, ২৩শে এপ্রেল, ১৮৭১ খৃঃ)

হে দয়াময় পরমেশ্বর! দেখ, আমাদের কতদূর স্পর্দ্ধা! একে ত আমরা কত অপরাধ এবং পাপে জর্জ্জরিত। আবার ক্রোধ-পরিপূর্ণ হইয়া আমরা সেই অধার্ম্মিক ভ্রাতা ভগ্নীদের প্রতি আক্রমণ করিতে যাই, যাঁহাদিগকে তুমি অন্তরের সহিত ভালবাস। এই প্রকার যাহাদের মন, তাহাদের কি গতি হইবে? অধার্ম্মিকদিগকে ঘৃণা করা যদি তোমার নিয়ম হইত, এবং যদি তুমি আমাদিগের প্রতি সেই নিয়মকে প্রয়োগ করিতে, তাহা হইলে কতকাল পূর্ব্বে তোমাকে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, অনন্ত যন্ত্রণার কূপে নিক্ষেপ করিতে হইত এবং তাহা হইলে কে বা আর এখন তোমার নিকট আসিয়া "পিতঃ! দয়া কর, পিতঃ! দয়া কর" বলিয়া ভিক্ষা করিত? পিতঃ, কতবার বলিলে, এই পথে যাও, শুনিলাম, বুঝিলাম, কিন্তু তথাপি তোমার বিরুদ্ধাচরণ করিলাম। ভাই ভগ্নীগুলিকে ভালবাসিতে বলিলে, কিন্তু তাহা বারম্বার

শুনিয়াও তোমার আদেশ পালন করিতে পারিলাম না। আমরা জানি যে, আমাদের মন পাপে দগ্ধ, কিন্তু তথাপি আমরা সংসারের প্রতি ক্ষমাশীল হইলাম না। ইচ্ছা হয়, পিতঃ, ভাই ভগ্নীগুলিকে লইয়া একটী পরিবার হই, পরস্পরকে ক্ষমা করি, কিন্তু, পিতঃ, কেবল কু-অভ্যাসের দাস হইয়াছি, তাই ক্রোধ-রিপুকে দূর কবিতে পারিলাম না। নাথ! শত্রুকে কেমন কবিয়া ভালবাসিতে হয়, বলিয়া দাও। হে দয়াল পিতঃ! বল, এ জীবন থাকিতে থাকিতে, কেমন করিয়া সমুদয় ভাই ভগ্নীদিগের প্রতি দয়া করিতে শিখিব। তুমি স্বয়ং আমাদের হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া ক্রোধ-রিপুকে বিনাশ কর। হে দয়াময় পবমেশ্বর! একটু একটু ক্ষমা আমাদের প্রতিজনেব হৃদয়ে প্রেরণ কব। আব, পিতঃ, ভাল করিয়া তোমার প্রেমমুখ দেখাও। ঐ মুখ না দেখিলে, পিতঃ! কেমন করিয়া ভাই ভগ্নীদের ভালবাসিতে শিখিব। পিতঃ! এমন ক্ষমতা দাও, যখন ভাই ভগ্নীগণ আমাদের প্রতি নির্যাতন করিবেন, তখন তাঁহাদের হৃদয়ে কোন প্রকার আঘাত না করিয়া, যেন তোমার কাছে অভিযোগ করি। তুমি আমাদের মধ্যস্থ হইয়া শান্তি সংস্থাপন করিতেছ, ইহা দেখিয়া যেন পুলকিত হই। যাঁহারা আমাদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন, তাঁহা-দের মঙ্গলের জন্য যেন আমরা তোমার নিকট প্রার্থনা করিতে পারি। জগতে আমাদের প্রতি যত লোক শত্রুতা করেন, তুমি সকলের মঙ্গল বিধান কর। তাঁহারা যদি প্রাণে বধ করেন, তথাপি তাঁহাদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা করিবার অধিকার নাই, ইহা আমাদিগকে শিক্ষা দাও। পিতঃ! তুমি যে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছ, "কাহাকেও হিংসা করিতে পারিবে না।" হে দয়াল পিতঃ! তুমি আমাদের প্রতিদিনের অত্যাচার সহ্য করিতেছ, কতবার তোমার প্রাণ বধ করিতে গেলাম, তথাপি তুমি আরও স্নেহের সহিত আমাদিগকে বক্ষে ধারণ করিয়া রহিলে।

অতএব, পিতঃ! দেখ, ঘোর পরীক্ষায় পড়িলে যেন তোমার ক্ষমা ভুলি না। পিতঃ! তোমার মত আর কে এমন ক্ষমা করিতে পারে? তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে ক্ষমারূপ খড়্গ দ্বারা ক্রোধকে বিনাশ করিতে শিক্ষা দাও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

মুগ্ধ হইয়া থাকা

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, সায়ংকাল, রবিবার, ১৮ই বৈশাখ, ১৭৯৩ শক, ৩০শে এপ্রিল, ১৮৭১ খৃঃ)

হে দয়াময় দীনবন্ধু পরমেশ্বর! অনেক ভাবে তুমি আমাদের এ জীবনে দেখা দিয়াছ। কত সময় তোমাকে ধর্ম্মরাজ বলিয়া, কম্পিতকলেবর হইয়া, তোমার পবিত্র রাজসিংহাসনতলে উপস্থিত হইয়াছি। তোমার ন্যায়দণ্ড-দর্শনে কত সময় ভীত হইয়া, তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছি। কত সময় তোমাকে দেখিব বলিয়া, কর্ত্তব্যজ্ঞানের অনুরোধে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি। কত সময় তুমি গুরু হইয়া এই পাপ মন ফিরাইয়া দিয়াছিলে, কত সময় বন্ধু হইয়া বিপদ হইতে উদ্ধার করিলে, এবং কত সময় পাপীর পরিত্রাতা হইয়া দেখা দিলে, কিন্তু, নাথ! এখন, ধন যেমন বিষয়ী লোকের মন আকর্ষণ করে, কবে তেমনই করে তুমি আমাদের হৃদয় তোমার দিকে আকর্ষণ করিবে? পিতঃ! কবে তোমার সেই প্রেমানন প্রকাশিত হইবে? যখন হৃদয় বলিবে, আর তোমাকে ছাড়িতে পারি না, তখনই সার্থক হইলাম, নতুবা, পিতঃ! কেবল কর্ত্তব্যের অনুরোধে মধ্যে মধ্যে তোমার নিকট আসিলে কি হইবে?

নাথ! আমাদের দুর্দ্দশা ত তুমি দেখিতেছ, যাই সংসারের আকর্ষণ হইল, অমনই তোমাকে নির্দ্দয় হইয়া বলি, তুমি অন্য হৃদয়ে যাও, আর আমার নিকটে তুমি বাস করিতে পার না। এইরূপে বহুদিনের বন্ধুতা কাটিয়া, অক্লেশে তোমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া, বিষয়ে মুগ্ধ হইয়া পড়ি। তুমি ত অনেকবার ভাল কথা বলিয়াছিলে, তবে কেন, নাথ। তোমাকে অবিশ্বাস করি? এখনও আমাদের উপর সংসারের আকর্ষণ রহিয়াছে। আমাদের চক্ষে তোমার তেমন রূপ নাই যে, আমরা মোহিত হইয়া তোমার চরণতলে পড়িয়া থাকিব। ততক্ষণ আমরা তোমার, যতক্ষণ পৃথিবীর লোক না আমাদিগকে টানিয়া লইয়া যায়। কিন্তু, জগদীশ! যাই বিষয় আমাদের টানে, আর তোমাকে আমরা চাহি না। তাই আজ তোমাকে সকল ভাই ভগিনী মিলে ডাকিতেছি যে, তুমি দয়া করিয়া আমাদের নিকট সেই ভাবে দেখা দিবে যে, আর বিষয় আমাদিগকে টানিতে পারিবে না। শুনিয়াছি, এমনই না তোমার কি ভাব আছে যে, সেই ভাবে তোমাকে একটী বার দেখিলে, তুমি প্রাণ কাড়িয়া লও। ভক্তেরা এই কথা বলেন।

জগদীশ! আমরা অনেক কালের পাপী। একবার তোমার দ্বারে যাই, আবার সংসারের দ্বারে যাই। আর যে এ পাপ জীবন বহিতে পারি না। কোথায় একবার তোমার চরণামৃত পান করিয়া, আবার সেই চরণামৃতের জন্য ব্যাকুল হইব, না, আমরা অমনই তাহা ভুলিয়া বিষয়ের গরল পান করি। এখনও যে, জগদীশ! তোমার প্রতি সেই প্রকার লোভ হইল না যে, যতই তোমাকে দেখিব, ততই তোমার সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার জন্য আরও লালায়িত হইব। আজ যদি, পিতঃ, ব্রহ্মমন্দিরে দেখা দিয়াছ, তবে সকল সন্তানের মন প্রাণ এমন করিয়া কাড়িয়া লও যে, আর তাঁহারা তোমাকে ছাড়িয়া সংসারকে

হৃদয় সমর্পণ করিতে পারিবেন না। পিতঃ! চিরকাল তোমার চরণে দাস হইয়া থাকি, সন্তানদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

প্রত্যক্ষ প্রকাশ

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, প্রাতঃকাল, রবিবার, ২৫শে বৈশাখ, ১৭৯৩ শক, ৭ই মে, ১৮৭১ খৃঃ)

হে করুণাসিন্ধু! তোমার নিকট আসিয়াছি। তুমি প্রসন্ন হইয়া তোমার ভাষাতে বল, আমি শ্রবণ করি, আমি মুক্তি লাভ করি। তোমাকে ভুলিয়া, তোমাব প্রেম-নির্ম্মিত বস্তু সকলের দ্বারা আত্মার গভীর অভাব দূর করিতে গিয়াছিলাম, তাহাও কি কখনও সম্ভব? তোমাকে ছাড়িয়া, তোমার সৃষ্ট উপকরণ দিয়া, কখনও কি আত্মার শান্তি হয়? আপনার মুখে আপনার অভাব বলিব, তোমার হস্ত হইতে তোমার ধন লইব। তোমার প্রত্যক্ষ আদেশ শুনিয়া জীবন-পথে চলিব, এই আমাদের মানস। তুমি নিজ হস্তে অন্তরের তুফানকে স্থির কর। এমন শিক্ষা দাও, আর যেন সংসার-গরল-ক্ষেত্রে সুধা অন্বেষণ করিতে না হয়। নির্জ্জনে তোমার প্রত্যক্ষ প্রকাশ দেখাইয়া চক্ষুকে বিমোহিত কর, এবং তাপিত আত্মাকে শীতল কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

শুষ্ক উপাসনা

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, রবিবার, ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৩ শক,
১৪ই মে, ১৮৭১ খৃঃ)

হে দয়াময় দীনবন্ধু পরমেশ্বর। কতকাল আমরা এ অবস্থায় থাকিব, যে অবস্থায় এক একবার তোমাকে দেখি, আবার তোমাকে দেখিতে পাই না। একবার তোমার কথা শুনিয়া প্রাণ শীতল হইল, আবার তোমার কথা অগ্রাহ্য করিলাম। এই পরিবর্ত্তনের অবস্থা হইতে কবে পরিত্রাণ পাইব? সাধুদিগের নিকট শুনিয়াছি, তুমি নাকি রসস্বরূপ। তুমি যদি শান্তিসরোবর হইয়া অন্তরে রহিয়াছ, তবে আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমাকে দেখিয়া জীবনের সমুদয় দুঃখ ভুলিয়া যাই। পথিকেরা যেমন রৌদ্রে নিতান্ত অস্থির হইলে, যেখানে জল এবং শীতল ছায়া দেখিতে পায়, দৌড়িয়া সেই স্থানে গমন করে, এবং সেই জল পান করিয়া শরীর শীতল করে, তেমনই আমরাও সংসারের রৌদ্রে অস্থির হইয়া, তোমার শান্তিসরোবরের নিকট বসিয়া, আশা করিয়াছি, অন্তরের অস্থিরতা গ্লানি দূর করিব। আর বাহিরের সুখ চাহি না। বিষয়-সুখ চাহি না। বিষয়-সুখে কি কখনও তোমার সৃষ্ট জীবাত্মা শান্তি পাইতে পারে? পিতঃ। তোমার কৃপায় অন্তরে কিঞ্চিৎ ধর্ম্মরস প্রবেশ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা পাপের রৌদ্রে শুষ্ক হইয়া যায়। তাই আমরা তোমাকে একমাত্র আশ্রয়দাতা বলিয়া ডাকিতেছি। সংসারের সকল সুখের পথ একে একে বন্ধ হইল। এই অবস্থায় যদি চিরসুখ না পাই, তবে কেমন করিয়া বাঁচিব? তুমি একটী একটী কথা বলিবে, আমরা তাহা শুনিবামাত্র আনন্দে নৃত্য করিব, এই প্রকারে আমাদিগকে তোমার প্রেমিক এবং অনুগত দাস করিয়া লও। তোমার কাছে

বসিলে যে, পিতঃ, হৃদয় শীতল হয়, এমন শান্তি-সরোবরের কাছে থাকিতে কেন হৃদয় শুষ্ক হয়? পিতঃ! শুষ্ক উপাসনা বিদায় করিয়া দাও। সেই উপাসনা ত তোমার উপাসনা নয়। তুমি যখন রসস্বরূপ, তখন তোমার উপাসনা নিশ্চয়ই সুখময় হইবে। ঐ দেখ, পিতঃ! শুষ্ক উপাসনা কত লোকের সর্ব্বনাশ করিল, কেবল ইহারই জন্য অবিশ্বাস এবং সংসারের শত শত প্রলোভন তোমার সন্তানদিগকে গ্রাস করিতেছে। কাম ক্রোধকে ভয় করি, তাই অনেক সময় তোমার নাম করিয়া বাঁচিয়া যাই, কিন্তু শুষ্কতারূপ ভয়ানক পাপ যে তস্করের ন্যায় অন্তরে প্রবেশ করিয়া, হৃদয়ের ধর্ম্মরস শোষণ করে, তাহা দেখিয়া ভয় করি না। তাই, পিতঃ, ডাকিতেছি, শুষ্কতা হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর, তোমার আনন্দ উপভোগ করিতে দাও, তোমার রসস্বরূপে বিশ্বাস করিতে দাও, এবং তোমার নামামৃত পান করাইয়া আমাদিগকে শীতল কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শূন্যতা

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, রবিবার, ৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৩ শক,
২১শে মে, ১৮৭১ খৃঃ)

হে দয়াময় পরমেশ্বর! আর তোমাকে পাইবার জন্য দূরে যাইতে হইবে না। আকাশ যখন তোমার সহবাস হইল, তখন তুমি যে নিকটে। পিতঃ! তুমি আমাদের এত কাছে আসিয়া, তোমার বাসস্থান করিলে? তুমি যে প্রেমসিন্ধু, ইহা হইতে অধিক আর কি প্রমাণ হইতে পারে? পিতঃ! তুমি আমাদের নিকটে আছ, আর যেন

তোমাকে দূরে অন্বেষণ না করি। ধর্ম্ম-জীবনের প্রথম অবস্থায় যখন তোমার সাহায্য পাইলাম, তখন সংসারকে পদতলে দলন করিলাম। কৃতজ্ঞতার সহিত মানিতেছি, তোমার কৃপায় বৈরাগী হইয়া, অনেক বৎসর হইতে সংসারকে পদতলে রাখিয়া, তোমার ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতেছি, কিন্তু দেখ, পিতঃ! এখনও কোন কোন দিন যখন তোমাকে ডাকিতে যাই, আকাশ পরিহাস করিয়া বলে, কোথায় তোমার ঈশ্বর? এই শূন্যের মধ্যে কে তোমার উপাসনা শুনিবে? পিতঃ! এইরূপে নিরাশ হইয়া শূন্যহৃদয়ে ফিরিয়া যাই, আর সে দিন উপাসনা হয় না। দেখ, জগদীশ! সংসার গেল, এখন শূন্য লইয়া কিরূপে বাঁচিয়া থাকিতে পারি? তোমার চরণ ভিন্ন আর কাহার দ্বারা এই শূন্য পূর্ণ হইবে? পিতঃ! শূন্য আমাদের ভয়ানক শত্রু। পিতঃ, দেখ, যেন নির্জ্জনতা অনুভব না করি। যদি তোমাকে একবার দেখিতে না পাই, ভয় হয়, দশ বৎসরের ধর্ম্মবল বুঝি পলকের মধ্যে হারাইব। পিতঃ! আমার আর স্বর্গ কোথায়! হৃদয় মধ্যে যদি তুমি বাস কর—এই আমার স্বর্গ! নাথ! সংসারের বিভীষিকা এত ভয় দেখায় যে, দিবানিশি না কাঁপিয়া থাকিতে পারি না, তাতে যদি মনে করি, তুমি কাছে নাই, একাকী রহিয়াছি, তবে, পিতঃ, কেমন করিয়া জীবন ধারণ করিব? যদি ব্রাহ্ম করিলে, ব্রাহ্মধর্ম্মের গুরুত্ব বুঝিতে দাও, যাহাকে লোকে আকাশ বলে, শূন্য বলে, সেখানে তোমার পবিত্র চরণ ধরিয়া প্রাণকে শীতল করিতে ক্ষমতা দাও, যাহাকে লোকে নির্জ্জন বলে, সেখানে তোমার প্রেমমুখ দেখিয়া জীবনকে সফল করিতে সমর্থ কর। তোমার শ্রীচরণতলে চির-কাল বাস করিব। একাকী আছি, মনে করিয়া ভয় করিব না, ঐ শ্রীচরণতলে শান্তি পুণ্য লাভ করিব। তোমার মধুময় সহবাস হৃদয়ের সুধা আনিয়া দাও। আকাশে তোমার শান্তিপূর্ণ সত্তা অনুভব করিতে

দাও। আমরা যাহা পাইবার, তাহা পাইব। আশীর্ব্বাদ কর, যেন ইহকাল পরকাল আমরা তোমার সহবাসের গভীর শান্তি উপভোগ করিতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—

অভেদ্য প্রেমজাল

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, রবিবার, ২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৩ শক, ১১ই জুন, ১৮৭১ খৃঃ)

জগদীশ! তুমি এত নিগূঢ় কৌশল করিয়া আমাদিগকে ধরিতে চেষ্টা কর, এখন যে, নাথ, জীবনের মধ্যে যতই প্রবেশ করিতেছি, ততই দেখিতেছি, আমাদের সঙ্গে তোমার নিগূঢ় সম্বন্ধ। কেন, নাথ, তুমি পরিশ্রান্ত হও না? এই দশ বার বৎসর তোমার সঙ্গে রহিয়াছি, এক দিনের জন্যও বিরক্ত হইলে না। কেন, নাথ! এমন নিগূঢ় ভাবে জাল পাতিয়া রাখিয়াছ? আমাদিগকে ধরিবার জন্য তুমি এত কৌশল করিতেছ, তবে কেন আমরা ধরা দিই না? যদি জানিতাম, তুমি এমন করিয়া বাঁধিবে, তবে কি আর অপ্রেমিক হইয়া থাকিতে পারিতাম? আশ্চর্য্য তোমার প্রেমের মধু! তোমার সঙ্গে সামান্য যোগ মনে করিতাম। কিন্তু তুমি ত পিতা, তেমন ঈশ্বর নও, তেমন পিতা নও, তেমন বন্ধু নও যে, পাঁচবার অপরাধ করিলে তুমি আমাদিগকে ছাড়িয়া দিবে। হে ঈশ্বর! এই যে সাধু ভক্ত সন্তান সকল তোমার প্রেম-জালে পড়িয়া রহিয়াছেন। পৃথিবীর সকল সুখ সম্পদ দেখিলাম, কিছুরই জন্য ত আর স্পৃহা হয় না। পিতঃ, এখন এই চাই, যেমন ভক্তদিগকে চিরকালের জন্য তোমার চরণতলে বাঁধিয়া রাখিয়াছ,

তেমনই এই নরাধম সন্তানকে বাঁধ। আর যেন তোমাকে ছাড়িয়া যাইতে না পারি। আজ একবার বিশেষ করিয়া আমাদিগকে বাঁধ দেখি, গৃহে যাইয়া দেখিব যে, যথার্থই আমরা তোমার অভেদ্য প্রেম-জালে পড়িয়াছি। দুর্দান্ত রিপুদিগের হস্ত হইতে তোমার সন্তানদিগকে রক্ষা কর। সকলকে তোমার প্রেম-শৃঙ্খলে বাঁধ। তোমার প্রেমজাল কেমন মধুর, ইহা সকলকে ভোগ করিতে দাও। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, এবং আমাদিগকে যে জন্য এই পৃথিবীতে পাঠাইয়াছ, তাহা সিদ্ধ হউক। বাঁধ, জগদীশ, আমাদিগকে ভাল করিয়া বাঁধ। তোমার চরণে এই প্রার্থনা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নামই সর্ব্বস্ব

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, রবিবার, ৫ই আষাঢ়, ১৭৯৩ শক, ১৮ই জুন, ১৮৭১ খৃঃ)

হে দয়াময় দীনবন্ধু পরমেশ্বর, তুমি যে আমাদিগকে তোমার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিতে অধিকার দিয়াছ, সে অধিকার যে কত উচ্চ, তাহা সংসারে আসক্ত হইয়া দেখিলাম না। জগদীশ, তোমাকে দয়াময়, পিতা, পরিত্রাতা বলিয়া ভাবি, এ সকল শব্দের অর্থ কি, তাহা বুঝাইয়া দাও। পিতঃ, যদি তোমার নামের যথার্থ অর্থ জানিতাম, তাহা হইলে সুদীর্ঘ উপাসনা করিতে হইত না। তুমি যে নামের মধ্যে ধর্ম্মের সঙ্কেত বলিয়া দিয়াছ। ঐ নাম আমাদের সুখ, পরিত্রাণ, আমাদের সকলই। কিন্তু, জগদীশ, অনেকবার তোমার নাম উচ্চারণ করিয়াছি, তবে কেন তোমার নামের সুধা পান করিতে পারি না? যে দিন ব্রাহ্ম করিয়াছ,

সে দিন হইতে কতবার তোমার নাম উচ্চারণ করিয়াছি, ভাবিলে অবাক হইতে হয়। ইচ্ছা হইলেই, পিতঃ, তোমাকে 'দয়াময়' বলিতে, পারি, 'তোমার মুখ সুন্দর' বলিতে পারি, কিন্তু, পিতঃ, দেখ, মন তোমাকে ভালরূপে স্বীকার করিতে চায় না। তাই তোমার প্রসন্ন ভাব দেখিতে পাই না। বুঝিয়াছি, পিতঃ, বলিতে হইবে না, যদি ভাবের সহিত এ সকল কথা বলিতে পারিতাম, তবে আর দুঃখ থাকিত না। দেখ, জগদীশ, তোমার ব্রাহ্মসন্তান প্রতিদিন তোমাকে কত নাম ধরিয়া ডাকেন—দয়াময়, প্রেমসিন্ধু, দীনবন্ধু, পতিতপাবন ইত্যাদি কত প্রকার নাম ধরিয়া তোমাকে ডাকেন, কিন্তু দেখ, পিতঃ, তাঁহারাই এই বলিয়া রোদন করেন, কৈ, পিতাকে ডাকিলাম, তিনি ত উত্তর দিলেন না, তাঁহার সঙ্গে ত দেখা হইল না। পিতঃ, এই রোগের ঔষধ বলিয়া দাও, তোমার নামে যেন কলঙ্ক না হয়। তোমার সন্তানেরা শূন্য আকাশের পূজা করিয়া যেন ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বনাশ না করেন। পিতঃ, আশীর্ব্বাদ কর, যেন এই নাম ভক্তির সহিত লইতে পারি। আর বৃথা তোমার নাম করিতে চাই না। যখন তোমার নাম ধরিয়া ডাকিব, তখনই বলিবে, "দেখ, আমি আসিয়াছি।" পিতঃ, আমাদিগকে এই অবস্থা আনিয়া দাও। পিতঃ, তোমার কাছে আর কি ভিক্ষা চাহিব, পুত্র কন্যাকে বলিয়া দাও—কি সজনে, কি নির্জ্জনে, যখন তোমার নাম ধরিয়া ডাকিবেন, তখনই নাম যে সুমিষ্ট, তাহা যেন বুঝিতে পারেন। নাথ, আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আমার শত্রু যে আমি

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, রবিবার, ২৬শে আসাঢ, ১৭৯৩ শক , ৯ই জুলাই, ১৮৭১ খৃঃ)

হে দয়াময় দীনবন্ধু পরমেশ্বর ! বল, তোমার মত বন্ধু আর কোথায় পাইব ? দেখ, পিতঃ. নির্ব্বোধ হইয়া আপনাকে আপনি দেখি না, তাই সংসারের প্রতি দোষারোপ করি। বলি, ঈশ্বর কেন এমন সংসার সৃষ্টি করিলেন, যাহা দেখিয়া পাপ করি। এইরূপে দেখ, জগদীশ ! নিজের দোষ ঢাকিয়া তোমাকে অপরাধী করিতে যাই। যে তুমি আমার মত পাষণ্ডের মুখেও প্রতিদিন অন্ন জল আনিয়া দাও, সেই তুমি কি আমার জন্য এতগুলি শত্রু সৃষ্টি করিতে পার ? যে তুমি আমার জন্য কত মঙ্গল ব্যাপার সম্পন্ন করিতেছ, সেই তুমি কি, আমাকে শত্রু দলন করিতেছে দেখিয়া, আনন্দিত হইতে পার ? যে তুমি আমাকে দয়া না করিয়া থাকিতে পার না, সেই তুমি কি আমার নিকটে জগৎকে শত্রু করিয়া আনিয়া দিতে পার ? পিতঃ, তুমি ত আমার শত্রু নও, তোমার জগৎ যে কখনই আমার শত্রু হইতে পারে না। আমার শত্রু যে আমি। নিজের শত্রু যে নিজে। পিতঃ, এক এক বার মনে করি— আর তোমার প্রতি অকৃতজ্ঞ হইয়া জীবন ধারণ করিব না, কিন্তু কোথা হইতে দুরন্ত "আমি" আসিয়া, আমার সেই সাধু প্রতিজ্ঞা বিনাশ করে। আমিই আমার কল্যাণপথের বিষম জঞ্জাল হইলাম। কেন এমন করি ? তোমার কাছে ত উত্তর দিতে হয় না। তুমি যে অন্তর্যামী। সেই পাপযুক্ত যে "আমি", তাহাই আমাকে তোমা হইতে বিচ্যুত করে। পিতঃ, এই দুরন্ত "আমিকে" তুমি শাসন কর। আর যে এই বিষম রোগের যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না। ঔষধ আনিয়া

দিয়াছ, বন্ধু হইয়া ঘরে বসিয়া আছ, কিন্তু দেখ, পিতঃ, মন যে তোমাকে চায় না। আমার ঘর যদি আমি না সামলাই, তবে কে আমাকে ভাল করিবে? তুমি কাছে বসিয়া আছ, তাই বাঁচিতেছি, কিন্তু দেখ, পিতঃ, এই যে দুরন্ত শত্রু "আমি", ইহা আমাকে সর্ব্বদা প্রহার করিতেছে, মুখ তুলিয়া তোমাকে দেখিতে দেয় না। তোমার কাছে শান্তি পাইবই পাইব—যদি তোমার মুখ দেখি, সকল জ্বালা দূর হইবে, জীবন সফল হইবে। 'দীনবন্ধু' নাম ধরিয়া যখন তুমি পাপীর কাছে আসিয়াছ, তখন শান্তি দিবেই দিবে। একবার, পিতঃ! তোমার সখার ভাব দেখাও। পিতঃ, প্রসন্ন হইয়া বল যে, যথার্থই তুমি আমার প্রাণসখা। মহাপাপী হয়ে যখন দেখিব যে, তুমি আমার বন্ধু, তখন "জয় দয়াময়, জয় দয়াময়" বলে প্রাণকে শীতল করিব।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বালকের মত কোমল

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, রবিবার, ১লা শ্রাবণ, ১৭৯৩ শক, ১৬ই জুলাই, ১৮৭১ খৃঃ)

হে দীনবন্ধু পরমেশ্বর! আবার কি তুমি এই পাপ-দগ্ধ-সন্তানকে দেখিতে আসিয়াছ? আবার সেই সময় মনে হইতেছে, যখন শাস্ত্র জানিতাম না, কিন্তু বালকের মত তোমাকে ডাকিতাম, তুমিও ডাকিবা মাত্র ঘর হইতে বাহির হইয়া সন্তানের হস্তে কত সামগ্রী দিতে। হাসিতে হাসিতে তোমার দান লইতাম, এবং গৃহে গিয়া মা বাপ ভাইকে বলিতাম, দেখ, পিতা আমাকে কেমন স্বর্গের সামগ্রী দিয়াছেন, তোমরাও এ সকল গ্রহণ কর, সুখী হইবে। দেখ, জগদীশ! এখন সেই

ভাব কোথায় গেল। পিতঃ। অহঙ্কার করিয়া মরিলাম, আমি বড ধার্ম্মিক, আমি বড় ভক্ত, এবং আমি রাস্তায় রাস্তায় সংকীর্ত্তন করি, এ সকল মনে করিয়া কত অভিমান করি। এই অভিমানই সর্ব্বনাশ করিল। তখন, পিতঃ, এই রকম অহঙ্কার হইত না, তখন ত কৈান ভাই ভগিনীকে অশ্রদ্ধা করিতাম না। এখন তোমার করুণায় অনেক ভাই ভগিনীদিগের সঙ্গে পরিচয় হইল, তবে কেন ইঁহাদের সঙ্গে তেমন স্থায়ী ভাব হয় না? এখন তোমার সন্তানদিগকে ভালরূপ জানিয়া কি অবিশ্বাস করিতে হইল? পিতঃ। ভাল করে তোমার ব্রাহ্মসন্তান-দিগকে প্রহার কর। বল, বালক না হইলে তোমার গৃহে যাইতে দিবে না। কত দূর দেশ হইতে এতগুলি ভাইকে আনিয়া দিলে, যদি বালকের ন্যায় ইঁহাদের ভাই বলিয়া স্বীকার করিতাম, তবে কত সুখী হইতাম। কত নূতন মিষ্ট সম্পর্ক করিয়া দিলে, কিন্তু কেমন কঠিন মন, তোমার মধুর দয়া আস্বাদন করিতে পারি না। দেখ, পিতঃ, আমাদের মধ্যে উন্নতি কৈ? প্রেমের গভীরতা কৈ? আর এই দগ্ধ কাষ্ঠের ন্যায় জীবন বহন করা যায় না। এই কঠিন প্রাণকে বালকের মনের মত কোমল করিয়া দাও। শিশুর মত যাহাতে তোমার কাছে মনের কথা বলিতে পারি, তোমার চরণ ধরিয়া এই মিনতি করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রেম-পরিবার

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, রবিবার, ৮ই শ্রাবণ, ১৭৯৩ শক, ২৩শে জুলাই ১৮৭১ খৃঃ)

হে ঈশ্বর, একবার অন্তরে দর্শন দাও। নাথ, বলিব কি, যখন নির্জনে তোমাকে দেখি, তখন হৃদয় শীতল হয়, কিন্তু ভ্রাতা ভগিনীদের সহবাসে সেইরূপ সুখ পাই না। তোমার জগৎ যে এখনও মরুভূমি রহিয়াছে, তোমার সংসার যে এখনও শ্মশান! এখনও যে পরস্পরের সঙ্গে চোরের ন্যায় ব্যবহার করি। পরস্পরকে যদি জানিতাম, তবে এখন যে প্রণয় দিই, তাহাও দিতাম না। এখনও পরস্পরকে জানি না, ইহা আমাদের সৌভাগ্য হইল। আপনাদিগের যথার্থ স্বভাব ঢাকিয়া মিথ্যার উপর প্রণয় স্থাপন করিয়াছি, তোমার ভিতরে এক এবং বাহিরে আর এক, ইহা ত কখনই হইতে পারে না। তোমার নাম যে সত্য। তোমার অন্তরে যেমন মলিনতা নাই, বাহিরেও তেমনই তাহার কোন চিহ্ন দেখি না। কিন্তু আমাদের মধ্যে কেন এত প্রতারণা, এত কপটতা থাকিবে? কবে, পিতঃ, ব্রাহ্মসমাজ জগতে তোমার স্বর্গরাজ্য, তোমার প্রেমরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবে? পিতঃ, কেন আমাদের মধ্যে তেমন সরলতা এবং প্রণয় হয় না? কবে, পিতঃ, যেমন তোমার স্বর্গ-রাজ্যে, তেমনই আমাদের মধ্যে প্রেম পবিত্রতা বিস্তার হইবে? কত দিন একত্র হইয়া তোমারই উপাসনা করিলাম, কিন্তু এখনও ত তোমার পরিবার হইতে পারিলাম না। পিতঃ, একটী ঘর করিয়া দাও, নইলে যে কখনই পবিত্র হইতে পারিব না। তোমাকে না জানিলে কেহই ভাইকে ভালবাসিতে পারে না, আবার ভাইকে না ভালবাসিলে কেহই তোমাকে ভালবাসিতে পারে না, ইহা ত তুমি কতবার বলিয়াছ, কিন্তু

আমরা যে তোমার কথা শুনিয়াও শুনি না। আমরা তোমার উপাসনা করিতে বসি, কিন্তু কৈ আমাদের মনে ত প্রেম নাই। পিতঃ, তুমিই বা কি মনে কর। সেই প্রতারকগুলি আসিয়া বারবার পুরাতন প্রণালীতে তোমাকে ফাঁকি দেয়, এই প্রকার প্রতারণা আর কত কাল সহ্য করিবে? পিতঃ, প্রাণ থাকিতে থাকিতে কপটতা বিনাশ করিয়া, আমরা যেন একটী পরিবার হইতে পারি। অন্ততঃ পাঁচ জন লোকও যেন ভক্তিভাবে তোমার নিকটে বাস করিতে পারি, এই আশীর্ব্বাদ কর। পিতঃ, আর দুঃখ সহ্য হয় না, অন্তরের যন্ত্রণানল নির্ব্বাণ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

জীবনের উদ্দেশ্য সাধন

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, রবিবার, ২২শে শ্রাবণ, ১৭৯৩ শক, ৬ই আগষ্ট, ১৮৭১ খৃঃ)

হে ঈশ্বর, কবে তুমি পরলোকে যাইবার জন্য আমাদিগকে আহ্বান করিবে, তাহার ত কিছুই স্থিরতা নাই, কিন্তু আমরা এমন করিয়া জীবনধারণ করিতেছি, যেন অনেক বৎসর এখানে থাকিব। তুমি যে বলিতেছ, শীঘ্রই কার্য্য সাধন করিয়া লও, কিন্তু আমরা যে তোমার অবাধ্য হইয়া পথে নিদ্রা যাই। একে অল্প জীবন তোমার কাছে পাইয়াছি, তাহাতে ইহার অর্দ্ধেকের অধিক নানা প্রকার আলস্য এবং নিরুৎসাহের ব্যাপারে নিক্ষেপ করিয়াছি। মৃত্যুর দিন যে কাছে আসিতেছে, এ সময়ে আমাদের কাছে আসিয়া দয়া কর। তোমার ব্রাহ্ম-সন্তান সকল, সময়ের অসদ্ব্যবহার করিলে যে আত্মহত্যা হয়, ইহা বুঝিতেছেন না। অনন্তকাল সম্মুখে আছে, এই মনে করিয়া বর্ত্তমান

কালের অসদ্ব্যবহার করিতেছেন। এই পাপ হইতে ব্রাহ্মমণ্ডলীকে উদ্ধার কর। আমরা একটু একটু তোমার কার্য্য করিয়া লোকের কাছে কত অভিমান করিয়া বেড়াই। যত ভক্তি-সুধা আমাদের পাওয়া উচিত, তাহা বিবেচনা করিলে আমাদের আত্মা দগ্ধ কাষ্ঠের ন্যায় শুষ্ক, যত জ্ঞানে সুপণ্ডিত হওয়া উচিত, তাহার তুলনায় আমরা জঘন্য মূর্খ। যখন মৃত্যু আসিয়া বলিবে, চল, তখন বলিতে হইবে, জ্ঞান হইল না, ভক্তি হইল না, কেমন করিয়া ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইব। জগদীশ, আর এই প্রকার অচেতন অবস্থায় থাকিতে পারি না। আমাদিগকে তোমার অনুগত দাস দাসী করিয়া লও। সেই দিন আনিয়া দাও, যখন যাহা বলিবে, তাহাই করিব, যাহা বলাইবে, তাহাই বলিব। যাহাতে কেবল তোমার কার্য্য করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারি, আমাদের সকলকে এই প্রকার ক্ষমতা বিধান কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভ্রাতৃপ্রেম

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, ভাদ্রোৎসব, প্রাতঃকাল, রবিবার, ৫ই ভাদ্র, ১৭৯৩ শক, ২০শে আগষ্ট, ১৮৭১ খৃঃ)

প্রেমময় পিতঃ! নিজের গুণে তুমি এত সুন্দর হইয়াছ, আমাদের এই পাপদগ্ধ কল্পনা কি তোমাকে সাজাইবে। পিতঃ! অনেক দিনের মনের দুঃখ আজ তোমাকে বলিব। দেখ, পিতঃ! তুমি যে সকল সন্তানকে সুখী করিতে যত্ন করিয়াছিলে, কত ধর্ম্মবল পাইবেন বলিয়া যাঁহারা তোমার রাজ্যে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা চলিয়া গেলেন, আর সেই সকল ভাই ভগিনীদের মুখ দেখিতে পাই না। আমাদের পাপদগ্ধ

মনই তাহার কারণ। যদি যত্ন করিয়া ইঁহাদিগকে তোমার প্রেমরাজ্যে বসাইতাম, তবে তোমার স্বর্গরাজ্যের এই বিপদ হইত না। তুমি সকলকে হাতে ধরিয়া আনিয়াছিলে, কিন্তু, পিতঃ! তোমার সাধু সন্তান বলিয়া, ভালবাসিয়া, যাঁহাদের হস্তে তুমি এত বড ভার সমর্পণ করিলে, তাঁহাবা স্বার্থপর। এতকাল সাধনের পর তাঁহারা বলিলেন কি না যে, আমরা নিজেব যন্ত্রণাতেই মরিতেছি, আবার পরের জন্য ভাবিতে পাবি না। তুমি বলিযাছ, ব্রাহ্ম বড়ই হউন, আর ছোটই হউন, সকলেরই ক্ষমতা আছে যে, তাঁহারা পবস্পরের স্কন্ধ ধরিয়া, পবিত্রাণপথে যাইতে সাহায্য করিতে পারেন, কিন্তু দেখ, পিতঃ! তোমাব সন্তানেরা পরস্পরকে অবহেলা করিয়া মরিতেছে। আজ যে উৎসবক্ষেত্রে তোমাকে দেখিয়াছি, বড় আশা হইতেছে যে, আমাদের মধ্যে প্রেমরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। পিতঃ! আমাদের সকল প্রকার স্বার্থপরতা, কঠোরতা, নিষ্ঠুরতা দূর কব। দাও, পিতঃ, যত ভাই ভগ্নী কাছে আনিয়া দিতে পার, দাও। এবার হইতে যাতে কিছুতেই তাঁহাদেব দুঃখ কষ্ট না হয়, তাহাব জন্য আমরা বিশেষ দায়ী হইব। সেই পুরাতন পিতা যে তুমি, দশ বৎসর পূর্ব্বেও কাছে ছিলে, আজও সেই তুমি কাছে আছ। তখন যেমন তুমি সুন্দর ছিলে, এখনও তুমি তেমনই সুন্দর। কিন্তু, পিতঃ, তোমার পুত্র কন্যাগণ পরস্পরকে মারিতেছেন, কেহ কাহাকে ভালবাসেন না, কেমন করিয়া ভাইয়ের সৌন্দর্য্য দেখে মুগ্ধ হইতে হয়, তাহা তাঁহারা জানেন না। পিতঃ, তুমি কেমন কোমল, কেমন সুন্দর হইয়া আজ উৎসবক্ষেত্রে আসিয়াছ! তোমার সন্তানেরাও যদি আজ তেমন কোমল হইতেন, তবে এই ব্রহ্মমন্দির স্বর্গ হইত। কেমন সুন্দর তোমার সেই ঘর, যে ঘরে তোমার সুন্দর সন্তানগণ প্রেমভরে দিবানিশি কেবলই তোমার নাম করিতেছেন। পিতঃ! সেই

ঘরের অপরূপ শোভা দেখাও দেখি। তোমার পুত্র কন্যাগণ তোমার পদতলে বসিয়া তোমাকে ডাকিতেছেন, পরস্পরকে দেখিয়া যেমন সুখী হইতেছেন, তোমার নামামৃত পান করিয়া যেন আরও অনন্তগুণে সুখী হন, পিতঃ, অচিরে সেই অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখাও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আজ্ঞা-পালন

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, রবিবার, ১৯শে ভাদ্র, ১৭৯৩ শক ,
৩রা সেপ্টেম্বর, ১৮৭১ খৃঃ)

হে দয়াময় দীনবন্ধু! চিরকালের পিতা পরমেশ্বর! তোমাকে বার বার ধন্যবাদ করি যে, তুমি আমাদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছ। একদিনের জন্যও যদি তোমার মুখ দেখিতে না পাইতাম, তবে আমাদের কত দুর্দ্দশা হইত। আমাদের প্রতি তোমার শ্রেষ্ঠ দয়া এই যে, তুমি আমাদের ন্যায় নারকীদিগকে তোমার মুখ দেখিতে দিয়াছ, এবং তোমার কথা শুনিতে দিয়াছ। কত মুখ দেখিলাম, কিন্তু তোমার মুখের মত সুন্দর পদার্থ আর কোথাও নাই। আবার, জগদীশ! যখন আর কাহারও কথা ভাল লাগে না, তখন কেবল তোমার কথা শুনিতে চাই। তোমার কথা যেমন অমূল্য এবং মিষ্ট, পৃথিবীতে ত আর তেমন কথা শুনা যায় না। পুস্তক পাঠ করি, সাধুর কথা শ্রবণ করি, কিন্তু তাহাতেও বল নাই। কিন্তু তুমি যাহা বল, তাহা প্রবল শাস্ত্র করিয়া প্রেরণ কর। নাথ! তুমি কি পামর সন্তানদিগের গুরু হইবে? তুমি উপদেশ না দিলে আর বাঁচি না। আর সকলের কথা কেমন কর্কশ লাগে, আপনার বুদ্ধির উপর নির্ভর করিলে অনিষ্ট হয়,

এখন ইচ্ছা হয়, কেবল দিন রাত্রি তোমার কথা শুনি। আমাদের কর্ণে তোমার বাক্য শুনাও, এবং আমাদিগকে তোমার মন্ত্রে দীক্ষিত কর। আমাদের অন্তরে সত্যের আলোক প্রেরণ কর। তোমার কথা যাহাতে শুনিতে পাই, এমন অনুগ্রহ কর। যখন চারিদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, তখন কোন্ পথে যাইব, বলিয়া দিও। যখন পাপ-বিকারে মৃতপ্রায় হই, তখন বজ্রধ্বনিতে জাগাইয়া দিও। এই অধম সন্তানদিগের প্রতি রোজ রোজ কি আজ্ঞা হয়, বলিয়া দিও এবং সেই আজ্ঞা যেন পালন করিতে পারি, এখন ক্ষমতা দিও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রত্যাদেশ

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, রবিবার, ২৬শে ভাদ্র, ১৭৯৩ শক, ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭১ খৃঃ)

হে দীনবন্ধু পরমেশ্বর! অবিশ্বাসী সন্তানদের গতি কি হইবে, আজ একবার বল। পিতঃ, তুমি যে কথা বলিতে পার, তাহা আমরা বিশ্বাস করি না। যদি জগৎ জিজ্ঞাসা করে, কে আমাদিগকে ব্রাহ্ম হইতে বলিলেন, আমরা ব'লব, কর্ত্তব্য-বুদ্ধির অনুরোধ। তোমাকে স্বীকার করি না, তোমার কথাকে নিজের কল্পনা মনে করি। এ যে আর প্রাণে সহ্য হয় না। যখন ভাই ভগ্নীগণ বলেন—তাঁহারা তোমার কথা শুনিতে পান না—তখন যে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তোমার দ্বারে আঘাত করিলে, তুমি পূর্ব্বেও যেমন, পরেও তেমনই মৌনাবলম্বন করিয়া থাক, এই কথা শুনিলে যে, পিতঃ, প্রাণ শুষ্ক হইয়া যায়। এই ধর্ম্মে আর কি শান্তি পাইব, যদি তুমি কথা না কও। পিতঃ, তুমি যদি বলিয়া

দাও, আমি কথা কই না, আমি কাহাকেও উপদেশ দিই না, তবে যে আর আমাদের উপায় নাই। কেমন করে, পিতঃ, তুমি সর্ব্বদা প্রতি সন্তানকে জ্ঞান দাও, বল দাও, বুদ্ধি দাও, তাহা কি একবার আমা-দিগকে বুঝাইয়া দিবে? প্রার্থনার কি উত্তর দাও, শুনিয়া কি আমরা গৃহে ফিরিয়া যাইতে শিখিব? কথা কও, পিতঃ, একবার কথা কও, বুঝাইয়া দাও যে, আমাদের কথা আকাশ গ্রাস করিতে পারে না, প্রত্যেক কথা শুনিয়া তুমি তাহার ফল বিধান করিতে প্রস্তুত রহিয়াছ। ছোট ছেলে যদি অরণ্যে মা মা করে কাঁদে, আর তার মা যদি শুনিয়া উত্তর না দেয়, তবে যে আর তাহার দুঃখের সীমা থাকে না। একবার কি তুমি একটী কোমল কথা বলিবে না? কথা কহিয়াছ, এই জন্য মনে হয়, আবার কথা বলিবে, তাই আমার জন্য এবং ভ্রাতা ভগ্নীদের জন্য বলিতেছি, তুমি কথা কও। এমনই করিয়া কথা কও যে, তোমার মধুময় কথাতে ভুলিয়া যাইব এবং বলিব, পিতঃ, আর একবার কথা কও। যেন কেবলই তোমার কথা শুনি। একটীবার কথা কও, পিতঃ, একটীবার কথা কও, এই অধমদের প্রাণ শীতল কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

তুমি ধর, আমরাও ধরি

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, রবিবার, ২রা আশ্বিন, ১৭৯৩ শক, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭১ খৃঃ)

হে দীনহীনের গতি পরমেশ্বর। যথার্থই কি তুমি এই ঘরে বসিয়া আছ, না, কোন পর্ব্বতের গহ্বরে মেঘের মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছ, বল। যদি এখানে থাক, তবে নিশ্চয়ই সন্তানের কথা শুনিতেছ। "যদি এখানে

থাক”—কেন বলিতেছি, তুমি যে কাছে বসিয়া আছ, তুমি ধরা দিবে বলিয়া কাছে আসিয়াছ, আমি যে ধরিতে চাই না। স্বহস্তে কতবার উৎসবক্ষেত্র সুন্দররূপে সাজাইয়াছ, পাছে সন্তানগণ, উৎসবক্ষেত্রে কোন রমণীয়তা নাই, এই বলিয়া চলিয়া যায়, এই জন্য মধুর সঙ্গীতের দ্বারা কতবার তাহাদের আকর্ষণ করিয়াছ। সন্তানগুলিকে বাঁচাইবার জন্য কত চেষ্টা কর, উৎসবে ডাকিয়া আনিয়া কত স্বর্গের সামগ্রী দান কর, কিন্তু দেখ, পিতঃ, যতই তুমি তাহাদিগকে আকর্ষণ কর, ততই তাহারা তোমা হইতে পলায়ন করে। পিতঃ, একবার ভাল করিয়া ধর। আর কাহাকেও পলায়ন করিতে দিও না। পিতঃ, কতবার তুমি আমাদিগকে স্বর্গের সুধা দিলে, কিন্তু আমরা সেই অমৃত ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলাম, তুমি দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিলে। তোমার এই হতভাগ্য জীব সকল কত উৎসব ভোগ করিল, কিন্তু তবুও ইহারা নূতন বক্তৃতা শুনিতে চায়, নূতন পিতা অন্বেষণ করে। পিতঃ, তুমি মনে মনে কি ভাবিতেছ, তুমি কি বলিতেছ না, “এই নিরাশ্রয় সন্তানগুলিকে জন্মদুঃখী দেখিয়া ব্রহ্মমন্দির করিয়া দিলাম, এত যত্ন করিলাম, এত স্নেহ করিলাম, তবু ইহারা আমাকে অবিশ্বাস করে।” আমাদেরও লজ্জা নাই, তোমারও অসহিষ্ণুতা নাই। যদি একটী দুঃখী ছেলেকেও ঘরে আনিয়া শান্তি দিতে পারি—এই ভাবিয়া তুমি ব্রহ্ম-উৎসব কর, কত চেষ্টা কর। কিন্তু, পিতঃ, যদি পঞ্চাশটী উৎসব দেখিয়াও আমাদের কিছু না হয়, জগৎ যে বলিবে, ইহারা বড় কপট, নতুবা এত উৎসব করিয়াও কেন ইহারা ভাল হয় না। জগদীশ, দেখা দাও, বলে দাও যে, রবিবারে আমাদের কিছু উপকার হইবেই হইবে। কবে রবিবার আসিবে, কবে প্রাণভরে পিতাকে ডাকিব, কবে নয়ন ভরিয়া পিতাকে দেখিব, কবে পিতার শুভ দর্শন পাইব, ইহা বলিতে বলিতে যেন

আশা-পূর্ণহৃদয়ে ঘরে যাই, এবং সেই দিনে আসিয়া আশা পূর্ণ করিব।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নামরূপ মহৌষধ

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, রবিবার, ৩০শে আশ্বিন, ১৭৯৩ শক, ১৫ই অক্টোবর, ১৮৭১ খৃঃ)

জগদীশ। তোমার দুঃখিনী বঙ্গবাসিনী কন্যাদিগকে রক্ষা কর এবং বঙ্গবাসী দুঃখী পুত্রদিগকে উদ্ধার কর। সেই দিন কবে হইবে—যখন যে ঘরে যাইব, তোমার নামকীর্ত্তন শুনিব, যে পথে চলিব, নগর-কীর্ত্তন দেখিব, যে নর নারীর কাছে যাইয়া বসিব, হৃদয় পবিত্র হইবে। জগদীশ। এখনও আমাদের জীবনে ভয়ানক কলঙ্ক রহিয়াছে, এখনও ইন্দ্রিয় দমন করিতে পারি না, কিন্তু যখন পাপগুলি দংশন করে, তখন তোমার নিকট ঔষধ খুঁজিতে শিখিয়াছি, কিন্তু পাঁচ হাজার লোক কি এখনও তোমাকে না জানিয়া অধর্ম্মের পথে প্রাণ হারাইবে? দীননাথ নাম কি তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিবে না? না, জগদীশ, তাঁহাদিগকে এক বিন্দু সুধা পান করাও। চল যাই তাঁহাদের নিকট। যদি তাঁহারা জানিতেন যে, তুমি দুঃখীকে সুখ শান্তি দিতে পার, বড় সুধা তোমার নামে, অনেক শান্তি তোমার সহবাসে, তবে দৌড়িয়া তাঁহারা তোমার কাছে আসিতেন, তুমিও তাঁহাদিগকে ক্রোড়ে লইয়া কত আহ্লাদ প্রকাশ করিতে। পিতঃ, যাও, একবার তাঁহাদের নিকট তোমার দয়া প্রচার কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

রক্ষিণীশক্তির উপর নির্ভর *

(ভারতাশ্রম, বর্ষশেষ)

অনন্ত পরমেশ্বর, স্বর্গ ও মর্ত্তস্থ পরিবারগণের এক মাত্র পিতা, আমরা আমাদের সায়ংকালীন উপাসনার্থ তোমার পবিত্র বেদীসন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া, তোমার প্রদত্ত গৃহ এবং তোমার অগণ্য করুণারাশির জন্ত তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করি। তুমি নির্জ্জনকে সজন কর এবং তোমারই প্রেম মানবজাতির অকপট অনুরাগাদি উদ্দীপ্ত করে। পরিবারবর্গের পরস্পরের পবিত্র সম্বন্ধ তোমারই নিয়মিত। স্বামী, স্ত্রী, পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, ভগিনী, এ সকল নিবন্ধন তোমারই, এবং তখনই ইহারা যথার্থরূপে পবিত্র বিশুদ্ধ এবং সমাবস্থ হয়, যখন তোমার কৃপায় ইহারা পবিত্রীকৃত হয়। প্রভো, তুমি আমাদিগের সমস্ত মানসিক চিন্তা, অনুরাগ এবং অভিপ্রায় তোমাতে নিয়োগ করিতে আমাদিগকে সমর্থ কর, এবং আমাদিগের জীবনের সমুদয় কার্য্য তোমার স্বর্গরাজ্যের অনুরূপ হয়, এরূপ বিধান কর।

ক্ষুদ্র এবং মহৎ কর্ত্তব্য-সাধনে, তোমা হইতে বল ও আলোক লাভ করিবার জন্ত যে তোমার দয়া প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হয়, তাহা আমাদিগকে শিক্ষা দাও, তাহা হইলে আমাদের সমগ্র জীবন তোমার সত্য কর্ত্তৃক অনুশাসিত এবং আমাদের মন প্রাণ তোমার প্রীতিতে সন্নিবেশিত থাকিতে পারিবে। স্বর্গীয় বিশ্বাস-বলে আমাদের নিজের

* এই প্রার্থনায় তারিখ ও স্থানের উল্লেখ নাই। "তোমার প্রদত্ত গৃহ" "আগামী বর্ষ" প্রভৃতি অংশ পাঠ করিয়া মনে হয়, ইহা বর্ষশেষে ভারতাশ্রমের প্রার্থনা। (৩০শে চৈত্র, ১৭৯৩ শক—১১ই এপ্রিল, ১৮৭২ খৃঃ, বর্ষশেষে সায়ংকালে ভারতাশ্রমে যে উপদেশ হয়, এই প্রার্থনাটী তাহার অনুরূপ মনে হয়।)

স্বভাবকে নিয়মিত করিয়া, আমাদের সন্তান সন্ততিকে নিয়মিত করিতে যেন চেষ্টা পাই, তাহা হইলে আমরা তাহাদিগের বিপথগামী স্বাভাবিক ভাব সকলকে, তোমার অনুপম কৃপা-শক্তি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইবার উপযোগী করিতে সক্ষম হইব। আমাদিগের পরিবারের মধ্যে আধ্যাত্মিক জীবনের উৎস উৎসারিত কর যে, আমরা সকলেই তাহার জীবন্ত জল পান দ্বারা, প্রতিদিন নব জীবন ধারণ করিতে পারি। আমরা যৎকালীন গৃহে অবস্থান. করি, তখন যেন আমাদের অনুরাগ-জনিত আনন্দ, উৎসাহ ও বল ধর্ম্ম-সাধনের জন্য হয়, এবং সেই দিন যেন আমাদিগের নিকট ঘোর অন্ধকারপূর্ণ প্রতীত হয়, যে দিন তোমার পবিত্রতম আলোক এবং প্রেমভাব আমাদিগের আত্মাতে প্রবেশ করিতে দিতে প্রতিবন্ধক হইয়া পড়ে।

পিতঃ, যে সকল দিন অতীত হইয়া গিয়াছে, তত্তদ্দিনের বিষয় সমীচীনভাবে আলোচনা করিতে আমাদের সহায় হও। অতীত বর্ষ সমূহ হইতে আমরা যেন সুখাবহ জ্ঞান সঞ্চয় করিতে পারি এবং যে সকল বন্ধুবান্ধব আমাদের হইতে বিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে অনুরাগ ও বিশ্বস্ততাসহকারে স্মরণ রাখিতে সক্ষম হই। ভূতকালের ক্ষয় ও পরিবর্ত্তন অনুভব করিয়া, যেন আমরা তাহা হইতে আগামী বর্ষে আশা ও বিশ্বস্ততা-বর্দ্ধনে নূতন পন্থা প্রাপ্ত হই।

যে সকল বন্ধুবান্ধব আমাদের হইতে দূরে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদিগের জন্য প্রার্থনা করি, এবং তোমাকে এই জন্য ধন্যবাদ দি যে, যাঁহারা তোমার সত্যেতে প্রীতি নিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহারা যেখানেই অবস্থান করুন না কেন—সকলে এক আধ্যাত্মিক পরিবার-বদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছেন। নাথ, আমাদিগকে তাদৃশ পরিবার সহ পবিত্র নিকটতর সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিতে সক্ষম কর। তোমার

এতাদৃশ কৃপা হউক যে, আমাদের এই পার্থিব গৃহই স্বর্গীয় গৃহ হয়। আমরা একমাত্র তোমারই রক্ষিণী শক্তির উপর নির্ভর করিতেছি এবং তোমারই নামের পতাকা উত্তোলন করিয়াছি। আমরা এইক্ষণ এই বলিয়া যেন আনন্দিত হই যে, তুমি আমাদিগকে প্রতি-নিয়ত সহায়তা প্রেরণ করিতেছ এবং তোমারই বলে বলীয়ান্ হইয়া সমুদয় প্রলোভন অতিক্রম করিতে সক্ষম হইব। আমাদের এই সন্ধ্যাকালীন উপাসনা তুমি স্বয়ং শ্রবণ করিতেছ, ইহার একটী কথাও ব্যর্থ হইবার নহে, এই আমাদের দৃঢ়তর বিশ্বাস হউক। অনন্তকাল তোমারই নাম, নাথ, সমগ্র জগতে পরিকীর্ত্তিত হইবে।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সহবাসরূপ বসন *

(কলুটোলা)

হে ঈশ্বর, একখানি আলোক দাও, যা সমস্ত দিন সঙ্গে থাকিবে। হে ঈশ্বর, একখানি খুব ভাল সাদা বিছানার চাদর দাও, একখানি খুব ভাল সাদা কাপড় দাও, একখানি খুব ভাল সাদা সাবান দাও, একটু খুব ভাল সাদা জল দাও, যাহাতে অঙ্গ পরিষ্কার করিব, একটী খুব ভাল সাদা বন্ধু দাও, যার সঙ্গে সমস্ত দিন থাকিব। তোমার এই মধুর সহবাস হইতে ফিরিয়া গিয়া, কি সংসারে এই চাংড়া ছোঁড়াদের

* এই প্রার্থনায় কোন তারিখ ছিল না। এই প্রার্থনায় ১৩নং মৃজাপুর ষ্ট্রীটে ভারতাশ্রমের কথা আছে। ১৮৭২ খৃঃ, এপ্রিলের প্রথম ভাগে কাঁকুড়গাছি হইতে ১৩নং মৃজাপুর ষ্ট্রীটে ভারতাশ্রম উঠিয়া আসে। সুতরাং প্রার্থনাটী ১৮৭২ খৃঃ, এপ্রিলের কোন তারিখের বা তাহার পরের কোন তারিখের হইবে।

সঙ্গে সময় কাটাইতে আর রুচি হয়? এই দুই ঘণ্টা তোমাকে ছাড়িয়া কার সঙ্গে বাইস ঘণ্টা কাল কাটাইব? তুমি এই সকল কথা শুনিয়া সরকারকে বলিয়া দিলে, এই গরিব ভক্ত যা চাহে, ইহাকে তাই দাও। আমি সাদা কাপড, সাদা চাদর, ভাল জল সব পাইলাম। এই দুই ঘণ্টা কালের মধুর সহবাসের পরে ভাবি, কতবার ভাবি. এখান হইতে আর উঠিয়া যাইব না। এখান হইতে উঠিয়া কোথায় যাইব, কার কাছে যাইব? কিন্তু যাই উঠিয়া যাই, অতি অল্প কাল পরেই সংসার আমার ভাল চাদর কাড়িয়া লয়। আমার যে ময়লা দুর্গন্ধ কাপড আগে ছিল, তাই পরে রহিল। গরিবের ছেলে, কত বছর কেঁদে কেঁদে দুর্গা-পূজার সময় একখানি ভাল চাদর পাইল, পাইয়া কত সুখী হইল, কিন্তু দুদিন পরে সে তাহা হারাইল। তার যে দুর্দ্দশা, সেই দুর্দ্দশা। হে ঈশ্বর, এই মধুর সহবাসে তোমার সন্তান যে চাদর লাভ করে, দু ঘণ্টা পরে সে তাহা এক পয়সার জন্য বিক্রয় করিয়া, গাঁজা গুলি খায়। আর কত দৌরাত্ম্য করে। হে পিতঃ, হে প্রভো, মার মার, খুব মার, এমন অত্যাচারীকে খুব কষ্ট দাও। এই ভাইয়েরা বলেন, সকালের উপাসনা বড় মিষ্ট হয়। মিষ্ট হয় ত মুখ হইতে তাহা ফেলিয়া দাও কেন? ভক্ত খুব মধুর সহবাস করিল। এখান হইতে যখন উঠিয়া যায়, যেন তার সঙ্গে রাস্তার দুই ধার দিয়া আগুনের হল্কা চলিতেছে। তারা যাই ১৩নং বাটীতে (১৩নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট্, ভারতাশ্রম) গেল, দুই ঘণ্টার মধ্যে সব শীতল বরফের জল হইয়া গেল। এ সব বিট্‌লিমির কথা। তোমার সঙ্গে থাকিবার ইচ্ছা নাই, এই ঠিক কথা। যার তোমার সঙ্গে থাকিবার ইচ্ছা নাই, তুমি তার কাছে থাকিবে কেন? হে ঈশ্বর, এমন কি কিছু করিতে পার না, যাতে এই কয় জন লোক চিরস্থায়িরূপে তোমার সঙ্গে থাকে? একটী উজ্জ্বল আলো হইয়া প্রতিজনের চক্ষের

ভিতরে বাস করিবে। যাই ভাইয়ের চক্ষের তারার দিকে তাকাইব, অমনই দেখিব, স্বর্গ-রাজ্যের জ্যোতি ও শোভা। একখানি শুভ্র উজ্জ্বল বস্ত্র হইয়া এমনই করিয়া শরীর মনকে ঢাকিয়া থাকিবে যে, ঠিক যেন ঘেরাটোপ, বাহিরের কোন শত্রুর সাধ্য নাই যে, অঙ্গ স্পর্শ করে, পোকা মাকড় সব বাহিরে বেড়াইতে লাগিল, আমি ভিতরে নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত রহিলাম। এই কয়জনের কি তাহা হয় না? যে সকল কারণের জন্য ইহা হয় না, তাহা একেবারে বিনাশ কর। এই মধুর সহবাস যাহাতে সমস্ত দিন ভোগ করিতে পারি, তাহাই কর, এই তোমার নিকট প্রার্থনা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তি।

প্রেমরাজ্য

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক, ১৪ই মে, ১৮৭২ খৃঃ)

হে দয়াময় দীনবন্ধু পরমেশ্বর, এ স্থানে আনিয়া আবার কি দেখাইতেছ? আজ কেন চারিদিকে ভক্তির হিল্লোল, পুণ্যের হিল্লোল উঠিতেছে? ভাই ভগিনীদের হৃদয়ে আজ বিশেষরূপে তোমার পুণ্য তেজ বিকীর্ণ হইতেছে। আবার সেই পুরাতন ভাই ভগিনীদিগের সঙ্গে বসিয়া আজ তোমাকে ডাকিতেছি। শুভদিন দেখিয়া আজ কি যথার্থই তুমি আমাদের সঙ্গে আসিয়া বসিলে? যদি, পিতঃ, আসিয়া থাক, তবে আজ আমাদের একটী বিশেষ উপায় করিয়া যাও। তুমি জান, আমরা তেমন সন্তান নই যে, সহজে তোমার চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিব, তাই আজ ভিক্ষা করিতেছি, তোমার স্বর্গরাজ্যের যে নিগূঢ়

কৌশল আছে, তাহার দ্বারা গোপনে আমাদিগকে প্রস্তুত কর, পরে যে দিন সুযোগ দেখিবে, সে দিন তোমার কোমল হৃদয় হইতে স্বর্গের প্রেমশৃঙ্খল বাহির করিয়া, অনন্তকালের জন্য আমাদিগকে বাঁধিয়া ফেলিও। পিতঃ, আজ হৃদয়ে আনন্দ ধরিতেছে না। কত লোক ভয় দেখাইয়াছিলেন, আর আমাদের মধ্যে মিলন হইবে না, আর এক-প্রাণ হইয়া, একমন হইয়া, আমরা তোমাকে ডাকিতে পারিব না, এই ভয়ে ভীত হইয়া কত ভাই ভগিনী নিরাশ হইয়া চলিয়া গিয়া-ছিলেন। কিন্তু, পিতঃ, আজ তুমি কি দেখাইতেছ, আমার সকল আশা যে আজ তুমি পূর্ণ করিলে। এতগুলি ভাই ভগিনীকে লইয়া, তোমার পূজা অর্চ্চনা করিতেছি, ইহা অপেক্ষা এ জগতে আর অধিক কি সুখ আছে? স্বর্গধাম কোথায়? শান্তি-নিকেতন আর কোথায়? তুমি যে বলিয়াছ, ইহাদের মধ্যেই তোমার প্রেমরাজ্য। পিতঃ, তুমি যদি আমাদিগকে প্রাণের সহিত ভাল না বাস, তবে কেন নিরাশ্রয় অনাথ দেখিয়া, আমাদিগকে নানা স্থান হইতে আনিয়া একত্র করিলে? কেন এই ভারত আশ্রম নির্ম্মাণ করিলে? ধন্য তুমি, পিতঃ। আমার মত নরাধমকে তুমি এই ভাই ভগিনীদের সেবায় নিযুক্ত করিলে। হে দয়াল প্রভো, এখন এই আশীর্ব্বাদ কর, আমি যেন চিরকাল ইহাদের পদসেবা করিতে পারি। তুমি বলিতেছ, ইহাদের সেবাতেই আমার পরিত্রাণ। পিতঃ, এই যে ভাই ভগিনী সকল বসিয়া তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন, ইঁহারা যদি আমাকে পরিত্রাণ করিতে না পারেন, তবে আমার আর ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রয়োজন নাই। কি ছোট ভাই, কি বড ভাই, কি ছোট ভগ্নী, কি বড ভগ্নী, প্রত্যেকেই যদি আমাকে তোমার চরণ-তলে লইয়া যাইতে না পারেন, তবে আর তোমার স্বর্গের ধর্ম্মে আমার কি হইল? বিশেষতঃ যে ভাইগুলির সঙ্গে দশ বার বৎসর একত্র

তোমার সাধন করিলাম, যাঁহাদের মুখ দেখিয়া সমস্ত ভারতবর্ষ পরিত্রাণ পাইবে, তাঁহাদের মধ্যে যদি এখনও অমিল থাকে, তবে যে আর দুঃখ রাখিবার স্থান নাই। পিতঃ, শীঘ্র তুমি আমাদের মধ্যে আবার সেই পুরাতন ভক্তিস্রোত প্রবাহিত কর। যদি কৃপা করিয়া এই মহানগরীতে আনিয়া আমাদিগকে সম্মিলিত করিলে, তবে এবার হইতে এমন করিয়া আমাদিগকে বাঁধ, আর যেন কেহই পরস্পরকে ছাড়িয়া যাইতে না পারি। দীনবন্ধো, তুমি ত কাহাকেও পরিত্যাগ করিবে না, তবে কেন আমরা পরস্পর বিরোধ করিয়া মরি। অন্তর্যামী, তুমি জানিতেছ, এখনও আমাদের মধ্যে কত পাপ রহিয়াছে। কাম, ক্রোধ, হিংসা, লোভ তোমার নির্ম্মিত ভারত আশ্রমের কত অকুশল, কত বিঘ্ন জন্মাইতেছে, তাহা তুমি দেখিতেছ। কৃপা করিয়া তুমি এ সকল রিপু বিনাশ করিয়া, আমাদিগকে তোমার উপযুক্ত সন্তান করিয়া লও। দয়াময়, তোমার কৃপায় সকলই সম্ভব হয়। দয়া করিয়া এই আশ্রমে চিরকাল তুমি শান্তি, কুশল এবং পবিত্রতা বিস্তার কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রকৃত প্রার্থনা

(ভারতাশ্রম, সায়ংকাল, মঙ্গলবার, ২রা জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৪ শক, ১৪ই মে, ১৮৭২ খৃঃ)

হে প্রেমসিন্ধু পরমেশ্বর, তোমার নিকট প্রার্থনা করা যে বড় কঠিন। অন্তরের প্রকৃত ব্যাকুলতা না হইলে যে তোমার নিকট কোন ভিক্ষাই করা যায় না। প্রার্থনার মূল্য এখনও আমরা বুঝিতে পারিলাম না। যে প্রার্থনারূপ অমূল্য রত্ন দ্বারা দীন ও দরিদ্রেরা জীবনের সমুদয় সম্বল

ক্রয় করিবে, কৃপা করিয়া তুমি সেই প্রার্থনারূপ অমূল্য ধনে আমাদিগকে ধনী করিয়াছ, কিন্তু দেখ, পিতঃ, এখনও আমরা সেই ধনের মর্য্যাদা বুঝিতে পারিলাম না। যখন অন্ন বস্ত্র থাকে না, তখন প্রার্থনা দ্বারা তোমার সন্তান তাহা লাভ করেন, যখন হৃদয় প্রেম-পবিত্রতা-শূন্য হয়, তখন প্রার্থনা দ্বারা তোমার প্রার্থী পুত্র তোমা হইতে প্রেম পুণ্য ক্রয় করেন। এই প্রার্থনা দ্বারা তোমার ভক্ত সকল তোমার স্বর্গরাজ্য এবং তোমাকে ক্রয় করেন। যে ধনের দ্বারা তুমি বশীভূত হও, তাহা যে, পিতঃ, সামান্য ধন নহে। পিতঃ, যাহাতে আমরা এই ধনের গৌরব বুঝিতে পারি, তুমি আমাদের অন্তরে এমন ক্ষমতা বিধান কর। কতকগুলি কথা বলিলেও তোমার প্রার্থনা হয় না, কিন্তু ঠিক যে ভাবে প্রার্থনা করিলে তোমাকে পাওয়া যায়, এবং তোমার প্রেম পবিত্রতা অন্তরে সঞ্চারিত হয়, আমাদিগকে সেই প্রকৃত প্রার্থনা শিক্ষা দাও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নির্দ্দিষ্ট কার্য্যভার গ্রহণ

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বুধবার, ৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক,
১৫ই মে, ১৮৭২ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, দীননাথ, প্রেমসিংহাসনে বসিয়া তুমি আমাদের ন্যায় দীন দুঃখীদিগের প্রার্থনা শুনিতেছ। পিতঃ, এই বিশেষ সময়ে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমাদের বিশ্বাস ভক্তি প্রগাঢ় হয়। এই সময়ে যদি আমাদের শুষ্কতা দূর না হয়, তবে যে তোমার প্রিয়তম ব্রাহ্মসমাজের ভয়ানক দুর্গতি হইবে। দেখ, চারিদিকে তোমার সন্তান-দিগের ভয়ানক দুরবস্থা, তথাপি কেন আমাদের মনে তোমার ধর্ম্ম প্রচার

করিবার ইচ্ছা হয় না? ভাই ভগিনীদের হাহাকার কেন আমাদের হৃদয়কে ব্যথিত করে না? এই সময়ে কৃপা করিয়া তুমি আমাদের হৃদয় কোমল করিয়া দাও। আমরা যে কয়েক জন একত্র বাস করিতেছি, অন্ততঃ আমাদের মধ্যেও যদি সদ্ভাব ও শান্তি সংস্থাপিত হয়, জগতের আশা হইবে। ভাই ভগিনীদের দুঃখ দূর করিবার জন্য কতবার তুমি আদেশ করিলে, কিন্তু দেখ, আমরা কেমন অবাধ্য। আমাদের শিথিলতা, আলস্য এবং কঠোর হৃদয় তোমার রাজ্যে অপ্রেম অশান্তি বিস্তার করিতেছে। তুমি যে কার্য্যের ভার অর্পণ কর, আমরা সে কার্য্য করি না, নিজের বুদ্ধিবলে চলিতে চাই। এইরূপে, প্রভো, সর্ব্বদাই তোমার আদেশ অমান্য করিয়া তোমাকে অপমান করিতেছি। প্রাণপণে যদি তোমার বিশেষ বিশেষ আজ্ঞা পালন করিতাম, তবে কি আর আমাদের এইরূপ অস্থির এবং সশঙ্কিত ভাব থাকিত? পিতঃ, আর আমাদের নিজের বুদ্ধিতে চলিতে দিও না। কেন আমরা এইরূপ অকৃতজ্ঞ হইলাম? দিন দিন তোমার অন্ন খাইতেছি, তোমার বস্ত্র পরিধান করিতেছি, অথচ তোমার কথা শুনি না, কেন আমাদের এরূপ বিকৃত ভাব হইল? তোমার কার্য্য না করিয়া কিরূপে দিন দিন কতকগুলো ভাত খাই। তাই বলিতেছি, প্রসন্ন হইয়া প্রত্যেক ভাই ভগিনীকে এক একটী বিশেষ কার্য্যভার অর্পণ কর, তোমার বিশেষ আজ্ঞা শুনিয়া নির্দ্দিষ্ট জীবন সাধন না করিলে যে পরিত্রাণ নাই। যাঁহাদিগের লইয়া একটী পবিত্র প্রেম-পরিবার গঠন করিতেছ, তাঁহাদের প্রত্যেককে জীবনের বিশেষ বিশেষ কার্য্য চিনিয়া লইতে সমর্থ কর। নতুবা যে কোন মতেই তাঁহারা তোমার পরিবারে শান্তি কুশল বিস্তার করিতে পারিবেন না। অবাধ্য, অলস এবং অকৃতজ্ঞ হইয়া যে কেহই তোমার পরিবারে শান্তি উপভোগ করিতে পারে না। অনেক আশা করিয়া

ভাই ভগিনী সকল তোমার আশ্রমে আসিয়াছেন, দয়া করিয়া প্রত্যেককে তুমি তোমার দাসত্বে ও দাসীত্বে নিযুক্ত কর। প্রভো, তোমার দুর্ব্বল ভৃত্য সকল তোমার আদেশ প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে। তুমি প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বল, প্রত্যেকের জীবনের এক একটী বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দাও। তোমার সন্তান সকল, দেখ, বহুদিন পাপের দাসত্ব করিয়া মলিন বিবর্ণ হইয়াছে। দয়াল পিতঃ, কেমন করিয়া তুমি তাঁহাদের দুঃখ দেখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে। এখন তোমার কার্য্যভার দিয়া প্রত্যেকের জীবন পবিত্র কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আদিষ্ট কার্য্য করিয়া শান্তি

(ভারতাশ্রম, সায়ংকাল, বুধবার, ৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক, ১৫ই মে, ১৮৭২ খৃঃ)

হে দয়াময় প্রেমসিন্ধু পরমেশ্বর, সমস্ত দিন তোমার কার্য্য করিলে তোমার পরিবারে কেমন মঙ্গল বিস্তার হয়। প্রত্যেকেই যদি আমরা দিন দিন তোমার এক একটী নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করি, তবে যে আমাদের অন্তরে অশান্তি থাকিতে পারে না, কিন্তু দেখ, প্রভো, আমরা সমস্ত দিন খাটিয়া মরি, অথচ তোমার সেবা করিয়া ভক্তেরা যে শান্তি সুধা পান করেন, তাহা হইতে আমরা বঞ্চিত। সকলে মিলিয়া তোমার কার্য্য-ক্ষেত্রে জীবনের এক একটী বিশেষ ব্রত পালন করিব, এই উদ্দেশে তুমি আমাদিগকে একত্র করিলে, কিন্তু দেখ, আমরা সকলেই তোমার ভৃত্য বলিয়া পরিচয় দি, কিন্তু আমাদের মধ্যে কত অপ্রেম, কত অমিল রহিয়াছে। সকলেই তোমার কার্য্য করিতেছি, কিন্তু আমাদের পরস্পরের

ভাব দেখিয়া কে বলিতে পারে যে, আমরা এক প্রভুর সেবক ? আমরা নিজের নিজের বুদ্ধি অনুসারে কার্য্য করিয়াই এই দুর্ব্বিপাকে পড়িয়াছি, সকলে মিলিয়া যদি তোমার আদেশ শুনিয়া কার্য্য করিতাম, তবে কি আর আমাদের এই দুর্দ্দশা হইত ? তাই, প্রভো, বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি, আমাদের নিজের বুদ্ধির অহঙ্কার তুমি চূর্ণ কর। তোমার সেবা করিবার জন্য আমরা এই আশ্রমে বাস করিতেছি। একত্র বসিয়া তোমার পূজা অর্চ্চনা করিব, এবং পরস্পরের প্রতি বিনয় সদ্ভাব ও শ্রদ্ধাপূর্ণ হইয়া একটী পবিত্র পরিবার হইব, এই আমাদের লক্ষ্য। পিতঃ, তুমি দয়া করিয়া আমাদের একত্র করিয়াছ, বাসনা পূর্ণ কর। অনেক উপায় অবলম্বন করিয়া দুঃখীদিগকে আনিয়া একত্র করিয়াছ, এখন এই বিধান কর, আমাদের মধ্যে যেন আর অশান্তি বিরোধ না থাকে। নির্ব্বিবাদে যেন প্রতিদিন তোমার আজ্ঞাধীন এবং অনুগত দাস দাসী হইয়া, জীবনের এক একটী বিশেষ কার্য্য সাধন করিতে পারি। তাহা হইলে যে, পিতঃ, আমাদের কোন দুঃখ থাকিবে না। মৃত্যুর সময় যখন দেখিতে পাইব, যত দিন এই সংসারে বাঁচিয়া ছিলাম, তোমারই আদিষ্ট কার্য্য করিয়াছি, তখন হৃদয়ে কত আনন্দ হইবে। যদি এই জীবনে তোমার প্রদর্শিত কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারি, তবে সেই অন্তিমকালে, দয়াময় প্রভো, আমার বিবেক-কর্ণে তুমি কত সুধাময় কথা বলিবে। তোমার গুণ গান করিতে করিতে তখন প্রফুল্লহৃদয়ে তোমার সঙ্গে পরলোকে চলিয়া যাইব। প্রভো, নানা স্থান হইতে তোমার দাস দাসীদিগকে আনিয়া একত্র রাখিয়াছ, এখন প্রসন্ন হইয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমাদের অবশিষ্ট জীবন তোমার উপাসনাতে এবং তোমার সেবায় নিযুক্ত হইয়া পবিত্র হয়।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সরলতা এবং গাম্ভীর্য্য

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক ,
১৬ই মে, ১৮৭২ খৃঃ)

হে দীনবন্ধু প্রেমের আধার, সমক্ষে তুমি রহিয়াছ, ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। আশ্রমের ভাই ভগিনীদের প্রার্থনা শুনিবার জন্য এই আশ্রম-মন্দিরে আসিয়াছ, ইহাতে আর কোন সংশয় নাই। পিতঃ, আজ তোমার নিকট এই একটী বিশেষ প্রার্থনা করিতেছি, আমাদের এই প্রার্থনাটী পূর্ণ কর। বালকের বাল্য ব্যবহার, এবং অধিক বয়স্কের জ্ঞান ও গাম্ভীর্য্য এই দুই ভাব সম্মিলিত করিয়া, যাহাতে আমরা তোমার সেবা করিতে পারি, এই আশীর্ব্বাদ কর। আমাদের দুর্দ্দশা দেখ বালকের সরলতা রাখিতে গিয়া আমরা প্রাপ্তবয়স্কের গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে পারি না। আবার গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে গিয়া আমাদের সেই কোমল বাল্যভাব চলিয়া যায়। এই সঙ্কট হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর। অধিক বয়সের অহঙ্কার আমাদের সর্ব্বনাশ করিল। এখন আর আমরা বালকের মত কাহারও উপর নির্ভর করিতে চাই না, কিন্তু স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে ইচ্ছা করি, এবং অন্যের উপর আমাদের প্রাধান্য স্থাপন করিতে যত্ন করি। এজন্য তোমার এক কার্য্যক্ষেত্রে পরিশ্রম করিয়াও আমাদের মধ্যে এইরূপ বিরোধ এবং বিসম্বাদ। বিনীত-ভাবে ভাইদের সঙ্গে সদ্ভাবে মিলিত হইয়া আর তোমার সেবা করিতে রুচি হয় না। নিজের বুদ্ধি এবং নিজের অহঙ্কার চরিতার্থ করিবার জন্যই আমরা ব্যস্ত। শিশুর ন্যায় সরলভাবে আর আমরা তোমার উপর নির্ভর করিতে চাই না। পিতঃ, কেন আমাদের এরূপ অহঙ্কার হইল? পূর্ব্বে ভাই ভগিনীদিগকে লইয়া কেমন সরলভাবে তোমাকে

ডাকিতাম। তোমার স্বরূপ বুঝিতাম না, কিন্তু কাতরভাবে বালকের মত 'কোথায় দয়াময়, কোথায় দয়াময়' বলিয়া কাঁদিতাম। তুমি তখনই দৌড়িয়া আসিয়া শিশু সন্তানদিগকে বক্ষে লইয়া কত আনন্দ প্রকাশ করিতে। এখন আর সেরূপ ভাব হয় না। জ্ঞানের দম্ভ এবং বয়সের গর্ব্বে স্ফীত হইয়া, এখন আর তখনকার মত তোমার মুখের দিকে তাকাই না। হে বিপদ্ভঞ্জন পিতঃ, আমাদের এই গর্ব্বিত ভাব তুমি চূর্ণ কর। বালকের মত তুমি আমাদিগকে বিনয়ী এবং নম্রপ্রকৃতি কর। এখনকার এই অবিনয় কৃপা করিয়া তুমি বিনাশ না করিলে, আর আমাদের নিস্তার নাই। ক্ষুদ্রতম ভাইও আমাদিগকে উপদেশ দিতে পারেন, আমাদিগের দাম্ভিক মন কোন মতেই তাহা স্বীকার করে না। পিতঃ, এই দুর্ব্বিনীত হৃদয়—যাহা তোমার নিকট প্রণত হয় না, বল, কিরূপে ইহা ভাই ভগিনীদের পদানত হইবে। অহঙ্কারই বর্ত্তমান সময়ে আমাদের বিষম রোগ। তুমি ঔষধ বলিয়া দাও। তুমি যদি এই মহাব্যাধি বিনাশ না কর, তবে আর ব্রাহ্মসমাজের সদ্গতি নাই। তোমার সেই শিশু সন্তানগণ, দেখ, অহঙ্কারে দগ্ধ হইয়াছে। যাহাদের কোনও সম্বল নাই, এখনও যাহাদের মধ্যে সদ্ভাব জন্মিল না, যাহারা সকলেই পাপী, তাহাদের কেন আবার অহঙ্কার। তাই, পিতঃ, প্রার্থনা করিতেছি, আমাদের এই দগ্ধ প্রাণ তুমি শীতল কর। আবার তুমি স্বর্গ হইতে সেই সুন্দর বিনয়, সরলতা এবং কোমল ভাব প্রেরণ করিয়া, তোমার এই দীনহীন সন্তানদিগকে অহঙ্কাররূপ ভয়ানক পাপ হইতে মুক্ত কর। তোমার শীতল শাসনে, আমাদের দম্ভ হাহাকার করুক।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

কাজের সময় রিপুর অধীন

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক, ১৭ই মে, ১৮৭২ খৃঃ)

হে দয়াময় দীনহীনের গতি পরমেশ্বর, আবার আমরা এই প্রাতঃকালে তোমার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তোমার পবিত্র গৃহের দ্বার উদ্ঘাটন কর। আমাদের প্রার্থনা শুন। সমস্ত দিন যাহাতে আমরা তোমার কার্য্য করিতে পারি, আমাদিগকে এরূপ ক্ষমতা বিধান কর। আমাদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা তুমি দেখিতেছ, যতক্ষণ আমরা তোমার উপাসনা করি, ততক্ষণ আমাদের মন ভাল থাকে, কিন্তু উপাসনা সমাপ্ত হইতে না হইতে আমরা তোমাকে ভুলিয়া যাই, এক ঘণ্টা যাইতে না যাইতে আমরা আবার সংসারী হইয়া পড়ি। তখন অহঙ্কার, ক্রোধ, হিংসা, স্বার্থপরতা ইত্যাদি আসিয়া আবার আমাদের উপর প্রভুত্ব করে। বল, পিতঃ, এই দুর্গতি হইতে কিরূপে নিস্তার পাইব। উপাসনার সময় তোমার হই, আর সমস্ত দিন কার্য্যের সময় রিপুর অধীন থাকি, এই দুঃসহ যন্ত্রণা যে আর সহ্য হয় না। তাই প্রার্থনা করি, উপাসনার সময় যখন মন আর্দ্র হয়, সেই সুযোগে তুমি এমন কৌশল করিয়া আমাদের হৃদয় প্রাণ কাড়িয়া লইও, যেন সমস্ত দিন তোমারই হইয়া থাকি। তোমাকে আমাদের মনে থাকে না, তাহার এক মাত্র কারণ এই যে, তোমাকে আমরা ভালবাসি না। যাঁহাকে ভালবাসি, তাঁহাকে ছাড়িয়া কি আমরা আর কোথাও থাকিতে পারি? তোমাকে ভুলিয়া আমরা সংসারে ভ্রমণ করি, কিন্তু, নাথ, তুমি আমাদিগকে এত ভালবাস যে, নিমেষের জন্যও তুমি আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে পার না। আমাদের হৃদয় এবং জীবন তাহার পরিচয়

দিতেছে। পলকের জন্য তুমি সঙ্গে না থাকিলে আমরা বাঁচিতে পারিতাম না। যদি সন্তানদিগকে এতই দয়া কর, তবে একেবারে আমাদিগকে তোমার চরণতলে বাঁধিয়া ফেল, এমন করিয়া আমাদিগকে মুগ্ধ কর যে, সমস্ত দিন আনন্দমনে তোমার কাছে বসিয়া থাকিব এবং যখন যাহা বলিবে, প্রফুল্লমনে ভক্তের ন্যায় তাহা সম্পাদন করিব। তোমার কার্য্য করি না বলিয়াই আমাদের অন্তরের এইরূপ অধোগতি। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া রাত্রিতে নিদ্রা যাইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যদি তোমার কার্য্য করি, তবে কি আর আমাদের মন এরূপ অবসন্ন হইতে পারে? প্রভো, এই দুঃখ আর সহ্য করিতে পারি না। তোমার কার্য্য করিবার জন্য জগতে আসিলাম, এখন দেখি, তোমাকে ছাড়িয়া রিপুর সেবাতেই জীবন বিনষ্ট হইল, এই সময় তুমি আমাদের সদগতি করিয়া দাও। ঘোর বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরাও মধ্যে মধ্যে তোমাকে স্মরণ করে, আমরা তোমার পবিত্র ধর্ম্মের অধিকারী হইয়া কি কেবল উপাসনার সময় তোমার থাকিব, এবং অবশিষ্ট সময় পাপের স্রোতে নিমগ্ন হইয়া ভয়ানক অশান্তি যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে জীবন অতিবাহিত করিব? না, পিতঃ, তুমি দয়াময়, আমাদিগকে সমস্ত দিন তোমার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া, অন্তরে প্রতিদিন শান্তি পবিত্রতা বর্ষণ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ

(ভারতাশ্রম, সায়ংকাল, শুক্রবার, ৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক ,
১৭ই মে, ১৮৭২ খৃঃ)

হে প্রেমসিন্ধু দয়াময় পরমেশ্বর, ভক্তেরা এই জন্য সর্ব্বদা তোমার সঙ্গে বাস করেন যে. তাঁহারা তোমার সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। আমরা তোমার সহবাস তেমন ভালবাসি না। কারণ, এখনও আমরা সেইভাবে সৌন্দর্য্য দেখি নাই। তুমি যে সুখস্বরূপ, ব্রাহ্মজগৎ এখনও তাহা জানিল না।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

— —

প্রেমপরিবার

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, শনিবার, ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক ,
১৮ই মে, ১৮৭২ খৃঃ)

হে দয়াময় দীনবন্ধু প্রেমময়. নানা স্থান হইতে আমাদিগকে আনিয়া তুমি এই আশ্রমে স্থান দান করিলে, তাহা দেখিতেছি, এখন যে জন্য এই আশ্রমে আনিলে, তাহা সিদ্ধ কর। অবশ্যই তোমার কোন গূঢ় মঙ্গল অভিপ্রায় আছে। আমরা বড় আশা করিয়া তোমার এই আশ্রমের শরণাগত হইয়াছি। প্রভো, যাহাতে আর আমাদের মধ্যে সেই পুরাতন জঞ্জাল অপ্রেম না থাকে, তাহা কর। ভাই ভগিনীর মধ্যে যাহাতে পবিত্র প্রেম সংস্থাপন হয়, তাহার উপায় সকল বিধান কর। একটী পরিবার হইয়া, যাহাতে তোমাকে ভালরূপে দেখিতে পাই, এবং তোমার পুত্র কন্যাদিগের প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার শিক্ষা করিতে পারি,

এমন উপায় সকল প্রেরণ কর। যাহাতে আর কোন মতেই পরস্পরকে ছাড়িয়া যাইতে না পারি, এবং যাহাতে ক্রমশঃ আমাদের পরিবার বৃদ্ধি হয়, তাহার জন্য যেন আমরা প্রাণপণ যত্ন করি, আমাদের অন্তরে এই-রূপ সুমতি এবং ক্ষমতা দান কর। যে সকল দুর্ব্বল ভাই ভগিনী তোমাকে জানিতে না পারিয়া চলিয়া গিয়াছেন, এবং চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, দয়া করিয়া তুমি আবার তাঁহাদিগকে তোমার চরণের ছায়া দান কর। পিতঃ, আমাদের পরিবার এখন বড ক্ষুদ্র, এই ক্ষুদ্র পরিবার লইয়া কিরূপে বাঁচিব। তুমি সকলকে ডাকিয়া আনিয়া দেখাও যে, তোমার প্রেমরাজ্য কত বড। আশা হইতেছে, অন্তরে উল্লাস হইতেছে যে, শীঘ্র তুমি আমাদের দুঃখ দূর করিবে।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আশ্রমের দেবতা

(ভারতাশ্রম, সায়ংকাল, শনিবার, ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক, ১৮ই মে, ১৮৭২ খৃঃ)

হে দয়াময় দীনশরণ আশ্রমের দেবতা, রোজ তুমি দুই বেলাই আমাদের প্রার্থনা শুনিতেছ, এত দয়া আমাদের উপর। কৃতজ্ঞতাপাশে আমাদিগকে চিরকালের জন্য তোমার চরণতলে বাঁধিয়া ফেল।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিলম্ব করিও না

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, সোমবার, ৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক, ২০শে মে, ১৮৭২ খৃঃ)

হে দয়াময়, কত দিন আর আমরা এরূপ দুর্গতভাবে থাকিব? আর যে আত্মার এরূপ ভক্তিশূন্যতা এবং নিরুৎসাহ সহ্য হয় না। তুমি নিয়ত যে কাজ করিতে বল, আমরা তাহা অদ্য করিতে পারিব না, কল্য করিব, এই বলিয়া তোমাকে প্রবঞ্চনা করি। যখন তুমি কোন কার্য্য করিতে আদেশ কর, তাহার সঙ্গে সঙ্গে যে গম্ভীর ধ্বনিতে এই কথাটীও বল, "বিলম্ব করিও না", তাহা আমরা গ্রাহ্য করি না। আমাদের কল্যাণ, উন্নতি, পরিত্রাণ, স্বর্গভোগ এবং তোমাকে লাভ করা, এ সকল গুরুতর বিষয় আর কত কাল ভবিষ্যতের ক্রোড়ে রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিব? আজই যে তোমাকে লাভ করিতে পারি, এখনি যে তোমার সেবা করিয়া ধন্য হইতে পারি, তাহা আমাদের বিশ্বাসই হয় না। অদ্যই তুমি যে পাপ ছাড়িতে আদেশ কর, আমরা তাহা কাল (যে কাল কখনই আসে না) ছাড়িব বলিয়া অঙ্গীকার করি, কিন্তু সেই অঙ্গীকার লঙ্ঘন করিয়া আরও অভ্যস্ত পাপের সেবায় জড়ীভূত হইয়া পড়ি। আমরা বড় জঘন্যরূপে সুখপ্রিয়, অলস এবং শিথিল হইয়া পড়িয়াছি। পাছে আমাদের অন্তরের পাপ-পুতুলগুলি একেবারে ভাঙ্গিয়া ফেল, এই জন্য আমরা সহজে সত্বর তোমাকে হৃদয়ে প্রবেশ করিতে দিই না। তোমাকে যদি হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইতে দিতাম, তবে কি আমাদের এইরূপ হীনাবস্থা থাকিত? অবিলম্বে আমরা তোমার আজ্ঞা পালন করিতে অভিলাষ করি না। নিজের আলস্য এবং স্বার্থের অধীন হইয়া তোমাকে অমান্য করি, তুমি আজ সকল সন্তানকে ডাকিয়া

জিজ্ঞাসা কর, আমাদের এই পাপ সত্য কি না। কৃপাসিন্ধো, আমাদের এই পাপ-ব্যাধি তুমি বিনাশ কর। অদ্য হইতে যাহাতে আমরা প্রস্তুতহৃদয়ে, ভক্তির সহিত এবং বিনীতভাবে তোমার আজ্ঞা পাইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ তাহা সাধন করি, প্রত্যেক সন্তানকে এরূপ সুমতি এবং ক্ষমতা বিধান কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রত্যক্ষ দেবতার সহিত সম্বন্ধ

(ভারতাশ্রম, সায়ংকাল, সোমবার, ৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক,
২০শে মে, ১৮৭২ খৃঃ)

হে দীনবন্ধু পরমেশ্বর, প্রতিদিন দু'বেলা এই আশ্রম-মন্দিরে উপস্থিত হইয়া, আমরা আকাশের নিকট কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ করি, না, যথার্থই: কোন জাগ্রৎ দেবতার পূজা করিয়া থাকি? আমাদের উপাসনার বাক্যাড়ম্বর এবং সঙ্গীতের মধুরতা কি শূন্যে বিলীন হয়, না, সত্যই কোন প্রত্যক্ষ বর্ত্তমান ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পাইয়া আমরা কৃতার্থ হই? প্রত্যহ, হে দীনবন্ধো, যাহাতে তোমাকে সমক্ষে জানিয়া তোমার নিকট প্রার্থনা করিতে পারি, এমন আশীর্ব্বাদ কর। আমরা যে সকল প্রার্থনা করি, সম্মুখে থাকিয়া তুমি শ্রবণ কর, এবং আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্য তুমি অলক্ষিতভাবে তোমার প্রেমময় স্বর্গধামে অনেক আয়োজন করিয়া থাক, ইহা আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে দাও। তুমি কাছে আছ, এবং কাছে থাকিয়া আমাদের দুঃখ পাপ দূর করিবার জন্য নানা প্রকার কার্য্য করিতেছ, ইহা আমাদিগকে স্পষ্টরূপে দেখিতে দাও। তোমাকে না দেখিলে আমরা কিরূপে এক পরিবার

হইব ? আশ্রমের মধ্যে যদি তোমার অব্যবহিত সহায়তা দেখিতে না পাই, এবং তোমার সহযোগী হইয়া কার্য্য করিতে না পারি, তবে যে ইহা তোমার আশ্রম নহে। নাথ, তোমাকে ছাড়িয়া মনুষ্যের সঙ্গে থাকিতে ইচ্ছা নাই। তোমাকে হারাইয়া আর মনুষ্যের কার্য্য করিতে অভিলাষ করি না। তোমার চরণতলে তোমারই আশ্রমে বাস করিতে চাই, তুমি এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অবিশ্বাস এবং সুখপ্রিয়তা

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক, ২১শে মে, ১৮৭২ খৃঃ)

হে দীনবন্ধু কাতরশরণ, আশ্রমে আসিয়াও কি আমরা গোপনে গোপনে নিজের অভীষ্ট সাধন করিব ? লোকের নিকট তোমার পবিত্র আশ্রমে থাকি বলিয়া আড়ম্বর করিব, কিন্তু ভিতরে ভিতরে নিজের ইচ্ছাধীন হইয়া ইহার মধ্যে সংসারের সুখ সাধন করিব, এই নীচ ভাব আর কত কাল তোমার আশ্রমকে কলঙ্কিত রাখিবে ? বড় আশা করিয়াছিলাম যে, আশ্রমের মধ্যে তোমার প্রেমরাজ্য দেখিব, কিন্তু দেখ, আমাদের নিজের দোষে আমরা সেই আশা হইতে বঞ্চিত হইতেছি। তোমার আশ্রমে বাস করিয়া তোমার কার্য্যের সহযোগী হইব, ইহাই আমাদের গূঢ় লক্ষ্য। অন্ন বস্ত্র এবং স্নানাদির সুবিধার নিমিত্ত, মনুষ্যের সাহায্য লাভ করিয়া সুখী হইবার জন্য ত একত্র বাস করিতেছি না। যদি কেহ এই অভিপ্রায়ে এই আশ্রমে আসিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে তুমি অন্যত্র লইয়া গিয়া সুখী করিতে পার, কর, এই

আশ্রমকে তুমি সত্বর সুখাসক্তি এবং স্বার্থপরতা হইতে মুক্ত করিয়া, ইহার মধ্যে তোমার প্রেমরাজ্য বিস্তার কর। যে অভিপ্রায়ে তুমি এই আশ্রম স্থাপন করিলে, আমরা যদি তাহা বিশ্বাস করিতাম, তাহা হইলে কি এখন পর্য্যন্ত আমাদের এইরূপ কঠোর ভাব থাকিত? তুমি বলিতেছ, "সন্তানগণ, প্রেমে সম্মিলিত হও", কিন্তু আমাদের অহঙ্কার এবং নীচাসক্তি কোন মতেই, ভাই ভগিনীদের ভালবাসিতে দেয় না। একত্র বাস করিতেছি, কিন্তু এখনও পরস্পরের নিকট পর রহিলাম। কিরূপে আমাদের এই শুষ্ক অপ্রেম ভাব ঘুচিয়া যাইবে? তোমার কথা অমান্য করি, এই জন্যই আমাদের এই দুঃখ ঘুচে না, তুমি আজ যাহা করিতে বল, আমরা তাহা কাল করিব বলিয়া বিলম্ব করি। তোমার আজকার আদেশ যে আজকার পক্ষে যথেষ্ট এবং কল্য যে তুমি আবার নূতন কার্য্যের ভার অর্পণ করিবে, তাহা বিশ্বাস করি না। তুমি যাহা এখনই আদেশ করিতেছ, আমরা কেন তাহা ভবিষ্যতে পালন করিব বলিয়া তোমার অপমান করি? আমাদের অবিশ্বাস এবং সুখপ্রিয়তাই তাহার প্রধান কারণ। দীনবন্ধো, কৃপার সাগর, দয়া করিয়া তুমি আমাদের এই শিথিলতা দূর কর। নিজের ইচ্ছাধীন এবং সুখপ্রিয় হইয়া, যেন আমরা তোমার জলন্ত বর্ত্তমান আদেশ লঙ্ঘন না করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আশ্রমে রাখিয়া শুদ্ধ কর

(ভারতাশ্রম, সায়ংকাল, বুধবার, ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক ;
২৯শে মে, ১৮৭২ খৃঃ)

হে অসহায়ের সহায়, আমরা নিরাশ্রয় হইয়া তোমার আশ্রমে আসিয়াছি, এই আশ্রমের মধ্যে রাখিয়া তুমি আমাদের গূঢ় পাপ সকল বিনাশ কর এবং আমাদের পাপাত্মাদিগকে তোমার দেববাঞ্ছিত চরণ দিয়া পবিত্র কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আচার্য্যের ভিক্ষা

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক,
৩১শে মে, ১৮৭২ খৃঃ)

হে প্রেমময় ঈশ্বর, আমাদের যেরূপ দুর্দ্দশা, এই সংসারে আমাদের যেরূপ শত শত অভাব এবং কষ্ট, তাহাতে তোমার নিকট যে কত প্রার্থনা করিবার আছে, তাহার সংখ্যা নাই, কিন্তু তোমাকে প্রার্থনা করা, এই ভিক্ষাটীর তুল্যও আর কোন ভিক্ষা নাই। ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা তোমাকে ডাকিতে শিখিয়াছেন। আমরা জানি যে, তোমাকে ডাকিলে কোন দুঃখ থাকে না, ডাকিলেই তুমি অন্তরে বল দাও, হৃদয় ভরিয়া সুখ দাও, কিন্তু আমাদের কেমন বিকৃত মন, জানিয়াও আমরা তোমার শরণাপন্ন হই না। দীনবন্ধু পিতঃ, যাহাতে তোমাকে ডাকিতে শিখি, এবং সরল শিশুর ন্যায় তোমার নিকট প্রার্থনা করিতে পারি, অন্তরে এইরূপ ক্ষমতা বিধান কর। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আশায় পুনর্জ্জীবিত

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, শনিবার, ২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক , ১লা জুন, ১৮৭২ খৃঃ)

দীনবন্ধো প্রেমসিন্ধো, অনেকদিন হইল, আমরা তোমার আশ্রিত হইয়াছি , কিন্তু দেখ, এখনও আমাদের অন্তরের যন্ত্রণা ঘুচিল না। সেই পুরাতন পাপানল এখনও হৃদয়ের মধ্যে হু হু করিয়া জ্বলিতেছে। এই দুর্গতি আর কত দিন সহ্য করিব ?

সঙ্গীত।

"কবে দুঃখ করবে হে মোচন,
কবে পাপী বলে দয়া করে দিবে হে শীতল চরণ।"

কবে, হে দয়াল পিতঃ, আমাদের সেই শুভদিন উপস্থিত হইবে। হে পুরাতন প্রেমময় পিতঃ, তুমি দিন দিন নূতন নূতন প্রেমে আমাদের প্রাণ কাড়িয়া লইতেছ, তথাপি কেন আমাদের মধ্যে এইরূপ অচৈতন্য এবং নির্জ্জীব ভাব। পিতঃ, তুমি ত দয়া করিতে ভুল না, তোমার অঙ্গীকার যে তুমি চিরকালই পালন করিয়া আসিতেছ, আমরাই কেবল নিজের পাপে তোমার দ্বারে নিরাশ হই। অতএব কাতরভাবে প্রার্থনা করি, আশা দিয়া তোমার ব্রাহ্ম সন্তানদিগকে বাঁচাও। আশাই যে জীবন, আশাই যে সুখ, আনন্দ। সেই আশা এবং সেই আশ্বাস-বাক্যে আবার, হে পিতঃ, মৃতপ্রায় ব্রাহ্মসমাজকে তুমি পুনর্জ্জীবিত কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ব্রহ্মে শান্তিলাভ

(ভারতাশ্রম, সায়ংকাল, শনিবার, ২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক ,
১লা জুন, ১৮৭২ খৃঃ)

হে প্রেমময় দীনবন্ধু পরমেশ্বর, তুমি যে কেমন 'সুখস্বরূপ', এখনও আমরা তাহা বুঝিলাম না। অনিত্য সুখ অন্বেষণ করিয়াই আমাদের জীবন গত হইল , তোমার আশ্রয়ে থাকিলে যে কত সুখ, কত আনন্দ, কত সন্তোষ, কত শান্তি, আমাদের এই নীচ সুখপ্রিয় মন তাহার আস্বাদ পাইল না। জগদীশ, এই দুরবস্থা হইতে আমাদিগকে মুক্ত কর। যাহাতে তোমার সহবাসে আনন্দিত হই, তোমার ভক্তদিগের সঙ্গ ভালবাসি এবং তোমার উপাসনা ও তোমার দয়া-প্রচারেই আমাদের সুখ শান্তি হয়, এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রেমের অভাব

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, সোমবার, ২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক ,
৩রা জুন, ১৮৭২ খৃঃ)

দীনবন্ধো, আমরা এই জন্য সর্ব্বদা তোমার আশ্রয়ে রহিয়াছি যে, দিন দিন তোমাকে অধিক ভাবে ভালবাসিতে শিখিব , কিন্তু দেখ, আমাদের দুর্গতির সীমা নাই। কোথায় আমরা দিন দিন তোমাকে এবং তোমার সন্তানদিগকে অধিক পরিমাণে সমাদর করিব, না, আমরা অহঙ্কারী এবং স্বার্থপর হইয়া তোমার পরিবারের অমঙ্গল সাধন করিতেছি। এই মহাপাপ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া, আমাদের

অন্তরে তোমার প্রতি প্রগাঢ়তর ভক্তি এবং তোমার পুত্র কন্যাদিগের প্রতি চিরস্থায়ী অনুরাগ সঞ্চারিত কর। দেখ, বাহিরে আমরা প্রচারক বলিয়া কত শ্রদ্ধা প্রশংসা লাভ করি, কিন্তু আমাদের আন্তরিক জীবন কেমন অধম, আমরা কেমন কপট এবং দুঃশীল, তুমি জানিতেছ। আমাদের পরে আসিয়া কত মহাপাপী বিনয়ের দ্বারা তোমাকে লাভ করিল, দেখিলাম। তুমি তাহাদের সরলভাবে বশীভূত হইয়া, তাহাদের মলিন মন পবিত্র প্রভায় উজ্জ্বলিত করিলে, আমরাই নিজের অহঙ্কার এবং প্রেমের অভাবে পশ্চাৎ পড়িয়া রহিলাম। হে দীনবন্ধো, দয়াল প্রভো, দুর্ব্বল সন্তানদিগের দুঃখ মোচন কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সংসার এবং ধর্ম্মের মিল

(ভারতাশ্রম, সায়ংকাল, সোমবার, ২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক, ৩রা জুন, ১৮৭২ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, সর্ব্বত্যাগী পরমেশ্বর, কেন আমরা এখনও এইরূপ দুর্দ্দশায় পড়িয়া রহিলাম, তুমি জান। যখন আমরা তোমার মন্দিরে বসিয়া উপাসনা করি, তখন আমাদের মন কেমন ভাল হয়, উপরে পবিত্র বায়ু সেবন করিয়া আমরা কেমন চমৎকার হই, কিন্তু যাই সংসারে ফিরিয়া আসি, সেখানে যাহা কিছু ভাল ভাব সঞ্চয় করি, দেখিতে দেখিতে সকলই বিলুপ্ত হইয়া যায়। সংসার কেন এখনও আমাদের ধর্ম্মের প্রতিকূল রহিল? পিতঃ, তুমি কৃপা করিয়া আমাদের সংসার এবং ধর্ম্মের মিল করিয়া দাও। কোথায় স্বামী স্ত্রী, পিতা পুত্র, পরস্পর ধর্ম্মের সহায় হইবে, না, তাহারাই ধর্ম্মের কণ্টক হইয়া রহিল।

স্বামী মনে করেন, স্ত্রীকে ত তাঁহার সেবা করিতেই হইবে, স্ত্রী মনে করেন, স্বামীর অর্থে তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। পরস্পরের উপর আন্তরিক এই গূঢ় অধিকারের ভাবই আমাদের সংসারকে নরকতুল্য করিয়া রাখিয়াছে। স্বামী যখন স্ত্রীর অভাব সকল মোচন করেন, তাহার মধ্যে যে সর্ব্বদা তোমার বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ পায়, এবং স্ত্রী যখন স্বামীর সেবা শুশ্রূষা করেন, তাহার মধ্যেও যে তোমার কোমল স্নেহ বর্ত্তমান, তাহা আমাদের এই নীচ অধিকারের ভাব দেখিতে দেয় না। আমরা যদি বিনীত এবং নির্ম্মলচিত্ত হইয়া, পরস্পরকে তোমার দত্ত সুহৃদ্ এবং পরস্পরের ভালবাসাকে তোমার প্রেরিত প্রেম বলিয়া বিশ্বাস করিতাম, তবে আমাদের সংসার কি সুখের সংসার হইত। তখন নিত্য কৃতজ্ঞতারসে আমাদের মন ভিজিয়া যাইত। তখন বুঝিতে পারিতাম, অহর্নিশ তোমারই কৃপা-বলে বাঁচিয়া রহিয়াছি। তখন সংসার আমাদের ব্রহ্মমন্দির হইত। দীনবন্ধো, সংসারকে আমাদের পুণ্যক্ষেত্র করিয়া দাও। আমাদিগকে কৃতজ্ঞ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দর্শন-লালসা

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক, ৪ঠা জুন, ১৮৭২ খৃঃ)

হে পরমেশ্বর, তোমার বাসগৃহ কোথায়, যদি না দেখাও, তবে যে পাপী বাঁচে না। বহু দিন হইতে এই সত্য শুনিয়া আসিতেছি যে, তুমি সর্ব্বব্যাপী, তবে কেন আমাদের অন্ধ মন দেখিতে পায় না। কেমন করিয়া তোমাকে দেখিতে হয়, সেই সঙ্কেত শিখাও। ভক্তের

মুখে শুনিয়াছি, নয়নে নয়নে একবার তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে, সমস্ত দিন তুমি সেই সন্তানের কাছে বসিয়া থাক, কিন্তু দেখ, আমরা অচেতন হইয়া সংসার-জঙ্গলে বেড়াইতেছি। কাম, ক্রোধ, হিংসা, স্বার্থ, অহঙ্কারাদি হিংস্র জন্তু সকল প্রতিদিন কতবার আমাদিগকে দংশন করিতেছে। বিপদের সময় 'কোথায় দয়াময়, কোথায় দয়াময়' বলিয়া ডাকি, কত সময় কোথায়ও তোমাকে দেখিতে না পাইয়া চারিদিক অন্ধকার দেখি। তখন হাহাকার করি, কোথায়ও কাহারও উত্তর পাই না, নিরাশ অবসন্ন হইয়া পড়ি, মন আরও অবিশ্বাসী হইয়া, তোমাকে ছায়া মিথ্যা কল্পনা করে। পিতঃ, এই ভয়ানক অদর্শন-যন্ত্রণা হইতে তোমার ব্রাহ্মরাজ্যকে রক্ষা কর। দেখ, পাপের ঘন মেঘ ব্রাহ্মসমাজকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। চারিদিকে ঘোরান্ধকার। একবার তোমার চন্দ্রমুখ দেখাও, আমি দেখি এবং তোমার পুত্র কন্যা সকলে দেখিয়া নব জীবন লাভ করুন।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

উপাসনা এবং জীবনের যোগ

(ভারতাশ্রম, সায়ংকাল, মঙ্গলবার, ২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক, ৪ঠা জুন, ১৮৭২ খৃঃ)

হে দীনবন্ধু ঈশ্বর, আমাদের উপাসনা এবং জীবনে কতদূর প্রভেদ, তাহা তুমি জানিতেছ। দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন উপাসনার মত আমাদের জীবন হয়। উপাসনার সময় যেমন আমরা তোমাকে ভক্তি করি, জীবনে তোমার দয়া দেখিয়া কৃতজ্ঞ হই, এবং ভাই ভগিনী-দের প্রতি কোমল পবিত্র চক্ষে দেখিবার জন্য প্রার্থনা করি, প্রতি-

দিনের জীবনে যাহাতে অবিকল তাহা সাধন করিতে পারি, এমন ক্ষমতা বিধান কর। উপাসনা এক প্রকার, জীবন অন্য প্রকার, এরূপ কপট ব্যবহার যতদিন আমাদের মধ্যে থাকিবে, ততদিন যে কোন মতেই তোমার প্রেমরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না। অতএব শীঘ্র যাহাতে আমাদের উপাসনা এবং জীবনের যোগ হয়, ইহার সদুপায় বিধান কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নিত্য সঙ্গী

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বুধবার, ২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক,
৫ই জুন, ১৮৭২ খৃঃ)

হে প্রেমসিন্ধো, অনেক দিন হইতে আমরা তোমার ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছি। তুমিও দয়া করিয়া অনেকগুলি সত্যের আলোকে আমাদের মন উজ্জ্বল করিয়াছ। ব্রাহ্ম বলিয়া জগতের নিকট আমরা কত অহঙ্কার করি, কিন্তু দেখ, আজ পর্য্যন্ত আমরা একটী নিতান্ত সহজ সত্যেরও সাধন করিয়া উঠিতে পারিলাম না। তুমি সর্ব্বদা সঙ্গে আছ, ঘোর পাতকীর সঙ্গেও দিন দিন বেড়াইতেছ, এই জন্য যে, তাহার পাপ দমন করিবে, ইহা কতবার শুনিলাম, কত সহস্রবার স্পষ্টরূপে দেখিলাম, তথাপি কেমন অচেতন মন, বারম্বার আমরা ইহা ভুলিয়া যাই। তোমার মত পরম সুহৃদ আমাদের আর কে আছে, তুমি আবার নিত্য সঙ্গী। তোমাকে ভুলিয়া যাই, এই জন্যই আমাদের এত দুর্দ্দশা। হে দয়াল দীনসখা, যাহাতে সর্ব্বদা তোমাকে নিকটে দেখিতে পাই, এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

এক একটী বিশেষ ভার

(ভারতাশ্রম, সায়ংকাল, বুধবার, ২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক,
৫ই জুন, ১৮৭২ খৃঃ)

হে কৃপাসিন্ধু ঈশ্বর, আমাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য তুমি কত প্রকার চেষ্টা করিতেছ, কিন্তু আমরা এমনই দুরন্ত, তোমার এত দয়া দেখিয়াও আমরা বশীভূত হইতে শিখিলাম না। এতগুলি ভাই ভগিনীকে লইয়া তুমি এই আশ্রমে বাস করিতেছ, কিন্তু আমরা অন্ধ হইয়া তোমাকে দেখি না। তোমাকে দেখিলে কি তোমার এই আশ্রমের প্রতি আমাদের এইরূপ অনাদর থাকিত? আমরা না তোমাকে ভালবাসি, না তোমার পুত্র কন্যাদের ভালবাসি, না তোমার আশ্রমকে ভালবাসি। কেন, পিতঃ, এখনও আমাদের এইরূপ শুষ্ক ভাব রহিল? যাঁহাদিগকে ভালবাসিবার জন্য তুমি নিত্য উপদেশ দিতেছ, আমরা কেন তাঁহাদিগকে দূর করিয়া দিতে ব্যস্ত? যদি তোমাকে ভক্তি করিয়া আশ্রমের ভাই ভগিনীগুলিকে ভালবাসিতাম, তবে কি আমাদের হৃদয় মন অবসন্ন হইতে পারিত, না, আমাদের হস্ত এইরূপ উৎসাহশূন্য থাকিত? দীনবন্ধো, দয়া করিয়া এই আশ্রমের ভাই ভগিনীদের সেবা করিবার জন্য তুমি আমাকে একটী বিশেষ কার্য্যভার অর্পণ কর, এবং প্রত্যেক ভাই ভগিনীকে এক একটী বিশেষ ভার দাও। তোমার গৃহে দাসত্ব করিলে যে নিশ্চয়ই আমাদের আত্মা পবিত্র হইবে, এবং জীবন সফল হইবে, ইহা আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে দাও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আমাদের অপরাধেই এই দুর্দ্দশা

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক ;
৬ই জুন, ১৮৭২ খৃঃ)

দীনবন্ধো, এই ঘোর অন্ধকার এবং শুষ্কতার মধ্যে কি তুমি দুর্ব্বল সন্তানদিগকে দেখা দিবে না? গূঢ়ভাবে লুক্কায়িত থাকিয়া, অহর্নিশ আমাদের ন্যায় পাতকী সন্তানদিগের কত উপকার করিতেছ। বিপদ সম্পদ, রোগ স্বাস্থ্য, সুখে দুঃখে সর্ব্বদা আমাদের মঙ্গল বিধান করিতেছ। কিন্তু এমনই জঘন্য আমাদের মন, কোন মতেই আমরা জীবনের মধ্যে তোমার হাত দেখিয়া কৃতজ্ঞ হইতে ইচ্ছা করি না। পুত্র কন্যাদিগের অনুরাগ আকর্ষণ করিবার জন্য তুমি কত প্রকার সুন্দর উপায় উদ্ভাবন করিতেছ, কিন্তু তাহারা সর্ব্বদা তোমা হইতে দূরে পলায়ন করিতে চায়। পিতঃ, যে অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছ, এখন ত আর তোমাকে ছাড়িয়া নিমেষের জন্যও থাকিতে পারি না। তোমাকে ছাড়িলে যে এখন নিশ্চয় মৃত্যু। এখন তোমাকে মধ্যস্থ রাখিয়া, যদি ভাই ভগ্নীদের প্রতি পবিত্রনয়নে দৃষ্টি করিতে না পারি, এবং শ্রদ্ধার সহিত পরস্পরের সেবা না করি, তবে যে নিশ্চয়ই আমাদের পতন হইবে। আলস্য, অপ্রেম, ঔদাস্য যে এখন আমাদের মহাপাপ। তুমি চাও যে, আমরা প্রেমিক এবং উৎসাহী হইয়া তোমার সন্তানদিগের সেবা করি। আমরা যদি এই সময় অলস এবং অচেতন হইয়া থাকি, তবে কিরূপে তোমার আশ্রমের মঙ্গল হইবে, এবং কিরূপেই বা তোমার অভিপ্রেত প্রেমপরিবার প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমাদের অপরাধেই তোমার ব্রাহ্মসমাজের এই দুর্দ্দশা হইয়াছে। কেন না আমরা প্রচারক, অগ্রগামী ব্রাহ্ম, আমরা যদি উন্নত পবিত্র দৃষ্টান্ত প্রদর্শন

করিতাম, আমাদের জীবন যদি বাস্তবিক তোমার স্বর্গীয় জীবন হইত, তবে যে এত দিনে তোমার অনেকগুলি দুঃখী সন্তান তোমার শরণাগত হইতেন। তাই প্রার্থনা করি, আমাদিগকে তুমি অনুরাগী কর, তোমার প্রেমিক কর। এই সময়ে হয় আমরা তোমার ভক্ত প্রেমিক হইব, নতুবা নিশ্চয়ই আমাদিগকে আবার সেই ঘোর বিষয়ের পাপ-জঞ্জাল বহন করিতে হইবে। তোমার অদর্শনে, দেখ, তোমার সন্তান-দিগের অন্তর কেমন খাক হইয়াছে, একবার দেখা দিয়া প্রেমবারি বর্ষণ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিশেষ উপায় কর

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক, ৭ই জুন, ১৮৭২ খৃঃ)

হে দীনবন্ধু কাতরশরণ ঈশ্বর, এই মলিন অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়েও কেন উচ্চ বাসনা হয়? যদি তুমি স্বয়ংই পাপবিকার হইতে উদ্ধার করিবার জন্য দুর্ব্বল সন্তানের অন্তরে এই বাসনা প্রেরণ করিয়া থাক, তবে তাহা কি তুমি পূরণ করিবে না? পাপার্ণবে ডুবিয়া আমাদের কি দুর্গতি হইয়াছে, তাহা ত তুমি দেখিতেছ। এ সময় যদি পাপীদের জন্য বিশেষ উপায় না কর, তবে যে আমরা মারা যাই। যাঁহাদিগকে আশ্রমে আনিয়াছিলে, কোথায় তাঁহারা একত্র হইয়া যথাসময়ে তোমার পূজা করিবেন, না, তাঁহারা তোমার উপাসনার সময় সংসারের ক্ষুদ্র কার্য্যে বিব্রত থাকেন। তোমার সন্তানদিগের সঙ্গে একত্র বসিয়া তোমার পূজা করিতে তাঁহাদের তেমন আগ্রহ নাই। পিতঃ, তাঁহারা

যদি তোমার পারিবারিক উপাসনার আনন্দ পাইতেন, তবে কি এরূপ উদাসীন থাকিতে পারিতেন? কৃপাসিন্ধো, কোথায় তোমার প্রেমনদী লুক্কায়িত রাখিলে? পাপী সন্তানদিগকে যদি ধর্ম্মের আনন্দ এবং উপাসনার শান্তি বিতরণ না কর, তবে যে তাহারা নিশ্চয়ই তোমার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে। জানি, পিতঃ, একদিন তুমি সকলকেই মাতাইবে, তোমাকে পাইয়া শুষ্ক আত্মার মধ্যে প্রেমনদী বহিবে, কিন্তু সেই আশায় যে প্রাণ মানে না, বর্ত্তমান দুর্দ্দশা দেখিয়া যে আর ধৈর্য্য ধরিতে পারি না। প্রাণ যে ব্যস্ত হইল, তাই তোমাকে বলি, এখনই আমাদের বিশেষ উপকার কর, নতুবা নিশ্চয়ই তুমি এই মলিন শুষ্ক সন্তানদিগকে হারাইবে। দীনবন্ধো, দয়া কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

হৃদয় অনেক দূরে

(ভারতাশ্রম, সায়ংকাল, শুক্রবার, ২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক, ৭ই জুন, ১৮৭২ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, প্রেমময় ঈশ্বর, তুমি বিনা আর কে আমাদের দুর্ম্মতি দূর করিবে? দেখ, আমরা তোমার আশ্রমে থাকি, রোজ দুবেলা একত্র তোমার উপাসনা করি, এবং একত্র বসিয়া তোমার অন্ন জল গ্রহণ করি, কিন্তু তথাপি আমাদের মধ্যে কত বিচ্ছেদ, কত অপ্রণয় এবং কত অসদ্ভাব রহিয়াছে। তোমার সর্ব্বভেদী তীক্ষ্ণ চক্ষু তাহা সর্ব্বদাই দেখিতেছে। পিতঃ, কেন আমরা এখনও পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইলাম না? ভাই ভগিনীদের সুখে কেন আমরা এখনও কাতর হই? তুমি বলিয়াছ, পরস্পরের প্রতি টান না হইলে, পরস্পরকে প্রাণের

সহিত ভাল না বাসিলে, কোন মতেই আমাদের গূঢ় নীচ স্বার্থপরতা দূর হইবে না, তোমার প্রেমরাজ্য বিস্তারিত হইতে পারিবে না। দেখ, তোমার কথা আমাদের অগ্রাহ্য হইল। বল, পিতঃ, কিরূপে আমরা পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইব? তুমি জান, যদিও আমরা এক গৃহে বাস করি, এবং সর্ব্বদাই পরস্পরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হইতেছে, তথাপি হৃদয় অনেক দূরে অবস্থিতি করিতেছে। পিতঃ, কেন তোমার সন্তানদিগের মধ্যে এই প্রকার বিচ্ছিন্ন ভাব রহিল? পিতঃ, আবার বলি, আমাদের হৃদয়গুলি মিলাইয়া দাও। স্বর্গের প্রেমসুধা আমাদিগকে আস্বাদ করিতে দাও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

উপাসনার অভাব

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, সোমবার, ২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক, ১০ই জুন, ১৮৭২ খৃঃ)

বল, প্রেমময় ঈশ্বর, এই আশ্রমের প্রত্যেকের সঙ্গে কি তোমার সেই ঘনিষ্ঠ যোগ হইয়াছে যে, যখনই তোমার সন্তান তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, তখনই তিনি তোমাকে দেখিতে পান। তোমার প্রত্যেক পুত্র কন্যা তোমার সঙ্গে যদি এইরূপ নিগূঢ় প্রেম সংস্থাপন না করিয়া থাকেন, তবে যে, পিতঃ, তোমার ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। মৃত্যুর পূর্ব্বে যদি দেখিয়া যাই যে, আমার প্রাণের ভাই ভগ্নী, যাঁহাদের আমি ভালবাসি, তাঁহারা তোমার উপাসনা করিতে শিখিয়াছেন, তবে বুঝিব যে, আমার দুঃখের কোন কারণ নাই, হাসিতে হাসিতে পরলোকে চলিয়া যাইব। এক দিন কোন ভাই ভগ্নী উপাসনা

করিতে না পারিলে আমার হৃদয় যে কেমন ব্যথিত হয়, তাহাত তোমার অজ্ঞাত নাই। তাই প্রার্থনা করি, প্রত্যেককে উপাসনা শিক্ষা দাও। যাঁহারা উপাসনা করেন না, তাঁহারা যে আশ্রমের দোষ দিয়া শীঘ্রই এখান হইতে পলায়ন করিবেন। ইঁহারা যদি ভাল উপাসনা করেন, তবে যে শত শত পাপী ঊর্দ্ধশ্বাসে আসিয়া এই আশ্রমের পরিবার বৃদ্ধি করিবে। আর সব কাজ ছেড়ে যেন ইঁহারা উপাসনায় যোগ দেন—দিনান্তে যেন অন্ততঃ একবার তোমার প্রেমমুখ দেখেন, তাহা হইলে সকল দুঃখ অপ্রেম দূর হইবে।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

স্বর্গীয় পরিবর্ত্তন

(ভারতাশ্রম, সায়ংকাল, সোমবার, ২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক,
১০ই জুন, ১৮৭২ খৃঃ)

হে দয়াময় ঈশ্বর, যতই কেন আমরা উপাসনার নিয়ম পরিবর্ত্তন করি না, তুমি সেই একই প্রেমময় পিতা অটলভাবে সর্ব্বদা আমাদের সমক্ষে থাকিয়া, আমাদের সকল ভাব, পরিবর্ত্তন দেখিতেছ। পিতঃ, এই আশ্রমের উপাসনা যদি প্রতিদিন নূতন এবং সরস না হয়, প্রতি দিন যদি পুণ্য শান্তিতে তোমার প্রত্যেক পুত্রকন্যার উন্নতি না হয়, তবে যে এখানে বাঁচিয়া থাকা সুকঠিন হইবে। প্রতিদিন যদি তোমার সন্তানদিগের অন্তরে প্রেম এবং পুণ্য কুসুম প্রস্ফুটিত না হয়, তাহা হইলে যে এ অবস্থায় ভয়ানক বিপদ হইবে। আমাদিগকে পদে পদে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তুমি স্বয়ং বিপদ্‌ভঞ্জন হইয়া অহর্নিশ আমাদের সঙ্গে বাস করিতেছ, আমরা যদি তোমাকে ভুলিয়া যাই, এবং

তোমার আশ্রয় গ্রহণ না করি, তবে যে প্রতি নিমেষে আমাদের পতনের সম্ভাবনা। দীনবন্ধো, তুমি দেখিতেছ, আমাদের চারিদিকে কত ভয়ানক প্রলোভন। তোমার সহায়তা ভিন্ন আমাদের সাধ্য কি যে, এই অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। কৃপাময়, কৃপা কর। শুনিয়াছি, তোমার কটাক্ষপাতে মহাপাতকী তরে যায়, তাহা আমাদের জীবনে দেখাও। এই আশ্রমবাসী সন্তানদিগকে তোমার অনুগত দাস দাসী করিয়া রাখ। আমরা যেন দেখিতে পাই, তোমার আশ্রমে দাসত্ব করিয়া, যাহারা সংসারাসক্ত ছিল, তাহারা তোমার অনুরাগী হইল, শুষ্ক-হৃদয় প্রেমিক হইল, ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ব্যক্তিরা জিতেন্দ্রিয় হইল, নীচাশয় হীনমতি আত্মা সকল তোমার সেবা করিয়া উন্নত এবং মহৎ হইল। প্রভো, তোমার কৃপায় সকলই সম্ভব হয়। এই আশ্রমের দ্বারা তোমার পুত্র কন্যাদিগের হৃদয় এবং জীবনে স্বর্গীয় পরিবর্ত্তন আনিয়া দাও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অবিশ্বাসের অবস্থা

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক, ১১ই জুন, ১৮৭২ খৃঃ)

হে অভয়দাতা ঈশ্বর, এই ভয়ের সময় তোমার দুর্ব্বল সন্তানদিগের মস্তকে অভয় চরণ স্থাপন কর। ঐ চরণ ভিন্ন যে বিপদ হইতে বাঁচিবার আর অন্য উপায় নাই। অন্তরে যদি ঐ মঙ্গল চরণ দেখিতে পাই, তবে সহস্র পাপের তরঙ্গও ভীত করিতে পারে না, আর যাই ঐ শ্রীচরণ অদৃশ্য হয়, তখনই মন পাপের বিকারে লিপ্ত হয়। প্রভো, আশ্রমের

পুত্রকন্যাদের বিপদে ফেলে দূরে থাকিও না। তোমাকে কাছে না দেখিয়া যে আমাদের কি দুর্দ্দশা হইয়াছে, তাহাত তুমি সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ দেখিতেছ। তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে এমন দিনও দিয়াছিলে, যখন প্রত্যেক ঘটনার মধ্যে তোমাকে সাক্ষাৎ দেখিতাম, তখন তুমি কত নিকটে আসিয়া, কত স্নেহের কথা বলিতে, এখন কেন আমরা তোমা হইতে দূরে পড়িয়া রহিলাম। তোমার বিশেষ করুণার মত আর আমরা বিশ্বাস করি না, প্রতিদিন প্রত্যেক ঘটনার মধ্যে তুমি কাছে আসিয়া বিশেষরূপে আমাদের দুঃখ মোচন কর, ইহা আর আমরা স্বীকার করি না। এইরূপ অবিশ্বাসের অবস্থায়, পিতঃ, বল, কিরূপে আমরা তোমার বর্ত্তমান পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইব। এখন যে তোমাকে নয়নে নয়নে না দেখিলে, নিশ্চয়ই আমাদের ভয়ানক পতন হইবে। অতএব আবার প্রার্থনা করি, সকল অবস্থায়, রোগ, শোক, পাপ, ভয়, বিপদ এবং সম্পদ, সমুদয় পরিবর্ত্তনের মধ্যে তুমি আমাদের সকলের এবং প্রত্যেকের অন্তরে, তোমার অভয় মঙ্গল পদ স্থাপিত রাখ।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অভয়দান

(ভারতাশ্রম, সায়ংকাল, মঙ্গলবার, ৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক,
১১ই জুন, ১৮৭২ খৃঃ)

হে শান্তিদাতা, যতক্ষণ তোমার সঙ্গে থাকি, ততক্ষণই কেবল শান্তি এবং অভয় পদ লাভ করি, ততক্ষণই কল্যাণ। সংসারের চারিদিকে ভয়, বিপদ, পাপের যন্ত্রণা, তোমার চরণতলেই একমাত্র শান্তি এবং নির্ভয়ের অবস্থা। সংসার-উত্তপ্ত পাপীদিগের ছায়া—কেবল তোমার

ঐ অভয় চরণ। পিতঃ, তোমার ঐ শীতল চরণ দেখি না, এই জন্যই আমরা দিবানিশি জ্বালাতন হইতেছি। কৃপা কর, আর যে সংসারের জ্বালা সহ্য করিতে পারি না। পিতঃ, পাপীদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য তুমি এই আশ্রম সংগঠন করিয়াছ, ইহাতে তোমার পুত্রকন্যারা পরিত্রাণ পাইবেন, যাহাতে এই বিশ্বাস আমাদের আত্মাগত এবং বদ্ধমূল হয়, এই আশীর্ব্বাদ কর। প্রভো, কেন আমরা তোমার আশ্রমে থাকিয়া তোমাকে দেখি না, এবং তুমি যে আমাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য এই উপায় অবলম্বন করিয়াছ, তাহা বিশ্বাস করি না। দয়াময়, আমাদের অবিশ্বাস দূর কর। তোমার ঐ চরণ দাও। শান্তি দাও, অভয় দাও, মঙ্গলচরণচ্ছায়া দাও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সাধক সকলও আত্মাতে বাস করেন

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বুধবার, ৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক, ১২ই জুন, ১৮৭২ খৃঃ)

হে হৃদয়বিহারী ঈশ্বর, তোমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হৃদয়ে হয়। প্রেম, পুণ্য, শান্তি, আনন্দ, যাহা কিছু তোমার স্বর্গের ধন, তাহা তুমি সন্তানের অন্তরেই দান কর। যাঁহাদের আত্মার সঙ্গে তোমার যোগ, তাঁহারাই তোমার সত্য ভোগ করেন। পিতঃ, ইহা ত সত্য যে, তুমি আত্মাতে বাস কর, কিন্তু তোমার সাধক সকলও যে প্রাণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পরস্পরের আত্মাতে বাস করেন, এই সত্য যে এখনও আমরা তেমন দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করি না। পিতঃ, আমরা যদি তেমন প্রেমিক যোগী হইতাম, তবে যে পরস্পরকে আত্মার মধ্যে রাখিয়া

দিতাম। বাহিরের সম্পর্ক, বাহিরের দেখা সাক্ষাৎ, বাহিরের সঙ্গীত উপাসনা যে কিছুই নয়। বাহিরের আকারে যে অনেক সময় উপাসনা এবং পরিত্রাণের ব্যাঘাত হয়। তোমাকে ছাড়িয়া যে ধর্ম্মকার্য্য, তাহাও যে সাধনের প্রতিকূল হয়—উপাসনার সময়ে যে সে সকল কার্য্য মনে হইয়া তোমাকে দেখিতে পাই না। পিতঃ, তাই ভিক্ষা করিতেছি, আজ হইতে যেন এই আশ্রমের ভাই ভগ্নীদিগকে আত্মার মধ্যে প্রবিষ্ট দেখিতে পাই, এবং সেখানে তাঁহাদের শরীর নয়, কিন্তু তাঁহাদের আত্মা সকল প্রেমসূত্রে বদ্ধ হইয়া একটী স্বর্গের ক্ষুদ্র পরিবার হইয়াছেন, ইহা যেন দেখিতে পাই, এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অভ্যস্ত পাপ

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ৩২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক, ১৩ই জুন, ১৮৭২ খৃঃ)

দীনবন্ধো, অনেক বৎসর হইতে যাহারা তোমার নিকট যাতায়াত করিতেছে, সেই পুরাতন পাপী সকল তোমার সমক্ষে আসিয়া বসিল। চারিদিকে এত অভাব এবং পাপ দেখিতেছি যে, তোমার নিকট কি প্রার্থনা করিব, জানি না। অভ্যস্ত পাপে মন এমনই নিরাশ এবং মৃতপ্রায় হইয়াছে যে, তুমি যে পাপক্ষয় করিতে পার, পাপীদিগকে ভাল করিবার জন্য তোমার অতুল বল বিক্রম আছে, তাহা বিশ্বাস করি না। প্রতি দিন, প্রতি ঘণ্টা, প্রতি নিমেষে মহাপাতকীকেও পরিত্রাণ করিবার জন্য কত চিন্তা করিতেছ। কেবল তোমার পায়ে হাত দিয়া প্রার্থনা করিলেই তুমি ঘোর নারকীকেও পবিত্র কর,

ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। দীনবন্ধো, আমাদের এই অবিশ্বাস চূর্ণ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সংসারে ধর্ম্মরক্ষা।

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, শুক্রবার ১লা আষাঢ়, ১৭৯৪ শক, ১৪ই জুন, ১৮৭২ খৃঃ)

প্রভো, উপাসনার সময় তোমার সেবকদিগের মনের অবস্থা কেমন সুন্দর এবং কেমন চমৎকার হয়, পাপ এবং অপবিত্র ভাব তখন আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না। কিন্তু উপাসনা কালের সেই পবিত্র ভাব, ভক্তি প্রেমের সেই মধুর সৌরভ এবং স্বর্গরাজ্যের সেই সুসমাচার সকল—যাই আমরা সোপান অবলম্বন করিয়া সংসারে নামিয়া যাই, অমনই বিদ্যুতের মত অদৃশ্য হইয়া যায়। সেখানে কেবল পাপের অন্ধকার, পাপের দুর্গন্ধ, পাপের জ্বর এবং পাপের বিষম দংশন। পিতঃ, আর যে এ পাপজীবন বহন করিতে পারি না। দিন দিন তোমার উপাসনা করিব, জগতের লোক তোমার সাধক বলিয়া আমাদিগকে কত বিশ্বাস ভক্তি করিবে, অথচ আমাদের চরিত্রগত জীবনের দোষ গুলি পূর্ব্বেও যেমন, এখনও তেমনই থাকিবে, এই প্রকার কপটতা যে তোমার রাজ্যে অধিক দিন প্রশ্রয় পাইতে পারে না। তাই বিনীত অন্তরে প্রার্থনা করি, তুমি আমাদের সমস্ত জীবনকে পবিত্র কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নির্জ্জনসাধন

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, শনিবার, ২রা আষাঢ়, ১৭৯৪ শক, ১৫ই জুন, ১৮৭২ খৃঃ)

প্রেমসিন্ধো, তুমি নিত্য কত দয়া করিতেছ, কিন্তু আমরা পাপে এমনই অচেতন, কোন মতে তাহা বুঝিতে পারি না। রোজ রোজ দুবেলা তোমার উপাসনা করিতে আসি, কত রূপে তুমি আমাদের মন ভাল করিয়া দাও, পিতঃ, তাহার উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা তোমাকে দিতে পারি না। কিন্তু কেবল এইরূপ সাধারণভাবে তোমার উপাসনা করিয়া কিরূপে সমস্ত জীবন পবিত্র করিব? সাধারণ চিকিৎসায় কিরূপে আমার বিশেষ বিশেষ পাপ মহাব্যাধি দূর হইবে? তাই প্রার্থনা করি, যাহাতে প্রত্যহ নির্জ্জনে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, যেখানে কেবল তুমি আমাকে দেখিবে এবং আমি তোমাকে দেখিব, কিন্তু জগৎ দেখিবে না। সেখানে গিয়া দেখিব, তুমি আমার জন্য বিশেষ কি চিন্তা করিতেছ, কি বলিতেছ, জগতের জন্য কি করিতেছ।

"সদা বিরলে তোমার সনে রহিব মগন ধ্যানে হে,
রূপ হেরি জুড়াব জীবন (অপরূপ রূপ হেরি)।"

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বন্ধনচ্ছেদন

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, সোমবার, ৪ঠা আষাঢ়, ১৭৯৪ শক,
১৭ই জুন, ১৮৭২ খৃঃ)

হে মুক্তিদাতা ঈশ্বর, কৃপা-অস্ত্রে আমাদের লৌহ-শৃঙ্খল ছেদন কর। আমাদের বিপদ যে অন্তরের গূঢ়তম স্থানে। সেখানেই পাপের কোলাহল, রিপুদিগের উত্তেজনা। তুমি যদি হৃদয় শাসন না কর, একে একে পাপের দৃঢ় বন্ধন ছেদন না কর এবং ঐ দুর্দ্দান্ত শত্রুগুলিকে দমন না কর, তবে যে আমাদের নিস্তার নাই। এমন শুভ দিন কি আমাদের হবে, যখন নির্ম্মল হইয়া তোমার সেই পুরাতন নিত্য প্রেমমুখ দেখিব এবং ভাই ভগ্নীদের অন্তরে তোমার পবিত্র প্রেম-সিংহাসন অনুভব করিব।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

কপট প্রার্থনা

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল মঙ্গলবার, ৫ই আষাঢ়, ১৭৯৪ শক,
১৮ই জুন, ১৮৭২ খৃঃ)

হে সর্ব্বসাক্ষী ঈশ্বর, হঠাৎ এই দৃঢ় সংস্কার মনে মুদ্রিত হইতেছে যে, তুমি আমাদের প্রার্থনা শুন না। আমরা তোমার সমক্ষে প্রার্থনা করি না, কিন্তু আমাদের জঘন্য কপট মুখ, শূন্য আকাশের নিকট প্রার্থনা করে। তোমার নিকট প্রার্থনা করিলে কি এত দিন আমাদের এই দুর্গতি থাকিত? তুমি যে কৃপা-কল্পতরু। আমরা যে কপট, কপটীর প্রার্থনা ত তোমার গৃহে প্রবেশ করে না, তাহার প্রার্থনা তাহারই নিকট

ফিরিয়া আসে। দেখ, আমরা রোজ রোজ দুবেলা কত প্রার্থনা করি, কত কথা বলিয়া ফেলি, কিন্তু আমাদের প্রার্থনা কেবল সেই পর্য্যন্ত, কথারই মধ্যে বদ্ধ থাকে—কাজের সময়, জীবনের পরীক্ষায় আর তাহা স্মরণ থাকে না। আশ্রমের কয়েকটী ভাই ভগ্নী পবিত্রভাবে মিলিত হইয়া, একটী পরিবার হইবার জন্য কত চেষ্টা করিলাম, কত প্রার্থনা করিলাম, দেখ, কিছুতেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতেছে না। ইঁহারা যদি প্রত্যেকে সরল এবং ব্যাকুল অন্তরে তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেন, তবে কি আর আমাদিগকে ক্রন্দন করিতে হইত? দীনবন্ধো, আর যে দুঃখ ধারণ করিতে পারি না। যদি আমার হৃদয় আজ যথার্থই ভাই ভগ্নীদের দুঃখে ব্যথিত হইয়া, ব্যাকুলভাবে তোমাকে ডাকিয়া থাকে, তবে আমাদের মধ্যে যে গূঢ়ভাবে অপ্রণয়, হিংসা, ক্রোধ, লোভ লুক্কায়িত রহিয়াছে কৃপা করিয়া শীঘ্র তাহা চূর্ণ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অকপট প্রার্থনা

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বুধবার, ৬ই আষাঢ়, ১৭৯৪ শক, ১৯শে জুন, ১৮৭২ খৃঃ)

হে প্রেমময়, তোমার আশ্রমের সেই সন্তান সকল আবার তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। পিতঃ, এমন কি প্রার্থনা আছে, যাহা তুমি পূর্ণ করিতে পার না। জীবনে আমরা কতরূপে কত বার প্রার্থনা করিলাম, তোমার স্বর্গের পুস্তক খুলিয়া দেখাও, দেখি, কতটী প্রার্থনা তুমি গ্রহণ করিয়াছ। ভালরূপে যদি হৃদয়ের কথা বলিয়া তোমার কাছে প্রার্থনা করিতাম, তবে যে এতদিনে তোমার নিকট হইতে কত

স্বর্গের সামগ্রী পাইতাম। সরল অন্তরে তোমার কাছে প্রার্থনা করি নাই, এজন্যই তোমার ধনলাভে বঞ্চিত হইয়াছি। পিতঃ ভালরূপে অন্তরের সহিত প্রার্থনা করিতে শিখাও। প্রার্থনা যদি অকপট হয়, তুমি প্রার্থনার উত্তর দাও, ইহাতে যদি বিশ্বাস না হয়, আমাদের মধ্যে প্রার্থনা-রত্ন যদি কৃত্রিম হয়, তবে যে ভাই ভগ্নীদের রোগ বিষম হইবে। দীনবন্ধো, তোমাকে কেমন করে দীনবন্ধু বলিয়া ডাকিতে হয়, শিখাও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভয়ানক পতনের সম্ভাবনা

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল বৃহস্পতিবার, ৭ই আষাঢ়, ১৭৯৪ শক, ২০শে জুন, ১৮৭২ খৃঃ)

দয়াময়, স্নেহময় পিতঃ, ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী তুমি। তোমাকে কত লোককে শাসন করিতে হয়, কত কার্য্য করিতে হয়, কত চিন্তা করিতে হয়। এত বড় রাজা হইয়া তুমি আমাদের মত নরকের কীটদিগের সঙ্গে নিয়ত বাস করিতেছ। কখন কোন সন্তান কি প্রার্থনা করিবে, শুনিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছ। ঘোর নারকী একটী স্তব স্তুতি, সঙ্গীত কিম্বা একটী প্রার্থনা করিলে, তখনই তুমি কাছে আসিয়া তাহার সকল দুঃখ দূর কর। তোমারত একটী কি দশটী সন্তান নয়, কিন্তু হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি সন্তান তোমার নিকট কত প্রার্থনা করিতেছে। সকলেরই কাছে তুমি আছ, পাছে কেহ ডাকিয়া তোমাকে দেখিতে না পায়, এবং তোমাকে দেখিতে না পাইলে তাহার পাপ অশান্তি বৃদ্ধি হয়, এজন্য তুমি প্রত্যেক পুত্র কন্যার নিকট রহিয়াছ। ধন্য, পিতঃ, তুমি। কিন্তু দেখ, তুমি এত দয়া করিতেছ, তোমার প্রতি

আমাদের কেমন দুর্ব্ব্যবহার। বিশেষরূপ আমাদিগকে ভাল করিবার জন্ত কত যত্ন করিতেছ। আমরা ভাবিয়া দেখি না যে, তুমি আমাদের প্রত্যেককে ভালবাসিয়া প্রত্যহ কত দয়া প্রকাশ কর। মনে করি, তুমি সাধারণ নিয়ম করিয়া দিয়াছ, এজন্ত সূর্য্য আমাদের কিরণ দেয় এবং পৃথিবী ফলে শোভিত হইয়া আমাদিগকে সুস্বাদু আহার দেয়। তুমি যে আমাদের গৃহে থাকিয়া খাওয়াও, পরাও, উপাসনা করাও, অবিশ্বাসী অন্ধ মন তাহা দেখে না। একটী পরিবার করিবার জন্ত আশ্রম করিলে, কিন্তু বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, এখনও আমাদের মধ্যে মিলন হইল না। পিতঃ, শীঘ্র উপায় করিয়া দাও, নতুবা নিশ্চয়ই এই আশ্রমে আমাদের ভয়ানক পতন হইবে।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

যৌবনের উৎসাহ

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ৮ই আষাঢ, ১৭৯৪ শক,
২১শে জুন, ১৮৭২ খৃঃ)

প্রেমময়, অল্প বয়সে কেন আমাদের বার্দ্ধক্যের লক্ষণ উপস্থিত হইল? কোথায় গেল আমাদের সেই যৌবনের অনুরাগ এবং উৎসাহ? দশ বৎসর পূর্ব্বে তোমার প্রেমমুখ দেখিয়া আমাদের কত আনন্দ হইত, কেমন উদ্যোগী হইয়া চারিদিকে তোমার দয়ার কথা প্রচার করিতাম। ঘোর নিরাশা এবং অবিশ্বাসের কুমন্ত্রণা গ্রাহ্য করিতাম না। তুমি সেই পুরাতন পিতা, এখনও তেমনি জাগ্রৎ, জীবন্ত, প্রেমোজ্জল রহিয়াছ, আমরা কেন অল্পদিনের মধ্যেই বৃদ্ধ এবং অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। পিতঃ, তোমার কাছে কে কবে বড় হয়, তাই প্রার্থনা করি, যেন চিরদিন

তোমার নিকট থাকিয়া, ছোট বালক বালিকার মত নিতান্ত অনুগত ও সরলভাবে তোমার আজ্ঞা পালন করি, এই আশীর্ব্বাদ কর, তাহা হইলে আমাদের মধ্যে অপবিত্র ভাব অসম্ভব হইবে এবং পরস্পরের প্রতি পবিত্র প্রেম সঞ্চারিত হইবে।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

এক প্রভুর সেবক হইয়াও অপ্রণয়

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, শনিবার, ৯ই আষাঢ়, ১৭৯৪ শক, ২২শে জুন, ১৮৭২ খৃঃ)

হে পিতঃ, আমরা সকলেই তোমার উপাসনা করি, এবং তোমার সেবা করি, কিন্তু এক দেবতার উপাসক এবং এক প্রভুর সেবক হইয়াও আমাদের মধ্যে কিরূপ অপ্রণয় এবং অসদ্ভাব, তাহা তুমি জানিতেছ। এত কাল তোমার সাধন করিলাম, কিন্তু কেন যে এখনও পরস্পরকে ভালবাসি না, তাহার কারণ তুমি জান। পিতঃ, আমাদের স্বার্থ অহঙ্কার চূর্ণ কর। যাহাতে ভাই ভগ্নীদের বুকে লইয়া তোমার কাছে আসিতে পারি, হৃদয়ে এমন সুমতি এবং ক্ষমতা বিধান কর। পূর্ব্ব বাঙ্গালার যে সকল প্রাণের ভাইদিগকে তুমি কাছে আনিয়া দিয়াছিলে, অবিশ্বাস যেন তাঁহাদিগকে দূর করিয়া না দেয়, এই আশীর্ব্বাদ কর। তোমার আধ্যাত্মিক রাজ্যে বসিয়া যেন দিন দিন ভাই ভগ্নীদের সঙ্গে তোমার সৌন্দর্য্য ভোগ করি, এবং তোমার প্রেম-পরিবার মধ্যে মুগ্ধ হইয়া থাকি, এমন শুভ বিধান কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

তোমার প্রতি আসক্ত কর

(ভারতাশ্রম, সায়ংকাল, শনিবার, ৯ই আষাঢ়, ১৭৯৪ শক ,
২২শে জুন, ১৮৭২ খৃঃ)

দীনবন্ধো, সংসারে নানাপ্রকারে জড়ীভূত হইয়া দেখিলাম, সেখানে শান্তি নাই, কেবল অশান্তি এবং সুখের প্রলোভন। সেখানে পাপের স্রোত এমনই প্রবল যে, যদি তোমার প্রেমে আমাকে মুগ্ধ না কর, তবে নিশ্চয়ই সংসার আমাকে টানিয়া লইয়া বিনাশ করিবে। পিতঃ, তোমার পদাশ্রয় ভিন্ন যে নিরাপদ হইতে পারি না। তোমার প্রতি আসক্ত হওয়া যে এখন জীবনের নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। পিতঃ, তোমার প্রতি যাহাতে দিন দিন অন্তরের নিগূঢ় প্রেম বৃদ্ধি পায়, এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

কেবলই পরের দোষানুসন্ধান

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, সোমবার, ১১ই আষাঢ়, ১৭৯৪ শক ,
২৪শে জুন, ১৮৭২ খৃঃ)

হে অন্তর্য্যামী পিতঃ, যখন জীবন দেখি, তখন পাপের অন্ধকার দেখিয়া ভয় পাই , কিন্তু আবার যখন দেখি, আমাদের জীবনের দ্বারা কত ভাই ভগ্নীর অধর্ম্ম বৃদ্ধি হইতেছে, তখন দেখি যে, যথার্থই আমরা পাপ-সাগরে ডুবিয়া আছি। আমাদের একটী কথা এবং একটী দৃষ্টান্তে যে অন্যের কত অপকার হয়, তাহা আমরা ভাবিয়া দেখি না। আমাদের উপাসনায় নির্জ্জীব ভাব দেখিয়া এই আশ্রমের ভগ্নীদের জীবন যে

কলঙ্কিত হইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমরা যদি ক্রোধ, হিংসা, স্বার্থপরতা এবং কামের উত্তেজনা হইতে মুক্ত হইয়া, একাগ্রহৃদয়ে তোমার পূজা করিতে পারিতাম, তবে এত দিনে আমাদের মধ্যে নিশ্চয়ই তোমার প্রেম-পরিবার সংস্থাপিত হইত। আমরা কেবলই পরের দোষানুসন্ধান করি, তাঁহাদের গুণের প্রতি দৃষ্টি করি না। যাহাতে নির্ম্মল-হৃদয় হইয়া ভাই ভগ্নীদের প্রতি পবিত্র মধুর ব্যবহার করিতে পারি, এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পরস্পরকে চিনিলাম না

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ১২ই আষাঢ়, ১৭৯৪ শক,
২৫শে জুন, ১৮৭২ খৃঃ)

পিতঃ, তোমার প্রেমধামের যাত্রী হইয়া কেন আমরা এখনও মধ্য-পথে দাঁড়াইয়া রহিলাম। কে কোথায় ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম, কত দয়া করে তুমি আমাদের এই আশ্রমে আনিলে, কিন্তু দেখ, আমরা পরস্পরকে চিনিলাম না। সেই সুন্দর, কোমল প্রকৃতি স্ত্রীজাতির মধ্যে যে তোমার মাতৃভাব বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা আমরা অনুভব করিতে পারিলাম না, এবং উন্নতস্বভাব পুরুষ জাতির মধ্যে যে তোমার সৌন্দর্য্য এবং পিতৃভাব, তাহাও আমাদের সাধন হইল না। এইরূপে ভাই ভগ্নীদের মধ্যে তোমাকে না দেখিয়া, পর-স্পরের প্রতি যে কত দুর্ব্যবহার করি, অন্তর্যামী তুমি, সকলই দেখি-তেছ। এই যে ভগ্নীগুলিকে তুমি আনিয়াছ, তাহাদিগকে যদি তোমার কন্যা বলিয়া মর্য্যাদা ও সমাদর করিতাম, তবে কি মনে অপবিত্রতা

থাকিত ? নাথ, বলিয়া দাও, কিরূপে আমরা পবিত্র হইয়া স্ত্রী পুরুষের প্রতি সদ্ব্যবহার করিব এবং দুশ্ছেদ্য প্রেম-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া চিরদিন তোমার পূজা করিয়া কৃতার্থ হইব।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ব্যাকুল অন্তরে ডাক।

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ১৪ই আষাঢ়, ১৭৯৪ শক, ২৭শে জুন, ১৮৭২ খৃঃ)

হে অন্তর্যামী, আমাদের প্রার্থনা কি তুমি শুন না ? বুঝিতেছি, এই জন্য আমাদের আবেদনপত্র তোমার সন্নিধান হইতে ফিরিয়া আসে যে, তাহা সরল এবং ব্যাকুল নহে। তুমি চাও, সন্তান যথার্থই পুণ্য চায় কি না। যাই দেখ, কোন সন্তান ব্যাকুল অন্তরে তোমার নিকট পুণ্য ভিক্ষা করে, তখনই তুমি তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। তোমার কাছে যেন ব্যাকুল অন্তরে আসিতে পারি, এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দুর্গতির কারণ

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ১৫ই আষাঢ়, ১৭৯৪ শক ২৮শে জুন, ১৮৭২ খৃঃ)

আনন্দস্বরূপ পিতঃ, তোমার চরণতলেই আমাদের নিত্যসুখ এবং সুধারাশি, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। বিষয়-সুখ অসার, ইহা মুখে বলি, কিন্তু হৃদয় প্রাণ তাহা স্বীকার করে না, এইজন্যই আমা-

দের এই দুর্গতি। না তোমাতে সুখী হই, না সংসারে সুখ লাভ করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রেরণা গ্রাহ্য করি না

(ভারতাশ্রম, সায়ংকাল, শুক্রবার, ১৫ই আষাঢ়, ১৭৯৪ শক, ২৮শে জুন, ১৮৭২ খৃঃ)

হে ঈশ্বর, অবিশ্বাসীদিগের দশা দেখ। তুমি কত দয়া করিতেছ, ঘোর অবিশ্বাসের সময়েও সন্তানকে ছাড়িতে পার না, সর্ব্বদা কাছে আসিয়া আমাদের পাপ জীবনকে পবিত্র করিবার জন্য কত স্বর্গের আদেশপত্র প্রেরণ করিতেছ, কিন্তু তোমার প্রেরণা আমরা গ্রাহ্য করি না, এজন্যই আমাদের এইরূপ হীনাবস্থা। বল, পিতঃ, হৃদয়ের মধ্যে তুমি বিরাজিত থাকিয়া যে উপদেশ দিতেছ, কিরূপে তাহা পালন করিব।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পুণ্য-সূর্য্য এবং প্রেম চন্দ্র

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, শনিবার, ১৬ই আষাঢ়, ১৭৯৪ শক, ২৯শে জুন, ১৮৭২ খৃঃ)

হে প্রেমময়, পুণ্যময় ঈশ্বর, তোমার উপাসনা করিলে অন্তরে যুগপৎ দুটী স্রোত প্রবাহিত হয়। প্রেমস্রোত এবং পুণ্যস্রোত। কিন্তু আমাদের বিড়ম্বনা দেখ। যখন আমরা তোমার পবিত্রতা পাইবার জন্য সাধন

করি, তখন আমাদের হৃদয় কঠিন হইয়া যায়, নীরস কঠোর ভাবে তোমার প্রেমরাজ্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, আবার যখন তোমার প্রেম লাভ করিতে অভিলাষ করি, তখন আবার হৃদয়ে তোমার পুণ্যময় সিংহাসন দেখিতে পাই না। কবে, পিতঃ, তোমার পুণ্য-সূর্য্য এবং প্রেম-চন্দ্র একেবারে আমাদের অন্তরাকাশে উদিত হইবে। যখন তোমার প্রেম পবিত্রতা উভয়ই আমাদের হৃদয়ে আসিবে, তখনই যে আমাদের পরিত্রাণ, তাহাই যে আমাদের শান্তিগৃহ এবং স্বর্গ এবং তাহাকেই যে যথার্থ উপাসনা বলি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আন্তরিক মিল হইল না

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, সোমবার, ১৮ই আষাঢ়, ১৭৯৪ শক,
১লা জুলাই, ১৮৭২ খৃঃ)

হে অনাথশরণ, অনেক বৎসর হইতে তোমার আশ্রয় লইয়াছি, কিন্তু এখনও তোমার সঙ্গে আন্তরিক মিল হইল না। এই তোমার সন্তানগণ যেমন নিকটে, তেমনই তুমিও নিকটে রহিয়াছ, জানিতেছি, তথাপি হৃদয় তোমাকে ধরিতে পারিতেছে না। তোমা হইতে যেমন, তেমনি আবার তোমার পুত্র কন্যাদের হইতেও বিচ্ছিন্ন রহিলাম। দিন দিন একত্রে উপাসনা করিতেছি, অথচ পরস্পরের হৃদয়ের যোগ হইতেছে না, এই দুঃখের কথা আর কাহাকে বলিব এবং আর কেই বা এই দুঃখ ঘুচাইতে পারে? তোমার সঙ্গে যদি দর্শন, শ্রবণ এবং প্রাণযোগ না হইল, তবে কিরূপে তোমার পরিবারের সঙ্গে যোগ হইবে। এস, পিতঃ, দেখা দাও, কর্ণে তোমার কথা বল, তোমার কথা শুনিয়া সমস্ত জীবন

পুণ্যপথে নিয়োগ করি, এবং তোমার দাস দাসী হইয়া চিরদিন তোমার সঙ্গে প্রাণযোগে আবদ্ধ হই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পবিত্র দৃষ্টি

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ১৯শে আষাঢ়, ১৭৯৪ শক, ২রা জুলাই, ১৮৭২ খৃঃ)

হে ভক্তবৎসল, প্রেমসিন্ধো, তুমি পবিত্র প্রেম-সিংহাসনে বসিয়া রহিয়াছ। চারিদিকে তোমার পুত্রকন্যাগণ তোমাকে ডাকিতেছেন, সিংহাসনের দিকে তাকাইয়া তোমার অপরূপ পুণ্য প্রভা দেখিতেছেন, তোমার ধ্যান উপাসনা করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন। নিয়তই তুমি তাঁহাদের অন্তরে তোমার প্রেম পবিত্রতা প্রেরণ করিতেছ, সেই সুদৃশ্যই আমার আন্তরিক আশ্রম—তাহাই আমার শান্তিনিকেতন। কিন্তু, নাথ, অনেক দিনের পাপাভ্যাসে চক্ষু এমনই মলিন করিয়া ফেলিয়াছি যে, বাহিরে সেই শোভা দেখিতে পাই না। কত দয়া করিয়া তোমার যে সকল পুত্র কন্যাদিগকে কাছে আনিয়া দিলে, তাঁহাদিগকে নীচ অপবিত্র মনে করি, তাই তোমার আশ্রমের প্রকৃত সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই না। এই আশ্রম যে তোমার মহিমা এবং তোমার করুণার ব্যাপার, তাহা সর্ব্বদা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। পিতঃ, আমাদের চক্ষু পবিত্র করিয়া দাও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

যৌবনের দেবতা

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বুধবার, ২০শে আষাঢ়, ১৭৯৪ শক, ৩রা জুলাই, ১৮৭২ খৃঃ)

হে ঈশ্বর, এই যৌবনকালে কোথায় উৎসাহী হইয়া আমরা সর্ব্বদা তোমাকে অন্বেষণ করিব এবং তোমার পবিত্র ইচ্ছা সাধন করিব—না, আমরা নিজের ক্ষুদ্র অপবিত্র বাসনা সকল চরিতার্থ করিবার জন্যই ব্যস্ত রহিয়াছি। বৃদ্ধাবস্থায় পাছে ভাই ভগ্নীদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে অক্ষম হই, এই ভয়ে এখনই তাঁহাদিগকে পদতলে ফেলিয়া, মান, সম্ভ্রম এবং প্রভুত্ব উপার্জ্জন করিতে যত্নবান্ হইয়াছি। এই যৌবনের বল বিক্রম, বিদ্যা বুদ্ধি, উৎসাহ এবং অনুরাগ—সর্ব্বস্ব যদি তোমাকে দিতে পারিতাম, তবে আজ আমরা কত সুখী হইতাম। পাপের হস্তে হৃদয় প্রাণ দিয়া যে কত যন্ত্রণা পাইতেছি, তাহাত দেখিতেছ। নাথ, যাহাতে আমরা তোমার হই, এই আশীর্ব্বাদ কর। এমন যৌবন-সময়ে যদি তোমার ধর্ম্মসাধন না করি, তবে যে শেষে ভয়ানক অনুতাপে মরিতে হইবে। এই কালে তোমার জন্য যে আমাদের সমস্ত দিন পরিশ্রম করা উচিত। কবে, নাথ, জিহ্বা দিবানিশি তোমাকে 'দয়াময়, দয়াময়' বলিয়া ডাকিবে, এবং নিরন্তর তোমাকে 'প্রাণনাথ, প্রাণনাথ' বলিয়া তোমার দিকে আকৃষ্ট হইবে? হস্ত কবে তোমার জন্য সমস্ত দিন খাটিবে? অবশেষে বৃদ্ধকালে মৃত্যুর সময় যখন রসনা তোমার নাম লইতে পারিবে না, চক্ষু চারি দিক অন্ধকার দেখিবে—যখন দেখিব যে, যৌবন-কালে তোমারই পূজা করিয়াছি, তোমার মুখের দিকে তাকাইয়া তোমাকে পাইবার জন্যই সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়াছি, এবং সর্ব্বস্ব তোমার জন্য দান করিয়াছি, তখন হৃদয়ে কত আনন্দ হইবে, তুমি

কাছে থাকিয়া তখন কত মধু ঢালিয়া দিবে। নাথ, তাই বলিতেছি, আমাদের যৌবন তুমি গ্রহণ কর। বিশেষতঃ এই ভগ্নীদিগের অন্তরে তুমি এই কথা বলিয়া দাও যে, বৃদ্ধাবস্থায় ইহারা কোন ভাল সামগ্রীই তোমাকে দিতে পারিবেন না, যদি যৌবনের প্রেম ভক্তি এবং অনুরাগ তোমার চরণে সমর্পণ না করেন। হে জীবনের অধিপতি, তুমি আমাদের যৌবনের দেবতা হও। পাপের সেবায় যেন যৌবন বিনষ্ট না হয়, এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নিগূঢ় উপাসনা

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ২১শে আষাঢ়, ১৭৯৪ শক, ৪ঠা জুলাই, ১৮৭২ খৃঃ)

হে গুণসিন্ধু ঈশ্বর, তোমার রাশি রাশি গুণ, কাহার সাধ্য তোমার গুণের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিয়া উঠে, জ্ঞান কৌশল যেমন তোমার অনন্ত, তেমনই অপার তোমার প্রেম। যতই তোমার বিষয় জানিতেছি, ততই অবাক হইতেছি, তোমার আশ্চর্য্য নূতন নূতন ভাব দেখিয়া, মন বিস্ময়রসে পূর্ণ হইতেছে। এই এক উপাসনা-প্রণালীতে যে, তুমি কত গভীর হইতে গভীরতর তত্ত্ব সকল প্রকাশ করিতেছ, ভাবিলে নিস্তব্ধ হই। পাপীর জন্য এত করিবে, ইহা ত স্বপ্নেও ভাবি নাই, কোথায় কীটের ন্যায় নরকে বিচরণ করিতেছিলাম, আর তুমি কি না স্বয়ং উদ্ধার করিয়া আনিয়া এই উপাসনার অমৃত পান করাইতেছ। তোমার উপাসনার নিগূঢ় তত্ত্ব কে বুঝিবে? কিরূপে তুমি আমাদিগকে উপাসনা শিক্ষা দিলে, এবং কোন পথ দিয়া দিন দিন তুমি আমাদিগকে উপা-

সনার গভীর হইতে গভীরতর রাজ্যে লইয়া যাইতেছ, তাহা বুঝিতে পারি না। যতই প্রাণের গভীর স্থানে প্রবেশ করি, ততই তোমার নিগূঢ় ব্যাপার সকল দেখিয়া চমৎকৃত হই। মনুষ্য-হৃদয়ের কত দূর গভীরতম প্রদেশে তোমার রাজ্য বিস্তৃত রহিয়াছে, কাহার সাধ্য, তাহা অবধারণ করে? প্রত্যেক পুত্র কন্যার অনন্ত জীবন অধিকার করিয়া রহিয়াছ। ভবিষ্যতে সন্তানদিগের নিকট আরও কত নিগূঢ় তত্ত্ব সকল প্রকাশ করিবে, তাহা ভাবিলে মন প্রফুল্ল হয়, কত আশা হয়, কত আনন্দ হয়। হে গুণনিধি, আর বাহিরের ধর্মাড়ম্বরে মিলিতে চাই না। মনের ভাব প্রকাশ করিতে না পারিলাম, সঙ্গীত করিতে অসমর্থ হইলাম, ক্ষতি নাই, প্রকাশ্য জীবনের তেজ দেখাইয়া কয়েকজনের চরিত্র সংশোধন করিতে পারিলাম না, তাহাতেও দুঃখ নাই, কিন্তু এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন উপাসনার সময় দেখিতে পাই, নিস্তব্ধভাবে তোমার পুত্রকন্যাগণ তোমার নিকটে বসিয়া আছেন, তোমার প্রেম-সমীরণ তাঁহাদের গায়ে লাগিতেছে, তোমার পুণ্যজ্যোতি তাঁহাদের অন্তরে পড়িতেছে, ইহাই আমার স্বর্গ, ইহাই আমার মুক্তি। পিতঃ, এইরূপ নিগূঢ়ভাবে আমাদিগকে তোমার নিকট বসিতে শিক্ষা দাও, তাহা হইলে মৃত্যুর সময় কাঁদিতে হইবে না, কারণ, তখন দেখিব, তুমি আমার, এবং আমি তোমারই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রশান্ত এবং অচঞ্চল

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ২২শে আষাঢ়, ১৭৯৩ শক ,
৫ই জুলাই, ১৮৭২ খৃঃ)

হে নিস্তব্ধ গম্ভীর পুরুষ, এই দেখ, সেই আমরা তোমার কাছে বসিয়া আছি , কিন্তু আমাদের মন কেমন চঞ্চল, কোন মতেই তোমার প্রতি স্থির এবং একাগ্র হয় না। বল, নাথ, সেই স্থান কোথায়, যেখানে গেলে মন বিক্ষিপ্ত হয় না , কিন্তু কেবলই সুস্থির এবং প্রশান্তভাবে তোমার কাছে বসিয়া থাকিতে পারিব। নাথ, আমাদের সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তন , কিন্তু তুমি আমাদের বাল্যকালে যেমন প্রশান্ত এবং গম্ভীর ছিলে, এখনও ঠিক তোমার সেই মূর্ত্তি এবং সেই ভাব রহিয়াছে। সমস্ত দিন তোমার পূজা এবং তোমার সেবা করিব বলিয়া, আমরা কতবার অঙ্গীকার করি , কিন্তু, হে অন্তর্যামী, তুমি জান, দিনের মধ্যে কত শত বার আমাদের পতন হয়। তোমার কোন পরিবর্ত্তন নাই, জগতের অত্যাচার তোমার মুখ বিবর্ণ করিতে পারে না , কোন ঘটনাতেই তোমার প্রেম-নয়নের রূপান্তর হয় না। ব্রহ্মাণ্ডে এমন কি ব্যাপার হইতে পারে, যাহা তোমার প্রশান্ত গাম্ভীর্য্য বিচলিত করিতে পারে ? ধন্য, পিতঃ, তোমার করুণা। আমাদের এত পাপ, পতন এবং চঞ্চলতার মধ্যেও, তুমি আমাদিগকে নিত্য দয়া-সমুদ্রে বাঁচাইয়া রাখিয়াছ , বল, নাথ, কিরূপে এই ধার শুধিব ? কেমন করে সর্ব্বক্ষণ তোমার প্রেমে নিমগ্ন থাকিব ? যত দিন বাঁচিয়া থাকিব, এবং যতক্ষণ নিদ্রা আসিয়া চৈতন্য হরণ না করিবে, ভাই ভগিনী সকলে মিলিয়া কেবল তোমারই পূজা এবং তোমারই সেবা করিয়া হৃদয় নির্ম্মল করিব এবং জীবন সার্থক করিব। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অনেক প্রভু

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, সায়ংকাল,রবিবার, ৩১শে আষাঢ়,
১৭৯৪ শক , ১৪ই জুলাই, ১৮৭২ খৃঃ)

হে ঈশ্বর। আমাদের দুর্ব্বল মন দশ দিকে যায়, অনেক প্রভু, তাই আজ পর্য্যন্ত তোমাকে পাইলাম না। দুঃখের সময় তোমাকে ছেড়ে আর এক দিকে সুখ অন্বেষণ করি। আমাদের প্রাণ যদি তোমাকে চাইত, তবে নিশ্চয়ই তোমাকে পাইতাম। আমি নিজের ইচ্ছায় মন্দিরে আসি, নিজের ইচ্ছায় ভাল পুস্তক পড়ি, স্পষ্টরূপে তোমার কথা শুনে কার্য্য করি না, এইজন্যই আমার দুঃখ দূর হয় না। তোমাকে একটু একটু প্রেম দিয়া কতকগুলি প্রভুর দাসত্ব করি, কিন্তু শ্মশানে কেহই কাছে থাকিবে না, কেবল তোমাকে লইয়া সেই অজানিত রাজ্যে যাইতে হইবে, ইহা ভাবি না। বিদ্যা, মান, সম্ভ্রম কিছুই সঙ্গে যাইবে না। তবে কেন—তুমি যে পরকাল এবং অনন্তকালের সম্বল—তোমার আশ্রয় গ্রহণ করি না। একাগ্রতা শিক্ষা দাও, ভাই ভগ্নী সকলে মিলে তোমার রাজ্যে চলিয়া যাই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিশ্বাসে নবজীবন

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, সোমবার, ১লা শ্রাবণ, ১৭৯৪ শক ,
১৫ই জুলাই, ১৮৭২ খৃঃ)

হে করুণাময় পিতঃ, তোমার করুণাতে আবার এই শুষ্ক মরুভূমিতে রস-সঞ্চার হইতেছে। দয়াময়, দেখো, আবার যেন অবিশ্বাসের স্রোতে

পড়িয়া প্রাণ না হারাই। যখন, নাথ, তুমি অনুকূল বায়ু প্রেরণ করিয়াছ, তখন যেন এই অনুকূল বায়ুতে পরিচালিত হইয়া, শান্তির রাজ্যে, প্রেমের রাজ্যে, পবিত্রতার রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হই। নাথ, দেখিয়াছি, যখন অবিশ্বাসী হই, তখন সকলই শুকাইয়া যায়। যাহা পূর্ব্বে সরস ছিল, তাহা আর সরস থাকে না। ভ্রাতা ভগিনীদের মুখশ্রীতে কেবলই কুটিলতা, অসরলতা দেখিতে পাই। কিন্তু যখন বিশ্বাসী হই, তখন আবার সেই শুষ্কতা চলিয়া যায়, নীরস মরুভূমিতে রস-সঞ্চার হয়, শুষ্ক বৃক্ষ মুঞ্জরিত হয়, ভ্রাতা ভগিনীগণের মুখমণ্ডল কোমল পবিত্র সরল দেখা যায়, হৃদয়ের প্রণয় তাঁহাদের প্রণয়কে আকর্ষণ করে। তাই, প্রাণের ঈশ্বর, জানিয়াছি, মন্দ ভাবিলেই মন্দ, ভাল ভাবিলেই ভাল হওয়া যায়। দেখ, নাথ, মঙ্গলময়, তোমাকেই যেন সর্ব্বদা চিন্তা করি। তুমি যখন করুণা করিয়া শুষ্কতার মধ্যে রসসঞ্চার করিয়া দাও, অপ্রেমের মধ্যে প্রেম আনয়ন কর, তখন যে কোন অবস্থায় পড়ি না কেন, তন্মধ্যে তোমার করুণার প্রতি যেন একান্ত নির্ভর করিতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

উপাসনাতে সুখী

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ২রা শ্রাবণ, ১৭৯৪ শক, ১৬ই জুলাই, ১৮৭২ খৃঃ)

হে দীননাথ, দয়ার সাগর, তুমি তোমার উপাসনাতে আমাদিগকে সুখী করিতেছ। চারিদিক হইতে বিপদের ঢেউ আসিতেছে। কিন্তু তুমি এই উপাসনাগৃহরূপ দ্বীপটী দিয়াছ, এখানে বসিয়া রহিয়াছি, সেই বিপদের ঢেউ আমাদিগের কিছু করিতে পারিতেছে না। দয়াময়,

আমাদের বাহিরের অবস্থা—দুঃখের অবস্থা হয় হউক, কিন্তু দেখো, নাথ, অন্তরের এই সুখের অবস্থা যেন চলিয়া না যায়। নাথ, আমরা এই অবস্থা সর্ব্বদা ধরিয়া রাখিতে পারি না। অতএব তোমার নিকটে প্রার্থনা, তুমি চিরদিনের জন্য আমাদের এই অবস্থা স্থিরতর রাখ।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

তুমি আছ

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বুধবার, ৩রা শ্রাবণ, ১৭৯৪ শক, ১৭ই জুলাই, ১৮৭২ খৃঃ)

হে দয়ার সাগর, 'তুমি আছ' শুদ্ধ এই কথা জানিয়া কি হইবে, যদি 'তুমি আছ' এই কথা আমার হৃদয় দৃঢ়রূপে ধারণ না করিল। তুমি আছ, এই আমার নিকটে আছ, সর্ব্বদা আমার সঙ্গে আছ, এই বিশ্বাস আমার হৃদয়ের নিয়ামক হউক। নাথ, তুমি আছ, এই কথা অনেক সময়ে মুখে বলি, বস্তুতঃ হৃদয়ে অনুভব করি না। যদি করিতাম, তাহা হইলে পাপ তাপ অশান্তি কোথায় চলিয়া যাইত। অতএব প্রার্থনা, 'তুমি আছ' এই কথা যেমন বলিব, তেমনই যেন হৃদয়ে অনুভব করি, তেমনই যেন উহা আমাদিগের নিয়ামক হয়। দয়াময়, তুমি আমাদিগের এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নিরলস ধর্ম্ম

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ৪ঠা শ্রাবণ, ১৭৯৪ শক ,
১৮ই জুলাই, ১৮৭২ খৃঃ)

হে জীবন্ত জাগ্রৎ জগদীশ্বর, তোমার নিকটে প্রার্থনা করিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে বুঝাইয়া দাও যে, তুমি এখানে বর্ত্তমান থাকিয়া আমাদিগের সকল কথা শুনিতেছ। দয়াময়, যে জীবনে উৎসাহ নাই, শীতল, সে জীবন যে মৃত, তাহাতে পুণ্য শান্তি সঞ্চিত হইতে পারে না। নাথ, মৃত জীবন লইয়া আমরা কি কখন ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে পারি? পিতঃ, যাহাতে আমরা সর্ব্বদা জীবন্ত জাগ্রৎ থাকিতে পারি, কখন নিদ্রিত না হই, তুমি আমাদিগকে এমন বল বিধান কর। নিরলস ধর্ম্মের জন্য উৎসাহী না হইলে, জগদীশ, আমরা পুণ্য, পবিত্রতা, শান্তি, প্রেম লাভ করিতে পারি না। অতএব, দয়ার সাগর, আমাদিগকে নিরলস ধর্ম্মের জন্য নিয়ত উৎসাহী রাখ, এই তোমার নিকটে প্রার্থনা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

ভাদ্রোৎসবের আশীর্ব্বাদ

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, সোমবার, ৪ঠা ভাদ্র, ১৭৯৪ শক ,
১৯শে আগষ্ট, ১৮৭২ খৃঃ)

হে দয়াময় পিতঃ, গতকল্য উৎসবে কত দয়া প্রকাশ করিলে। আমরা তোমার এই সকল মহত্তর দয়া ধারণ করিয়া রাখিতে পারি না। এই জন্য আমাদিগের দুর্দ্দশা সমুপস্থিত হয়। অদ্য তোমার নিকটে

প্রার্থনা, তোমার উৎসবে যাহা আমরা লাভ করিলাম, তাহা যেন চির-দিনের জন্ত সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

এক পরিবারে বদ্ধ

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার ৫ই ভাদ্র, ১৭৯৪ শক, ২০শে আগষ্ট, ১৮৭২ খৃঃ)

হে দয়াময় পিতঃ, অদ্য দুই দিন কত যত্ন করিয়া উৎসবের ফল ধরিয়া রহিয়াছি। যত দিন বাঁচিয়া থাকিব, যদি এইরূপ করিয়া ধরিয়া থাকিতে পারি, তাহা হইলেই আমাদের মঙ্গল, আমাদের পরিত্রাণ। নাথ, তোমারই আদেশে আমরা সকলে একত্র বাস করিতেছি। আমরা আমাদিগের মধ্যে কাহাকেও উপেক্ষা করিয়া পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি না। অতএব আমরা যাহাতে সকলে সদ্ভাবে, স্নেহ প্রীতিতে, সর্ব্বদা এক পরিবারে বদ্ধ হইয়া থাকি, তুমি এমন আশীর্ব্বাদ কর। যখন তোমারই আদেশে একত্র বাস করিয়াছি, তখন যেন আমাদের মধ্যে কাহারও পরিবার-বন্ধন সংস্থাপন হওয়ার পক্ষে সংশয় না জন্মে।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

উচ্চ মন্ত্র

(ভারতাশ্রম, শুক্রবার, ৯ই চৈত্র, ১৭৯৪ শক ,
২১শে মার্চ্চ, ১৮৭৩ খৃঃ)

আশ্রমের প্রেমসিন্ধু পিতঃ, যিনি যে দিন বঙ্গদেশের জন্য, ভাই ভগিনীর জন্য গোপনে তোমার কাছে কাঁদিবেন, বঙ্গদেশ এবং সমুদয় ভাই ভগিনী সেই দিনই তাঁহার হইবে, ইহা তোমারই উচ্চ মন্ত্র।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পবিত্র প্রণয়

(ভারতাশ্রম, মঙ্গলবার, ১৩ই চৈত্র, ১৭৯৪ শক ,
২৫শে মার্চ্চ, ১৮৭৩ খৃঃ)

তুমি আমাদের মধ্যে পবিত্র প্রণয় স্থাপন করিবে, ইহাই আমাদের আশা ভরসা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভুলাইয়া রাখ

(ভারতাশ্রম, মঙ্গলবার, ২০শে চৈত্র, ১৭৯৪ শক ,
১লা এপ্রেল, ১৮৭৩ খৃঃ)

প্রেমসিন্ধু পিতঃ, তোমার স্বর্গে সেই ভালবাসা আছে—যাহার এক বিন্দু আমাদিগকে দিলে, আমাদের মন পবিত্র হইবে। সেই পবিত্র প্রণয় দিয়া আমাদের ভুলাইয়া রাখ। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

তুমিই আমাদের স্বর্গ

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, রবিবার, ৭ই পৌষ, ১৭৯৫ শক ,
২১শে ডিসেম্বর, ১৮৭৩ খৃঃ)

হে ঈশ্বর ! তুমিই আমাদের স্বর্গ , যেখানে স্বর্গ, সেখানে তুমি, ইহা অসার কথা। তোমা ভিন্ন আর কি কোথাও স্বর্গ আছে ? তোমাকে ছাড়িয়া আর কোথায় স্বর্গ অন্বেষণ করিব ? হে পবিত্র প্রেমময় পিতঃ ! তুমি আমাদের প্রেমধাম, তুমিই আমাদের শান্তিধাম। যখন তোমার মধ্যে বাস করিয়া সুখী হই, বড ইচ্ছা হয়, সবান্ধবে সেই সুখ ভোগ করি, প্রাণ কাঁদিয়া বলে, আহা, এমন সুখের সময় কেহ কাছে নাই ! কবে, পিতঃ, তোমাকে তোমার কৃপার সাক্ষী করিয়া বলিব, দেখ, পিতঃ, আমরা এতগুলি পাপী তোমার নামে একপ্রাণ হইয়া, সশরীরে তোমার স্বর্গে যাইতেছি। দীননাথ ! কবে পৃথিবীকে সেই ব্যাপার দেখাইবে ? যদি না দেখাও, তবে কেহই যে তোমার ব্রাহ্মধর্মের জয়ধ্বনি করিবে না। কবে, পিতঃ, সশরীরে, সপরিবারে, সবান্ধবে তোমার ঘরে গিয়া, "এই কি হে সেই শান্তিনিকেতন" বলিয়া, তোমার পদতলে পড়িয়া, তোমার জয়ধ্বনি করিব ? আশীর্বাদ কর, শীঘ্র আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বেনেপুকুর ব্রাহ্মসমাজের উৎসব

(শনিবার, ১৯শে মাঘ, ১৭৯৫ শক , ৩১শে জানুয়ারী, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে প্রেমসিন্ধু পতিতপাবন ঈশ্বর। আমরা কি নিজের ইচ্ছায় তোমার উপাসনা করিতে আসি ? হে নাথ ! তুমি ডাক, তাই তোমার

নিকট আসি। জগদীশ! তুমি প্রসন্ন হইয়া যখন প্রাণকে আকর্ষণ কর, তখন আসিতেই হয়। তুমি সকলকে টানিয়াছ, তাই সকলে একত্র হইয়া আসিয়াছি। পিতঃ! তোমার কাছে আর কি প্রার্থনা করিব? আশীর্ব্বাদ কর, তোমার স্বর্গের ঘরে বসিয়া এমন করে তোমার পবিত্র নাম কীর্ত্তন করি যে, সেই সুধা পান করিয়া একেবারে সমুদয় ভাই ভগিনী মত্ত হইয়া যাই। তুমি দেখিলে যে, বঙ্গদেশ বড় দুঃখ পাইতেছে, তাই দয়া করিয়া অমিয় মাখিয়া, অমৃতে অভিষিক্ত করিয়া, তোমার দয়াল নাম প্রেরণ করিলে। সহস্র পাপ করিয়া যাহারা নরকে ডুবিয়াছিল, তাহাদের প্রতি তোমার দয়া হইল, তাই তুমি স্বর্গ হইতে উৎকৃষ্ট সামগ্রী আনিয়া তাহাদের হস্তে দিলে, কেন না তুমি আমাদের পিতা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

স্বর্গের শোভা

(ভারতাশ্রম, শনিবার, ১০ই ফাল্গুন, ১৭৯৫ শক,
২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে প্রেমময়, তুমি যে আমাদের সমক্ষে দাঁড়াইয়া আছ। আমাদিগকে কি তুমি এত ভালবাস যে, আমাদের সঙ্গ ছাড়িতে চাও না? হে নাথ, তোমার যে মূর্ত্তি দেখিলে পাষাণ হৃদয় গলিয়া যায়, যদি সেই রূপ আমাদিগকে দেখাইলে, তবে সুপ্রসন্ন হইয়া—আমাদের প্রাণের ভিতর যে গভীর পাপ দুঃখ আছে, তাহা দূর করিয়া দাও। যাহা দেখাইলে, যাহা শুনাইলে, যথেষ্ট হইয়াছে—স্বর্গের আরও সমাচার শুনাও—আর এই প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা হয় না। এই যে দেখা দিতেছ, এই আমাদের স্বর্গ। দুরন্ত পাপীদিগকে এই পবিত্র তীর্থস্থানে আনিয়া

সেই কথা বলিতেছ, সেই ধর্ম্মে, সেই মন্ত্রে দীক্ষিত করিতেছ—যাহাতে ব্রহ্মাণ্ডের পরিত্রাণ হইবে। নরকের কীটদিগকে ইহা অপেক্ষা আর কি সুখ দিতে পার? বিনীতদিগের দয়াময় পিতা, আমাদিগকে বিনীত দেখিয়া আশীর্ব্বাদ কর। হে দেব, তোমার সুন্দর শ্রীচরণ আমাদের কদাকার পাপভারাক্রান্ত মস্তকের উপর স্থাপন কর। সকল বিপদ ভয় ভুলিয়া যাইব, ১১ই মাঘে যে স্বর্গের শোভা দেখাইয়াছ, ভাই ভগ্নী সকলে মিলিয়া অনন্ত কাল ঐ শোভা দেখিব, এবং ঐ চরণতলে বসিয়া আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল সম্পন্ন কবিব।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

স্বর্গে আসিয়াও নীচ সুখের কামনা

(ভারতাশ্রম, সোমবার, ১২ই ফাল্গুন, ১৭৯৫ শক,
২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে প্রেমময় পরমেশ্বর, তোমার কাছে প্রার্থনা করিলে মনে কত আনন্দ হয়। পিতা বলিয়া তোমাকে ডাকিলে কত সুখ হয়, আবার যখন ভাই ভগিনী সকলে মিলিয়া তোমাকে পিতা বলিয়া ডাকি, তখন আরও কত সুখ হয়। তুমি আমাদিগকে সুখী করিবে বলিয়া, কত দয়া করিয়া আমাদের হস্তে ব্রাহ্মধর্ম্ম দিলে। আর আমাদিগকে দুঃখের আগুনে পুড়িতে দিবে না, তাই স্বর্গের অমৃত লইয়া আমাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছ। তোমার শুভ ইচ্ছা কে না বুঝিতে পারিতেছে? এত আয়োজন কেন করিতেছ? এই কয়জন পাপীকে পরিত্রাণ না করিলে কি তোমার দিন চলে না? আমাদিগকে পরিত্রাণ দিবেই, কেন এই পণ করিয়াছ? আমরা কোথাকার কে? কেন এই

কয়জন ভয়ানক পাপী, অত্যাচারীদিগের জন্য ব্যস্ত হইয়াছ? বুঝিলাম, তুমি দুঃখীদিগের দুঃখ সহ্য করিতে পার না। আমাদের দুর্দ্দশা দেখিয়াই তুমি এত উপকার করিতে আসিয়াছ। পূর্ব্বাপেক্ষা আমাদিগকে কত অনুকূল অবস্থায় আনিয়াছ। কখনও যে সকল সুখের আশা ছিল না, এখন প্রাণ ভরিয়া তুমি আমাদিগকে সে সকল সুখ দিতেছ। পুরাতন সংসার ছাড়াইয়া নূতন ধর্ম্মরাজ্যে আনিয়া এত সুখ দিবে, তাহা ত জানিতাম না। কে জানিত, আমাদের ন্যায় মহাপাপীকে তুমি এমন অসামান্য সুখে সুখী করিবে? কিন্তু দেখ, ঈশ্বর, এমন স্বর্গের সুখের সঙ্গে আমরা নিজের দোষে একটু বিষ মাখিয়া রাখিয়াছি। দেখ, এমন স্বর্গের সুখের অধিকারী হইয়াও, আমাদের মন পাপের অপবিত্র সুখ ইচ্ছা করিতেছে। যাহাদের প্রাণ পৃথিবী ছাড়িয়া ব্রহ্মলোকে গিয়াছে, যাহারা সর্ব্বত্যাগী বলিয়া পৃথিবীতে পরিচিত হইয়াছে, তাহারা কেন পৃথিবীর মলিন সুখ লালসা করে? দীননাথ, দুই দিন পরে যে সুখ ফুরাইবে, কেন সেই সুখের আশা ছাড়িলাম না? প্রাণেশ্বর, তোমার সহবাস-সুখে সুখী করিবে বলিয়াছ, তোমার চিহ্নিত লোক বলিয়া তোমার ঘরে স্থান দিয়াছ, প্রাণের মধ্যে এত সুখ, এত শান্তি দিয়াছ যে, হৃদয়ের আশা অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে, তোমার হস্তে এত সুখ পাইয়াও, কি আবার পৃথিবীর সেই সকল জঘন্য আমোদে উন্মত্ত হইব, যাহা পৃথিবীর লোকেরাই ঘৃণা করে? তোমার এমন সুন্দর পবিত্র প্রেমমুখ দেখিয়া, আবার কি আমরা সেই সংসারের ভয়ানক গর্ত্তে ফিরিয়া যাইব, যেখানে মৃত্যু, পাপ, কালসর্প বাস করিতেছে? আবার কি সেই পাপাসক্তির অধীন হইয়া মরিব? পিতঃ, আর তোমাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইতে দিও না। অনেক সুখ দিবে বলিয়া তুমি আমাদিগকে এই আশ্রমে আনিয়াছ, দুটী বেলা তোমার উপাসনা

করিয়া কত সুখী হইতেছি, এই আশ্রমে দিবা রাত্রি তুমি বাস করিতেছ। এইটী তোমার বাড়ী হইয়াছে। তুমি সন্তানদিগকে খাওয়াইতেছ, জ্ঞান দিতেছ, কাছে ডাকিয়া পুণ্য শান্তি এবং পরিত্রাণ দিতেছ। পিতঃ, তুমি আমাদের অন্তরে ভক্তি-সুধা প্রেরণ কর, আমাদের হৃদয়ের বিষয়-বাসনা বিনষ্ট হউক। দীনশরণ, তোমার সুখে সুখী হইয়া যেন আমরা আনন্দমনে পরলোকে যাইতে পারি, তুমি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর। স্বর্গে আসিয়াও আমরা পৃথিবীর অপবিত্র সুখ পাইতে চেষ্টা করিতেছি, তোমার স্বর্গের দাস দাসীদিগের পরিবার মধ্যে থাকিয়াও রাজা হইতে যত্ন করিতেছি। দেখ, আমাদের মুখে পবিত্রতার আচ্ছাদনে অপবিত্রতা আবৃত রহিয়াছে, স্বর্গের মধ্যে নরক আনিয়া মরিতেছি। পিতঃ, তোমার স্বর্গ স্বর্গই থাকুক, ইহার মধ্যে আর কাহাকেও সংসারের জঞ্জাল আনিতে দিও না। তোমার দেবালয়ে বাস করিয়া, তোমার সমস্ত বিধানের অনুগত দাস দাসী হইয়া, তুমি যাহা বলিবে, তাহাই করিব। তোমার কথা অমূল্য ধন, তুমি আমাদের গুরু, আর আমরা তোমার অবাধ্য হইব না। আমাদের নিজের বল, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য কিছুই নাই, তোমার নাম লইয়া সকল জঞ্জাল দূর করিয়া দিব, এই আমাদের আশা। তোমার কৃপাবলে এই আশ্রমকে পৃথিবীর লোভের স্থান এবং ধরাতলে স্বর্গধাম করিব, এই আশা করিয়া, আমরা ভাই ভগ্নী সকলে মিলিয়া, তোমার ঐ চরণে প্রণাম করি, যাহার স্পর্শে নরকের মধ্যেও স্বর্গের উদয় হয়।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিধানে অবিশ্বাস

(ভারতাশ্রম, মঙ্গলবার, ১৩ই ফাল্গুন, ১৭৯৫ শক।
২৪শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে প্রেমময় পিতঃ, ভিক্ষা দিবে বলিয়াছ, তাই ভাই ভগ্নীদিগকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি, ভিক্ষা দাও। বিশ্বাসরত্ন আমাদিগকে দাও। এই রত্নে যে কেবল আমরা বাঁচিব, তাহা নহে, কিন্তু ইহাতে সমস্ত জগৎ বাঁচিবে। যাহাতে আমরা বাঁচিব, তাহা ত প্রিয় হইবেই, আবার যখন দেখি, ইহাতে সমস্ত পৃথিবী বাঁচিবে, তখন ইহা আরও প্রিয় হয়। সংসার-অরণ্যে বেড়াইতেছিলাম, পাপ যন্ত্রণার কণ্টকে বিদ্ধ হইতে-ছিলাম। এখন দয়া করিয়া যে ঘরে আনিয়াছ, ইহাতে যে কেবল আমরা কয়েকজন সুখী হইলাম, তাহা নহে, কিন্তু আমাদের মত শত শত বিপথগামী, দুঃখী, পাপভারাক্রান্ত নরনারী একদিন এই ঘরে স্থান পাইয়া আনন্দমনে তোমার নাম কীর্ত্তন করিবে, ইহা ভাবিলে মনে আরও কত আহ্লাদ হয়। হে দেব, তুমি জান, আমার এই ক্ষুদ্র তরী বার বার আঘাত পাইয়া জলমগ্ন হইতেছিল, কিন্তু তুমি নিজে কাণ্ডারী হইয়া, সেই ভগ্নতরী এই আশ্রমরূপ শান্তি-উপকূলে আনিলে। এইরূপে যখন সমুদয় নর নারী ভব-সাগরের তুফানে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া, তোমার এই আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইবেন, তখন এই স্থানের কত মহিমা হইবে, কে বুঝিতে পারে? পিতঃ, অবিশ্বাসীরা তোমার ঘরের মূল্য বুঝিল না, যদি বুঝিত, লক্ষ লক্ষ, কোটী কোটী লোক তীর্থস্থান, দেবালয় মনে করিয়া এখানে আসিত। অবিশ্বাসের চক্ষে অমৃতের সমুদ্র মরুভূমি হইল। ঘর পূর্ণ নহে, তাহাতে ক্ষতি কি? এই ঘরেই পরিত্রাণ, ইহা বিশ্বাস করিলে কি কাহারও

দুঃখ থাকিত ? পিতঃ, বুঝিয়াছি, তোমার বিধান বিশ্বাস না করিলে, স্বর্গে থাকিয়াও নরকের কষ্ট ভোগ করিতে হয়। নাথ, আর কেন অবিশ্বাস করি ; তুমি এসেছ পৃথিবীতে, অবিশ্বাস করিব কেন ? যদি তোমার শুভ আগমনের কথা না শুনিয়া কোন উপধর্ম্ম লইয়া থাকিতাম, তাহা হইলে যাহা হয় হইত, কিন্তু প্রভু আসিলেন যেখানে, সেখানে কিরূপে আর নিরুৎসাহ, নির্ব্বীর্য্য হইয়া থাকিব ? তুমি যখন আসিয়াছ, তখন প্রাণের ভাই ভগ্নীদিগকে ডাকিয়া, তোমার মুখ না দেখাইয়া কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকিব ? দুঃখীদের ঘরে এসেছ, ভালই হয়েছে, তোমার চরণে প্রাণ, মন, স্ত্রী, পুত্র সকলই সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। নাথ, যে সকল দুঃখী এ ঘরে বসিয়া আছেন, ইঁহাদের মুখের পানে তাকাইলে অন্তরে কেমন গভীর বেদনা হয়, তাহা তুমিই পড়িতে জান। পিতঃ, যাঁহাদের জন্য এত আয়োজন করিতেছ, দেখ, তাঁহাদের যেন পরিত্রাণ হয়। দুঃখ দিতে হয় দিও, বিপদে ফেলিতে হয় ফেলিও, সংসারের সকল কষ্ট সহ্য হয় ; কিন্তু মৃত্যুকালে পরিত্রাণ হইল না, সে দুঃখ সহ্য হইবে না। আমাদের চক্ষে কি দোষ হইয়াছে, বল, এই দেখি, তোমার মুখের জ্যোতি উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইতেছে, অল্পক্ষণ পরে দেখি, স্বর্গরাজ্য বিলুপ্ত হইল। চক্ষের এই অবিশ্বাস-রোগ দূর কর। দিব্য চক্ষু দাও, দেখি, তুমি আসিয়া আমাদের সঙ্গে বাস করিতেছ, সকল কথা তোমার মুখ হইতে আসিতেছে, সকল বিধান তুমি ব্যবস্থা করিতেছ। জগৎকে উদ্ধার করিবে বলিয়াছ, তাহার সঙ্গে সঙ্গে এই কয়টী পাপীকেও উদ্ধার করিবে। কত আশার কথা, কত আহ্লাদের কথা। অবিশ্বাসীরা এই মন্ত্র বুঝিল না। তুমি জগৎকে উদ্ধার করিবে, কিন্তু, হে আমাদের ঠাকুর, আমাদের কি করিলে ? তুমি যে আমাদের গুরু, আমাদের পতিতপাবন ঈশ্বর। কে আর আমাদিগকে তেমন

ভালবাসিবে, যেমন তুমি আমাদিগকে ভালবাস। এস, ভাই ভগ্নী-দিগকে তোমার অভয় চরণে স্থান দাও। আমরা সকলে একপ্রাণ এবং পরস্পরের দাস দাসী হইয়া, যাহাতে জগদ্বাসী সকলে বেঁচে যায়, তার জন্য সহায়তা করিব। আমরা সকলে ভক্তির সহিত তোমাকে প্রণাম করি। তুমি দয়া করিয়া আমাদিগের অবিশ্বাসী মস্তকের উপর তোমার বিশ্বাসপ্রদ শ্রীচরণ স্থাপন কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

হাতের কাছে পাইয়াও অবহেলা

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বুধবার, ১৪ই ফাল্গুন, ১৭৯৫ শক, ২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে প্রেমসিন্ধো, হে দয়ার সাগর পিতঃ, আমাদের চিরকালের রক্ষক, সহায় তুমি। তোমার কাছে আবার সকল ভাই ভগ্নী প্রার্থনা করিতে আসিলাম, গরিব দুঃখীদের দুঃখ দূর করিতে ভালবাস, তাই তোমার কাছে আসিয়াছি। কত আশ্চর্য্য বিধান সকল আমাদের মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে। সহস্র বৎসর পরে পৃথিবী যে সকল কথা অমূল্য বলিয়া গ্রহণ করিবে, সে সকল ব্যাপার আমাদের কাছ দিয়া চলিয়া যাইতেছে। আমরা এত কাছে, সেই প্রেমজলের মধ্যে নিমগ্ন রহিয়াছি, কিন্তু বুঝিতে পারিতেছি না। যে রূপ দেখাইয়া জগৎকে পরিত্রাণ দিবে, যে প্রেম-নিকেতন নির্ম্মাণ করিয়া জগৎকে উদ্ধার করিবে, কতবার আমরা সেইরূপ দেখিয়া মোহিত হইলাম, সেই নিকেতনে বাস করিলাম, তথাপি আমরা তোমার হইলাম না। কিন্তু আমরা এতবার তোমাকে ছাড়িতে চেষ্টা করিলাম, তুমি ছাড়িতে

দিলে না। যতই তোমাকে ছাড়িতে চাই, ততই তোমার স্বর্গের সেই নিগূঢ় প্রেম-জালের মায়াতে জড়িত হইয়া পড়িতেছি। এই যে ভাই ভগ্নী, যাঁহারা তোমার বিধান লইয়া যুদ্ধ করেন, চক্ষু ত দেখিতেছে, এই যুদ্ধের ভিতর তাঁহাদেরই অবিশ্বাস মরিতেছে, যতই তাঁহারা বাহির হইতে চেষ্টা করিতেছেন, ততই তাঁহারা জড়াইয়া পড়িতেছেন। যখন তোমার সঙ্গে সংগ্রাম করিতে যাই, সেই সংগ্রামের মধ্যেই কেমন মোহিনী শক্তি প্রকাশ করিয়া, আমাদের প্রাণ কাড়িয়া লও, দেখিয়া অবাক হই। দীননাথ, মন্দ হইতে কেবল তুমিই এত ভাল আনিতে পার। এমনই করে চিরদিন তুমি অবিশ্বাসী পৃথিবীকে জয় করিতেছ। কত আশার কথা। তুমি যাহাকে গ্রহণ করিবে মনে কর, তাহার পাপের ভিতরেও তুমি তাহার প্রাণ কাড়িয়া লও। তোমার দুর্জ্জয় প্রেমের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া কে জয় লাভ করিতে পারে? তুমি যাহাদিগকে পবিত্রাণ দিবে, প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, সে কার্য্যে বাধা দিতে পারে কে? হে করুণাসিন্ধো, তবে মহাপাপীরও আশা আছে। এই আশ্রমের মধ্যে অতি সামান্য কীট যে, তাহারও আশা আছে। হাতের কাছে তোমার এই স্বর্গ, মুখের কাছে এই অমৃত, বুঝিলাম না। আশীর্ব্বাদ কর, এই ভাই ভগ্নী সকলে মিলে চিরকাল এই সুখের সুসমাচার শুনি, যে তুমি আমাদের পরিত্রাণের জন্য ব্যস্ত। আমাদের মধ্যে তুমি পাপকে অসম্ভব করিয়া দাও, তবেই তোমার বিধান পূর্ণ হইবে। পাপের পথে যাইতে এবার যেন আমাদের পা কাঁপে, তোমার স্বর্গ হইতে সেই অমূল্য ঔষধ প্রেরণ করিয়া আশ্রমকে রক্ষা কর, যাহাতে আর দুরন্ত হইয়া তোমার বিধানকে বিনাশ করিতে উদ্যত না হই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সকলে এক সময়ে চাওয়া

(ভারতাশ্রম, বৃহস্পতিবার, ১৫ই ফাল্গুন, ১৭৯৫ শক ,
২৬শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে দয়াময় ঈশ্বর, তোমার পবিত্র মন্দিরে, তোমার প্রেমাবির্ভাবের মধ্যে বসিয়া, সকল ভাই ভগ্নী একত্র লইয়া, তোমার কাছে ভিক্ষা করিতেছি। পাপীদের ব্যাকুল অন্তরের প্রার্থনা শুনিব না বলিয়া, কি তুমি আমাদিগকে বিদায় করিয়া দিতে পার? দুঃখীর কথা শুনিবেই, এই বিশ্বাস করিয়াই পাপীরা তোমার নিকট প্রার্থনা করে। তোমার প্রেমময় নাম করিয়া যে যাহা চাহিবে, তাহাকে তাহা দিবে। তোমার করুণাময় নামে যে কেহই কলঙ্ক আনিতে পারে না। তোমার কাছে যে যাহা চাহিয়াছে, নিশ্চয়ই তাহা পাইয়াছে। আশ্রমবাসীরা ভাল মনে ডাকিলেই দেখা দিবে, প্রতিজ্ঞা করিয়াছ। কিন্তু কবে আমরা সকলে এক সময়ে তোমার পানে তাকাইতে শিখিব। এখন আমরা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তোমাকে দর্শন করি, যখন আমি তোমাকে দেখি, তখন আমার ভাই কিম্বা ভগ্নী তোমাকে দেখেন না। হে মঙ্গলস্বরূপ, তুমি কি আমাদিগকে এমন ভক্তি, প্রেম এবং একাগ্রতা দিতে পার না, যাহাতে এক সময়ে আমাদের সকলের নয়ন তোমার দিকে স্থির হইবে? সকলেই যদি এক সময়ে তোমাকে চায়, সকলের প্রাণ কেন এক না হইবে? তোমার নিকট বসিবা মাত্র যে প্রেম সহজেই উদয় হয়। যখন অন্তরে তোমার প্রেমের আগুন জলিয়া উঠে, তখন যে নিমেষের মধ্যে প্রাণ গলিয়া যায়। তখন দেখি, সকলে এক হইয়া গিয়াছি, কোথা হইতে কিরূপে হইল, জানি না। এক সময়ে তোমার প্রেমের আগুন সকলের হৃদয়ে জলিয়া উঠুক। ভালবাসা ত সকলেরই আছে, কিন্তু

আমরা কি জঘন্য পার্থিব ভালবাসা চাই? যে ভালবাসা তোমার চরণপদ্ম হইতে উঠিতেছে, আমাদের হৃদয়ে সেই ভালবাসা দাও; তাহা হইলে পরস্পরের মুখ দেখিলেই আমাদের পরিত্রাণ হইবে। কবিত্ব, কল্পনা চাই না, কিন্তু যথার্থ হৃদয়ের ভাব আনিয়া দাও। যখন দেখিব যে, যথার্থ ই সব ভাই ভগ্নী হৃদয়ের মধ্যে আসিলেন, তখন হৃদয়ের দ্বার বন্ধ করিয়া দিব। একবার যে তোমার পবিত্র প্রেমের আস্বাদন পাইয়া মজিয়াছে, সে কি আর মরিতে পারে? যখন তোমাকে প্রেমময় বলিয়া ডাকি, তখন তোমার কাছে প্রেম শিখিতেই হইবে। তুমি যদি প্রেমরাজ্য করিবার জন্য এত আয়োজন করিতেছ, তবে আর কেন আমরা অপ্রেমিক থাকিব? ভালবাসায় যত সুখ পাওয়া যায়, এমন আর কিছুতেই পাওয়া যায় না। পরস্পরকে যেন পবিত্রভাবে প্রাণের সহিত ভালবাসিতে পারি, এই আশীর্ব্বাদ কর। সকলে মিলে তোমার প্রেমময় মুখ দেখিয়া, আপনাদের মুখকে প্রেমময় করিব। প্রেমসিন্ধো, তোমার প্রেমরস পান করিতে করিতে, আনন্দমনে পরলোকে চলিয়া যাইব, এই আশা করিয়া, সমুদয় ভাই ভগ্নী মিলিয়া, তোমার চরণে প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিধানের অনুরূপ জীবন

(ভারতাশ্রম, শুক্রবার, ১৬ই ফাল্গুন, ১৭৯৫ শক,
২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে প্রেম-রাজ্যের রাজাধিরাজ, হে অতিশয় সুন্দর করুণাময় পিতঃ, আশ্রমের দেবতা, তোমার সিংহাসনতলে বসিয়া প্রাণ শীতল করিব

বলিয়া প্রার্থনা করিতেছি, তুমি চিরকালই প্রার্থীদিগের প্রার্থনা শুনিয়া আসিয়াছ, আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ কর। পিতঃ, তোমার সত্য যে কত মধুময়, আমরা সকলে বুঝিতে পারি না। সেই ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ হইতে যে সকল কথা শুনিয়া আসিতেছি, এখন সে সকল অতি পুরাতন হইয়াছে, কিন্তু সেই সকল পুরাতন শুষ্ক কথার ভিতরে, তোমার এত সুধা কে জানিত? যখনই সেই আদি বর্ণমালা হইতে পাঠ আরম্ভ করি, "তুমি আছ", "আমরা পরস্পর ভাই ভগিনী", তখনই তাহার মধ্যে নূতন নূতন ভাব আস্বাদ করি। নিশ্চয়ই তুমি আমাদের মধ্যে আছ, আমাদের এই আশ্রমের সমুদয় ইতিহাসের মধ্যে তোমারই হস্ত কার্য্য করিতেছে। যখনই বিশ্বাসী হইয়া আশ্রমের ঘটনা সকল পাঠ করি, তখনই দেখি, সমুদায় বিধানগুলি তোমারই প্রেম-বায়ু লইয়া আসিতেছে—ইহার সমুদয় ব্যাপারের মধ্যে একটীও গল্প, রূপক কিম্বা আখ্যায়িকা নাই, কিছুই স্বপ্ন বলিয়া মনে হয় না—তখন আর একটুও সন্দেহের মেঘ থাকে না। যাই একটীর কাজ শেষ হইতেছে, তখনই আর একটী বিধান পাঠাইতেছ। এই আশ্রমের প্রত্যেক পুত্র কন্যার হৃদয়ের ভিতরে গুপ্তভাবে আসিয়া কতই কৌশল-জাল বিস্তার করিতেছ। প্রত্যেকের কাছে তুমি আসা যাওয়া করিতেছ, স্বহস্তে পত্র লিখিয়া সকলকে নিমন্ত্রণ করিতেছ। নিজে আসিয়া রোগীকে ঔষধ দিতেছ, তুমি নিজে প্রতিজনের প্রাণের আধার হইয়া বসিয়া আছ, কিরূপে বলিব, তুমি নাই। তবে আমরা কি স্বপ্ন দেখিতেছি? তোমার মনোহর রূপ স্বপ্ন হইল, আর আমাদের যাহা কিছু কদাকার মন্দ, তাহাই সত্য হইল, কিরূপে এই নিষ্ঠুর কথা বিশ্বাস করিব? আমাকে আমি একদিন সন্দেহ করিলাম না, কিন্তু প্রাণেশ্বর, তোমাকে কত বার সন্দেহ করিলাম। কতবার তোমার প্রেমসুধা পান করিয়া হৃদয় জুড়াইল,

কতবার তুমি ভাই ভগ্নীদিগকে তোমার পুত্র কন্যা বলিয়া, তুমি নিজে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে আনিয়া দিলে, কিন্তু দুরন্ত আমরা—দুদিন পরে সেই সুধা ছাড়িয়া, আবার আমরা পাপের গরল পান করিলাম, ভাই ভগ্নীদিগের হৃদয়ে অস্ত্রাঘাত করিলাম। এইরূপ নিজের হস্তে কুঠার ধরিয়া নিজের প্রাণ ছেদন করিতেছি, তোমার হাতে আমাদের প্রাণ, আর তোমাকেই সন্দেহ করি! বাঁচাও, পিতঃ। সে সকল পুরাতন কথা, "তুমি আছ", "আমরা পরস্পর ভাই ভগ্নী" আমাদিগকে সাধন করিতে বল দাও। আর অন্ধকার ভাল লাগে না, হে প্রেমসিন্ধো, আর তোমাকে অর্দ্ধেক মেঘে ঢাকা দেখিতে চাই না। এই আছ, এই নাই, এই সত্য, এই ছায়া, এই সুন্দর, এই কদাকার, এই প্রেমসিন্ধু, এই শুষ্ক, এই যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে পারি না। যে মুখ অবিশ্বাসের কথা বলে, তাহা বন্ধ করিয়া দাও, যে কর্ণ অবিশ্বাসের কথা শুনে, তাহাও বন্ধ কর। এই আমার ভাই ভগ্নী সকলের কাছে, যেমন তুমি ইচ্ছা কর, সেইরূপে তোমার বিধান সকল প্রকাশিত কর। ভাই ভগ্নীদের স্বর্গ, আমাদের সুখধাম আসিয়াছে বলিয়া আমরা সুখী হই। দেব, আমাদের সকলকে তোমার নূতন পবিত্র বসন পরিধান করিয়া, তোমার কাছে বসিতে দাও, আমাদের সকল দুঃখ দূর হইবে। এবার থেকে স্পষ্টরূপে তোমার প্রত্যেক বিধানের মধ্যে তোমার প্রেমমুখ দেখিব, এই আশা করিয়া, তোমার প্রেমময় চরণতলে সমুদয় ভাই ভগ্নী মিলিয়া বার বার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রার্থনা পূর্ণ হয়

(ভারতাশ্রম, শনিবার, ১৭ই ফাল্গুন, ১৭৯৫ শক ,
১৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে দীনশরণ প্রেমময় পরমেশ্বর, আশ্রমবাসী সাধকদিগের প্রার্থনা শ্রবণ কর। তোমার দয়াময় নামের জন্য এই গরিবদের প্রার্থনা শ্রবণ কর। তোমার কাছে প্রার্থনা করিলে কি দুঃখ দূর হয় না ? তোমার কাছে যাহা ভিক্ষা চাওয়া যায়, তাহা কি পাওয়া যায় না ? আমরা ধর্ম্ম-জীবনের প্রারম্ভে শুনিয়াছিলাম, তোমার কাছে প্রার্থনা করিলেই তুমি তাহা পূর্ণ কর। এখন কি আমরা এই বলিব যে, প্রার্থনা করিলে কি হইবে ? তোমরা পাঁচ জনে মিলে, যাহা ভাল বোধ হয়, তাহাই কর। বাঁচিবার শাস্ত্র, যাহা তোমার কাছে শুনি, তাহা ত ইহাতে সায় দেয় না, ইহা যে যুক্তির কথা। প্রভো, তোমার কথা না শুনিয়া, দেখ, আমাদের কত দুর্দ্দশা। পথ অন্ধকারে আচ্ছন্ন, আমরা জানি না, কি করিলে কি হইবে। সেই জন্যই তুমি স্বর্গ হইতে প্রার্থনারূপ অমূল্য রত্ন পাঠাইয়াছ। দেখিলে, সন্তানেরা সংসারের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া ঘোর পাপ দুঃখের কূপে মারা যায় , তাই, নাথ, তুমি পিতা হয়ে, তাহাদের মঙ্গলের জন্য এই প্রার্থনা পাঠাইলে। যখনই কাঁদিয়া বলিয়াছি, দুঃখীর প্রতি কেন এত নিগ্রহ হইল, তখনই তুমি তাহার প্রতিবিধান করিয়াছ। নিজের কিম্বা পরের মঙ্গলের জন্য তোমাকে যখনই যাহা বলিয়াছি, তখনই তুমি তাহা শুনিয়াছ। তথাপি কেন তোমার দিকে না তাকাইয়া, পৃথিবীর লোকের উপর নির্ভর করি ? কেন আমাদের মধ্যে এই দুর্বুদ্ধি এবং অবিশ্বাসের ভাব আসিল ? এক সময়ে ডাকিলেই তুমি আমাদের কাছে আসিতে , এখন কি তুমি আমাদিগকে অনাথ, পিতৃহীন করিয়া চলিয়া গেলে ?

তুমি কি এই নূতন বিধানে মনুষ্যের হাতে সমুদয় ভার দিয়া চলিয়া গিয়াছ ? পিতঃ, আমরা আর কাহারও দাস দাসী হইতে চাহি না। তোমার কাছে বসিয়া, তোমারই সেবা করিব, যখন তুমি আমাদের প্রতি দৃষ্টি কর, তখন তোমার চক্ষু যেমন স্নেহের রঙ্গে অনুরঞ্জিত হয়, তাহা কি ভুলিতে পারি ? আমাদিগকে দুঃখ পাপ হইতে বাঁচাইবার জন্য তুমি যে কত ব্যগ্র, তাহা স্মরণ হইলে আর কি আমাদের মনে দুঃখ থাকে ? কি ছার সামান্য ধন, যখন ব্রহ্ম-ধন আমাদের ঘরে। যদি আমাদের জন্য স্বর্গ রাখিয়া দিয়াছ, তবে এস, তোমার সন্তানদিগকে প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দাও। তোমার কাছে প্রার্থনা করিয়া সকল দুঃখ দূর করিব। চক্ষের এক এক জলবিন্দুতে বহুদিনের দুঃখরাশি চলিয়া যাইবে, এবার তুমি আমাদিগকে এই দয়া কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দুই প্রভুর সেবা

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, রবিবার, ১৮ই ফাল্গুন, ১৭৯৫ শক , ১লা মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে প্রেমিক অপ্রেমিক সকলের ঈশ্বর, তাঁহারাই তোমার যথার্থ সাধক—তোমাতেই যাঁহাদের সমুদয় কামনার পরিসমাপ্তি হয়। আমরা কবে সেই সকল ভক্ত সাধকদিগের মত হইব ? এখন এক একবার আমরা তোমার হই, এবং আবার সংসারের হই, এই দুর্দ্দশা ত তুমি জান , কিন্তু যাকে তুমি শুভবুদ্ধি দিয়া সুখী কর, সে কি সংসারের কুশলের জন্য আর কোথাও যাইতে পারে ? তোমার কাছে বসিলেই যে সব দুঃখ দূর হয়। আমরা এক জিনিসের জন্য তোমার কাছে আসি,

আর এক জিনিসের জন্য সংসারের নিকটে যাই, এই যন্ত্রণা যে আর সহ্য হয় না। কবে সকল ভার তোমার হাতে দিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইব? পিতঃ, আমাদের সকল ভার তুমি লও, আমরা দেখিয়া প্রফুল্ল হই। তোমার উপর নির্ভর করিয়া, আমরা সকল ভাই ভগ্নী মিলে, একটী বিশ্বাসীদিগের পরিবার হইব, এই আশা করিয়া তোমার পবিত্র চরণে বার বার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভাই ভগ্নীকে ভালবাসা

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, সায়ংকাল, রবিবার, ১৮ই ফাল্গুন, ১৭৯৫ শক, ১লা মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে ঈশ্বর! তুমি আমাদিগকে পাপী জানিয়াও ভালবাস, কিন্তু আমরা ভাই ভগ্নীদিগকে কদাকার দেখিলে ভালবাসিতে পারি না। আমরা সহস্রবার তোমার অবাধ্য হইলে, তুমি আমাদিগকে আহারের সময় অন্ন দাও, নিকটে এসে আমাদের কল্যাণ বিধান কর, কিন্তু দেখ, পিতঃ, আমাদের পরস্পরের মধ্যে কেমন বিপরীত ব্যবহার। একজন যদি একটী সামান্য কটু কথা বলেন, আর আমরা তাঁহার মুখ দেখিতে ইচ্ছা করি না। করুণাসিন্ধু পিতঃ! তোমার পুত্র কন্যা হয়ে, কেন আমরা পরস্পরের প্রতি এরূপ ব্যবহার করি? আমাদের চক্ষুকে প্রেমে অনুরঞ্জিত করিয়া দাও। প্রাণের ভাই ভগ্নীদিগকে সুন্দর করিয়া দাও। প্রত্যেক হৃদয়কে স্বর্গীয় প্রেমের আধার করিয়া লও। তুমি আমাদের চক্ষুকে সাধন দ্বারা কোমল কর। যে দিকে তাকাইব, সেই দিকেই সৌন্দর্য্য দেখিয়া প্রেম ঢালিয়া দিব। আগে

তোমাকে প্রাণের সহিত উপাসনা ধ্যান করিয়া ভালবাসিতে শিখাও, পরে তোমার পুত্র কন্যা বলিয়া ভাই ভগ্নীকে ভালবাসিব। হে দেব! প্রেম শিক্ষা দাও, স্বর্গীয় প্রেম যেখানে, আমাদের হাত ধরিয়া সেখানে লইয়া যাও। মহাপাপীকে উদ্ধার করিয়া তোমার সৌন্দর্য্য দেখাও। আমরা ভাই ভগ্নীকে ঘৃণা করিয়া ঘোর জঘন্য অপ্রেমিক হইয়াছি, এখনও জগৎ পর রহিয়াছে। আমরা পাপী, পরস্পর সকলের কাছে প্রেম চাই। আবার আমরা সকলে তোমার কাছে প্রেম চাই। তোমার ঐ প্রেমময় চরণতলে দিন দিন প্রেম অভ্যাস করিব, ভালবাসা হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করিব না। ভালবাসাতেই আমাদের পরিত্রাণ হইবে, এই আশা করিয়া, সকল ভ্রাতা ভগ্নী মিলিত হইয়া, বিনীতভাবে ভক্তির সহিত তোমার ঐ পবিত্র চরণে বারবার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রার্থনাতেই পরিত্রাণ

(ভারতাশ্রম, সোমবার, ১৯শে ফাল্গুন, ১৭৯৫ শক,
২রা মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃঃ)

প্রেমময় পরম পিতঃ, ভাই ভগ্নীদিগকে সঙ্গে লইয়া তোমার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। জীবনের পরীক্ষায় দেখিতেছি, যাহা কিছু পাইয়াছি, প্রার্থনা দ্বারা। এই ভবসমুদ্র তেমন সমুদ্র নহে যে, তোমাকে ছাড়িয়া এক নিমেষও ইহার উপর দিয়া চলিতে পারি। সর্ব্বদাই যে আমাদের তোমার নাম-সাধনের প্রয়োজন। কিন্তু আমরা বারম্বার তোমাকে ছাড়িয়া কত দুর্দ্দশায় পড়িতেছি, তাহা তুমি

দেখিতেছ। এই দেখি, প্রাণনাথ, তোমাকে বুকে বাঁধিয়া রাখিয়াছি, আবার কোথায় চলিয়া যাও, তোমাকে দেখিতে পাই না। এই তোমার সন্তানগণ আনন্দে বলেন, এই যে আমাদের পিতা স্বর্গরাজ্য লইয়া আসিয়াছেন, আবার তাঁহারাই চারিদিক অন্ধকার দেখিয়া হাহাকার করেন। তুমি আমাদের কিসে ভাল হয়, সর্ব্বদা তাহাই চাও, কিন্তু আমরা অনেক সাধন করে যে একটু পুণ্য এবং প্রেম সঞ্চয় করি, তাহাও অহঙ্কার আসিয়া গ্রাস করে। তুমি জগৎকে দেখাইবে, প্রার্থনা দ্বারা সকলই হয়, তোমার কাছে প্রার্থনা করে শত শত দুঃখী ধনী, এবং পাপী পবিত্র হইল। ইচ্ছা হয়, প্রাণের সহিত তোমাকে ডাকি, কিন্তু তেমন করে যদি তোমাকে ডাকিতে পারিতাম, তবে কি আর আমাদের দুঃখ থাকিত? প্রার্থনা শুনিবার সময় তোমার মুখ যেমন সুন্দর ভাব ধারণ করে, তাহা দেখিলে, জগতে এমন কেহই নাই যে, বিমোহিত না হয়। নূতন নূতন রত্ন লইয়া তুমি স্বর্গ হইতে আমাদের ঘরে আসিতেছ। এখনই যে আমাদিগকে বলিতেছ, "সন্তানগণ! তোমাদের আর দুঃখ কি? তোমাদের জন্য আশ্রম করিয়া দিয়াছি, কত সামগ্রী আনিয়া দিয়াছি।" আমরা যদি একটু কষ্ট করিয়া তোমার সেই সামগ্রী গ্রহণ না করি, তুমি কি করিবে। বড় দুঃখ হয়, যাহাদের জন্য তুমি এত করিতেছ, তাহারা তোমাকে বুঝিল না। কবে ভিখারী হয়ে তোমার প্রেমধামে যাব? বড় লোক হয়ে, অহ-ঙ্কারী হয়ে যে তোমাকে পাওয়া যায় না। হে ঈশ্বর, তোমার চরণ ধরে এই মিনতি করি, বলে দাও, প্রার্থনাতেই জীবের পরিত্রাণ। ক্রমাগত তোমাকে ডাকিব, তোমাকে ডাকিলেই কাল যে দুঃখ দেখিয়াছিলাম, আজ তাহা যাইবে, এবং আজ যে দুঃখ দেখিব, কাল তাহা যাইবে। তোমার চরণপ্রার্থী করিয়া আমাদিগকে সুখী কর। তোমার কাছে

যদি একান্তমনে প্রার্থনা না করি, তবে যে তোমার অঙ্গীকারে অবিশ্বাস করা হয়। এত অঙ্গীকার পালন করিলে, এখন কি, তুমি সত্য ভঙ্গ কর—এই দোষে তোমাকে দোষী করিব? যাহাদের কাছে জীবন্ত-ভাবে তুমি দেখা দিতেছ, কথা বলিতেছ, তাহারা কিরূপে এই মত গ্রহণ করিবে? যখন ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে তোমার অগ্নি জ্বলিতেছে, মধু পড়িতেছে, সমীরণ বহিতেছে, ইহাই বাঁচিবার বিশেষ সময়। এই সময়ে তোমার চরণতলে পড়িয়া থাকিলে, নিশ্চয়ই আমাদের সদ্গতি হইবে।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রেমের অভাব

(ভারতাশ্রম, মঙ্গলবার, ২০শে ফাল্গুন, ১৭৯৫ শক,
৩রা মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে দীননাথ, তোমার প্রেমময় সহবাসে আসিয়া বসিলাম, প্রেম ভিক্ষা চাই। প্রেমের কাঙ্গাল, প্রেমের ভিখারী হইয়া বার বার সবান্ধবে তোমার কাছে আসিতেছি। প্রেমের অভাব বড় গভীর অভাব, ত্বরায় দয়া করিয়া তুমি আমাদের এই অভাব মোচন কর। এখনও আমাদের মনের মধ্যে কুবুদ্ধি আছে, এখনও আমরা মনে করি, বাহিরের সুখ দিয়া তোমার স্বর্গরাজ্যের পরিবারকে বাঁধিব। পৃথিবীর অসার রজ্জু লইয়া কি আত্মাকে বাঁধা যায়? তবে কেন আমরা এমন ভ্রমান্ধ হইলাম, কেন আমাদের কুমতি হইল? কেন আমরা ঠিক ছোট বালক বালিকার মত তোমার কাছে আসি না? তোমার কাছে বসিলেই যে তোমার মুখ-চন্দ্রের সৌন্দর্য্য আসিয়া আমাদের কদাকার

হৃদয়ের উপর পড়িবে। যখন তোমার প্রেম আমাদের হৃদয় বিগলিত করে, তখন দেখি, সকলের প্রাণ এক হইয়াছে, কিরূপে হইল, বুঝিতে পারি না। এই মাত্র কেবল জানি, "দীননাথ, দীননাথ" বলিয়া সকল রসনা ডাকিয়া উঠিয়াছিল। অতএব আর অবিশ্বাসী হইয়া, পৃথিবীর রজ্জু লইয়া তোমার ভক্ত মণ্ডলীর সঙ্গে মিলিত হইতে দিও না। যারা স্বর্গরাজ্যের যাত্রী, তাহাদিগকে কি খাওয়া পরা কিম্বা দুটী টাকা দিয়া ভুলাইতে পারে? রক্ষা কর, পিতঃ, আমাদের দল ত বড় নহে, এই কয় জনকে কি তুমি প্রেমিক করিতে পার না? যে তোমার মুখ দেখিতে সর্ব্বদা অভিলাষ করে, সে যে তোমার ছেলে মেয়েদেব দেখিতেও ভালবাসে। প্রেম শিক্ষা দাও, আর অন্য গুরুর কাছে প্রেম শিখিব না। আর সামান্য বস্ত্র দিয়া ভাই ভগ্নীদিগকে ভুলাইতে চেষ্টা করিব না, কিন্তু সকলের কাণের কাছে তোমার মধুর দয়াল নাম রাখিব, রাখিবা মাত্র দেখিব, যাহা করিবার তুমি করিয়াছ—তোমার নামে স্বার্থপরতা, অহঙ্কার ইত্যাদি সমুদয় পাপ আশ্রম ছাড়িয়া গিয়াছে, তোমার পরিবার যথার্থ প্রেমের পরিবার হইয়াছে। নাথ, তুমি আমাদিগকে ভালবাসা শিখাও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিধানের রাজা

(ভারতাশ্রম, বুধবার, ২১শে ফাল্গুন, ১৭৯৫ শক,
৪ঠা মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে দীনশরণ, সকলে করজোড়ে তোমার চারিদিকে বসিয়া তোমার কাছে বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি। সৌন্দর্য্য, প্রেম, পবিত্রতা,

যাহা কিছু চাই, সকলই তোমার কাছে। পিতঃ, তুমি ভিন্ন পৃথিবীর বাহিরের উপকরণ কি আমাদিগকে সুখী করিতে পারে? যে বিধান, যে রাজ্যে আনিয়া তুমি আমাদিগকে ফেলিয়াছ, এখন কি আর বাহিরের কোন বস্তুর উপর নির্ভর করিলে আমাদের শান্তি আছে? এখন যদি প্রাণেশ্বর বলিয়া তোমাকে প্রাণের মধ্যে ডাকিতে পারি, তবেই বাঁচিলাম, তোমার অনুমতি বিনা, চোরের মত যে অন্য পথ দিয়া তোমার প্রেম ঘরে যাইব, তাহার উপায় নাই। সেই ঘরের চাবি যে তুমি আপনি রাখিয়াছ। এখন দেখি, যতই তোমাকে মাতা পিতা বলিয়া ডাকিতে পারি, ততই সুখ হয়। এই সময়ে যদি সকলে মিলে তোমাকে ডাকিতে পারি, তবে কি আর আমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা থাকিতে পারে? তোমার চরণ-পদ্ম যদি এক সময়ে এই আমরা দশ জন ভাই ভগ্নীর হৃদয়ে স্থাপিত হয়, তবে কি আর পরিবার হয় না? মনে হয়, সকলে মিলিয়া যখন প্রণাম করি, সকলের প্রাণ এক স্থানে আসে না, শরীরতঃ এক ঘরে আছি, কিন্তু যখন তোমাকে প্রণাম করি, তখন কেহ পর্ব্বতের উপর, কেহ সমুদ্রের উপর বসিয়া প্রণাম করি, সুতরাং বহু দূরে থাকি বলিয়া, পরস্পরের মধ্যে একতা হয় না। এই জন্যই আমাদের মধ্যে অনেক পাহাড়, পর্ব্বত এবং অনেক নদ নদী আছে। এক স্থানে বসিয়া এক পিতাকে যদি পিতা বলিয়া ডাকিতাম, তবে কি আর আমাদের এই দুর্দ্দশা থাকিত? পিতঃ, আমরা এক ঘরে বাড়ী করে আছি, কিন্তু আমাদের মন ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রহিয়াছে। তুমি ব্যস্ত রহিয়াছ, আমাদিগকে এক করিবার জন্য। তোমার ইচ্ছা যদি সম্পন্ন করিবে, তবে এই কয় জনকে এক সময়ে তোমার কর। আমাদের পুরাতন মনুষ্য বিনাশ কর। এখনও অনেক কালের শত্রু সকল ভিতরে বসিয়া রহিয়াছে, দেখিলে প্রাণ কম্পিত হয়। আর আমাদের মধ্যে

শক্রতা, অপ্রণয় সহ্য হয় না, শত্রু বলিয়া শত্রুতাকে দূর করিতে শিক্ষা দাও। হে আমাদের বিধানের প্রিয় পরমেশ্বর, তোমার স্বর্গের কৌশল প্রকাশ করিয়া, আমাদের সকলকে এক পরিবার করিয়া লও, আমরা, পৃথিবীতে স্বর্গ কাহাকে বলে, সম্ভোগ করিয়া সুখী হই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আশ্রমেও সেই অপমান ?

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ২২শে ফাল্গুন, ১৭৯৫ শক, ৫ই মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে প্রেমসিন্ধু দয়ার আধার, তোমাকে পিতা জানিয়া আমরা সকলে আবার ভিখারীর ভাবে তোমার কাছে উপস্থিত হইলাম। প্রার্থনা করিয়া মনে পুণ্য শান্তি আনিব, এই আশা করিয়া তোমার দ্বারে আসিয়াছি। যদি বাহিরের সমুদয় সুখের পথ রুদ্ধ হয়, সমুদয় উন্নতির ব্যাপার সাগরে ডুবিয়া যায়, তথাপি মনের আশা-প্রদীপ নির্ব্বাণ হইতে দিব না, এই আমাদের আজকালের সঙ্কল্প। এই সঙ্কল্প যাহাতে রক্ষা করিতে পারি, আমাদিগকে এরূপ বল দাও। বাহিরের সহস্র প্রতিকূল ঘটনার মধ্যেও অন্তরে তোমাব অগ্নি জ্বলিবে। যেখানে স্বর্গরাজ্য আসে নাই, সেখানে স্বর্গরাজ্য আসিয়াছে, কখনও এরূপ মিথ্যা বলিয়া তোমার স্বর্গের পথে কণ্টক রোপণ করিব না। চিরদিন সরল সত্য বলিব। তুমি যাহা দেখাইবে, তাহা দেখিব, তুমি যাহা বলিতে দিবে, তাহাই বলিব। যে দিক দিয়া স্বর্গরাজ্য আসিতেছে, সেই দিক দেখাইয়া দিও। যদি অন্তরে তুমি পবিত্র বিশ্বাস প্রেরণ কর, তবে কি অন্ধকার ভয় দেখাইতে পারে? এই কঠোর পরীক্ষার সময় তুমি

প্রাণের ভিতর থাকিয়া দিবা রাত্রি শান্তিসুধা বর্ষণ কর। তুমি যখন প্রসন্ন হও, তখন বাহিরের বিপদ কি করিতে পারে ? যখন তোমার আত্মাতে স্বর্গ আসিবে, তখন সহস্র লোক বাধা দিলেও কি তুমি মানিবে ? আমরা মনে করি, আমরা পাঁচ জন মনে করিলেই অনায়াসে তোমাকে বিপদে ফেলিতে পারি, তোমার যে স্বর্গরাজ্য আসিতেছে, ইচ্ছা করিলেই খড়্গ দ্বারা আমরা বিনাশ করিতে পারি। এমন দম্ভ, এমন অহঙ্কার যদি আমাদের মধ্যে থাকে, গুরু হইয়া তুমি আমাদিগকে এই মন্ত্রে দীক্ষিত কর যে, আর তোমার অবাধ্য হইব না। সহস্র বিপদ যন্ত্রণা আসে আসুক, পিঠ পাতিয়া সহ্য করিব। যত ভ্রাতৃবিচ্ছেদ, অপ্রণয় আসিতে পারে আসুক, অন্তরে তোমার স্বর্গ দেখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিব। শত্রুদিগের আক্রমণের মধ্যে তোমার মিত্রতা দেখিব। দেখিব, তোমার স্নেহে ঘোর দুঃখের মধ্যে অল্পে অল্পে সুখের রাজ্য বিস্তৃত হইতেছে। যদি এ কথা মিথ্যা হয়, প্রাণ যাইবে, এ কথা যদি সত্য হয়, বাঁচিব। পৃথিবী চিরদিন তোমাকে বাধা দিয়াছে, এবং পৃথিবীর লোকেরা চিরদিনই তোমাকে বিদায় করিয়া দিবে। আজকাল আশ্রমেও তুমি সেই অপমান সহ্য করিতেছ। দুঃখীদিগের হাতে সুখের রাজ্য আনিয়া দিলে, নিজে করুণার সাগর হইয়া তুমি আশ্রমে অবতীর্ণ হইয়াছ, ইহা পুস্তকে লেখা হইল। তুমি এই কয়টী পাপীকে স্বর্গে লইয়া যাইবে, ইহা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হইল। তোমার বিধানে যাহা ঠিক হইল, তাহা ঠিক রহিল। তোমার কাছে এই ভিক্ষা চাই, বিশ্বাস করিতে দাও, এই আশ্রম তোমার বাড়ী, এই লোকগুলি তোমার দাস দাসী। ইঁহারা তোমার চিহ্নিত সন্তান। যদি এই বিশ্বাস দাও, তবে আর আমাদের ভয় থাকিবে না। সহস্র ঢেউ মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া যাইবে, কিন্তু কিছুতেই মনের শান্তি যাইবে না। সমুদ্র-তরঙ্গ

অতিক্রম করিয়া যখন আমরা এই কয়টী ভাই ভগ্নী তোমার সুখে সুখী হইব, তখন বলিব, "আনন্দময়, তোমার কথা ঠিক হইল।"

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রেমমুখের জ্যোৎস্না

(ভারতাশ্রম, সায়ংকাল, বৃহস্পতিবার, ২২শে ফাল্গুন, ১৭৯৫ শক, ৫ই মার্চ্চ, ১৮৭৮ খৃঃ)

হে প্রেমময়, তুমি যে ঘর উজ্জ্বল কর, সে ঘর অন্ধকার কে করিতে পারে? আমাদের ঘরে তুমি বসিয়া আছ, অন্ধকার ইহার ভিতরে কিরূপে আসিবে? অমঙ্গলের স্রোত বাহির দিয়া চলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু যে ঘরে তুমি বসিয়া আছ, সেখানে কি অমঙ্গল আসিতে পারে? তোমার ঘরের মধ্যে এই কয় জন বিশ্বাসী হয়ে একত্র বাস করিব, এই আশা করিয়াছি। তুমি দয়া করে, আমাদের হৃদয় এবং মুখ হইতে অবিশ্বাস-শত্রুকে একেবারে দূর করিয়া দাও। আর যেন মনকে চঞ্চল করিয়া অবিশ্বাসের একটী কথাও বলিয়া না ফেলি। তোমার সুন্দর ঘরে থাকি, কেন আর নিজের অবিশ্বাস-পাপে ইহাকে কলঙ্কিত করিব। দ্বিপ্রহরের সময় চারিদিকে মেঘ উঠিলেও সূর্য্যকিরণে আকাশ কেমন উজ্জ্বল হয়, তেমনই যদি বিপদ-মেঘ আসে, তোমার প্রেমমুখের জ্যোৎস্নাতে আমাদের বিপদ্গ্রস্ত মুখ আরও সুন্দর হইবে। তোমার জ্ঞান পাইয়া জ্ঞানী হইব, তোমার প্রেম পাইয়া প্রেমিক হইব, এই আশা করিয়া, সকল ভাই ভগ্নী মিলিয়া, ভক্তির সহিত তোমার সুন্দর পবিত্র চরণে বার বার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিধানরক্ষা

(ভারতাশ্রম, শুক্রবার, ২৩শে ফাল্গুন, ১৭৯৫ শক ,
৬ই মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে প্রেমময়, এক দিকে বিপদ বিঘ্নের ভয়ানক মেঘ উঠিতেছে সত্য, কিন্তু অন্য দিকে তুমি সাধকদিগের প্রাণ টানিতেছ। বিপদ দেখাইতেছ এই জন্য যে, তোমাকে মা বলিয়া ডাকিয়া নিরাপদ হইব। বিপদের সময় তোমার মুখ দেখিলে, কত আশা আহ্লাদ হয়। বাহিরে যত আক্রমণ, তত পরিমাণে তোমার ঘরে সুধা। নিজে যে কিছু করিতে পারি, তাহার উপায় নাই। তোমাব আদেশে, এই সময় আমরা ব্যস্ত হইয়া, তোমার চরণতলে লুকাইয়া থাকি। কতবার দেখিলাম, তোমার ঘর অর্দ্ধেক নির্ম্মিত হইতে না হইতে, তোমার সন্তানগণ তাহা ভাঙ্গিতে প্রস্তুত হইল। এইরূপ কতবার আশার পর নিরাশা, আলোকের পর অন্ধকার দেখিলাম। গরিবেরা তোমার দয়ার কথা শুনিয়া, তোমার ঘরে যাইতেছিল, কিন্তু আবার কয়জন বন্ধু মিলিত হইয়া, সেই ঘর ভাঙ্গিল। গরিবেরা যাইতেছিল, তাহাদিগকে বাধা দিল, তাহাদেরও কোন লাভ হইল না। ভাই ভগিনীরা শত্রু হইল। জগদীশ, আমরা যেমন পরস্পরের শত্রুতা করিতে পারি, এমন বুঝি জগতে আর কেহ করিতে পারে না। ঈশ্বর, তোমার বাড়ী ভাঙ্গিতে পারে যাহারা, তাহারা কি সামান্য শত্রু? তুমি গরিব দুঃখীদের জন্য সদাব্রত খুলিবে, মনে করিয়াছিলে, কিন্তু ঘরের শত্রুরাই তোমার ঘর ভাঙ্গিতেছে, ইহা তুমি জান। চিরকালই পৃথিবীতে অত্যন্ত আপনার লোকই সুখ শান্তির পথে কণ্টক হইয়া আসিয়াছে। সাক্ষী তুমি। পরম পিতা বলিয়া তোমাকে ডাকিয়া আমরা কত মন্দ

কার্য্য করিতে পারি, তুমি তাহা দেখিতেছ। আমাদের দোষে কত বিপদ আসিতেছে, তুমি তাহা বুঝিতেছ, কিন্তু এ সমুদয় বিপদ হইতে তুমি আশ্চর্য্য ব্যাপাব সকল বাহির করিবে, এই আমাদের আশা, এই আমাদের আনন্দের কথা। এই আশা দিয়া প্রাণকে যদি তুমি না টানিতে, তবে কি আমরা আসিতাম? তুমিই কেবল এত অন্ধকারের ভিতরে এত আলোক দেখাইতে পার এবং বাহিরে নিরাশা দেখাইয়া ভিতরে আশা উদ্দীপন কর। তুমি আমাদিগকে স্বর্গে লইয়া যাইবেই, প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তোমার এই বিধান জানিলাম। যাহাতে তোমার বিধান রক্ষা হয়, তাহা কর। যে পর্য্যন্ত এই বিধান রক্ষা না হয়, সে পর্য্যন্ত সমস্ত ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যস্রোত বন্ধ করিয়া দাও। যতক্ষণ প্রচারকেরা প্রস্তুত না হয়, ততক্ষণ কাহাকেও প্রচার করিতে দিও না। তুমি কৃপা করিয়া এমন কিছু উপায় কর, আর যাহাতে আমরা তোমার বিধানের উপর আক্রমণ করিতে না পারি। জগদীশ, যে বিধান তোমার হাত হইতে আসিয়াছে, আমাদিগকে বিশ্বাস কবিতে দাও, ইহা হইতে কখনই বিঘ্ন উঠিবে না। আমাদের মধ্যে যদি একজনও প্রচারক না থাকে, আমরা যদি তোমার এবং পরস্পরের ভয়ানক শত্রু হই, তুমি আমাদের মুখে লজ্জা এবং অপমান দিয়া তোমার পবিত্র রাজ্য স্থাপন করিবে। আমাদিগকে পদতলে ফেলিয়া তোমার দুঃখী পাপী সন্তানদিগকে তোমার স্বর্গরাজ্যে লইয়া যাইবে। প্রচারক হইবার জন্য তোমার কাছে ভিক্ষা করি না। লজ্জা চাই, অপমান চাই। দেখাইয়া দাও, কি লজ্জার কর্ম্ম, কি ভয়ানক অহঙ্কারের কর্ম্ম করিতেছি। এই নেও প্রচারের কার্য্য, তোমার হাতে দিতেছি। আমাদের মুখে লজ্জার কলঙ্ক মাখিয়া দাও। ভৃত্যেরা কার্য্য কবিয়াছে, ভৃত্যদের যাহা প্রাপ্য, তাহা তুমি দাও। যাহাদিগকে তুমি ভিতরে রাখিয়া দিবে, কে

তাহাদিগকে দূর করে? আনন্দের রাজ্য বিস্তার করিবে বলিয়াই এই বিপদ পাঠাইতেছ। বিপদের পর সম্পদ আসিবেই। হে প্রেমসিন্ধো, তোমার আজ্ঞা প্রচার হইল। গরিব দুঃখীদের ভার গ্রহণ করিয়াছ, সকলকে রক্ষা কর। কোন পাপীর যেন মরণ না হয়। ভাল কর। মার, মেরে বাঁচাও। প্রাণবধ কর, কিন্তু নবপ্রাণ দাও। আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া তোমার সুখধামে লইয়া যাও।

হে প্রেমময়, বিপদের সময় যেমন তোমার প্রেম-সিংহাসন সুন্দর, সকল সময়েই তাহা সুন্দর। কখন কখন কঠোরভাবে তোমার বিধান কষ্ট দেয়, কিন্তু যাহাতে জগৎ বাঁচে, তাহা মঙ্গলময় বলিয়া বিশ্বাস করিতেই হইবে। তোমাকে ত নির্দ্দয় কখনও বলিব না। এই অগ্নির ভিতরে তুমি ফেলিলে, মুখ ছাই হইবে, কিন্তু এই বলিয়া হাসিব, এই যে পরীক্ষার অগ্নি, ইহা স্বর্গ হইতে আসিয়াছে। সোণাকে আরও উজ্জ্বল করিয়া দিবে বলিয়াই, ইহা তুমি পাঠাইলে। লৌহ-সমান মনকে চূর্ণ করিয়া, কেমন করিয়া ভাল করিতে পার, এবার দেখাও। "সম্পদে রাখ, আর বিপদেই রাখ" এবার এই গান করিয়া, সকল বিপদ অগ্নি হইতে বাহির হইব। দেখিব, কাহারও মুখ দগ্ধ হয় নাই, মুখ উজ্জ্বল এবং পবিত্র হইয়াছে। অদ্যকার শুভদিনে এই আশীর্ব্বাদ কর। গুরু হইয়া দণ্ড দাও। শুভক্ষণে যেন দেখিতে পাই, এমন ভালবাসা শিখিয়াছি যে, আমাদের মধ্যে প্রেমরাজ্য আসিয়াছে, তোমার প্রতি ভালবাসা সহস্রগুণে বৃদ্ধি হইবে। ঐ মুক্তিপ্রদ চরণতলে বিপদকালে সকলে পড়িয়া থাকিব। অবিচলিতমনে তোমার বিধান বহন করিব। অগ্নির ভিতরে পড়িয়া, ক্রমাগত আমাদের মন হইতে অপ্রেম বিদায় করিয়া দিব।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পরীক্ষার অগ্নি

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, শনিবার, ২৪শে ফাল্গুন, ১৭৯৫ শক ;
৭ই মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে প্রেমময় করুণাসিন্ধু পরমেশ্বর, সমক্ষে তুমি বসিয়া আছ। আমরা তোমার অবাধ্য দুরন্ত সন্তান, তোমার চরণতলে পড়িয়া কর-জোড়ে প্রার্থনা করিতেছি। যদিও তুমি উচ্চ সিংহাসনে বসিয়া আছ, গরিব দুঃখীদের কথা শুনিতে তুমি ভালবাস। সম্মুখে এই ভয়ানক বিপদ, সুবিস্তৃত মাঠ, কত দূর গেলে ইহার সীমা হইবে, জানি না। আমরা অতি দুর্ব্বল সন্তান, একে পাপে জর্জ্জরিত, আবার আমাদের পরস্পরের মধ্যে প্রেম নাই। আমাদিগকে কোথায় লইয়া যাইতেছ? দণ্ড দিবে বলিয়া, ঘোরতর পরীক্ষায় ফেলিবে বলিয়া কি আমাদিগকে ডাকিতেছ? ভবিষ্যতে অন্ধকার রহিয়াছে, দেখিতে পাই না, কেবল তোমার মুখ পানে তাকাইয়া আছি। এই জানি, সেই পরম বন্ধু, যিনি খাওয়াইয়াছেন, তিনিই বিপদে ফেলিয়াছেন। প্রেমময়, গরিব দুঃখী-দিগকে ঘোরতর পরীক্ষার অগ্নিতে ফেলিবে কেন, কিন্তু শেষে যেন নির্ব্বিঘ্নে বাহির হইতে পারি। যে অগ্নি সমক্ষে জ্বলিতেছে, তাহার কাছে পলকের মধ্যে শরীর মন ভস্ম হইয়া যায়। অগ্নি দেখিয়া বড ভয় হয়, কিন্তু, নাথ, তুমি যদি লইয়া যাইবে, লইয়া যাও। হে প্রেমসিন্ধো, কেন আমরা তোমার প্রতি এত দুর্ব্যবহার করিলাম? তোমার কৃপায় প্রেম-জ্যোৎস্না প্রকাশ হইতেছিল, কেন নিজের অন্ধকারে তাহা আচ্ছন্ন করিলাম? তোমার সুন্দর ঘরে কেন শত্রুদিগকে ডাকিয়া আনিলাম? শুভক্ষণ কবে আসিবে, কবে দেখিব, তোমার কার্য্য তুমি করিয়াছ। দেখ, যেন অনুতাপ করিয়া পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাই। দণ্ড

দিতে চাও, দণ্ড দাও, মারিতে চাও মার, তোমার হাতে নব জীবন পাইব। বিলম্ব যেন না হয়, যেন তোমার সন্তানদিগের মন শীঘ্র পরিবর্ত্তিত হয়। ক্ষুদ্র কীটেরা কিরূপে অধিক কাল এমন ভয়ানক পরীক্ষা সহ্য করিবে? শীঘ্র যেন পরীক্ষা শেষ হয়। ভাই ভগ্নী সকলকে লইয়া যেন শীঘ্র পরীক্ষা হইতে উদ্ধার হই। তোমার নাম করিলে প্রবল শত্রু সকল পলায়ন করিবে। বিপদ্‌ভঞ্জন, করুণাসিন্ধু, দয়াল বলিয়া ডাকিলে—তুমি যে মন্ত্র শিখাইয়াছ, সেই মন্ত্র সাধন করিলে—শত্রুর সাধ্য কি আর আমাদের মধ্যে থাকে? এই অন্ধকার, তরঙ্গ, রোগ, শোক থাকিবে না। এস, দয়াল, তোমাকে লইয়া সেই অগ্নির ভিতরে প্রবেশ করি, কেবল এই কথা বলিয়া নিশ্চয়ই বাঁচিব। যে লোক পরীক্ষা বহন করিতে পারিবে না, তাহাকে পরীক্ষার ভিতরে যাইতে দিও না। আশা দাও, নিশ্চয়রূপে কথা কহিয়া বলিয়া দাও, "সন্তান, তুমি পরীক্ষা হইতে বাঁচিবে"। আমাদের পরিত্রাণ হইবে, এই শুভ সমাচার শুনিয়া, ঘোর বিপদের মধ্যে 'দীননাথ, দীননাথ' বলিয়া তোমাকে ডাকি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নামের গুণে তরে যাব

(ভারতাশ্রম, সায়ংকাল, শনিবার, ২৪শে ফাল্গুন, ১৭৯৫ শক, ৭ই মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে প্রেমময় কৃপাসিন্ধো, তোমার শ্রীচরণ-প্রার্থী হইয়া এই বিপদকালে তোমাকে সবান্ধবে ডাকিতেছি। চিরকালই তুমি গরিব দুঃখীদিগকে বাঁচাইয়াছ, এবারও আমাদিগকে বাঁচাইবে। যদিও পরীক্ষা কঠোর, তোমার প্রসাদবলে এবারও বাঁচিব। তোমার চরণ দেখিলে, আর কি

ভবসিন্ধুর তরঙ্গ ভয় দেখাইতে পারে? যদিও শাস্তি দিতেছ, তুমি যে পিতা হয়ে শাস্তি দিতেছ। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। এবার সকল শত্রুকে বিশ্বাস প্রেমের অস্ত্রে দূর করিয়া দিব। যে সকল শত্রু আমাদিগকে বিনাশ করিতে আসিয়াছে, তোমার নামে সমুদয় দূর হইবে। আর অহঙ্কার, স্বার্থপরতা প্রভৃতি রিপুদিগকে এই পবিত্র বাড়ীতে আসিতে দিব না। কেবল একটী সামগ্রী—তোমার ঐ অভয় চরণ বুকে বাঁধিয়া, সব ঢেউ অতিক্রম করিব। এই লও আমাদের দুরন্ত অবাধ্য মস্তক, ঐ চরণতলে দোষ স্বীকার করিব। পরীক্ষার আগুনে অন্তর বাহির জ্বলিবে, কিন্তু তাহার ভিতরে শান্তিজল লইয়া উঠিব। তোমার দাস দাসী কাহাকে বলে, এবার বুঝিব। তোমার নামে নিশ্চয়ই বাঁচিব, এই আশা, এই বিশ্বাস করিয়া, তোমার পবিত্র চরণতলে বিনীতভাবে ভক্তির সহিত. সমুদয় ভাই ভগ্নী মিলিয়া, বার বার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিশেষ বিধানে বিশ্বাস

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, সোমবার, ২৬শে ফাল্গুন, ১৭৯৫ শক, ৯ই মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে প্রেমময় পরমেশ্বর, গরিব দুঃখী কাঙ্গালদের দেবতা, প্রেমসিংহাসনে সুন্দররূপে বসিয়া আছ, তোমার প্রেমের উপর নির্ভর করিয়া আসিয়াছি। এত যাহাদের জন্য করিতেছ, আরও তাহাদের জন্য কত করিবে। আমাদের কথা শুন, তুমি আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলে, আমাদের সকল কষ্ট যাইবে। আমাদের মঙ্গলের জন্য

তুমি না কি বিশেষ বিধান করিয়াছ? নিজে না কি কাছে থাকিয়া, যাহার যাহা অভাব, তাহা স্বহস্তে মোচন করিতেছ? যদি তুমি দূরে থাকিতে, মৌনী হইয়া কেবল গুরু নাম ধারণ করিয়া থাকিতে, তাহা হইলে উপায় নাই বলিয়া নিরাশ হইতাম। কিন্তু এখন তুমি প্রত্যক্ষ জাগ্রৎ গুরু হইয়া আসিয়াছ। আর কেন আমরা এই কথা মুখে আনিব —কোন্ পথে গেলে প্রেমোদয় হইবে? কি করিলে যথার্থ আশ্রম হইবে? কোন্ শত্রু বিনাশ করিলে তোমার হইব? যখন তুমি গুরু হইয়া—যে যাহা জিজ্ঞাসা করিবে, তাহার উত্তর দিবে—অঙ্গীকার করিয়াছ, তখন কেন তোমার উপর বিশ্বাস করিব না? যখন তুমি উপদেশ দিতে আসিয়াছ, তখন কি অন্য ধর্ম্মমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে চেষ্টা করিব? শিষ্য বলে, যদি দয়া করে চরণতলে স্থান দিয়াছ, তবে তোমার বিশেষ বিধানে আর অবিশ্বাস করিতে দিও না। যাহারা তোমার বিধান মানে না, তাহারা যে ভিন্ন দেশের লোক। তাহারা কেন এই বিধানে বাহ্যিকভাবে কপট যোগ দিতেছে? বিশ্বাসী ভিন্ন এখানে ত আর কাহারও থাকিবার স্থান নাই। তুমি যত্ন করে নিজ হস্তে পূর্ণ বিশ্বাসীদিগের জন্য এই ঘর প্রস্তুত করিতেছ। কি বলিব, ঈশ্বর, তুমি যাহাদিগকে ডাকিয়া আনিলে, তাহারা তোমার হইল না। পরিত্রাণ-রাজ্য যে অনেক দূর, যদি তোমাকে বিধাতা বলিয়া না মানিলাম। ঈশ্বর, তুমি আমাদের জন্য যে সকল বিধান করিতেছ, এ সকল কি সত্য নহে, এ সকল কি আমাদের শাস্ত্র নহে? এই যে তুমি গুরু হইয়া কাছে আসিয়াছ। তবে একেবারে বলি, আমরা তোমারই। আমরা যে কেবল তোমার দুটী একটী কথা মানিব, তাহা নহে, কিন্তু আমরা তোমার শাস্ত্রের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত, প্রত্যেক কথা বিশ্বাস করিব। তুমি যাঁহাদিগকে আনিয়া দিয়াছ, ইঁহাদের একটীকেও পর বলিয়া বিদায়

করিয়া দিব না। বিধাতা পরমেশ্বর, তোমার কাছে বসে তোমার বিধান বিশ্বাস করি। বিশ্বাসী পুত্র, বিশ্বাসী কন্যা বলে তুমি আমাদিগকে ডাক। একবার দেখি, তুমি আমাদিগকে ডাকিয়াছ কি না। যার নাম তোমার পুস্তকে বিশ্বাসী বলিয়া লেখা নাই, তাহার কত দুর্দ্দশা। পিতঃ, তুমি আমাদিগকে বিশ্বাসী সন্তান বলে একবার সম্বোধন কর, তাহা হইলে আমরা বাঁচিব, নতুবা আমরা মরিব। তোমার শ্রীমুখের মধুর ভাষায়, একবার আমাদিগকে বিশ্বাসী সন্তান বলে ডাক। পিতঃ, আশীর্ব্বাদ কর, ভাঙ্গা মন যেন সকলের এক হয়, নতুবা এই পরীক্ষায় আর বাঁচিবার উপায় নাই। বিশ্বাসীদিগের মধ্যে একটু স্থান দাও, তাহা হইলেই বাঁচিব। তোমার কৃপাগুণে বাঁচিব, এই আশা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সুখের ঘর

(ভারতাশ্রম সায়ংকাল, সোমবার, ২৬শে ফাল্গুন, ১৭৯৫ শক,
৯ই মার্চ্চ ১৮৭৪ খৃঃ)

হে প্রেমময়, গরিব দুঃখীরা কত ভিক্ষা করে, কিন্তু তুমি যখন ভিক্ষা দিতে চাও, তখন আমরা চলিয়া যাই। অবিশ্বাস যে ভয়ানক রোগ, তাই বিনীতহৃদয়ে তোমাকে ডাকিতেছি। যদি এ ঘরে কেবল তোমার বিশ্বাসীদিগকে স্থান দিবে, তবে দয়া করে এই কর, একটী ভাই, কিম্বা একটী ভগ্নীও যেন তোমার ঘরের বাহিরে না থাকেন। সুখের ঘর যদি প্রস্তুত করিলে, বিশ্বাসের দ্বার দিয়া সকলকে প্রবেশ করিতে দাও। দেশ বিদেশে যাঁহারা আছেন, সকলেই তোমার ঘরে

আসিলেন কি না, তুমি নিজে তাহার তত্ত্ব লও। একটী ভাই, একটী ভগ্নীও যদি বাহিরে থাকেন, আমাদের দুঃখ হইবে। যাঁহাদিগকে তুমি আনিয়া দিয়াছ, তাঁহাদের প্রতি মায়া, মমতা হইয়াছে, কেমন করে তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দি? প্রেমময়, সকলেই যেন তোমার ঘর-খানিতে স্থান পাই, এই গতি করে দাও। সকলে তোমার ঘরে প্রবেশ করিয়া জন্মের মত সুখী হউক। তুমি অত্যন্ত স্নেহময়, তোমার প্রেমের কথা কি বলিব? তোমার চরণ হতভাগ্যদের মস্তকে স্থাপন কর, ঐ চরণ বুকে বাঁধিয়া একটী বিশ্বাসীদিগের পরিবার হইব। পাপ, কলহ, বিবাদ দূর হইবে, এই বিশ্বাস, এই আশা করিয়া, ভাই ভগ্নী সকলে মিলিয়া, ভক্তির সহিত বার বার তোমার চরণে প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আমাদের গুরুতর দায়িত্ব

(ভারতাশ্রম, মঙ্গলবার, ২৭শে ফাল্গুন, ১৭৯৫ শক,
১০ই মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে প্রেমময়, চিরকালের পিতা, তোমার সন্নিধানে এ সকল পাপী সন্তানেরা আসিয়া বসিল। যাঁহাদিগকে কৃপা করিয়া পরিত্রাণের জন্য এই আশ্রমে আনিয়াছ, ইঁহাদের মঙ্গলের ভার তোমার উপরে। আমাদের হৃদয়ের অবস্থা দেখ, আমরা যদি তোমার ইচ্ছা সম্পন্ন করি, তাহা হইলে আমাদের দুঃখ বিপদ চলিয়া যায়। তুমি দয়া করিয়া এমন বিধান কর, আর যেন তোমার অবাধ্য না হই। আমরা কি জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছি, তাহা ত সর্ব্বদা মনে থাকে না। করুণাময়, তুমি আমাদের মস্তকে গুরুভার দিয়া পাঠাইয়াছ, আমরা কিরূপে দুই

পাঁচটী সামান্য ব্রত পালন করিয়া, পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইব ? আমাদের গুরুত্ব এবং দায়িত্ব কি অল্প যে, আমরা দুই চারিটী কার্য্য করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারি ? পৃথিবীর মধ্যে এই আশ্রমকে পবিত্রতা ও প্রেমের আদর্শ করিবার জন্য, আমাদের মস্তকে তুমি উচ্চভার দিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছ। এত বড ভার লইয়া, পিতঃ, তুমি দেখিতেছ, আমরা কিরূপে আমাদের সময় এবং বুদ্ধি বল নিয়োগ করিতেছি। পরস্পরের প্রতি আমরা যেরূপ ব্যবহার করিতেছি, তাহা দেখিয়া ভয় হয়। মানুষ বাসা করিয়া যেমন সদ্ভাবে থাকে, তুমি কি আমাদের কাছে সেইরূপ ভাব প্রত্যাশা কর ? আমাদের উপর যে তুমি গুরুভার দিয়াছ। আমরা যেরূপ কার্য্য করিব এবং পরস্পরের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিব, তাহার উপর যে পৃথিবীর কল্যাণ এবং পরিত্রাণ নির্ভর করে। যদি আমরা জগতের পরিত্রাণপথে কণ্টক হইলাম, তবে আমাদের মুখে লজ্জা ও অপমান মাখাইয়া, আমাদিগকে উপযুক্ত দণ্ড দাও। হে নাথ, আমাদের দ্বারা যদি তোমার ইচ্ছা অসম্পন্ন থাকে, তাহা হইলে যে চিরকাল এই আশ্রমের কলঙ্ক থাকিবে। ভবিষ্যতে ইতিহাসে ইহা পড়িয়া, লোকের মনে দুঃখ ও নিরাশা হইবে। পিতঃ, সামান্য কার্য্যভার তুমি আমাদের উপর রাখ নাই। ঘোর বিপদে পড়িয়াছি, হয় চলিয়া যাইতে হইবে, নতুবা এই আশ্রমকে পৃথিবীর আদর্শ করিতে হইবে। নাথ, একটী দিন যেন অবহেলা না করি। আমাদের প্রতি জনের হস্তে তুমি এত বড় ভার দিয়াছ, দাসদাসীদিগকে বল দাও। এই আশ্রমের ছবিখানি যেন দিন দিন সুন্দর হয়। যদি এই বিশ্বাস লইয়া মরিতে পারি যে, আমাদের দ্বারা পৃথিবীর মুক্তির জন্য একটী ব্যাপার হইয়া রহিল, আমাদের আনন্দের সীমা থাকিবে না। তাহা হইলে আমরাও বাঁচিব,

পৃথিবীও বাঁচিবে। দীননাথ, আর সকল কাজ হইতে আমাদিগকে অবসর দাও, কেবল কিসে এই পবিত্র আশ্রম যথার্থরূপে পৃথিবীর মধ্যে পবিত্র প্রেমের আদর্শ পরিবার হয়, সকলে তাহার জন্ম যত্নবান হই। পিতঃ, তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর, আর কপটতা, শঠতা, কলহ, বিষয়-লোভ, স্বার্থপরতা, অহঙ্কার এ বাড়ীতে থাকিতে পারিবে না। বিশ্বাসে পঙ্গুতে গিরি লঙ্ঘন করে, অন্ধ দেখিতে পায়, আমরা বিশ্বাসী হইলে কি তোমার আশ্রম করিতে পারি না? যে বলে, আমি পারি না, সে অবিশ্বাসী, যে বলে, আমি পারি, সে বিশ্বাসী। এস, দেব, সহায় হও। ইতিহাসে যাহা কখনও হয় নাই, তাহা কিরূপে হইবে, মানুষের এই কথা আর শুনিব না। এই কয়টী সন্তানকে তোমার কাজ বিভাগ করিয়া দাও। তোমার ইচ্ছা সম্পন্ন হইবে, আমরা মুক্তি পাইব, এবং জগতের পরিত্রাণপথ প্রসারিত হইবে। আমরা দুর্ব্বল, তাহা তুমি জান, একে আমরা মানুষ হয়ে মানুষের কর্ত্তব্য করিতে অক্ষম, আবার আশ্রম-বাসী হইয়া, পরস্পরের প্রতি কিরূপে গুরুতর কর্ত্তব্য সকল পালন করিব, তাহা বলিয়া দাও। যদি আমাদের দ্বারা তোমার ইচ্ছা পূর্ণ না হইবে, তবে কেন তুমি আমাদিগকে স্বীকার করিয়া চিহ্নিত করিলে? বিশ্বাসী, বিনয়ী হয়ে যেন তোমার কার্য্য সাধন করি। তোমার প্রেমে মানুষ হইলাম, কিন্তু যে জন্ম মানুষ হইলাম—স্বর্গরাজ্যের বাড়ী যাহাতে এখানে প্রস্তুত হয়, সে বিষয়ে তুমি সাহায্য কর। কিরূপে এ কার্য্য হইবে, কিছু জানি না। পিতঃ, এই জানি যে, বিশ্বাস হইলেই মানুষের গতি হয়। দিন দিন পরস্পরের প্রতি অসদ্ব্যবহার করিয়া, আশ্রমকে কদর্য্য করিয়াছি। তোমার প্রত্যাদেশ প্রেরণ কর। জগতের পরি-ত্রাণের জন্ম কাঁপিতে কাঁপিতে তোমার ইচ্ছা সাধন করি। তোমার সেবার উপর যদি অন্ন নির্ভর করে, তবে কাছে এস, প্রভো, ঐ চরণতলে

চিরকাল দাস দাসী হইয়া থাকি। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন—এবার এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া, তোমার সেবা করিয়া, আমরা সুখী হইব। তুমি নিজে আমাদের মধ্যে কুশল শান্তি বিস্তার করিবে, এই আশা করিয়া, ভাই ভগ্নী মিলে, ভক্তির সহিত বার বার তোমার চরণে প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

উপাসনায় সুখ

(ভারতাশ্রম, বুধবার, ২৮শে ফাল্গুন, ১৭৯৫ শক,
১১ই মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে করুণাসিন্ধো, তোমার কাছে আসিয়াছি প্রার্থনা করিবার জন্য। যদি যথার্থই তোমার নিকটে আসিয়াছি, তবে আমাদের হৃদয়ে সুখ শান্তি হইবার কত সম্ভাবনা। আমাদের শত সহস্র দুঃখ পাপ আছে, কিন্তু তোমার কাছে বসি, ইহাও সত্য, এবং তোমার কাছে বসিলে কি অন্তরে শোক দুঃখ থাকে? সহস্র দয়ার চন্দ্র যাঁহার মুখে, তাঁহার কাছে বসিয়া আছি, ইহা বিশ্বাস করিলে কি আর অন্তরে দুঃখ থাকে? তুমি মনুষ্যকে সৃজন করিয়াছ, সুখী করিবার জন্য, তুমি আশ্রম করিয়াছ, তাহাকে আরও সুখী করিবার জন্য। তুমি যে আশ্চর্য্য সুখ শান্তি দাও, ইহা ত স্বপ্ন, কল্পনা নহে, তবে দুঃখী হইবার কারণ কি? সুখ যে দিবে, তাহা ত ভবিষ্যতের বিষয় নহে, প্রতিদিন, দুটী বেলা উপাসনার সময়, গোপনে তুমি যেরূপে সন্তানদিগকে কৃতার্থ কর, অযাচিতরূপে যত সুখ দাও, সে সকল অস্বীকার করিবার যে আমাদের ক্ষমতা নাই। পাতকীদের কাছে তুমি প্রিয় হইলে, না জানি, সাধুদিগের কাছে তুমি

কত প্রিয়। যদি পাপীদিগকে এতই ভালবাসিলে, তবে একটু যে জঞ্জাল আমাদের ভিতরে রহিয়াছে, কেন তাহা ফেলিয়া দিতে পারি না? যদি তোমার ঘরে থাকিলে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, যদি এই কয়টী পাপীর জন্ত এত আয়োজন করিতেছ, যদি উপাসনা ঘরে আনিয়া আমাদের মুখ এমন সুন্দর করিয়া দাও, এবং হৃদয়কে পবিত্র বসনে আচ্ছাদিত কর, তবে আর কেন আমরা সংসারে ফিরিয়া গিয়া মুখকে বিশ্রী এবং হৃদয়কে কলঙ্কিত করিব? এখানে অত্যন্ত পাতকী যে, তাহারও সুখ পাইবার ব্যাঘাত হয় না। প্রাণ ব্যাকুল হয়, সেই অবস্থার জন্য—যখন চিরকাল তোমার মুখের পানে তাকাইয়া আমরা মোহিত হইয়া থাকিব। দেব, কৃপা করে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন চিরকাল তোমার এই উপাসনা ঘরে থাকিয়া সুখ সম্ভোগ করি। এই ঘরের বায়ু এবং আলোক যেন সমস্ত দিন যেখানে থাকি, সেখানেই সম্ভোগ করি। যদি পৃথিবীর এই একটু স্থানকে তুমি পবিত্র কর, তবে আমাদের জীবনে যেন সমস্ত দিন উপাসনার ভাব থাকে। এই ঘরের মধ্যে যেমন পরস্পরের মধ্যে মিলনের শোভা দেখি, সমস্ত দিন যেন এই ভাব হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখি। সুখ দিবে বলিয়া স্বর্গ হইতে যত্ন করে তুমি আসিলে, তোমার হাতে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করি। তোমার সেই পবিত্র প্রেমের আধার শ্রীচরণ আমাদের দুঃখী মস্তকের উপর স্থাপন কর। তাহা হইলে সম্পদে বিপদে, সকল সময়ে, আমাদের হৃদয়ে সুখের পদ্ম প্রস্ফুটিত থাকিবে, এবং তোমার মুখের সৌন্দর্য্য আমাদের মুখে প্রতিভাত থাকিবে।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

উপাসনা সকল রোগের ঔষধ

(ভারতাশ্রম, বৃহস্পতিবার, ২৯শে ফাল্গুন, ১৭৯৫ শক,
১২ই মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে দয়াবান্ ঈশ্বর, আমাদের প্রতি জনের পিতা, আমাদের সকলের পিতা, তোমার কাছে করজোড়ে ভিক্ষা করিতেছি, অদ্যকার অন্ন বিধান কর, অদ্যকার ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর কর। সংসারের ঘোর দুর্ভিক্ষের মধ্যে পড়িয়া তোমার কাছে আসিয়াছি, একদিন তুমি অন্ন না দিলে বাঁচি না। তুমি অন্তর্যামী, আমাদের হইতেও আমাদের অন্তরের অবস্থা তুমি ভাল বুঝ। একদিন যদি তোমাকে ভাল করিয়া না দেখি, তবে কি আমরা সুখে থাকিতে পারি? একদিন যদি আহার না পাই, শরীর শুষ্ক হইয়া যায়। পূর্ব্বে অনেক খাইয়াছি বলিয়া কি অদ্যকার ক্ষুধার যন্ত্রণা ভুলিতে পারি? তেমনই, যদি একদিন তোমার কাছে ক্ষুধার অন্ন এবং পিপাসার জল না পায়, আত্মাও চারিদিক অন্ধকার দেখে এবং সকলই অসুখের কারণ হয়। যে মন পূর্ব্বে তোমাকে অনেকবার দেখিয়াছে, কিন্তু আজ তোমাকে দেখিতে পায় না, সে মন কাঁদিবেই কাঁদিবে। সে জন্য তোমার কাছে বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি, আর একদিনের জন্যেও আমাদের কাহাকেও তোমার দর্শনে বঞ্চিত করিও না। শুষ্ক দেখা চাই না, যে দেখাতে তৃপ্তি হয় না, তাহা চাই না, যে ভাবে তোমাকে দেখিলেই অন্তরে প্রেমোদয় হয়, সে ভাবে তোমাকে দেখিতে চাই। ইহা ভিন্ন তোমার কোন সন্তান বাঁচিবে না। তোমাকে দেখিয়া অনেক দিন সুখ পাইয়াছি বলিয়া, যদি একদিন তোমার মুখ না দেখি, সে দুঃখ কি সহ্য হয়? পিতঃ, ভাল খাওয়াইয়াছ, প্রতিদিন ভাল খাওয়াইবে, এই গরিব দুঃখীদের আশা। তোমার

উপাসনায় সুখ পাইয়াছি, এবং সেই সুখের লোভ হইয়াছে। তোমার সেই যে সুন্দর গম্ভীর সত্তা—যাহা উপাসনার সময় দেখাও, প্রতিদিন তাহা আনিতে হইবে। প্রতিদিন ভাই ভগ্নী মিলে তোমার ঐ আবির্ভাব মধ্যে না বসিলে আমাদের গতি নাই। অন্য দুঃখ, অন্য কষ্ট দাও, তাহাতে আমাদের ক্ষতি নাই, কিন্তু যদি একদিন উপাসনা করিতে না পারি, সে কষ্ট সহ্য হইবে না। সকল দুঃখ সহ্য হয়, কিন্তু তোমার বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা সহ্য হয় না। প্রাণনাথ, যখনই তোমাকে দয়াল প্রভু বলিয়া ডাকিব, তখনই যেন তোমার মুখ দেখিয়া প্রাণ শীতল হয়, এই আশীর্ব্বাদ কর। চিরকাল এই সুখ চাই। যদি মানে মানী করিবে, ধনে ধনী করিবে, তবে এই মান, এই ধন দিও—যেন প্রতিদিন তোমার মুখের সৌন্দর্য্য এই পাপীর হৃদয়ে, এবং এই পাপ মুখে প্রতিভাত হয়। আর কি দিবে? অনেক ধন যে তুমি দিয়াছ। এসেছ যদি গরিবদের ঘরে, ভার যদি লইয়াছ এই আশ্রমের, নাথ, তবে যেন প্রতিদিন ভাল করে তোমাকে দেখিতে পাই, এবং ভাল করে তোমার উপাসনা করিতে পারি। পিতঃ, তোমাকে যে দেখে, তোমার প্রেমে যাহার প্রাণ মোহিত হয়, তাহার কি আর দুঃখ আছে? দেখিলাম, পিতঃ, পাপ রোগের আর কোন ঔষধ নাই, কেবল উপাসনাই সকল রোগের ঔষধ। সব রোগ দূর হয়, সকল পাপ চলিয়া যায়, যদি তোমাকে পিতা বলিয়া ডাকিতে পারি। তোমাকে ডাকা, তোমাকে দেখা, তোমার কথা শুনা কি কম সুখের ব্যাপার? আবার ভাই ভগ্নী মিলিয়া, এই আশ্রমে বসিয়া, তোমার দীননাথ নাম করা কি কম সুখের ব্যাপার? সকল জঞ্জাল মিটিয়া যায়, যদি তোমার উপাসনা মধুময় হয়। এস, দীননাথ, তোমার সুখের শান্তিমাখা শ্রীচরণ এই অধম অবিশ্বাসীদিগের মস্তকে স্থাপন কর। ভাল মনে, ভক্তির সহিত তোমার ঐ চরণ বুকে বাঁধিয়া

লোককে এ কথা শুনাব—এই চরণ আমাদের একমাত্র সুখের কারণ। আমরা উপাসনা করে কত সুখী হই, এই লোভ দেখাইয়া, পৃথিবীর সকলকে আকর্ষণ করিয়া, এই ঘরে আনিব, এই আশা করিয়া, ভাই ভগ্নী সকলে মিলে তোমার চরণে বার বার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অগ্নি-সংস্কার

(ভারতাশ্রম, শুক্রবার, ১লা চৈত্র, ১৭৯২ শক ,
১৩ই মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে প্রেমময়, হে দয়াসিন্ধো, পরিত্রাণ করিবার জন্য যখন তুমি নিজে নিকটে আসিয়াছ, তখন "তুমি আমাদিগকে পরিত্রাণ কর" ইহা আর বলিবার প্রয়োজন কি? আমাদের দুঃখ দূর করিবে বলিয়া নিজে স্বর্গ হইতে আসিয়াছ। নিজে দেখিতেছ, আমাদের কি দুর্দ্দশা। তুমি জান, তোমার সহায়তা ভিন্ন নিশ্চয়ই পাপীরা মরিবে। করুণাসিন্ধো, যখন তুমি নিজে আমাদিগকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছ, তখন তোমার করুণা উদ্দীপন করিব, এই জন্য কি কাঁদিব? আমাদিগকে বাঁচাইবে বলিয়া নিজে আগে থেকে বিধান প্রস্তুত করিয়াছ। আগে থেকেই ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে আমাদিগকে আনিয়া, তোমার কার্য্য উদ্ধার করিয়া লইতে-ছিলে। এখন আমাদের পরিত্রাণের জন্য, গোপনে বসিয়া কত কার্য্য করিতেছ, যেখানে আমাদের চক্ষু কর্ণ যায় না। গোপনে তুমি আমাদের জন্য কি করিতেছ, অল্পবিশ্বাসীরা তাহা দেখিতে পায় না। লোকে কেবল বাহিরের ভাব দেখিয়া আশান্বিত এবং আহ্লাদিত হয়, দয়াময়, আমরা যেন আর বাহিরের চাকচিক্যে ভুলিয়া না যাই। ভিতরে যদি

অবিশ্বাস, অপ্রণয়ের গরল থাকে, তাহা যেন আর ঢাকিয়া না রাখি। অনেক মহাপাপের বীজ আমাদের হৃদয়ে লুক্কায়িত রহিয়াছে, তুমি গোপনে জীবনের মূলে বসিয়া, যদি সেগুলি একেবারে ধৌত করিয়া দাও, তবেই বাঁচিব। আর আমাদিগকে বাহিরের পরিবর্ত্তনের উপর নির্ভর করিতে দিও না। একদিন বাহিরের অন্ধকার দেখিলেই আমাদের খাওয়া দাওয়া বন্ধ হয়। যদি ভিতরে প্রাণ ভাল করিয়া দাও, আর আমাদের ভয় থাকিবে না। বাহিরের বিশ্বাস, বাহিরের ভালবাসাতে, আমরা আর বাঁচিতে পারি না, কেন না, যে দিন প্রবল ঝাত্যা আসিবে, তখন বাহিরের প্রেমের ঘর, বাহিরের পুণ্যের ঘর চূর্ণ হইবে, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে আশা ভরসাও চলিয়া যাইবে। পিতঃ, তাই ডাকিতেছি, ভিতরে আসিয়া বস, তোমার সাহায্যে ভিতরের পাপ সকল তুলিয়া ফেলি। সেই গভীর স্থান হইতে অহঙ্কার, স্বার্থের কণ্টকগুলি তুলিয়া ফেলি, তাহা হইলে নিরাপদে তোমার সন্তানদিগের সেবা করিতে পারিব। যত দিন ভিতর ভাল হয় নাই, যত দিন ভিতরে কুটিলতা অশান্তি রহিয়াছে, তত দিন যেন সুখ আছে, সুখ আছে, শান্তি শান্তি না বলি। তুমি সেই অগ্নি লইয়া ভিতরে এস—যাহা সমুদয় পাপ দগ্ধ করে। তুমি অগ্নি দিয়া আমাদের হৃদয় সংস্কার কর, চরিত্র সংস্কার কর। বহুকাল হৃদয়ের পাপ-কলঙ্কে ভুগিতেছি। দেব, তুমি এস, প্রাণকে পবিত্র কর। সব ভাই ভগ্নী তোমার অগ্নি-সংস্কারে সংশোধিত এবং নূতন হইয়া, সকলকে পরিত্রাণের সংবাদ দিয়া আনন্দিত হই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

পরিবর্ত্তনের মধ্যে আশা

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, শনিবার, ২রা চৈত্র, ১৭৯৫ শক ,
১৪ই মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে প্রেমসিন্ধো, তোমার গরিব দুঃখী সন্তানেরা আবার তোমার শ্রীচরণতলে বসিয়া তোমাকে ডাকিতেছে। তোমার চরণের শোভা চিরকালই আছে, আবার যখন দুঃখীরা ঐ চরণতলে বসে, তাহার সৌন্দর্য্য আরও উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়। কাঙ্গালশরণ, যখন কাঙ্গালঁদের মধ্যে আসিয়া তুমি বস, তখন তোমার এই নামের প্রকৃত গৌরব, এবং স্বর্গীয় মহিমা আমরা বুঝিতে পারি। কাঙ্গালদের দুর্গতি তুমি দেখিতেছ। আমরা এক বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে না হইতে, আর এক বিপদে পড়িতেছি, এক শোকের হস্ত হইতে বাহির হইতে না হইতে, আবার আর এক শোকের হস্তে পড়িতেছি, এক শত্রুকে বিনাশ করিতে না করিতে, আর এক শত্রু আমাদিগকে আক্রমণ করিতেছে। এইরূপে আমাদের জীবনে পরিবর্ত্তনের স্রোত বরাবর চলিয়া আসিতেছে। জগদীশ, অন্তর্যামী হইয়া তুমি সকলই দেখিতেছ। এই সমুদয় পরিবর্ত্তনের মধ্যে বিশ্বাসীদের কাছে আশার কথা বল। তোমার মুখে আশার কথা না শুনিলে, তোমার সন্তানেরা তবে আর আশা ভরসা কোথায়—এই বলিয়া বিশ্বাস-রাজ্য ছাড়িয়া যাইবে। যাহারা তোমার বিশ্বাসী সন্তান, যাহারা যথার্থই তোমার পবিত্র আশ্রমে স্থান পাইয়াছে, তাহারা যে এ সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে অনেক আশা পাইতেছে। তাহারা যে কেবল এই দেখে—এত অন্ধকারের পরে কিরূপে আলোক আসিল, এত কঠোর শুষ্কতার পরে কোথা হইতে এত শান্তি-জল আসিল। যখন জীবনের ধর্ম্মগ্রন্থ তোমার বিধান জানিয়া

পড়ি, একবারও দেখি না যে, তুমি আমাদিগকে বিপদে ফেলিয়া চলিয়া গেলে। যতবার তোমাকে অবিশ্বাস করিয়া দূর করিয়া দিয়াছি, তত বার তুমি আরও কাছে আসিয়া সন্তান-বাৎসল্য দেখাইয়াছ। দীননাথ, দেখিলাম, তোমার যত্নে সকলেই বাঁচিল, কেহই মরিল না। পিতঃ, যাহাতে সকলের প্রাণে আশার সঞ্চার হয়, এখন এই আশীর্ব্বাদ কর। আশার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, আশা করিয়া তোমার প্রেমধামে চলিয়া যাইব, এই আশা বৃদ্ধি কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আশা

(ভারতাশ্রম, সায়ংকাল, শনিবার, ২রা চৈত্র, ১৭৯৫ শক ,
১৪ই মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে করুণাসিন্ধো, দীনহীন বিপন্ন ব্যক্তিদিগকে আশা দাও। পরীক্ষায় আন, আর বিপদেই ফেল, দেখ, নাথ, যেন আমাদের আশাকে কেহ বিনাশ করিতে না পারে। শেষ দিন পর্য্যন্ত আশায় বুক বাঁধিয়া সকল বিপদ সহ্য করিব। যদি আশা কাড়িয়া লও, তবে আমরা মরিলাম। আশা দাও, নাথ, মরিলেও বাঁচিব। যে আশা করে এত দিন তোমার চরণতলে পড়ে আছি, দয়াময়, সেই আশা পূর্ণ কর। পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য আসিবে, নরনারীদিগের মধ্যে আর মন্দ ভাব থাকিবেনা, সকলের মধ্যে প্রেমরাজ্য আসিবে, এই আশার সহিত আমরা সকলে প্রতিদিন তোমার রাজ্যে চলিতে পারি, আমাদের প্রতিজনের অন্তরে এমন আশা বিধান কর। আশা রাজ্যের রাজা তুমি, তোমার ঐ চরণতলে থাকিয়া

দেখিব, আমাদের আশা পূর্ণ হইতেছে, এবং দিন দিন নূতন আশার সঞ্চার হইতেছে। এইরূপে পরস্পরকে আশার কথা বলিয়া, তোমার পবিত্র প্রেম এবং শান্তিরাজ্যে চলিয়া যাইব, এই আশা করিয়া, সকল ভাই ভগ্নী মিলে ভক্তির সহিত তোমার চরণে বার বার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিধানের অধীন

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, রবিবার, ৩রা চৈত্র, ১৭৯৫ শক, ১৫ই মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে প্রেমময় দীনবন্ধু পরমেশ্বর, পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি আজ পর্য্যন্ত তুমি জগতের কল্যাণের জন্য ব্যস্ত হইয়া যে এত বিধান করিলে, তাহা কি আমার পরিত্রাণের জন্য? তুমি সকলের প্রভু, সকলের রাজা, সাধারণরূপে সকলের মঙ্গল করিতেছ, আমি কেন তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ হইব—আর যে তোমাকে এ নিদারুণ কথা বলিতে পারি না। তুমি যে দেখাইয়া দিলে, আমাদের প্রতিজনের জন্য তুমি ব্যস্ত, এবং সমস্ত জগতের সঙ্গে আমাদের প্রতিজনের নিগূঢ় সম্পর্ক, এইত জানি। চন্দ্র সূর্য্য তোমার ভৃত্য, বায়ু নদ নদী তোমার দাস, আমি কোথাকার কে, আমার জন্য তুমি এত করিলে? তোমার বিধান আমার নিজস্ব ধন, আমার পরিত্রাণের জন্য তুমি এত করিলে। এস, পিতঃ! তুমি যে দিন দিন নিকটস্থ হইলে, আরও নিকট হইবে, মনে মনে আশা হইতেছে। তুমি যে আমারই জন্য এবং এই কয়েকটী গরিব দুঃখীকে বাঁচাইবার জন্য এত করিতেছ। এত ভালবাস আমাদিগকে যে, বাছিয়া বাছিয়া স্বর্গের রত্ন হস্তে লইয়া, লুকাইয়া আমাদের ঘরে আসিয়া থাক।

আমরা তোমার অসাধু অবাধ্য সন্তান, তোমাকে আমাদের হৃদয়ের সমস্ত প্রেম অনুরাগ দিই না। দীননাথ! হৃদয়ের প্রেমভক্তি-ফুল নিজ হস্তে তুলিয়া লও, দেখিয়া আমরা কৃতার্থ হই।

দেব! এখন কি তুমি নিদ্রিত, না, সাধারণ ভাবে কাজ করিতেছ? এখন যে দিন দিন কাছে আসিতেছ, আর বুঝি, তোমাকে দূরস্থ দেবতা বলিয়া পূজা করিতে পারিব না, আর নীরস শুষ্কভাবে তোমাকে ডাকিতে পারিব না। সমস্ত পৃথিবীর লোকদিগকে, পরলোকবাসী সমুদয় সাধুদিগকেও আমাদের আপনার করিয়া দিলে। ভবিষ্যতে আরও প্রেম দিয়া, আমাদিগকে কিনিবার জন্য কতই করিবে। বুঝিতেছি, আমরা তোমাকে খুব ভালবাসিতে পারিব, সকল বিধানে তোমার মধুময় প্রেমের সম্পর্ক বুঝিতে পারিব, নতুবা বিধানকে এত নিকটবর্ত্তী দেখাইয়া দিতেছ কেন। নাও, পিতঃ! ব্রাহ্মসমাজের ভার নাও। অনেক পাপী তাপী কাঁদিতেছে, সকলকে বাঁচাও। যদি এ সমুদয় বিধানের এই অর্থ হয় যে, আমরা পরিত্রাণ পাইব, তাহা হইলে, হে করুণাসিন্ধো! শীঘ্র তোমার ইচ্ছা সুসিদ্ধ কর। আর যেন আমরা তোমার অবাধ্য অবিশ্বাসী না হই। এবার হইতে যেন তোমার বিধানের অনুগত হইয়া, তোমাকে বিশেষ প্রেম অনুরাগ দিতে পারি। তোমার বিশ্বাসী দাস দাসী হইয়া পাপ-কলঙ্ক ছাড়িব। সকলে মিলে তোমার বিধানের অধীন হইয়া সুখী হইব। এই আশা করিয়া, সকল ভাই ভগ্নী মিলে, ভক্তির সহিত তোমার শ্রীচরণে বারবার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

নিয়োগ-পত্র

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, সোমবার, ৪ঠা চৈত্র, ১৭৯৫ শক ,
১৬ই মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে প্রেমময় ঈশ্বর, তোমার আবির্ভাবের মধ্য দিয়া, তোমার মন্দির মধ্যে আসিয়া তোমার চরণতলে বসিলাম। প্রার্থনা করিবার জন্য আসিয়াছি, তুমি জান। হে মঙ্গলময়, ইহা জীবনে জানিয়াছি, তুমি যদি বিশ্বাস দাও, তাহা হইলে আনন্দের সহিত তোমার পবিত্র কার্য্য করিতে পারি। আর এক দিক দিয়া দেখিয়াছি, তোমার কার্য্য করিলে আবার বাঁচিয়া যাই। এই দুই কথাই যে সত্য, ইহা জীবনে বুঝিয়াছি। তোমার দত্ত পবিত্র ব্রত যে আলিঙ্গন করিয়াছে, সে বাঁচিবেই বাঁচিবে। আমরা দাসত্ব হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেই মারা যাইব। সেই জন্য তোমার কাছে মিনতি করিতেছি, যতদিন এই পৃথিবীতে বাঁচিব, এমন কোন দৃঢ় ব্রতে ব্রতী করিয়া দাও যে, কোন মতেই তাহা ছাড়িতে পারিব না। তোমার কৃপাগুণে এক একটী কাজ লইয়া, অনেক দিন হইতে তোমার চরণতলে পড়িয়া আছি। আমাদের কর্ম্ম-জীবনের ভূত বর্ত্তমান কাল দেখিলে ত মনে বড় আশা হয় , কিন্তু যদি ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখি, তাহা হইলে যে প্রাণ বিদীর্ণ হইয়া যায়। কত ঘোর বিপদ হইতে তুমি আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছ—এজন্য কি তুমি রক্ষা করিলে যে, একদিন আমরা তোমাকে ছাড়িয়া, তোমার পুত্র কন্যাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইব ? সকলই অসার বলিয়া বোধ হয়, প্রাণ কাঁদে, যদি ভবিষ্যতে মেঘ দেখি। পিতঃ, ভবিষ্যতের আকাশকে পরিষ্কার করিয়া দাও। ত্রিকাল মধ্যে আশা আনন্দ ভোগ করিয়া কৃতার্থ হই। দেখাও, ঐ এক এক জন পাপী ব্রত গ্রহণ করিয়া, চিরকালের

জন্ত তোমার ঘরে প্রবেশ করিল। তাহা হইলে আর ভবিষ্যৎ দেখিয়া আমরা ভীত হইব না। যদি আশ্রম ভাঙ্গিয়া যায়, যদি আদরের ভাই ভগ্নীরা আবার পাপের পথ অবলম্বন করেন, যদি আমাদের উপাসনার ভাব আবার শুষ্ক হইয়া যায়, তবে আমাদের কি হইবে, কেন আমরা এইরূপ ভয় করি? ভয় না করিয়াই বা কি করি—যদি তুমি অন্তরে বিশ্বাস আশা দিয়া ভবিষ্যৎ পরিষ্কার করিয়া না দাও। এই জন্ত বারবার বলিতেছি, প্রতিজনকে এক একটী ব্রত দাও। তোমার আদেশ শুনিয়া, তোমার কার্য্যভার গ্রহণ করি। তোমার রাজ্যের কার্য্য যখন আমার জন্ত স্থির হইল, তখন আর মরিব না। হে দীনহীনের গতি, হে বিশেষ বিধানের বিধাতা, হে আশ্রম-বাসীদের গুরু, আমাদের প্রতিজনকে ডাকিয়া, তোমার নিয়োগ-পত্রে দাস দাসীর নাম লিখিয়া দাও। আমাদের প্রত্যেকের নাম ধরিয়া তুমি দাস দাসী বলিয়া ডাক, প্রত্যেকের নিকটে তোমার কার্য্যের অনুজ্ঞা প্রচার কর। প্রতিজন চিরদিনের জন্ত তোমার হইলেন, আমরা দেখিয়া চিরজীবনের জন্ত সুখী হই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিধানে বিশেষ ব্রত

(ভারতাশ্রম, সায়ংকাল, সোমবার, ৪ঠা চৈত্র, ১৭৯৫ শক, ১৬ই মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে প্রেমময় জগতের অধিপতি, আমাদের আশ্রমের গুরু, আজ বিশেষরূপে তোমাকে আমরা প্রভু বলিয়া ডাকিতেছি। আমাদের সকলের হাতে এক একটী পবিত্র ব্রত অর্পণ কর। তোমার পবিত্র

ব্রতের স্পর্শে মানুষ পাপী থাকিলেও পবিত্র হয়। আমাদের বড় সৌভাগ্য যে, আমরা তোমার কার্য্য করিবার জন্য উদ্যোগী হইতেছি। আমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করিয়া দাও, নিরাশ হইতে দিও না। একটী ভাই কিম্বা একটী ভগ্নীও যেন তোমার ব্রত হইতে বিচ্ছিন্ন না থাকেন। তোমার বিধানের মধ্যে নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিজনের জন্য এক একটী বিশেষ ব্রত আছে। দাসদাসীদিগকে গ্রহণ কর। বড় আশা করিয়াছি, তোমার ঐ চরণতলে একটী দাস দাসীর পরিবার হইয়া, জীবনের সকল দুঃখ দূর করিব। চিরদিন তোমার কার্য্য করিব, এই সঙ্কল্প করিয়া, ভাই ভগ্নী সকলের হস্ত ধরিয়া, তোমার শ্রীচরণপদ্মে বারবার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রত্যেকে কি গৃহীত হইয়াছি?

(ভারতাশ্রম, মঙ্গলবার, ৫ই চৈত্র, ১৭৯৫ শক,
১৭ই মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃঃ)

প্রেমসিন্ধো, তুমি কি আমাদিগকে গ্রহণ করিয়াছ? এতদিন তোমার দয়া সম্ভোগ করিলাম, তোমার নামে অনেক অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে ভাই ভগ্নীর সম্পর্ক হইল, তথাপি ব্যাকুল প্রাণ জিজ্ঞাসা করে, তুমি কি আমাদিগকে গ্রহণ করিয়াছ? তুমি আমাদিগকে ডাকিয়াছ, আমরা সকলেই তোমার আশ্রয়ে বাস করিতেছি, ইহা স্বীকার করি, কেন না, তাহা না হইলে, কখনই আমরা এই দস্যুপূর্ণ সংসারে এত শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইতাম না। দেব, আমরা তোমার দ্বারা আনীত, ইহাতে ভুল নাই, কিন্তু তথাপি মনের উদ্বেগ

দূর হইল না। এই কথাটী বল, আমাদের প্রতিজনকে কি তুমি গ্রহণ করিয়াছ ? হে পরিশুদ্ধ ঈশ্বর, ইহা যে বলিতে পারিলাম না, তুমি প্রত্যেককে গ্রহণ করিয়াছ। তুমি যে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছ, যতক্ষণ এই পাপগুলি না ছাড়িবে, ততক্ষণ কেহই গৃহীত হইবে না। কবে বল, যে কারণে এখন আমাদিগকে গ্রহণ করিতেছ না, তাহা দূর হইবে ? তুমি যে পবিত্র ঈশ্বর, স্বর্গের রাজা, পাপকে প্রশ্রয় দিবে কিরূপে ? আশা করিয়া বসিয়া আছি, সেই দিনের জন্য, যে দিন বলিবে, আজ হইতে তোমাকে গ্রহণ করিলাম। গ্রহণ এখনও হয় নাই। সাধুরা তোমার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্থান পাইয়াছেন, কিন্তু আমরা এখনও দ্বারে পড়িয়া আছি। কবে আমাদের জীবনের গূঢ়তম পাপগুলি যাইবে, যখন সম্পূর্ণরূপে তুমি আমাদিগকে গ্রহণ করিবে। যিনি আমাদের সুখের জন্য এত আয়োজন এবং এত বিধান করিতেছেন, তিনি এখনও আমাদিগকে গ্রহণ করিতেছেন না, এই দুঃখ প্রাণ সহ্য করিতে পারে না। যাহাতে পাপীরা চিরকালের জন্য মুখের দোষ, হৃদয়ের দোষ, কায্যের দোষ, সকল কলঙ্ক ছাড়িয়া তোমার প্রেম-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে পারে, শীঘ্র তাহার উপায় অবলম্বন কর। একে একে সকলে নিষ্কলঙ্ক হইয়া, তোমার স্বর্গরাজ্যে স্থান লাভ করুক, তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অগ্নিময় আবির্ভাব

(ভারতাশ্রম, বুধবার, ৬ই চৈত্র, ১৭৯৫ শক,
১৮ই মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃঃ)

কৃপাসিন্ধু গুণনিধান পরমেশ্বর, তোমার ঘরে আসিয়া বসিয়া, বিনীতভাবে তোমার পদতলে পড়িয়া, তোমাকে ডাকিতেছি, তুমি আমাদের প্রার্থনা শুনিলেই সকল আশা পূর্ণ হইবে। কত প্রকার রোগের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইল, বলিতে পারি না। তোমার দয়াগুণে এক রোগ হইতে রক্ষা পাইলাম, আবার নূতনবিধ রোগ আসিয়া ঘেরিল। এমনই করে কত প্রকার রোগ দেখিলাম, চিনিলাম। যত দুরবস্থা মানুষের হইতে পারে, বোধ হয়, সকলই আমাদের মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। কত অন্ধকার, কত পরীক্ষায় পড়িলাম, আরও কত আসিবে, জানি না। একে শরীর মন দুর্ব্বল, আবার কোন্ প্রকার বিপাকে পড়িতে হইবে, জানি না। সকল অপেক্ষা ভয়ানক রোগ, গূঢ়তম পাপব্যাধি। হে দয়াময় ঈশ্বর, তোমার ঔষধ সেবন করিয়া অনেক রোগ হইতে বাঁচিয়াছি, কিন্তু সেই যে বিষম রোগ, যাহা প্রাণের মধ্যে লুকাইয়া থাকে, তাহা তোমার সহায়তা ভিন্ন কে দূর করিতে পারে? তুমি কি দেখ নাই, আমরা বারম্বার ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া, সেই সকল গূঢ় রোগের হাতে মরিতেছি। একবার মনে করি, বুঝি বাঁচিলাম, আবার দেখি, হৃদয় হইতে সেই সাপ উঠিয়া দংশন করিতেছে। একবার দেখি, তোমার প্রেমের আলোকে সমুদয় উজ্জল হইল, আবার দেখি, ভিতর হইতে অন্ধকার উঠিয়া সব আঁধার করিল। গূঢ় পাপকে বিদায় করিয়া দেওয়া, বড় কঠিন ব্রত। প্রেমের ঈশ্বর, তুমি না কি সকল পাপীকে উদ্ধার করিবে বলিয়া, এই ঘোর কলিতে,

পৃথিবীর এই পাপরাজ্যে আসিয়াছ, তাই বড় আশা করিয়া, দিন দিন তোমার কাছে আসিতেছি। সকলেই জানে, সেই গূঢ় পাপ কি, যাহা আমাদের মধ্যে প্রেমরাজ্য আসিতে দেয় না। শুনিয়াছি, সকল রাজ্যের এবং সকল কালের সাধুরা বলিয়াছেন—তোমার সহবাস অগ্নির মত মনের গূঢ়তম অপরাধ দগ্ধ করে। তাই প্রার্থনা করি, জগদ্বন্ধো, আমাদের হৃদয়ের গভীরতম স্থানে যাহাতে তোমার অগ্নি প্রবেশ করে, তাহা করে দাও। দয়াময়, অগ্নি হস্তে লইয়া, আমাদের হৃদয়ের গভীরতম স্থানে প্রবেশ করিয়া, গুপ্ত পাপ সকল দগ্ধ কর। তুমি অগ্নি লইয়া আমাদের মধ্যে এস, দেখি, ভাই ভগ্নীর ভিতরে কিছুই মলিনতা রহিল না, সব পরিষ্কার হইল। পাপ লুকাইয়া রাখা আমাদের স্বভাব, পরম চিকিৎসক, মনের ভিতরে তুমি অস্ত্র নিক্ষেপ কর, গূঢ় পাপ বিনাশ হইয়া যাক। তোমার অগ্নিময় আবির্ভাব আরও একটু গভীরতর স্থানে যাইতে বল। যত গূঢ় পাপ এবং গভীর ব্যাধি আছে, তোমার অগ্নিতে সমুদয় দগ্ধ হইবে, এই আশা করিয়া, সকল ভাই ভগ্নী মিলে, ভক্তির সহিত বার বার তোমার চরণে প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নারীজাতির নির্দ্দিষ্ট স্থান

(ভারতাশ্রম, বৃহস্পতিবার, ৭ই চৈত্র, ১৭৯৫ শক,
১৯শে মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে প্রেমময়, তুমি জান, ব্রাহ্মসমাজ চূর্ণ হইবে, যদি ভগ্নীরা তোমার প্রসাদে তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট স্থান গ্রহণ না করেন। করুণাময়, তোমাকে

মা বলিয়া ডাকিবে কে, যদি ভগ্নীরা তোমার কাছে না আসেন ? প্রেমসিন্ধো, ভগ্নীরা যদি তোমাকে তোমার কন্যার উপযুক্ত উপহার না দেন, তবে ত আমাদের ব্রাহ্মসমাজের আশা নাই, তবে যে সমুদয় ব্রাহ্মসমাজ মহাবিপ্লবে পড়িবে। ভগ্নীদিগের সহায়তা ভিন্ন তোমার বর্ত্তমান বিধানের অধীন হইয়া, কিরূপে একাকী আমরা তোমার স্বর্গরাজ্যের দিকে যাইব ? তাই ঐ চরণে হস্ত রাখিয়া তোমাকে ডাকিতেছি, যাহাতে সমুদয় ভগ্নীরা তোমার এই বিধানে যোগ দিয়া, তোমাকে মা বলিয়া ডাকিয়া, তোমার হস্তে তাঁহাদের সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিতে পারেন, এই আশীর্ব্বাদ কর। যেন তোমার পুত্র কন্যা কাহাকেও এই বিধানের বাহিরে থাকিতে না হয়। হে ঈশ্বর, কাহার কাছে অভিযোগ করিব ? অবিশ্বাস, নিরাশা, আলস্য, নির্জ্জীবতা আমাদের সর্ব্বনাশ করিল। বল, কবে আমাদের মধ্যে সেই সুন্দর প্রেমরাজ্য আসিবে, যখন পরস্পরের মুখের পানে তাকাইলে আশা, উৎসাহ, এবং আনন্দ বৃদ্ধি হইবে। যে ভগ্নীগুলি তোমার বিধানের মধ্যে আসিলেন, তোমার চরণতলে বসিয়া চিরকাল যেন ইঁহারা কোমল প্রীতি ও ভক্তি উপার্জ্জন করেন। এখন বুঝি, তাঁহারা জানেন না, তুমি কত সুন্দর এবং তুমি তাঁহাদিগকে কত ভালবাস, তাহা হইলে তাঁহারা একেবারে মোহিত হইয়া যাইবেন, এবং তাঁহাদের সমস্ত হৃদয় প্রাণ তোমার হস্তে সমর্পণ করিবেন। তখন তাঁহারা এত সুখী হইবেন যে, পৃথিবীতে আর সেরূপ সুখ কেহই পায় নাই। প্রেমময়, ভগ্নীদিগকে গ্রহণ করিয়া, গরিব দুঃখীদের অনেক কালের আশা পূর্ণ কর। তোমার চরণতলে ভাই ভগ্নী সকলে মিলিয়া পবিত্রভাবে বসিলে যে অবস্থা হয়, তাহা হইতে আর আমাদের জন্য উচ্চতর স্বর্গ কি আছে ? দয়াময়, তোমার পুত্র কন্যা সকলকে লইয়া, তোমার পবিত্র ঘর তুমি নির্ম্মাণ

করিবে, এই আশা করিয়া, ভাই ভগ্নী সকলে মিলিয়া, ভক্তির সহিত তোমার চরণে বার বার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিধানের লীলা

(ভারতাশ্রম, শুক্রবার, ৮ই চৈত্র, ১৭৯৫ শক,
২০শে মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃঃ)

করুণাসিন্ধো, মনের আকাশে চন্দ্রের স্থায় প্রকাশিত হইয়া, তুমি যে ভাবে সন্তানদিগকে ডাকিতেছ, তোমার প্রেমই বলিয়া দিতেছে, ব্যাকুল হইয়া তোমার কাছে যে যাহা চাহিবে, তাহাকে তুমি তাহা দিবে। কৃপা করিয়া তুমি ভিখারীদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর, অন্ধকার মুক্তিভিক্ষা দাও। বিধান যদি অন্ধকারে থাকে, তাহা মানা না মানা সমান। প্রাণেশ্বর, আমাদের এবং পৃথিবীর পরিত্রাণের জন্য তুমি এত আয়োজন করিতেছ, আমাদের চক্ষু যদি না দেখে, তবে যে বিশ্বাস সুদৃঢ় হয় না। দীনবন্ধো, আমাদের জন্য তুমি যাহা করিতেছ, তাহা বুঝাইয়া দাও। পিতা প্রাতঃকাল হইতে সন্তানদিগকে লইয়া কত করেন, সমস্ত দিন গোপনে তাহাদিগকে কত সামগ্রী দেন, এ সমুদয় লিখিলেই ধর্ম্মশাস্ত্র হয়, কিন্তু যে দেখিল, সেই ধন্য হইল। দুঃখের বিষয়, যিনি আমাদের জন্য এত করেন, তাঁহাকে আমরা দেখিতে চাই না। পিতঃ, আমাদিগকে তোমার সোণার ঘরের দিকে লইয়া যাইতেছ। এই বর্ত্তমান কালে আশ্রমের ভিতরে বসিয়া, তুমি প্রত্যেক সন্তানের জন্য কত কার্য্য করিতেছ, ইতিহাসে কেহই লিখিয়া শেষ করিতে পারে না, এবং এমন কবি নাই, যে সুন্দররূপে তাহা রচনা

করিতে পারে। পিতঃ, এক একটী সন্তানের জন্য তুমি কত কর, কেহ তাহা ভালরূপে দেখিল না, কোন পুস্তকে তাহা লিখিত হইল না। পিতঃ, আশ্রমবাসীদের জন্য যে এত করিলে, জগৎ বুঝিবে কিরূপে? যদি তোমার এ সকল আশ্চর্য্য ব্যাপার কেহই না দেখিল, এবং কেহই লিখিয়া না রাখিল, তবে পরে যাঁহারা আসিবেন, তাঁহাদের কি হইবে? তুমি কতকগুলি নারকীর উদ্ধার করিবার জন্য কত করিতেছ—যাঁহারা সম্ভোগ করিতেছেন, তাঁহারাই যখন দেখিলেন না, তখন জগতের লোক কিরূপে জানিবে? পিতঃ, আজকাল যে মেঘ আসিয়া তোমার সন্তানদিগের নয়ন ঢাকিয়াছে—যাহা তোমার বিধানকে দেখিতে দিতেছে না—শীঘ্র তাহা দূর করিয়া দাও। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছেলেরা যাহা বুঝিতে পারে, জ্ঞানীরা তাহা বুঝিতেছেন না, চক্ষে যাহা দেখিবার বস্তু, বুদ্ধি তাহা বুঝিতে গিয়া পরাস্ত হইতেছে। পিতঃ, এই অন্ধকারের সময়, স্পষ্টরূপে তোমার বিধান বুঝাইয়া দাও। অল্প বিশ্বাসের জন্য যাহারা সম্পূর্ণরূপে তোমার বিধানের অন্তর্গত হইতে পারিতেছে না, আলোক দেখাইয়া তাহাদিগকে রক্ষা কর। যাহারা মনে করে, এই বিধানের লোকদিগকে প্রেম দিলে প্রেম পাইব না, তাহাদের দুর্ব্বলতা দূর কর। বিধানের ভাই ভগ্নী বলিলে যে পরস্পরের প্রতি প্রেম মমতা হয়, আমাদের মধ্যে অচিরে তাহা উদ্দীপন কর। স্বর্গের বিধান হাতে লইয়া কেমন সুন্দররূপে, হে প্রেমময় বিধাতঃ, তুমি আশ্রমে দাঁড়াইয়া আছ, আমাদিগকে দেখিতে দাও। মনের কথা বুঝিয়া লও। তুমি বিধাতা হইয়া আসিয়াছ, বিধানের সামগ্রীগুলি বুঝাইয়া দাও। এক-বার প্রাণভরে সমুদয় বিধানের মধ্যে তোমাকে দেখে জন্ম সার্থক করি। আমরা পরস্পরকে চিনিতে পারি না, এ যন্ত্রণা কি সহ্য হয়? ইহাদের মুখ চিনাইয়া দাও, অন্ধকার পড়িয়াছে আমাদের চক্ষে, ইহাদিগকে

চিনিতে পারিতেছি না। তুমি কে? ইহারা কে? কে বুঝাইয়া দিবে? দাম্ভিক পণ্ডিতের অভিমান চূর্ণ হইল। যাহা ক্ষুদ্র বালক বালিকাদের নিকট অতি সহজ এবং সরল, জ্ঞানীরা তাহা বুঝিল না। প্রেমময় বিধাতঃ, তুমি নিজে তোমার বিধানের অর্থ বুঝাইয়া দাও। সকলে তোমার বিধান পাইয়াছি বলিয়া আনন্দিত হইব। তোমাকে চিনিয়া এবং সকলকে চিনিয়া কৃতার্থ হইব। এই আশা করিয়া, সকল ভাই ভগ্নী মিলে, বিনীতভাবে তোমার চরণে বার বার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

এখনও অনেক বাকি

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, শনিবার, ৯ই চৈত্র, ১৭৯৫ শক, ২১শে মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে প্রেমময় কৃপাসিন্ধো, চিরকালের পিতা মাতা, আশ্রমবাসী সন্তানগণ আবার তোমার চরণতলে প্রণত হইয়া, তোমার কাছে প্রার্থনা করিতে উদ্যত হইতেছে। আমাদের কথা তুমি না শুনিলে, কে শুনিবে? এত অপরাধ করিয়াছি, তোমার মত আর কে ক্ষমা করিতে পারে? পিতঃ, এতদিন গুরু হইয়া মুক্তির পথ দেখাইলে, নিজে বন্ধু হইয়া সেই পথে লইয়া গেলে, হঠাৎ কেন আমরা তোমার হস্ত ছাড়িয়া দিলাম? ভবসাগর কি একটী ক্ষুদ্র সরোবর যে, খানিকটা তুমি কাণ্ডারী হইয়া লইয়া গেলে, পরে তোমাকে ছাড়িয়া দিলেও চলে? আমাদের ঘরের ভিতর কি সামান্য কলহ বিবাদ যে, তোমাকে ছাড়িয়া আমরা প্রেমের মিলন করিতে পারিব? তোমার শাস্ত্র কি এত ছোট যে, পাঁচ দিন পড়িলেই তাহা শেষ হইয়া যায়? তোমার সৌন্দর্য্য কি

এতই সামান্য যে, দুই এক দিন দেখিলে আর তাহা দেখিতে ইচ্ছা হয় না? হে ঈশ্বর, বল আমরা যে তোমার উপাসনা করি, ইহা কি কতকগুলি মুখস্থ বাক্যের ব্যাপার? আমাদের উপাসনার ভিতরে নূতন কিছু কি আবিষ্কার করিবার থাকে না? তোমাকে ছাড়িয়া কেবল উপাসনার কতকগুলি অভ্যস্ত শব্দ বলিয়া আমরা বাঁচিতে পারি? ভবসাগরের ঢেউ কিনারা পর্য্যন্ত দেখিতেছি, কেমন করে, হে ভব-কাণ্ডারী, তোমার সহায়তা ভিন্ন এই জীর্ণ তরী লইয়া ওপারে যাইব? আমাদের মধ্যে অনেক বিবাদের বীজ আছে, তোমার কৃপা ভিন্ন কিরূপে এখন প্রেমের মিলন হইবে? তোমার প্রেমমুখ দেখিলে, কোন বিপদের ভয় থাকে না, তোমার ঐ সুন্দর মুখ দেখিবার জন্য তুমি আমাদের মনে লোভ উদ্দীপন কর, যাহাতে শেষ দিন পর্য্যন্ত তোমার দিকে তাকাইয়া থাকিতে পারি। কোথা হইতে আমাদের মনে এই ভাব আসিল যে, যাহা শিখিবার আমরা শিখিয়াছি, আর তোমার কাছে আমাদের কিছু শিখিবার নাই? যখন জীবনের একটী পাতাও ভাল করিয়া শিখি নাই, এবং পদে পদে নিজের মূর্খতা ও নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিতেছি, তখন কি সাহসে তোমাকে ছাড়িয়া এত বড় তরঙ্গপূর্ণ ভবসাগর পার হইব, অহঙ্কার করিতেছি? এতই কি আমাদের বিশ্বাস, প্রেম এবং পবিত্রতা সঞ্চিত হইয়াছে যে, গুরুর হস্ত ছাড়িয়া, যেখানে অবিশ্বাস, নিরাশা-দৈত্য সকল বেড়ায়, সেখানে নির্ভয়ে চলিতে পারি? অল্প বয়সে কেন অধিক বয়স হইয়াছে বলিয়া কল্পনা করিয়া মরিতেছি? প্রাণ জানে গুপ্ত কথা, তোমার কাছে দুদণ্ড বসিয়া, মোহিত হইলাম কৈ? এখনও অনেক বাকি, কিন্তু তোমার সুখময় সহবাসের যে আস্বাদন পাইয়াছি, তাহাতে আশা হয়, আর আমাদের সুখের শেষ হইবে না। তাই বলিতেছি, শিষ্য যেমন গুরুর মুখের দিকে তাকাইয়া

ক্রমাগত তাঁহার অমৃতপূর্ণ উপদেশ শুনে, এবং গুরুর এক একটী সুধাময় কথা বিন্দু বিন্দু পড়িয়া, শিষ্যের প্রাণ শীতল করে, সেইরূপ, পিতঃ, তুমি গুরু হইয়া আমাদের প্রতিজনের সঙ্গে কথা কহ। তুমি বলিতে শ্রান্ত হইবে না, আমরাও শুনিতে শ্রান্ত হইব না। তোমাকে ছাড়িয়া আর যেন শৈশবাবস্থায় অধিক বয়সের অহঙ্কার করিয়া আপনার প্রাণ বধ না করি। অনেক সহজ সহজ সত্য এখনও আমাদের বুঝিবার বাকি আছে। আমাদের বিশ্বাস-চক্ষু খুলিয়া দিয়া, তোমার বিধান বুঝাইয়া দাও। প্রেমময়, এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রেমের গুরু

(ভারতাশ্রম, সায়ংকাল, শনিবার, ৯ই চৈত্র, ১৭৯৫ শক,
২১শে মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে কৃপাময় পরমেশ্বর, পরীক্ষা আনিয়াছ, আমাদিগকে ভাল করিবার জন্য। অহঙ্কার চূর্ণ হইবে। তোমার উপরে চিরকাল গুরু বলিয়া নির্ভর করিতে হইবে। জগদীশ, রক্ষা কর, সংসারে অনেক প্রলোভন, অনেক পরীক্ষা! গুরু ছাড়া একদিনও বাঁচিতে পারি না। বিনীত শিষ্য এবং সরল বালক হইয়া তোমার চরণতলে পড়ে থাকি। পিতঃ, তুমি গুরু হয়ে ক্রমাগত শিক্ষা দাও। গুরুর কার্য্য তুমি চিরদিন কর, শিষ্যের কার্য্য আমরা চিরদিন করি। পরীক্ষায় দেখিলাম, আমাদের মধ্যে যে প্রেমরাজ্য আসিয়াছে, তাহা ক্ষণভঙ্গুর। আজ যাহাদিগকে আপনার বলিয়া বোধ হয়, কাল তাহারা পর হয়, অতএব, চিরকালের ভাই কে, ভগ্নী কে, তুমি বুঝাইয়া দাও। পরস্পরকে চিনাইয়া দাও।

আর শিখিব না বলিয়া, অবাধ্যতা দেখাইয়া, গুরুর বিরুদ্ধে মহা অপরাধ করিয়াছি। পিতঃ, ক্ষমা কর, চিরকাল তোমার অমৃতপূর্ণ কথা শুনিব, ভাই ভগ্নী সকলে মিলে তোমার কাছে আরও কত শিখিব, হে প্রেমময় গুরো, এই আশা করিয়া, ভক্তি বিনয়ের সহিত, তোমার চরণে বার বার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সমুদয় বিধান লইয়া অবতরণ

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, রবিবার, ১০ই চৈত্র, ১৭৯৫ শক,
২২শে মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে ঈশ্বর। কি আশ্চর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্র তুমি আমাদের চক্ষের কাছে ধরিয়াছ, কিন্তু হতভাগ্য আমরা, ভাল করিয়া তোমার শাস্ত্র পড়িলাম না। জানি না যে, আমাদের ধর্ম্ম সমস্ত পৃথিবীর ধর্ম্ম, তাই মনে করি, আমরা মরিলে, বুঝি, আমাদের ধর্ম্মের চিহ্ন মাত্র থাকিবে না। তুমি সৃষ্টির আরম্ভ হইতে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিতেছ, ইহা ভাবিলে যে হৃদয় প্রশস্ত হয়। প্রেমসিন্ধো। দেখিলাম, তোমার বলে সমুদয় ধর্ম্মের মীমাংসা হইল, বিবাদ রহিল না, সমুদয় সত্যেব মিলন হইল। তোমার সমুদয় সাধুদিগকে যেন হৃদয়ের ভিতরে স্থান দিতে পারি। তুমি যে, দয়াময়। আমাদিগকে প্রেমমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছ।

হে প্রেমময় ঈশ্বর। সমুদয় বিধান হাতে লইয়া তুমি আমাদের কাছে আসিয়াছ। তুমি অনন্তকালের দেবতা। তোমার পদতলে একটী ধর্ম্মগ্রন্থ নহে, কিন্তু শত শত গ্রন্থ রহিয়াছে। তোমার সমুদয় সাধু সন্তানদিগকে সঙ্গে লইয়া তুমি আসিয়াছ, সকলই আমাদের জন্য

করিয়াছ। কৃপাসিন্ধো! তুমি জগতের রাজা হইয়া আমাদের বিশেষ দয়া করিতেছ। কেমন করিয়া তোমার দয়া ভুলিব? এত বড় ধর্ম্মশাস্ত্র তুমি আমাদের কাছে ধরিলে। দেশ বিদেশের এবং সকল সময়ের সাধু আত্মাদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া তোমার পূজা করিব। পৃথিবীর সমুদয় সাধুদিগকে আমাদের হৃদয়ে আসিতে দাও। সকলকে এই বর্ত্তমান বিধানের অনুকূল কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

উপাসনা ঘরের প্রভাব

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, সোমবার, ১১ই চৈত্র, ১৭৯৫ শক,
২৩শে মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে কৃপাসিন্ধু পতিতপাবন, ভিখারীর বেশে তোমার কাছে আসিয়াছি, কেন না ভিক্ষা-ব্রত দিয়া, তুমি আমাদিগকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছ। ভিক্ষাই আমাদের জীবনের অবলম্বন। আমাদের সমুদয় উপজীবিকা ভিক্ষার উপর নির্ভর করে। তাই আজ আবার তোমার কাছে দীন দুঃখীরা ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। যতই নূতন নূতন অভাব দেখি, ততই তোমাকে ডাকিতে হয়। তুমি ত বিদায় করিয়া দিবে না, বরং দয়া করিয়া পুত্র কন্যাদের কথা শুনিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত রহিয়াছ। নাথ, যখন তোমার কাছে থাকি, তোমার পবিত্র প্রেম আসিয়া আমাদের হৃদয় পূর্ণ করে. সেই সময় সমুদয় পাপ অধর্ম্ম চলিয়া যায়। সেই ক্ষমতা এই উপাসনা ঘরে আছে, যাহা স্বার্থপরতা এবং অহঙ্কার একেবারে বিনাশ করে। নাথ, আমাদিগকে লইয়া যাহা করিবে, এই ঘরে করিয়া লও। এই ঘরে যদি আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ

না হয়, তবে বাহিরে গেলে যে শত্রুরা আরও প্রশ্রয় পাইয়া আমাদিগকে বিনাশ করিবে। তোমার সেই ঘরগুলি পৃথিবীতে অতি উচ্চ এবং পবিত্র, যেখানে তুমি দুঃখীদের কথা শুন। যদি অন্ধকে চক্ষু দিয়া থাক, যদি মহাপাতকীকেও তোমার ঐ চরণ স্পর্শ করিয়া থাকে, তাহা তোমার উপাসনা ঘরে। দেখ, এই ঘরে তোমার পুত্র কন্যারা বসিয়া আছেন। প্রেমের আগুন জ্বালিলেই সকলের হৃদয় গলিয়া যাইবে। গলিয়া গেলে, তুমি তোমার ইচ্ছামত গড়িতে পারিবে, বাহিরে গেলে আবার যখন কঠিন হইবে, তখন আর কিছুই হইবে না। এই ঘরে তোমার মুখচন্দ্রের জ্যোৎস্না পড়িয়া আমাদের মুখের শ্রী হয়। যাই ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাই, তখন আবার পরস্পরের মুখে পৃথিবীর মলিনতা দেখিতে হয়, তখন মুখ মলিন, এবং পর বলিয়া বোধ হয়। যে মুখগুলি দেখিলে ভালবাসা হয়, সেই মুখগুলি এই ঘরে দেখিতে পাই। কোথাও গেলে জয়ী হইব না, ভাইকে যদি ভালবাসিতে পারি, ভগ্নীকে যদি শ্রদ্ধা করিতে পারি, এই ঘরে। স্থানান্তর হইলে ভাবান্তর হইবে। হে ঈশ্বর, কত আশ্চর্য্য কার্য্য তুমি সম্পন্ন কর, তোমার উপাসনা ঘরে। তোমার আবির্ভাবে এই ঘরে সকলের প্রাণ বিগলিত হইল। তোমার প্রেমের পূর্ণতা এখানে সকলের মনকে আচ্ছাদন করিল। এই ঘর সেই ঘর, যেখানে মনুষ্য দেবতা হয়, এবং নরকে স্বর্গ হয়। যাহা হবে, এ ঘরে হবে, এ ঘরে যাহা না হবে, সভা করে, তর্ক করে, রাত্রি জাগরণ করে তাহা হবে না। তোমাকে ছাড়িয়া কে কখন প্রেম-পরিবার স্থাপন করিয়াছে? পিতঃ, যদি প্রভু হইয়া এই ঘরখানি সাজাইয়াছ, তবে দাসদাসীদিগকে লইয়া সেই পবিত্র পরিবার স্থাপন কর, আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে তুমি মিলন করিয়া দাও। মনের কথা বুঝিয়া লও, মনের ভিতর থাকিয়া। যাহা করিবে, এই ঘরে বসিয়া করিয়া লও।

প্রাণের মিলন, প্রেমের মিলন করিয়া দাও। পিতঃ, পরস্পরকে ভালবাসিয়া আমরা সুখী হই। তাহা হইলে তোমার বিধান সম্পন্ন হইবে। হে প্রেমময়, এই কয়জন দুঃখীর হৃদয়ের মধ্যে প্রেমরাজ্য স্থাপন কর। এই তোমার চরণ ধরিয়া প্রার্থনা করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শান্তি-নিকেতন

(ভারতাশ্রম, সায়ংকাল, সোমবার, ১১ই চৈত্র, ১৭৯৫ শক, ২৩শে মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে স্বর্গীয় পিতঃ, নরকের ভিতর যদি কেহ স্বর্গ স্থাপন করিতে পারে, এই অপ্রেমের শ্মশানের মধ্যে যদি কেহ প্রেমরাজ্য স্থাপন করিতে পারে, সে ব্যক্তি কেবল তুমি। এই বাড়ীতে থাকিয়া, পিতঃ, সকলকে এক করিয়া এই তপ্ত হৃদয়ের সাধ মিটাও। চারিদিকে মরুভূমি, অন্ধকার দেখিয়া তোমার চরণ ধরিয়াছি। এই ঘর যে তোমার প্রেমের বিদ্যালয়, এই ঘরে যে গুরু শিষ্যের মিলন হয়। তোমার এমন সুন্দর মুখ দেখে কি প্রাণ এখনও গলিল না? প্রেমসিন্ধো, সকলের হৃদয়ে এসে অবতীর্ণ হও। আর দুঃখের সংসারে কেন পড়িয়া থাকি। বল, হে ঈশ্বর, আমরা সকলে মিলিত হইয়াছি, সকলের প্রাণ পরস্পরের সঙ্গে গ্রথিত হইয়াছে। প্রেমময়, এখন তোমার ঘরের দিকে লইয়া যাও। প্রাণের ভাই, প্রাণের ভগ্নীদিগকে ভালবাসিয়া তোমার দিকে লইয়া যাই। যে শ্রীপাদপদ্ম বুকে ধরিলে কঠোরতা থাকে না, আমাদের মস্তকের উপর উহা স্থাপন কর। অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া, স্বার্থপরতা বিসর্জ্জন দিয়া, আপনার বলে সকলকে গ্রহণ করিব। সুখের পরিবার, শান্তিনিকেতন

এইটী হইবে। এই আশা করে, ভাই ভগ্নী সকলে মিলে, ভক্তির সহিত তোমার শ্রীচরণে বার বার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

একান্ত নির্ভর

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ১২ই চৈত্র, ১৭৯৫ শক, ২৪শে মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে প্রেমসিন্ধো, দয়ার সাগর, ধর্ম্মরাজ্যের রাজা হইয়া কত প্রকার বিধান করিতেছ—মনুষ্যসন্তানদিগকে পরিত্রাণ দিবার জন্য। আমরাও পরিত্রাণের জন্য আসিয়াছি, আমাদের জন্যও অবশ্য তোমার বিধান আছে। পিতঃ, আমাদিগকে খাওয়াও, বিপদ পরীক্ষা হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর। তুমি আমাদের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছ, তাই আমাদের আহ্লাদ হয়। আমাদের ভার কোন মনুষ্যের উপরে নাই। আমাদের সকলের এবং প্রত্যেকের ভার কেবল তোমারই হস্তে। আমরা কেবল তোমার শ্রীচরণতলে পড়িয়া, তোমারই মুখের পানে তাকাইয়া থাকিব। তোমার উপর একান্ত নির্ভর করিয়া পড়িয়া আছি। প্রেমময় বিধাতঃ, তোমার বিধান পূর্ণ করিবার জন্য তোমার এই দাস কত যত্ন করিল, তুমি তাহা দেখিয়াছ, কিন্তু মনুষ্য দ্বারা কখনও কাহারও পরিত্রাণ হয় নাই, মনুষ্যের উপর নির্ভর করিয়া কেহ কখনও বাঁচে নাই। পিতঃ, কেন আর আমরা মনুষ্যের উপর নির্ভর করিব? তুমি যে বিধানের সমস্ত ভার তোমার নিজ হস্তে লইয়াছ। পিতঃ, এস, প্রত্যেক ভাই ভগ্নীর অন্তরে তুমি নিজে কার্য্য কর, কাহাকেও মধ্যবর্ত্তী হইতে দিও না। কোন পুস্তক কিম্বা কাহারও

উপদেশের উপর নির্ভর করিয়া যেন আমরা জীবনকে বিনাশ না করি, তুমি নিজে গুরু হইয়া আমাদিগকে বাঁচাও। যে তোমার কথা না শুনে, ভাল কথা বলিয়া, কিম্বা উপাসনা শুনাইয়া, কি কেহ তাহাকে ভাল করিতে পারে? তুমি নিজে আমাদের প্রত্যেকের কাছে থাকিয়া, এই বিধানের অন্তর্গত সকলের ভার লইয়াছ, ব্রাহ্ম পরিবারদিগের, এই ক্ষুদ্র বালক বালিকাদিগের সকলের ভার তোমার হস্তে। এবারকার বিধানের সমস্ত ভার তোমার হস্তে, তবে কেন মনে করিব, অন্য স্থান হইতে জ্যোতি, বল আসিবে? পিতঃ, তোমার বিধান না বুঝিয়াই আমাদের সর্ব্বনাশ হইল। ইহারই জন্য মনুষ্যের কুবুদ্ধি, অপ্রেম গেল না। ম্লান মুখ প্রফুল্ল হইল না। তোমারই শ্রীমুখের দিকে তাকাইলে পরিত্রাণ। নিজে প্রত্যেকের হৃদয়ে আসিয়া বস, দেখি, তোমার মধুময় আবির্ভাব সকলের প্রাণ অধিকার করিল। ভ্রাতাদের ভগ্নীদের মুখ তখন উজ্জ্বল হইবে, যখন দেখিব, তুমি তাঁহাদের অন্তরে অবতীর্ণ হইয়াছ। আমাদের নিজের এবং অন্যের বুদ্ধিতে কিছুই করিতে পারিব না, কিন্তু সকলে মিলে তোমার পানে তাকাইলে, সকলই হইবে। তোমার চরণে একান্ত নির্ভর যাহাতে হয়, তাহা কর। নিজে শাস্ত্র, গুরু এবং সহায় হও। সকলকে তুমি তোমার সন্তান বলিয়া গ্রহণ করিলে, ইহা দেখিয়া জন্ম সফল করি। সকলের অন্তরে তোমারই আবির্ভাবের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছি। সেই শুভদিন আনিয়া আমাদের সকলের মধ্যে আনন্দ প্রফুল্লতা বিস্তার কর, এই তোমার নিকট বিনীত প্রার্থনা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

তুমি নেতা হও

(ভারতাশ্রম, সায়ংকাল, মঙ্গলবার, ১২ই চৈত্র, ১৭৯৫ শক ,
২৪শে মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে পিতঃ, প্রেমসিন্ধো, তোমাকে কথায় কেহ ভুলাইতে পারে না। আমাদের মধ্যে সকলেই তোমাকে বিশ্বাস করেন কি না, তোমার বিধান বুঝিতে পারিতেছেন কি না, এ সকল গুপ্ত কথা কেবল তুমি জান। কথা কহিয়া কেহ কাহাকেও বিশ্বাসী করিতে পারিবে না, তুমি যাহাদিগকে ডাকিয়া তোমার বিধান বুঝাইয়া দিবে, তাহারাই বিশ্বাস করিবে। তাই বলিতেছি, পিতঃ, তুমি গুরু হও। করুণাসিন্ধো, আশীর্ব্বাদ কর, কেহ্ যেন মানুষের মুখের দিকে না তাকায়। মনুষ্যের ভাল আদেশও মনকে শুকাইয়া দেয়, তুমি যদি নেতা না হও, মনুষ্য নেতা হইলে মৃত্যু। পৃথিবীর গুরু, বন্ধু, সহায়, কেহই বাঁচাইতে পারে না। তুমি সকলকে মন্ত্র দাও। তুমি আগে সকলকে ডাকিয়া আন, পরে তোমার আজ্ঞা শুনিয়া, এ জীবন তাঁহাদের সেবায় নিয়োজিত করিব। আগে তুমি সকলকে উপদেশ দাও, তবে তোমার আদেশ মত আমরা যত চেষ্টা করিব, সমুদয় সফল হইবে। তোমার আশ্রম তোমার শ্রীচরণতলে রহিল, আমরা ঐ চরণতলে বসিয়া তোমাকেই 'দয়াময়, দয়াময়' বলিয়া ডাকিব। কষ্ট কি, জানিব না, কেন না সকলেই ইহা বুঝিয়া আনন্দিত থাকিব যে, একজন আমাদের পিতা, একজন আমাদের প্রভু। সকলেই আমরা তোমার সন্তান, তোমার দাস দাসী, ইহা ভাবিয়া, ইহা বিশ্বাস করিয়া, তোমার শ্রীচরণতলে সুখে জীবনযাপন করিব, এই আশা করিয়া, তোমার শ্রীচরণে ভাই ভগ্নী সকলে মিলিয়া, ভক্তির সহিত বার বার প্রণাম করি। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

কারও সেই ব্যাকুলতা নাই

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বুধবার, ১৩ই চৈত্র, ১৭৯৫ শক ,
২৫শে মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে প্রেমময় করুণাসিন্ধু পরমেশ্বর, তোমার ভিখারী সন্তানেরা আবার তোমার কাছে ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছে। তোমার ভিক্ষা দেওয়াও ফুরাইবে না, আমাদের ভিক্ষা চাওয়াও ফুরাইবে না। "ভিক্ষা দাও—দেব, ভিক্ষা দাও—দেব," চিরকালই তোমাকে আমরা এই কথা বলিব। তুমি অঙ্গীকার করিয়াছ—যে যাহা চাহিবে, তাহাকে তাহা দিবে, এই জন্য তোমার কাছে প্রার্থনা করিতেছি। করুণাময়, তুমি যে অনেকবার গুরু হইয়া বুঝাইয়া দিয়াছ, তোমার কাছে না চাহিলে, কিছুই পাইব না। যদি ব্যাকুল অন্তরে, প্রাণের সহিত তোমার কাছে সরল প্রার্থনা করিতাম, তবে কি আমাদের মধ্যে এত অবিশ্বাস এবং এত অপ্রেম থাকিত? যথার্থই কি মনের সহিত আমরা চাই যে, আমাদের সকল ভাই ভগ্নীকে ভালবাসিয়া, একটী সুখের পরিবার হইব? প্রাণ যদি কাঁদিত, সকলকে লইয়া স্বর্গধামে যাইতে—তবে কি আশ্রমের এই দুর্দ্দশা থাকিত? জীবনের ইতিহাস কি নাই, সত্য কি ডুবিয়া গিয়াছে? সেই তোমার কাছে যতবার চাহিয়াছি, ততবার কি তুমি দাও নাই? এখন এই কথা কি জগৎকে বলিব, "স্বর্গরাজ্য আনিয়া দাও, স্বর্গরাজ্য আনিয়া দাও," বলিয়া অনেকবার পিতাকে অনুরোধ করিলাম, কিন্তু তিনি কিছুই করিলেন না? হা ঈশ্বর, বল, তুমি কি প্রার্থনা শুন না? তুমি কি কথা কও না? এক বিন্দু চক্ষের জল তোমার চরণে পড়িলে, তুমি কি রাগ করিয়া মুছিয়া ফেল? দুঃখীদিগকে কি তুমি স্বর্গের সিঁড়ি হইতে ফেলিয়া দাও? যে জিহ্বা এই কথা বলিয়া কলঙ্কিত

হয়, সেই জিহ্বাকে উৎপাটিত করিয়া ফেল। পিতঃ, তোমার কাছে চাহিলে তুমি দাও না, এই পাপ কথা কাহারও মুখে আনিতে দিও না। কৈ, এই আশ্রমের ভিতর যে একজনকেও দেখিতে পাই না, যিনি ব্যাকুল অন্তরে তোমাকে এই কথা বলেন, পিতঃ, আর সহ্য হয় না, এখন সকলকে লইয়া তোমার স্বর্গে যাইতে দাও। আমাদের সেই ব্যাকুলতা নাই। যখন চারিদিকে ঘোর অন্ধকার দেখি, কেহ কাহাকেও ভাই বলে না, তখন বড় দুঃখ পাইয়া এক এক বার ইচ্ছা হয়, সকলকে লইয়া তোমার প্রেমধামে যাই, কিন্তু তেমন ইচ্ছা কৈ যে, সমস্ত জীবনে মনের রক্ত দিয়া, ভাই ভগ্নীদের চরণ ধৌত করিয়া দি। পরমেশ্বর, ব্যাকুল অন্তরের প্রার্থনা কি, একবার আমাদিগকে বুঝাইয়া দাও। দীননাথ, প্রতিদিনের প্রাতঃকালের ব্যাপার দেখাইয়া, আমাদিগকে কত সুখী করিতেছ। অন্য সুখে নয়, কিন্তু তোমার নিজের সুখে আমাদিগকে সুখী করিবার জন্য তুমি কত করিতেছ, আমরা নিতান্ত কঠোর, তোমাকে কৃতজ্ঞতা দিলাম না। আমি বিশ্বাস করিতে চাই, এবং ভাই ভগ্নীদিগকে বিশ্বাস করাইতে চাই। যে বলে, ব্যাকুল অন্তরে তোমার কাছে কিছু প্রার্থনা করে পায় নাই, সে মিথ্যাবাদী। পরস্পরকে ভালবাসিতে আমাদের ইচ্ছা নাই। বাল্যকাল হইতে যত্ন করে স্বার্থ-পরতা-বিষ পুষিয়া রাখিয়াছি, অন্যের ভাল হয়, অন্যের সুখ হয়, ইহা আমরা ইচ্ছা করি না। পিতঃ, কতবার তোমার প্রেমমুখ দেখাইলে, কিন্তু কিছুতেই দুরন্ত চতুরদের মন বশীভূত হইল না। এবার এমন বল আনিয়া দাও, এমন মহিমা দেখাও, যাহাতে শীঘ্রই এই আশ্রমটী স্বর্গরাজ্য হইয়া যায়।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পরস্পরকে চাই না

(ভারতাশ্রম, সায়ংকাল, বুধবার, ১৩ই চৈত্র, ১৭৯৫ শক ;
২৫শে মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে সর্ব্বসুখদাতা, আনন্দময় সুখসিন্ধু পরমেশ্বর, দেখ, আমরা যে অবস্থায় আছি, ইহা দেখিয়া লোকে বলিবে, আমরা তোমার কাছে সুখ পাই না। পাঁচ জন মিলে তোমার সেবা করিলে ভয়ানক কষ্ট হয়, এত দিন পরে কি আমাদের ইতিহাসের শেষ পরিচ্ছেদে ইহা লিখিতে হইবে? আমরা কি পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইবার সময় তোমার "আনন্দময়" নাম মুছিয়া দিয়া, 'দুঃখময়' নাম লিখিয়া যাইব? ঈশ্বর, বড় জঘন্য কথা উঠিল, শেষে কি এই কথা শুনিতে হইল যে, এই কয়টী সন্তানকে তুমি সুখী করিতে পার না? সকলে মিলে তোমার সেবা করিতে গিয়া, যদি আমরা দুঃখী হইয়া থাকি, তবে ইহার গূঢ় কারণ এই যে, এখনও আমাদের পরস্পরকে পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা আছে। পিতঃ, তুমি সুখময়, যদি সহস্র লোক এই কথার প্রতিবাদ করে, মানিব না। আশ্রমকে সুখধাম করিবে বলিয়া তুমি ব্যস্ত, কিন্তু পাছে তোমার "সুখময়" নাম শুনে, জগতের দুঃখীরা তোমার ঘরে এসে বেঁচে যায়, এবং ইহা দেখিয়া সকল স্থানে এমন এক একটী সুন্দর আশ্রম নির্ম্মিত হয়, ইহা বুঝি, ভাই ভগ্নীদের মনে সহ্য হইল না। তাই তোমাকে অপমান করিয়া, এবং আমাকে দুঃসহ যন্ত্রণা দিয়া, তোমার বিধান দগ্ধ করিবার জন্য—সকলে মিলে তোমার এবং তোমার প্রিয় পরিবারের সেবা করিলে সুখ নাই—তোমার আশ্রমের উপর এই কলঙ্ক দিয়া, ভাই ভগ্নীরা চলিয়া যাইতে উদ্যত। হে সুখস্বরূপ, এস, কত সুখ দিতে পার, দাও। আর বলিতে পারি না। দুঃখী মহাপাপী আমরা,

আমাদিগকে এত সুখ দিলে ? উপাসনাতে এত সুখ, আবার এই দুঃখী ভাই ভগ্নীদিগকে সঙ্গে লয়ে তোমাকে ডাকিলে এত সুখ হয়, ইহা ত জানিতাম না। নরাধমের মুখ দিয়া বাহির হইল—আরও সুখ দাও। সুখের ঘর নির্ম্মাণ কর। যাঁহারা বিঘ্ন দিতেছেন, তাঁহাদের মন ভাল করিয়া দাও। আর আমাদিগকে দুর্ব্বুদ্ধি-পরবশ হইয়া অবিশ্বাসের আগুনে দগ্ধ হইতে দিও না। পরস্পরকে ভালবাসিয়া, পরস্পরের সেবা করিয়া, এবং সকলকে সুখে রাখিয়া, পুণ্য সঞ্চয় করিব, এই আশা করিয়া, সমুদয় ভাই ভগ্নী মিলে, ভক্তির সহিত তোমার শ্রীচরণে বার বার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রেমে ব্যবধান নাই

(ভারতাশ্রম, বৃহস্পতিবার, ১৪ই চৈত্র, ১৭৯৫ শক, ২৬শে মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃঃ)

প্রেমসিন্ধো, চিরকালের দয়াময় পিতঃ, তোমার প্রেমপূর্ণ সহবাস মধ্যে থাকিয়া, কাতর অন্তরে তোমার কাছে প্রার্থনা করিতেছি। ভক্তবৎসল তুমি, ভক্তির সহিত তোমার কাছে যাহা চাহিব, তাহাই পাইব। তুমি প্রেমসিন্ধু, প্রেমের মিলন কি আশ্চর্য্য, যাঁহাদিগকে তুমি তোমার দাস বলিয়া চিহ্নিত করিয়া লও, তাঁহাদের মধ্যে আর ভিন্নতা থাকে না, তোমার প্রেমে গলিয়া তাঁহারা এক হইয়া যান। যাঁহারা তোমাকে ভালবাসিতে পারেন, তাঁহাদের শরীর, হস্ত সহস্র সহস্র রহিল, ক্ষতি কি ? তাঁহারা যে বিশ্বাস প্রেমে এক হইয়া গিয়াছেন। আমাদের এই আশা, যে প্রেমের মিলন এতবার ভাবিয়াছি, তাহা চক্ষে দেখিব,

কিন্তু স্বর্গ পৃথিবীতে যত প্রভেদ, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা হইতে সেই প্রেমরাজ্য তত দূর—অনেক উচ্চ পর্ব্বতের উপর সেই ঘর, যেখানে সকলে মিলে একপ্রাণ হইয়া, চিরদিনের জন্য তোমার সেবা করিব। পিতঃ, তুমি জানিতেছ, আমাদের মধ্যে যে কলহ বিবাদ কিছুতেই যাইতেছে না। আমরা আপনারা বলপূর্ব্বক কোন রিপুকেই শীঘ্র জয় করিতে পারি না। এত যত্ন করিলাম, তবু এই আশ্রমটী সুখের আলয় হইল না। হৃদয় যে থেকে থেকে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া বলে, পিতঃ, যদি নাই যাইতে পারিব সেখানে, তবে দেখাইলে কেন সেই সুন্দর গৃহ? যদি প্রেম সাধন করিতে বল না দাও, তবে এ মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে তোমাকে বলিয়াছিল কে? কেন মুখের কাছে অমৃতের পাত্র ধরিলে, যদি তাহা পান করিতে ক্ষমতা না দাও? কেন সেই সুখের ঘর চক্ষু খুলিয়া দেখাইলে, যদি পা নাই সেখানে যাইতে? পিতঃ, এই পুত্র কন্যাদিগকে সেই ঘরে লইয়া যাইবে কি না, বল। ইহলোক, পরলোক এক হইয়া যায়, সেই ঘরে, স্বদেশ বিদেশের ত কথাই নাই। পিতঃ, আজ যদি সকলকে তোমার ঐ ঘরে দেখিতাম, তাহা হইলে আর হৃদয়ের গভীরতম স্থানে আঘাত লাগিত না। যে অবস্থায় বিচ্ছেদ অসম্ভব হয়, এখনও আমরা সেই অবস্থায় আসিতে পারিলাম না। সেই অবস্থায় সকলের প্রাণ যে এক স্থানে। প্রাণের ভাই ভগ্নী কি বিদেশে যাইতে পারেন? যেখানে থাকুন—তাঁহারা যে আমাদেরই। দেশে দূর হইলেন, ক্ষতি কি? সকলের প্রাণ যে এক ঘরে। পিতঃ, সকলের প্রাণ তোমার চরণতলে বাঁধিয়া বল, তোমরা বাঁচিয়া গেলে, এমন প্রেমের পরিবার পৃথিবীতে আর কখনও হয় নাই। পিতঃ, তখন সুখেতে পাগল হইয়া যাইব, যখন দেখিব, তোমার ঐ ঘরে সকল নর নারী আসিতে লাগিল। পিতঃ, যেমন আমাদের

প্রাণের ভিতরে প্রেম আনিয়া দিবে, তেমনই যাঁহাকে (ভাই প্রতাপচন্দ্রকে) সাগরের উপর দিয়া দূর দেশে লইয়া যাইতেছ, তাঁহার সঙ্গেও সর্ব্বদা থেক। তাঁহার বুদ্ধি, বয়সও তেমন নহে যে, তিনি নিজে সেই বিপদ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারেন। তুমি তাঁহার সঙ্গে থেক, এবং ভাল লোকের কাছে তাঁহাকে রেখ, আমাদের ভিতরের লোক তিনি, তাহা তুমি জান। তোমাকে আর অধিক কি বলিব? সেই বিদেশে ভয়ানক অবিশ্বাস হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিও। এখানে তিনি যাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করিতেন এবং ভালবাসিতেন, তাঁহাদের কেহই সঙ্গে যাইতেছেন না, এই জন্য বলিতেছি বিদেশ। পিতঃ, এইটী তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দাও যে, ভাল মনে প্রার্থনা করিতে না পারিলে, বিদেশে নরক দেখিতে হয়, প্রার্থনা না করিলে চারিদিক অন্ধকার দেখিতে হয়, সেই জন্য বলিতেছি, তাঁহার মনে অনেক প্রদীপ জেলে রেখ, সর্ব্বদা তোমার মুখ-সূর্য্য প্রকাশিত রেখ। তাঁহার দুঃখিনী স্ত্রীর ভার আমাদের সকলের হস্তে রাখিলে, দেখ, আমরা যেন তোমার অনুগত হইয়া, তোমার আদেশ পালন করি। তোমার আদেশে এ সমুদয় ব্যাপার ঘটিতেছে, এ সকল হইতে নিশ্চয়ই মঙ্গল প্রসূত হইবে। যাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছ, আশ্রমের স্নেহ, শ্রদ্ধা, ভালবাসা তাঁহার গলার হার হইয়া রহিল, তিনি আশ্রমেই রহিলেন, সেই দূর দেশে থাকিয়াও, যাহাতে তিনি আমাদের প্রাণের মধ্যে থাকেন, তুমি এই বিশেষ আশীর্ব্বাদ কর। এই বিশেষ ঘটনার দিন, বিনীতভাবে তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিলাম।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

স্বর্গরাজ্যের অন্তরায়

(ভারতাশ্রম, শুক্রবার, ১৫ই চৈত্র, ১৭৯৫ শক ,
২৭শে মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে কৃপাসিন্ধো, আমাদের চিরকালের ঈশ্বর, তোমার কাছে যখন যাহা চাহিয়াছি, তুমি তাহা দিয়াছ , তবে কেন নিরাশ হইব ? নিশ্চয়ই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে, এই বিশ্বাস করিয়া, যেন চিরদিন তোমাকে ডাকি। পিতঃ, বলিয়া দাও, কি কি কারণে আমাদের মধ্যে স্বর্গরাজ্য আসিতেছে না। কেন আলোকের স্থানে অন্ধকার এবং প্রেমের ঘরে অপ্রেম আসিল ? যদিও, পিতঃ, আমাদের মন বিকৃত, তথাপি তোমার দয়ায় আমাদের এই জ্ঞানটুকু আছে যে, তুমি আমাদের মধ্যে ভালবাসা, শান্তভাব এবং প্রণয় স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছ। পৃথিবীতে একটী সুখের পরিবারের উদাহরণ দেখাইব, এই জন্য তুমি আমাদিগকে ডাকিয়াছ। আমরা তোমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাই, এবং কতবার এই আশ্রম ছাড়িব, মনে করি , কিন্তু যখনই আবার শুনি—ভিতরে কে বলে, এ স্থান ছাড়িলে বাঁচিবে না, তখন আরও গূঢ়ভাবে তোমার কৌশল-জালে বদ্ধ হইয়া পড়ি। আমরা নিজের নিজের বিলাসের ইচ্ছা ছাড়িতে চাহি না, এই জন্য বারম্বার তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে শত্রুতা করি , তাই তোমার প্রেম-চন্দ্র এক এক বার আকাশে প্রকাশিত হইয়াও, আমাদের স্বার্থপরতা এবং অবিশ্বাসের অন্ধকারে লুকাইয়া যায়। পিতঃ, এ সকল সত্য কথা, দেখিতেছি যাহা, তাহাই বলিতেছি। হে প্রেমসিন্ধো, যদি তোমার এমন ইচ্ছা হইয়া থাকে যে, তোমার সকল পুত্র কন্যাকে তোমার সুখের ঘরে স্থান দিবে, দেখ, যেন তোমার কার্য্যে আমরা কেহই বাধা না দি। পিতঃ, তোমার

বিধানের অনুগত হইয়া, যদি আমরা পরস্পরের নিকট বিনীত, শান্ত এবং প্রেমিক হই, তাহাতে আমাদের অকল্যাণ, সর্ব্বনাশ হবে না, হবে না। পিতঃ, তোমাকে পিতা বলে ডাকিলে, এবং তোমার চিহ্নিত সন্তানদিগকে বিশ্বাস করিলে, কখনও দুঃখ হবে না, হবে না। যদি আনিবেই, তোমার রাজ্য শীঘ্র আন। শত্রুদিগকে একেবারে পরাস্ত কর, আর যেন তোমার কার্য্যে কাহারও বাধা দিবার শক্তি না থাকে।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শান্তি-কুশলের রাজ্য

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, শনিবার, ১৬ই চৈত্র, ১৭৯৫ শক ,
২৮শে মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে প্রেমময় দীনশরণ পরম পিতঃ, আশ্রমের দেবতা, করজোড়ে তোমার কাছে প্রার্থনা করিতেছি। তুমি আমাদিগকে পুরাতন শত্রুদের হস্ত হইতে রক্ষা কর। সেই ক্রোধ হিংসা প্রভৃতি পুরাতন শত্রুরা এখনও আমাদের অন্তরে বাস করিতেছে, সে সমুদয় রিপু দমন না করিলে, কেমন করে তোমার মঙ্গলরাজ্য বিস্তৃত হইবে? আমরা ভিতরে সে সকল পাপ লুকাইয়া রাখিয়াছি। হে মঙ্গলময়, তুমি আমাদিগকে ভাল করিবার জন্য কত যত্ন করিতেছ। তোমার পরিত্রাণ করিবার কেমন দুর্জ্জয় শক্তি। কিন্তু অন্য দিকে যখন আমাদের দিকে দেখি, তখন আবার ভয়ানক রিপুর উত্তেজনা দেখিয়া ভয় পাই। পিতঃ, এই যে তোমার সঙ্গে আমাদের মনে সংগ্রাম চলিতেছে, শীঘ্র তুমি ইহার শেষ করিয়া দাও। আর যেন তোমার এবং পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ না করি। সহোদর, সহোদরার ন্যায় যাঁহারা প্রিয়, যাঁহারা

আপনার সামগ্রী, প্রাণের বন্ধু, তাঁহাদিগকে বারবার আক্রমণ করিলে কি সুখ আছে? শান্তি-কুশলের রাজ্যে যুদ্ধ থাকিবে না। যুদ্ধ করিতে যে আমরা পৃথিবীতে আসি নাই। পিতঃ, যাহারা কিছুতেই বশীভূত হইতেছে না, এবার স্বর্গের বল প্রকাশ করে, তাহাদের পুরাতন শত্রু সকল বিনাশ কর। সকল অপেক্ষা তুমি আপনার, তোমাকে এবং সকলকে অন্তরের অন্তরে বসাইয়া, আর সংগ্রাম হইবে না, ইহা নিশ্চয় জানিয়া, শান্তি-কুশলের গান করি। পিতাপুত্র, পিতাকন্যা, গুরুশিষ্যের মিলন হইল দেখিয়া সুখী হই। সন্ধির সমুদয় বিঘ্ন দূর করিয়া দাও। সকল ভাই ভগ্নী কুশলের পত্রে স্বাক্ষর করিয়া, তোমার প্রেমরাজ্য স্থাপন করি। কবে সেই দিন আসিবে, যবে চিরকালের জন্য কুশল পাইয়াছি বলিয়া, জগৎকে তোমার শান্তিরাজ্যে ডাকিয়া আনিব। দীননাথ, অচিরে তুমি শান্তি-কুশলরাজ্য বিস্তার কর, তোমার কাছে এই বিনীত প্রার্থনা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নূতন প্রেম

(ভারতাশ্রম, সায়ংকাল, শনিবার, ১৬ই চৈত্র, ১৭৯৫ শক , ২৮শে মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃঃ)

প্রেমময়, অপ্রেমের আগুনে উত্তপ্ত হৃদয়গুলিকে তোমার নূতন পবিত্র প্রেমে সংগঠিত কর। নূতন প্রেমে তোমার মুখ দেখিব, নূতন প্রেমে ভাই ভগ্নীগুলিকে দেখিব। দিন দিন শান্তি-কুশল বৃদ্ধি করিব। আর যুদ্ধ করিব না, এই আশা করিয়া, ভক্তির সহিত, সমুদয় ভাই ভগ্নী মিলে, বার বার তোমার চরণে প্রণাম করি। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

কোন মিলনই হইল না

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, সোমবার, ১৮ই চৈত্র, ১৭৯৫ শক,
৩০শে মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃঃ)

দয়াময় ঈশ্বর, অনাথশরণ, চিরকালের প্রভো, তুমি এই ঘর আলো করিয়া বসিয়া আছ। আমরা তোমার গতিহীন সন্তান, আমাদের সদ্গতি করিয়া দাও। যদি তুমি আমাদের সকলকে ডাকিয়া থাক, তবে বলিয়া দাও, আমরা তোমার কার্য্য করিতেছি, আমরা তোমার চিহ্নিত দাস দাসী, এবং তোমার ব্রতে ব্রতী। যদি আমাদের সকলকেই তুমি ডাকিয়া থাক, তবে কেন আমাদের পরস্পরের মধ্যে সেই মিলন হয় না, যাহা তোমার চিহ্নিতদিগের মধ্যে হওয়া উচিত? আমরা কত কাল হইতে পিতা বলে তোমাকে ডাকিলাম, এত কাল পরে তথাপি আমাদের মধ্যে ভাই ভগ্নীর মিলন হইল না। প্রভু বলিয়া ডাকিলাম, তথাপি দাস দাসীর মিলন হইল না, তবে আর কোন্ সম্পর্কে তোমাকে ডাকিব? তোমাকে পিতা বলিয়া ডাকিয়া মনে করিলাম, এক সময়ে আমাদের সকলের মনে পিতৃভক্তি এবং প্রেমোদয় হইবে, পরস্পরকে ভাই ভগ্নী বলিয়া সুখী হইব, কিন্তু তাহা হইল না, সকলে এক সঙ্গে তোমাকে পিতা বলিয়া ডাকিল না। আবার মনে করিলাম, প্রভু বলিয়া তোমাকে ডাকিলে, আমরা সকলেই তোমার চিহ্নিত দাস দাসী হইয়া সুখী হইব। এইরূপে আমরা ক্রমে ক্রমে তোমার পুত্র কন্যা, এবং দাস দাসীর নাম লইলাম বটে, কিন্তু আমাদের পরস্পরের মধ্যে না ভাই ভগ্নীর, না দাস দাসীর, কোন মিলনই হইল না। পিতঃ, এই প্রতিদিন যাঁহাদের সঙ্গে একত্র হইয়া তোমার পূজা করি, ইঁহাদের সঙ্গেও এখনও প্রাণের মিলন হইল না। পিতঃ, তবে বুঝি, আমরা

স্বার্থপর হইয়া সমস্ত দিন নিজের নিজের অভীষ্ট সাধন করি। প্রভো, কে তোমার ভৃত্য হইতে চায়, তোমার ঘরে দাস দাসী হইবার জন্ত কাহার প্রাণ কাঁদিল, তুমি সকলই জান। পিতঃ, ইহা ত জানি, কখনও সেই কাজ তোমার নহে, যাহা করিলে আমাদের পরস্পরের প্রাণ বিরোধী হয়। পিতঃ, বল, তোমার কাছে কি এমন কোন মন্ত্র আছে, যাহা শুনিলে আমাদের পরস্পরের প্রাণ নিকট হইবে? হয় প্রেমে, নয় কার্য্যে মিলিত হইতেই হইবে। যদি এক দাসত্ব-ব্রতে আমরা সকলেই দাস দাসী হইয়া থাকি, তবে আমাদের পরস্পরের প্রতি ক্রোধ, হিংসা কিরূপে সম্ভব হইবে? তোমার দাস দাসীর পরিবারের কুশল বৃদ্ধি কর, এই তোমার শ্রীচরণে প্রার্থনা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

তোমার কার্য্য করিতে আসিয়াছি

(ভারতাশ্রম, সায়ংকাল, সোমবার, ১৮ই চৈত্র, ১৭৯৫ শক,
৩০শে মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে প্রেমময় ঈশ্বর, এখন যে আর কাহারও কার্য্য করিতে ইচ্ছা হয় না। তোমার দাসত্ব করা কি আমাদের সামান্ত সৌভাগ্য? এই পৃথিবীতে আমরা অন্ত কাহারও কার্য্য করিতে আসি নাই। কিন্তু, নাথ, যদি আমরা সকলেই তোমার কার্য্য করিতাম, তবে কি পরস্পরের কার্য্য লইয়া শত্রুতা করিতে পারিতাম? পিতঃ, আমাদের এই দুর্দ্দশা দূর কর। তোমার যে চরণ সেবা করি বলিয়া লোকের কাছে কপট হইয়া ভাণ করিলাম, যে চরণ উপলক্ষ করিয়া পরস্পরের সঙ্গে কলহ বিবাদ করিলাম, তাহা আমাদের এই অবাধ্য মস্তকে

স্থাপন কর। ঐ চরণচ্ছায়াতে চিরদিন সুখী হইব, এই আশা করিয়া, ভাই ভগ্নী সকলে মিলিয়া, ভক্তি শ্রদ্ধার সহিত বারম্বার তোমার ঐ নির্ম্মল চরণে প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পুরাতন পাপের ভার

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ১৯শে চৈত্র, ১৭৯৫ শক,
৩১শে মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে গুণনিধি, দয়ার সাগর পিতঃ, তোমার নিকট প্রার্থনা করিলে তুমি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর, এই অঙ্গীকারের উপর নির্ভর করিয়া, আবার আমরা কয় জন তোমার নিকট আসিলাম। দেখ, আমরা কে? সেই তোমার পুরাতন সন্তান। অসংখ্যবার তোমার আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছি, অসংখ্যবার আপনাদের মধ্যে অপ্রণয়, পাপ জঞ্জাল আনিয়াছি, এখন কেমন করে তোমার সঙ্গে কথা কহিব? পুরাতন পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য তোমার কাছে মিনতি করিতেছি। হে ঈশ্বর, যত দিন যাইতেছে, ততই বুঝিতেছি, বাল্যকাল হইতে যে পাপ আমাদের কাছে প্রশ্রয় পাইয়াছে, তাহা আমাদের অন্তরে নিজের আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে, এই জন্যই আমাদের এই পরিবার মধ্যে যে যে ব্যক্তি বাল্যকালে যে যে পাপ করিয়াছে, শীঘ্র তাহা ছাড়িতে পারিতেছে না। পিতঃ, উন্নতির স্রোত অনেক পাপ ধৌত করিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে, কিন্তু জীবনের গভীরতম স্থানে যে পুরাতন পাপ, সেখানে ত সেই স্রোত এবং প্রার্থনার বল পৌঁছিল না। সেই গূঢ়তম পাপ সকল যে এখন আমাদের প্রকৃতি হইয়া পড়িয়াছে।

সকলেই এখন সেই সকল পুরাতন পাপের ভারে পথের মধ্যে বসিয়া পড়িয়াছি, আর অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। এই সময় যদি তোমার বিশেষ দয়া আসিয়া পুরাতন পাপ সকল দূর করিয়া দেয়, তবেই আবার যাত্রী হইয়া চলিতে পারি। বারবার আমরা ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই সকল পুরাতন ক্রোধ, লোভ, হিংসা, স্বার্থপরতা, অহঙ্কার ইত্যাদি রিপুর হস্তে পড়িয়া মরিতেছি। এক এক বার তোমার প্রেমের ঘর প্রস্তুত হয়, কিন্তু আমরা কয় জন লাগিয়া আবার তাহা ভাঙ্গি। কেন ভাঙ্গি, তাহা তুমি জান, কেন না, তুমি দেখিতে পাও, এই দুরন্ত সন্তানেরা আবার পুরাতন পাপ বাহির করিতেছে। হে ঈশ্বর, রক্ষাকর্ত্তা তুমি, বিপদকালে রক্ষা কর। আমাদের প্রাণের ভিতর হইতে এই পুরাতন পাপগুলির মূলোৎপাটন কর। আর যেন আমাদের ভিতরে অহঙ্কার স্বার্থপরতা না থাকে। সমুদয় কণ্টক-গুলি বাহির করিয়া ফেল। নিষ্কণ্টক হইয়া আমরা তোমার প্রেম-রাজ্যে চলিয়া যাই। পুরাতন কলঙ্ক, পুরাতন জঞ্জাল কাড়িয়া লইয়া, এই ভাই ভগ্নীগুলিকে সংশোধন কর। সকলের হৃদয়কে গুপ্ত পাপ হইতে মুক্ত কর, পুরাতন বিঘ্ন সকল বিদায় করিয়া দাও। পথ পরিষ্কার করিয়া, যাত্রীদের হাত ধরিয়া, তোমার প্রেমমন্দিরে লইয়া যাও, তোমার নিকট এই প্রার্থনা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অভ্যস্ত পাপ দূর কর

(ভারতাশ্রম, সায়ংকাল, মঙ্গলবার, ১৯শে চৈত্র, ১৭৯৫ শক,
৩১শে মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃঃ)

পিতঃ, তোমার বিশেষ করুণার তরঙ্গ পাঠাও, একেবারে আমাদের পুরাতন পাপ সকল ধৌত হইয়া যাক্। স্বর্গ হইতে তুমি এমন এক ঢেউ পাঠাও যে, তাহাতে প্রাণের ভিতরের কলঙ্ক চলিয়া যাইবে। দেখিলে ত, আমাদের নিজের চেষ্টায় মনের চিরকালের অভ্যস্ত পাপ দূর হয় না। তুমি দয়া কর, তোমার প্রেমের তরঙ্গে আমাদের দুর্জ্জয় পাপাসক্তি সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইবে। হে ঈশ্বর, কবে এই আশ্রম যথার্থ স্বর্গধাম হইবে? যদি এ সকল নর নারীর প্রাণের মধ্যে সেই সকল পুরাতন পাপের দুর্গন্ধ রহিল, তবে যে তোমার ইচ্ছা অসম্পন্ন রহিল। পিতঃ, বল দাও, আর আমরা বাল্যকালের সেই পুরাতন অভ্যস্ত পাপ সকল লুকাইয়া রাখিব না। তোমার অস্ত্রে সেই সমুদয় কাটিয়া ফেলিব। আমরাও সুখী হইব, ভাই ভগ্নীরা দেখিয়াও সুখী হইবেন। এই আনন্দে, এই সুখে, তোমার স্বর্গে পরলোকে চলিয়া যাইব, এই আশা করিয়া, সকলে মিলে, তোমার নিষ্কলঙ্ক চরণে আমরা বারবার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সময় থাকিতে উপায় কর

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বুধবার, ২০শে চৈত্র, ১৭৯৫ শক ,
১লা এপ্রেল, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে প্রেমসিন্ধো, এই যে তুমি আমাদের ঘরে বসিয়া আছ, প্রার্থনা শুনিবার জন্য। হৃদয়ে শুভবুদ্ধি প্রেরণ কর, যেন ভাল মনে তোমার কাছে প্রার্থনা করিয়া, আমরা কয়টী ভাই ভগ্নী বাঁচিয়া যাই। হে পিতঃ, তোমার কাছে প্রার্থনা করা অপেক্ষা মিষ্টতর আর কিছুই নাই। যদি সন্তানদিগকে প্রার্থনা করিবার অধিকার দিলে, তবে অধিক বয়স না হইতে, কিসে আমাদের পরিত্রাণ হইবে, তাহা শিখিবার জন্য ব্যাকুল অন্তরে তোমার নিকট প্রার্থনা করিতে বল দাও। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র গঠিত হইতে চলিল, দীনবন্ধো, একবার যদি মনের চরিত্র পাথরের মত কঠিন হইয়া গঠিত হয়, তবে কি আর অধিক বয়সে ভাল হইতে পারিব? হে ঈশ্বর, এই সময়ে আমাদের মনে যথার্থ বিশ্বাস এবং যথার্থ আশা দাও, নইলে কৃত্রিম বিশ্বাস এবং কল্পিত আশা আমাদের হৃদয়ে চিরবাস করিবে। যথার্থ পবিত্র ভালবাসা আমাদের মধ্যে দাও, নইলে সেই মিথ্যা ভালবাসা আমাদের জীবনের অংশ হইয়া যাইবে। প্রাণ মন আরও কঠিন হইলে, তোমার নূতন ভাব গ্রহণ করিতে পারিব না, তখন স্বর্গের উত্তম সমাচার শুনিলেও, মন বিগলিত হইবে না। অল্প বয়সে মন যখন প্রেমে আর্দ্র এবং কোমল ছিল, পিতঃ, তখন যদি তোমাকে এবং ভাই ভগ্নীদিগকে ভালবাসিতে শিখিতাম, তাহা হইলে আর আমাদের এই দুর্দ্দশা হইত না। এত কাল তোমার সন্তানদিগকে অবজ্ঞা এবং অশ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছি, তাই এখন এই কঠিনতা দূর করা আমাদের অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে।

আবার এখনকার সময়ে যে চরিত্র সংগঠিত হইতে লাগিল, ইহার ফল ত্রিশ চল্লিশ বৎসর, অথবা যে যত দিন এই পৃথিবীতে বাঁচিবেন, ভুগিতে হইবে। অতএব, দীননাথ, এখন হৃদয়কে কোমল এবং প্রাণকে মধুময় করিয়া দাও। সমুদয় প্রাণের ভাই ভগ্নীদিগকে লইয়া, তোমার প্রেম-ধামে গিয়া সুখী হই। নতুবা বয়োবৃদ্ধি-সহকারে প্রাণ কঠিন হইলে, বড় দুঃখ পাইব। প্রেমসিন্ধো, যখন দেখিব, কাহারও হৃদয়ে তোমার স্বর্গীয় প্রেম আসিল না, তখন যে হৃদয় বিদীর্ণ হইবে। দুই প্রকার বিশ্বাস আছে, আমরা দেখিয়াছি, এক প্রকার বিশ্বাস মনকে তুষ্ট করিতে পারে, তাহা আমাদের আছে। কিন্তু যে বিশ্বাস হইলে মনুষ্য জগতের জন্য জীবন দিতে পারে, সেই যথার্থ বিশ্বাস আমাদের হয় নাই, তাই একটু দুঃখ যন্ত্রণা এবং অপমানের মেঘ দেখিলে, আমরা অধীর এবং রাগান্বিত হইয়া উঠি। তেমন যদি বিশ্বাস হইত—আশ্রমের জন্য, ভাই ভগ্নীদের জন্য, প্রফুল্লমনে প্রাণ দিতাম। এখনও আমরা কৃত্রিম বিশ্বাসে প্রবঞ্চিত হইতেছি। হে সত্যস্বরূপ, পবিত্র প্রেমের আধার ঈশ্বর, ক্রমে ক্রমে আমাদের মনের স্বভাব চরিত্র গঠিত হইতে লাগিল, এই সময়ে সকলের প্রতি তুমি অকৃত্রিম ভালবাসা আনিয়া দাও, নতুবা মন আবার সন্দেহ, অবিশ্বাস এবং নাস্তিকতার মধ্যে পড়িয়া সংসারী হইয়া উঠিবে। এই যৌবনকালে সম্পূর্ণরূপ স্বর্গীয় প্রেমে বিগলিত হইয়া তোমার দাস দাসী হইলে, পরে আমরা বড় সুখী হইব। অতএব এই সময়ে তোমার যাহা করিবার করিয়া লও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

এখনই ভাল কর

(ভারতাশ্রম, সায়ংকাল, বুধবার, ২০শে চৈত্র, ১৭৯৫ শক, ১লা এপ্রেল, ১৮৭৪ খৃঃ)

কাল ভাল হইব, এই দুর্বুদ্ধি হইতে সকলকে রক্ষা কর। কেন না, কাল যদি শরীর মন প্রতিকূল হয়, তবে ত তোমার কার্য্য উদ্ধার হইল না। এখনই এই দুঃখী ভাই এবং দুঃখিনী ভগ্নীদিগকে কৃত্রিম প্রেম ছাড়িয়া, যথার্থ ভালবাসা ধারণ করিতে শিক্ষা দাও, তাহা হইলে অল্প দিনের মধ্যে পরস্পরকে কত ভালবাসা যায়, এই আশ্রমে তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া, সকলের মন আকর্ষণ করিতে পারিব। এই আশা করিয়া, সমুদয় ভাই ভগ্নী মিলে, ভক্তির সহিত, তোমার পবিত্র চরণে বার বার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পরস্পরের পবিত্রাণ-পথে সহায়

(ভারতাশ্রম, ব্রাহ্মিকাসমাজ, বৃহস্পতিবার, ২১শে চৈত্র, ১৭৯৫ শক, ২রা এপ্রেল, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে প্রেমসিন্ধু পরম পিতঃ, ভ্রাতাদিগের পিতা তুমি, ভগ্নীদেরও পিতা তুমি। জগদীশ, বল, এইরূপ স্বার্থপরভাবে কি আমরা জীবন যাপন করিব? তোমার ধর্ম্ম সাধন করিবার জন্য স্ত্রী পুত্রদিগকে ফেলিয়া বাহিরে যাইতে হইবে, কেন এই ভাব আমাদের মনে উদয় হয়? জগদীশ, সমুদয় বন্ধন ত তুমিই স্থাপন করিয়া দিয়াছ। তোমার আদেশেই মনুষ্য বিবাহ করিতেছে। তবে কেন স্ত্রী স্বামী পরস্পরের

পরিত্রাণ-পথে কণ্টক হইবে? কেবল আপনার আপনার ভাল হইলেই হইল, এই ক্ষুদ্রতা, এই নীচতা কতদিন আর তোমার সন্তানদিগকে কলঙ্কিত রাখিবে? এই পাপ দূর করিবার জন্য, তোমার আশ্রমে আসিয়াছি। প্রেমসিন্ধো! সহায় হও, যাহাতে আমরা তোমার সমুদয় সন্তানদিগকে ভালবাসিতে পারি, এখানে এইরূপ শিক্ষা দাও। এই ব্রাহ্মিকা-সমাজ দ্বারা যেন তোমার মেয়েগুলির মন প্রেমিক হয়। তোমার গৃহে ইহারা রহিয়াছেন বলিয়া, পৃথিবীর লোক ইহাদের উপর কত আশা করিয়া তাকাইয়া আছে। ইহারা যদি পরস্পরকে ভালবাসিতে না পারেন, তবে সে দুঃখ সহ্য হইবে না। পিতঃ, তুমি স্বহস্তে আমাদের এই ভগ্নীদের ভার লইয়া, তাঁহাদিগকে তোমার পবিত্র প্রেম-পথে লইয়া যাও। ইহাদের ক্ষুদ্র মন যেন আর ক্ষুদ্র না থাকে। হে দেব, ইহাদের কাছে থাকিয়া যেন আমরাও প্রশস্ত প্রেম শিখিতে পারি, তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভাঙ্গা ঘরের সংস্কার কর

(ভারতাশ্রম, শুক্রবার, ২২শে চৈত্র, ১৭৯৫ শক,
৩রা এপ্রেল, ১৮৭৪ খৃঃ)

করুণাসিন্ধো, দীনহীন পাপী তাপীদিগের গতি, এই দেখ, তোমার শ্রীচরণতলে আমরা আসিয়া বসিয়াছি, সেই তোমার পুরাতন সন্তান-দিগের পুরাতনপাপদগ্ধ মুখ দেখ। আমাদের পরিত্রাণের জন্য তোমাকে আবার ডাকিতেছি। পিতঃ, আমরা তোমার বিধানের উপযুক্ত হইলাম না, তুমি তাহা স্পষ্টরূপে প্রমাণ করিয়া দিলে।

আমরা এত দিন যে প্রেমের ভাণ করিতাম, তাহা কিছুই নহে—তুমি বুঝাইয়া দিলে। বালির উপরে আমরা ঘর নির্ম্মাণ করিতেছিলাম, তাই পরীক্ষারূপ ভয়ানক ঝড় আনিয়া মূর্খদিগের ভ্রম দেখাইয়া দিলে। আশ্রমে যাহারা যে ভাবে আসিয়াছিল, তাহাদের মনের জঞ্জাল দেখাইয়া দিলে, আমাদের প্রচার-কার্য্যের কোথায় কি দোষ দুর্ব্বলতা আছে, সমুদয় স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দিলে। আমরা কল্পনা দ্বারা এত অহঙ্কারী হইয়া পড়িয়াছিলাম, এত সুখের স্বপ্ন দেখিতেছিলাম যে, যদি তুমি দেখাইয়া না দিতে, মৃত্যু দিন পর্য্যন্ত আমাদের বিপদ বুঝিতে পারিতাম না। পিতঃ, ভয়ানক দেখাইলে। ভাই ভগ্নী যাঁহারা এত কাল একত্রে তোমার ঘরে বাস করিলেন, তাঁহারা পরস্পরকে বিশ্বাস করেন না। প্রাণ দিয়া বিশ্বাস করা দূরে থাকুক, সংসারের সামান্য সামান্য কার্য্যেও তাঁহারা পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না। ইহারই নাম আশ্রম, ইহারই নাম ব্রাহ্মসমাজ? যদি তুমি নিজে দেখাইয়া না দিতে, আমরা কপট হইয়া আরও পরস্পরের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতাম। যখন রোগ দেখাইয়া দিয়াছ, তখন অবশ্যই তুমি আমাদিগকে ভাল করিবে। এত অবিশ্বাস আমাদের মধ্যে ছিল! ভগ্নীকে ভাই মানিলেন না, ভাইকেও ভগ্নী বিশ্বাস করিলেন না, তাই পরস্পরকে ছাড়িয়া, আশ্রম ভাঙ্গিয়া, চলিয়া যাইতে লাগিলেন। যদি এই ঘর অবিশ্বাসীদের ঘর বলিয়া শূন্য হইয়া যায়, তবে কি তোমার ইচ্ছা অপূর্ণ থাকিবে? পিতঃ, তোমার দণ্ড আসিয়া যাহাতে তোমার অবাধ্য সন্তানদিগের হিতকর হয়, তুমি তাহার বিধান কর। সন্তানদিগের লজ্জিত, অপমানিত মুখ তুমি দেখ। কি প্রকার অপ্রেম, বিয়োগের ভাব তাঁহাদের মধ্যে আসিয়াছে, তোমাকে ডাকিয়া দেখাইতেছি। প্রভো, কবে আমাদের ভাঙ্গা ঘরখানির আবার সংস্করণ

হইবে? নৌকা ভাঙ্গিল, ঘোর বিপদ তুফানে পড়িলাম, কবে আবার ভাই ভগ্নীদিগকে লইয়া এই বিপদ-সাগরের উপকূলে তোমার ব্রহ্মদেশে পৌঁছিব? তোমার বিধানের শাস্ত্রে সম্পূর্ণ আশার কথা লেখা আছে। দুরন্ত অবিশ্বাসীদিগকে আশার মন্ত্র দিয়া রক্ষা কর। তোমার প্রতি এবং পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস উদ্দীপন কর। তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহা কর। দয়াময়, যেন এই পরীক্ষার পর, সকলের প্রাণ তোমার প্রতি এবং পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসী এবং প্রেমিক হয়, এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অনন্ত উন্নতি

(শাঁখারিটোলা ব্রাহ্মসমাজের সপ্তম সাম্বৎসরিক, শুক্রবার,
২২শে চৈত্র, ১৭৯৫ শক, ৩রা এপ্রেল, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে ঈশ্বর। আমাদের প্রাণের ভিতর তুমি গভীর আশা দিয়াছ যে, তোমাকে লইয়া আমরা সুখী হইব। বাহিরের প্রতিকূলতা দেখিয়া কি আমাদের সেই আশা নিস্তেজ হইবে? তুমি যে দিন দিন তোমার দিকে উন্নত হইতে বলিতেছ, আমরা শ্রান্ত পথিকের মত পথের মধ্যে বসিয়া পড়িলে হইবে কেন? তুমি ত এমন পিতা নহ যে, তোমাকে একবার দেখিলে আর তোমার মুখ দেখিতে ইচ্ছা হয় না। তুমি এমনই পিতা যে, তোমার মুখের দিকে তাকাইলে, ইচ্ছা হয়, সমস্ত দিন তোমাকে দেখি। তুমি এমনই পিতা, তোমার সঙ্গে একবার কথা কহিলে, ইচ্ছা হয়, সমস্ত জীবন তোমার সঙ্গে আলাপ করি। তুমি এমনই পিতা, একবার তোমাকে ভালবাসিয়া সুখী হইলে, ইচ্ছা হয়, সমস্ত পৃথিবীকে তোমার কাছে আনিয়া সুখী করি। প্রেমসিন্ধো!

কেবল তোমার দুই এক বিন্দু প্রেম আমাদের মনে পড়িয়াছে। এখনও আমাদের তেমন উন্নতি হয় নাই, যখন মনুষ্যের আর কোন ভয় থাকে না। এখনও আমাদের মন সশঙ্কিত। ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাদিগের জীবনের অবস্থা দেখ। দেখ, আমাদের প্রাণ মন যেন কঠিন হইয়া না পড়ে। তুমি গুরু হইয়া অনন্ত উন্নতির মন্ত্র শিক্ষা দিয়াছ। এখন দেখাও, সত্য অপেক্ষা উচ্চতর সত্য, প্রেম অপেক্ষা গভীরতর প্রেম এবং উৎসাহ অপেক্ষা অগ্নিময় উৎসাহ আছে। তোমার করুণা-বারিতে তোমার ব্রাহ্মসমাজকে আবার অভিষিক্ত করিয়া লও। তোমার চারিদিকের ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা সন্তানদিগকে উন্নত, সরস এবং নির্ম্মল কর। হে প্রেমময় পতিতপাবন। তোমার শ্রীচরণে এই বিনীত প্রার্থনা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, শনিবার, ২৩শে চৈত্র, ১৭৯৫ শক ,
৪ঠা এপ্রেল, ১৮৭৪ খৃঃ)

মঙ্গলময় পিতঃ, তোমার সন্তানগণ তোমার কাছে কাতর অন্তরে মিনতি করিতেছে। সুখময়, দয়াময় তুমি। তুমি দয়া করিলে আমরা সুখী হইব। তোমার কাছে মনের সহিত প্রার্থনা করিলে নিশ্চয়ই আমাদের দুঃখ দূর হয়। পিতঃ, তুমি ত আমাদের কাছে সাধুতা আগে চাও না, তুমি যে আমাদের কাছে বিশ্বাস চাও। তোমাকে যে বিশ্বাস করে না, তুমি কিরূপে তাহাকে ভাল করিবে ? তোমার হাতে সর্ব্বস্ব দিয়া যে তোমাকে বিশ্বাস করিল না, তুমি কেমন করে তাহাকে তোমার বলিয়া গ্রহণ করিবে ? প্রভো, বিশ্বাস যে

তোমার রাজ্যের একমাত্র লক্ষণ। সে তোমাকে যৎপরোনাস্তি অপমান করে, যে প্রাণের সহিত তোমাকে পিতা বলিয়া বিশ্বাস করে না। পৃথিবীতেও কেবল সেই সকল ব্যক্তি আমাদের, যাঁহারা আমাদিগকে বিশ্বাস করেন। পিতঃ, দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, যাঁহাদের লইয়া দশ পনর বৎসর একত্রে তোমার কার্য্য করিলাম, এখনও তাঁহাদের বিশ্বাস পাইলাম না। মুখে প্রেম প্রণয় আছে বলিলে কি হইবে, যদি পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস না থাকে। এত দিনেও যদি বিশ্বাস না পাইলাম, তবে স্থির হইল, আমাদের মধ্যে বিশ্বাস-যোগ্য কেহ নাই। কাহাকেও মনের বিশ্বাস দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না। এতই কি আমরা অপরিচিত রহিয়াছি যে, পরস্পরকে বিশ্বাস করিতে পারি না? বিশ্বাস না দিলে, কেবল প্রণয় দিয়া ত কেহ আপনার হয় না। যে যাকে বিশ্বাস করে না, উভয়েরই মন সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকে। অনেকের আশ্রমের উপর বিশ্বাস নাই, পরস্পরের উপর বিশ্বাস নাই, পিতঃ, ইহা তুমি স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দিয়াছ। সন্দেহের ভূমি হইতে ইহা তুমি এখন প্রমাণের ভূমিতে আনিয়াছ। পিতঃ, যদি আমরা পরস্পরকে প্রাণের বিশ্বাস না দি, তবে বাহিরের কপট প্রণয় শীঘ্র দূর করিয়া দাও। হে দীনবন্ধো, যদি পরস্পরকে জঘন্য বলিয়া অবিশ্বাস করিলাম, তবে কোথায় তোমার প্রেমরাজ্য, কোথায় আমাদের ভ্রাতৃভাব, কোথায় বা আমাদের ভগ্নীভাব? এস, প্রেমসিন্ধো, বিশ্বাস-সূত্রে আমাদিগকে বাঁধিয়া লও। যাতে ভাই ভগ্নীদিগকে অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিতে পারি, এই আশীর্ব্বাদ কর। যাঁহাদিগকে তুমি আনিয়া দিয়াছ, ইঁহাদিগকে অবিশ্বাস, অগ্রাহ্য কিম্বা অবহেলা করিলে, কিম্বা ইঁহাদের প্রতি অযথা ব্যবহার করিলে, নিশ্চয়ই আমরা মরিব। সামান্য লোক ইঁহারা নন। তোমার লোক

বলিলেই আমাদের লোক বলা হইল। পিতঃ, যদি তুমি গুরু হয়ে সকলকে বিশ্বাস শিক্ষা দাও, তবেই আমরা তোমার স্বর্গরাজ্য বিস্তার করিতে পারিব। ধন্য দয়াময়।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিশ্বাসের আকর্ষণ

(ভারতাশ্রম, সায়ংকাল, শনিবার, ২৩শে চৈত্র, ১৭৯৫ শক, ৪ঠা এপ্রেল, ১৮৭৪ খৃঃ)

দয়াময়, তোমার পক্ষে এই আশ্রম অতি প্রিয়, তাই তুমি আমাদের সঙ্গে আসিয়া বাস কর। যাঁহাদিগকে অত্যন্ত ভালবাসিয়া তুমি এখানে আনিয়া দাও, কেন আমরা তাঁহাদিগকে ভালবাসি না? কেমন করে আমরা এক পরিবার হব, যখন পরস্পরকে আমরা অবিশ্বাস করি? প্রেমসিন্ধো, তাই কাতরপ্রাণে তোমার শ্রীচরণে নিবেদন করিতেছি, যদি স্বর্গ করিবে, তবে দীন দুঃখীদের অন্তরে বিশ্বাস পাঠাইয়া দাও। পরস্পরকে চিনিয়া বিশ্বাস করিতে পারিলাম না, কাণা হইয়া রহিয়াছি। হে প্রেমসিন্ধো, অন্ধদিগকে চক্ষু দাও। তোমার পুত্র কন্যা বলিলে, কি ভাবে তাঁহাদিগকে দেখিতে হয়, দেখিয়া লই। বিশ্বাস ভিন্ন কেহ কখনও কাহাকেও ভালবাসিতে পারে না। সকলকে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসী ও পরস্পরের প্রতি প্রেমিক করিয়া লও। তোমার ঐ মুক্তিপ্রদ শ্রীচরণ আমাদের অবিশ্বাসী মস্তকের উপর স্থাপন কর। ঐ চরণতলে আমরা সকলে বিশ্বাসসূত্রে বদ্ধ হইয়া বাস করিব। অবিশ্বাসের চিন্তা, অবিশ্বাসের বাক্য এবং অবিশ্বাসের কার্য্য আর আমাদের জীবন কলঙ্কিত করিতে পারিবে না। দিন দিন তোমার

প্রতি এবং ভাই ভগ্নীদের প্রতি বিশ্বাসের আকর্ষণ, প্রাণের আকর্ষণ গাঢ়তর এবং মধুময় হইবে। ক্রমে ক্রমে তোমার প্রেমে বিগলিত হইয়া, এক একটী করিয়া সকলকে প্রাণের মধ্যে টানিয়া আনিব, এই আশা করিয়া, সকল ভাই ভগ্নীর হস্ত ধারণ করিয়া, ভক্তির সহিত তোমার শ্রীচরণতলে বারবার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নিয়োগপত্র দিয়া চিহ্নিত কর

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, রবিবার, ২৪শে চৈত্র, ১৭৯৫ শক,
৫ই এপ্রেল, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে প্রেমময় প্রভো, বড় ইচ্ছা হয়, চিরকাল তোমার দাস হইয়া থাকি। তোমাকে পিতা বলিয়া ডাকিয়াছি। সেই পিতা তুমি এখন প্রভু হইয়া দাঁড়াইয়াছ। ইচ্ছা হয়, এই অসাধু জীবন তোমার চরণে উৎসর্গ করিয়া নিশ্চিন্ত হই। এই শরীর কোন্ দিন ভস্ম হইবে, জানি না। যদি মৃত্যুর দিন বুঝিতে পারি, প্রাণ দিয়া তোমার সেবা করিয়াছিলাম, হাসিতে হাসিতে পরলোকে চলিয়া যাইব। অবশিষ্ট জীবন আর কোন্ প্রভুর দাসত্বে নিক্ষেপ করিব? আমরা যে ব্রাহ্মনাম ধরিয়া জগতের কাছে অহঙ্কার করিয়া বেড়াই, কিন্তু কেমন করিয়া আমরা আমাদিগকে ব্রাহ্ম বলিব—যখন জানি নাই, কি কার্য্য করিতে আমরা পৃথিবীতে আসিয়াছি। স্ত্রী পুত্রদিগকে খাওয়াই, কখনও কখনও একটু একটু পরোপকার করি, এই জন্য কি আমরা পৃথিবীতে আসিয়াছি? কি জন্য পৃথিবীতে আসিল, দাস দাসীরা জানিল না। কি কার্য্য করিলে আমাদের পরিত্রাণ হয়, বলিয়া দাও। যখন পৃথিবীতে আনিয়া

দিয়াছ, তখন অবশ্যই আমাদের জন্য কোন কার্য্য স্থির করিয়া রাখিয়াছ। যদি কোন কাজ না দিবে, তবে কেন বাঁচিয়া আছি? তোমার কাজ করি না, অথচ তোমার কাছে ধন ধান্য লই। প্রভো! তাই কাতর-প্রাণে নিজের জন্য এবং সমুদয় ভাই ভগ্নীদের জন্য প্রার্থনা করি, এক একটী কাজ সকলের হাতে দাও। নিয়োগপত্র দিয়া সকলকে চিহ্নিত করিয়া লও। "ধন্য, দয়াময় প্রভো, ধন্য, দয়াময় প্রভো" বলিয়া, তোমার নাম কীর্ত্তন করিয়া জীবনকে সার্থক করি, এই আশীর্ব্বাদ কর। প্রেমময় পিতা বলিয়া প্রেম অনুরাগ-যোগে তোমার সঙ্গে বদ্ধ থাকিব, আবার প্রভু বলিয়া, তোমার কার্য্য-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া, সমস্ত দিন তোমার মিষ্ট আদেশ শুনিব। এইরূপে তোমার সঙ্গে দুই যোগে আবদ্ধ হইয়া পরিত্রাণ পাইব। তোমার শ্রীচরণ বুকে বাঁধিয়া, পিতা বলিয়া ডাকিয়া, তোমার তনয়ত্বের মধুরতা আস্বাদ করিব, আবার তোমাকে প্রভু বলিয়া ডাকিয়া, তোমার শ্রীমুখের কথা কার্য্যে পরিণত করিয়া, দাস দাসী হইয়া, সকলে তোমার স্বর্গে থাকিয়া সুখী হইব, এই আশা করিয়া, সকল ভাই ভগ্নী মিলিয়া, ভক্তির সহিত, তোমার ঐ চরণে বার বার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

কৃতজ্ঞতার অভাব

(ভারতাশ্রম, সোমবার, ২৫শে চৈত্র, ১৭৯৫ শক,
৬ই এপ্রেল, ১৮৭৪ খৃঃ)

কৃপাসিন্ধু পরমেশ্বর, আমরা অনেক প্রকারে তোমার উপরে দোষারোপ করিতে চেষ্টা করিলাম। নির্জ্জনে সজনে আশ্রমে তোমাকে

অনেকবার অবিশ্বাস করিলাম। এত পরীক্ষায় তোমাকে আনিয়া, আমরা কি তোমার কোন দোষ পাইয়াছি? আমাদের প্রতি কি তোমার যত্নের কোন ত্রুটী দেখিয়াছি? তুমি যে সত্যগুলি শিখাইয়া দিয়াছিলে, স্বর্গরাজ্যে লইয়া যাইবার জন্য যে সকল অঙ্গীকার করিয়াছিলে, তাহা কি লঙ্ঘন করিয়াছ? তোমার আশ্রমবাসীরা তোমাকে যেরূপ কঠোর পরীক্ষা করিল, জগতের কোন ভক্তমণ্ডলী কর্তৃক কি তুমি এমন পরীক্ষিত হইয়াছ? তোমার স্বর্গের এত সৌন্দর্য্য দেখাইলে, তোমার স্বর্গের এত সুমিষ্ট কথা শুনাইলে, কিন্তু কিছুতেই ইহারা তোমার হইলেন না। এমন অকৃতজ্ঞতার উদাহরণ ত পৃথিবীর আর কোথাও নাই। তুমি যেমন কত আদর করিয়া কাছে আসিলে, আমরা তেমনই নিষ্ঠুর হইয়া তোমাকে তাড়াইয়া দিলাম। তোমার দোষ এই যে, তুমি আমাদিগকে অত্যন্ত ভালবাস, এবং এত সুখ সম্মান দাও যে, পৃথিবী কখনই দিতে পারে না। দুঃখী ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাদিগের শরীর মন সুখে রাখিবে বলিয়া, অট্টালিকাতে ভাল বাড়ীতে আনিয়া, স্বর্গে যত অমৃত আছে, তাহা কলসে কলসে পূর্ণ করিয়া আনিয়া, তাহাদের শুষ্ক অন্তরে ফেলিয়া দিলে। কিন্তু, দীননাথ, এত সুখ কেন দিলে, এত দয়া কেন করিলে? এত দয়া করিলে বলিয়াই, বুঝি তোমার দুঃখী সন্তানেরা তোমাকে মানে না। দুঃখীদিগকে একটু সুখ দিলে, তাহারা কত ধন্যবাদ করে, কিন্তু আমাদিগকে সুখ-সাগরে ডুবাইয়া রাখিলে, তথাপি আমরা কৃতঘ্ন হইলাম। যদি মৃত্যুর সময়—তোমার এই আশ্রম হইয়াছে—কেবল এই শুভ সমাচার শুনিতাম, উল্লাসে হৃদয় পূর্ণ হইত। যদি জন্মের মধ্যে দুই একদিন এই আশ্রমে তোমার পুত্র কন্যাদের সঙ্গে তোমার উপাসনা করিতাম, প্রাণ আনন্দিত হইত, আত্মার গূঢ়তম পাপ চলিয়া যাইত। যদি একাকী কোন শ্মশান মধ্যে

পড়িয়া থাকিতাম, আর যদি এই আশ্রমের তুই একটী ভাই ভগ্নীকে ভাই ভগ্নী বলিয়া ডাকিতাম, কত সুখী হইতাম, কিন্তু আমরা না কি সর্ব্বদাই সকলের সঙ্গে আছি, তাই বুঝি, ভাই ভগ্নীদিগকে অনাদর করিলাম। এখন না কি প্রতিদিন নূতন নূতন সত্য শুনি, তাই বুঝি, সত্যের অনাদর হইল। তোমার সত্যের, তোমার সুখের অসদ্ব্যবহার করিয়া আমাদের এই দুর্দ্দশা হইল। এত সুখ, এত সম্পদ পেয়ে, সকলে এত গর্ব্বিত এবং অহঙ্কারী হইয়াছি। তাই একদিন একটু ভাল আহার করিতে না পারিলে, আমাদের প্রাণান্ত হয়। প্রতিদিন রাজার মত এ পৃথিবীতে থাকিয়া এত সুখ পাইয়াছি, তাই বুঝি, আমাদের অধোগতি হইল। তুঃখী গরিব ভিখারীর মত ভাল মানুষ হয়ে, তোমার চরণতলে পড়ে থাকিব। এই অহঙ্কার, এই স্পর্দ্ধা আর দেখা যায় না। আমরা পাপী হইয়া এত সুখী হইলাম কেন? আমাদের জীবনে ধিক্! কোথায় আমরা শেষ দশায় বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত দেখাইব, না, সুখ সম্পদ পাইলে মনুষ্য কেমন অহঙ্কারী এবং অকৃতজ্ঞ হয়, আমরা জগৎকে তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইলাম। পিতঃ, শীঘ্র ভাই ভগ্নীদিগকে অহঙ্কার ও অকৃতজ্ঞতা হইতে রক্ষা কর। বিনয়, কৃতজ্ঞতা শিক্ষা দাও। একটী সুখ যে দিন দিবে, সে দিন যেন প্রাণ অধিকতর বিনয় কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হয়। দেখ, সুখ সৌভাগ্য হইয়াছে বলিয়া, যেন তোমার আশ্রম-বাসী সন্তানেরা অবিনয়ী এবং অকৃতজ্ঞ হইয়া না মরে। পিতঃ, তোমার আশ্রম তুমি রক্ষা কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দেবালয়

ব্রাহ্মনিকেতন, মঙ্গলবার, ২৬শে চৈত্র, ১৭৯৫ শক,
৭ই এপ্রেল, ১৮৭৪ খৃঃ)

কৃপাসিন্ধু পরমেশ্বর, সকল ভ্রাতায় মিলিত হইয়া এই নিকেতন মধ্যে তোমাকে ডাকিতেছি। তুমি বলিয়াছ, সরল অন্তরে তোমার কাছে যাহা প্রার্থনা করিব, তাহা পাইব। যাহা চাহিয়াছি, তাহা পাইয়াছি। ঘোর অন্ধকার মধ্যে তোমার হস্ত ধরিয়া অমৃত ফল পাইয়াছি। তাই আশার সহিত করযোড়ে তোমার কাছে ভিক্ষা করিতেছি, আমরা যে কয়েকজন তোমাকে ডাকিতেছি, আমাদের মধ্যে বিশ্বাস, প্রেম এবং পবিত্রতা বিস্তার কর। নির্জ্জনে একাকী থাকিয়া, কিছুতেই আমরা পাপ প্রলোভন হইতে সম্পূর্ণরূপে নিস্তার পাইতে পারি না। তাই তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে একটী ঘরে আনিলে। সর্ব্বদা সকলে মিলিয়া, তোমার দয়াময় নাম কীর্ত্তন করিয়া, পাপ জীবন নির্ম্মল করিব, সকলেই পরস্পরের পবিত্র শাসনে শাসিত হইব। ভ্রাতাদের পবিত্র মুখশ্রী দেখিয়া, মনের কুচিন্তা, কুবাসনা দূর করিতে পারিব। পিতা হইয়া তুমি আমাদের সকলকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থান হইতে আনিয়া, এই সাধারণ গৃহে স্থান দিয়াছ, তাই ভিক্ষা করিতেছি, আমাদের গতি কর। এই বাড়ীতে যে জন্য আনিয়াছ, তাহা যেন শীঘ্র সিদ্ধ হয়, এমন উপায় বিধান কর। আমাদের মন মলিন, হৃদয় অপ্রেমিক। আমাদের জীবনে অনেক অভাব রহিয়াছে। তুমি আসিয়া আমাদের দুঃখ মোচন কর। আমাদের সকলের হৃদয়কে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট কর। আমাদের সকলের যোগ হইলে, শত্রুরা কিছুই করিতে পারিবে না। হে জগদীশ,

আমাদিগকে তোমার প্রেম-পরিবার করিয়া লও। এ বাড়ীতে যেন কেহ কাহারও বিরোধী ও শত্রু না হয়। সকলে মিলিত হইয়া, তোমার নামের জয়ধ্বনি করিয়া, যেন তোমার স্বর্গধামে চলিয়া যাই, এই আশীর্ব্বাদ কর। আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবে বলিয়া, তুমি একত্র করিয়াছ, আমরা বিশ্বাসের সহিত এই উপায়টী যেন বুকে বাঁধিয়া, তোমার ইচ্ছা সাধন করি। এই নিকেতন তোমার বাড়ী, ইহা দেবালয়, মনুষ্যের স্থান নহে। তুমি এই বাটীর গৃহ-দেবতা, তুমি আমাদের সকলের প্রভু, আমরা যেন তোমার এবং পরস্পরের ভৃত্য হইয়া, দিন দিন পবিত্র হই, তুমি আমাদিগকে এরূপ সুমতি এবং বল দাও। এই প্রেম-নিকেতনে, তুমি কেমন ধন, এবং ভ্রাতারা কেমন ধর্ম্মপথের সহায়, তাহা যেন ভালরূপে বুঝিতে পারি, তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর। আমরা বড় দাম্ভিক, পরস্পরের নিকট বিনীত হইতে জানি না, কিন্তু তুমি বলিয়াছ, বিনয়ী না হইলে, কেহই তোমার স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। প্রেমময়, আমাদিগকে বিনয় শিক্ষা দাও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পরস্পরের সুখে সুখী

(ভারতাশ্রম, বুধবার, ২৭শে চৈত্র, ১৭৯৫ শক,
৮ই এপ্রেল, ১৮৭৪ খৃঃ)

কৃপানিধান পরম পিতঃ, তোমার সন্তান হইয়া তোমার কাছে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি। চিরকালই তোমার সন্তানেরা কেবল তোমার কাছে ভিক্ষা করিয়াই সুখী এবং পবিত্র হইয়াছেন। তাই

সেই পুরাতন উপায় প্রার্থনা অবলম্বন করিয়া, তোমার কাছে আসিয়াছি। আশা করি, তোমার কাছে প্রার্থনা করিয়া ভাল হইব। যদি তোমার প্রেমে মগ্ন না হইতাম, যদি তোমার মিষ্ট কথা না শুনিতাম, তাহা হইলে এ জীবন কেমন ভারবহ হইত। তুমি যেমন আমাদিগকে ভালবাস, তুমি যে প্রকার উপাসনার সময় আমাদের কাছে উপস্থিত হও, তুমি যে ভাবে আমাদিগকে বিপদ, কঠোর পরীক্ষা হইতে সমস্ত দিন রক্ষা কর, সেইরূপ যদি ভাই ভগ্নীরাও আমাদের মুক্তিপথের সহায় হইতেন, তাহা হইলে আরও কত সুখী হইতাম। যাঁহারা তোমার ভক্ত সন্তান, তাঁহারা যে পরস্পরের কাছে সুখ পান। তোমার কাছে বসিয়া যেমন আমরা সুখী হই, তেমনই তোমার সন্তানদের কাছে বসিয়া ,কবে সুখী হইব? তোমাকে যেমন বিশ্বাস হয় যে, তুমি আমাদিগকে সুখে রাখিতে চাও—তাঁহারা যে সর্ব্বদা আমাদিগকে প্রসন্ন রাখিবার জন্য চেষ্টা করেন, তাহা ত বুঝি না। তুমি দেব-দেব মহাদেব হইয়া, আমাদের এত উপকার করিতেছ, কিন্তু আমাদের ভাই ভগ্নীরা সেরূপ করেন না। ঘৃণা করিয়া তাঁহারা আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন। কবে ভাই ভগ্নীরা পরস্পরকে সুখে রাখিতে চেষ্টা করিবেন? সেই পরিবারে থাকিতে বড় ইচ্ছা হয়, যে পরিবারে সকলেই অন্য সকলকে সুখে রাখিতে চেষ্টা করেন। যদি কোথাও তোমার সেই সুন্দর পবিত্র পরিবার থাকে, সেখানে আমাদিগকে স্থান দাও। পিতঃ, আশা করিয়া রহিয়াছি, এই পরিবার সেই আদর্শ পরিবার হইবে। কিন্তু তুমি দেখিতেছ, এই পরিবার এখনও তেমন হয় নাই। এখনও ইহার মধ্যে ভয়ানক স্বার্থপরতা রহিয়াছে, এখনও সকলেই আপনার আপনার জন্য ব্যস্ত রহিয়াছে, একজন আর একজনকে সুখে রাখিতে চেষ্টা করে না। পিতঃ, এই শ্মশানকে তুমি প্রেম-পরিবার

কর। এই স্বার্থপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আত্মাগুলিকে তুমি পরস্পরের প্রতি প্রেমিক কর। তাহা হইলে, যেমন তোমার মুখের কথা শুনিলে বিশ্বাস হয়, তেমনই পরস্পরের কথা শুনিলেও বিশ্বাস হইবে। যেমন উপর হইতে তুমি আশীর্ব্বাদ করিবে, তেমনই নীচে তোমার সন্তানেরা পরস্পরকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। সকলের মন ফিরাইয়া দিয়া, আমাদিগকে দুঃখী বলিয়া, তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পরসেবা

(ভারতাশ্রম, ব্রাহ্মিকাসমাজ, শুক্রবার, ২৯শে চৈত্র, ১৭৯৫ শক, ১০ই এপ্রেল, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে প্রেমময়, তোমার সিংহাসনতলে বসিয়া আমরা প্রার্থনা করিতেছি। আমরা বড় অহঙ্কারী, আমরা পরের ভাল করিতে গেলেও, অনুগ্রহ করি, মনে করি। আমাদিগকে তোমার বিনীত দাস দাসী করিয়া লও। বিনয়ের ভিতরে কত আনন্দ সম্ভোগ করিব। হে পিতঃ, যদি আমাদিগকে পরিত্রাণ দিবে, স্বর্গের পবিত্র ভালবাসা আমাদের মস্তকে বর্ষণ কর। এই স্বার্থপর, নিষ্ঠুর মস্তকের উপর তোমার ভালবাসা দেখিতে দেখিতে, পরসেবায় আপনার জীবনকে পুণ্যবান্ করিয়া কৃতার্থ হইব। এই আশা করিয়া, সকল ভাই ভগ্নী মিলিয়া, ভক্তির সহিত, তোমার পবিত্র প্রেমময় চরণে বার বার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

স্বর্গের সম্পর্ক স্থাপন

(ভারতাশ্রম, নববর্ষ, সোমবার, ১লা বৈশাখ, ১৭৯৬ শক ,
১৩ই এপ্রেল, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে কৃপাসিন্ধু পরম পিতঃ, তোমার সঙ্গে দেখা করিতে, তোমার কাছে ভিক্ষা করিতে আমরা আসিয়াছি। আমাদের একটী কথা যদি তোমার কাণে প্রবেশ করে, আমরা নিশ্চিন্ত হই। কেন না, তখন বুঝিলাম, যাঁহার শুনিবার, তিনি শুনিলেন। তোমার কাছে মনের দুঃখ বলিলেই, তাহা ঘুচিয়া যায়। প্রেমসিন্ধো, গত বৎসর যেরূপে কাটাইয়াছি, তাহা ত তোমার অবিদিত নাই। এই আশ্রমের ভাই ভগ্নীরা পরস্পরের প্রতি কেমন ব্যবহার করিয়াছেন, তোমার তাহা মনে আছে। পুরাতন বৎসর চলিয়া গেল, কিন্তু ইহার মধ্যে যে আমরা পাপ পুণ্য করিয়াছি, তাহা রহিয়াছে। পিতঃ, বল দাও, উৎসাহ দাও, এমন প্রার্থনা করিতে আর ইচ্ছা হয় না, কেন না, এই নির্জ্জীব অবস্থায় তোমার কাছে প্রার্থনা করিলে, কেবল হৃদয়ের অসাড়তা আরও বৃদ্ধি করিব। কিন্তু কি করি, জীবনের আশা ভরসা, সুখের আশা ভরসা যে এই আশ্রমের উপর রাখিয়াছি। যদি এখানে সেই স্বর্গের পরিবার না হয়, তবে যে জীবনের গভীরতম স্থানে আঘাত লাগিবে। পৃথিবী দেখে নাই যাহা, তাহা এই আশ্রমে হইবে। তোমাকে দেখিবার জন্য ভাই ভগ্নীরা একত্র থাকিলে, কেমন সুন্দর একটী পবিত্র প্রেম-পরিবার হয়, এই আশ্রমে তাহা দেখাইবে। যদি এখানে আমাদের এই আশা পূর্ণ না হয়, তোমার যাহা আজ্ঞা, তাহাই পালন করিতে হইবে, কিন্তু তোমার কথা, স্বর্গরাজ্যের কথা মিথ্যা নহে। আশ্রম নির্ম্মাণ করিবেই, তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছ ; তাহা ভিন্ন যে

আমরা বাঁচিব না। এখন বুঝিয়াছি, ঘোর বিপদ এবং ঘোর নিরাশার মধ্যেও, তুমি আমাদের প্রাণের বিশ্বাস এবং প্রাণের আশাকে বিনষ্ট হইতে দিবে না। প্রভো, সেই জন্য তোমার কাছে এই প্রার্থনা করিতেছি, বাহিরের অবস্থার উপরে যেন আমাদের প্রাণ নির্ভর না করে। বাহিরের সকলেই প্রতিকূল হইল, এই জন্য আমরা পুণ্যবান্ পুণ্যবতী হইতে পারিলাম না, এই কথা যেন আর আমাদের মুখ হইতে বিনির্গত না হয়। সকলে যদি বাধা দেয়, সমস্ত আশ্রম যদি মন্দ হয়, তথাপি আমাকে ভাল হইতে হইবে। কেহ যদি স্বর্গে না গেল, আমি কি স্বর্গে যাইব না? আমরা এই কথা আশ্রমে সিদ্ধান্ত হইতে দিলাম যে, আমরা পরস্পরের শত্রু হইলাম। এই সকল শত্রুরা যদি আহার সম্পর্কে এবং সংসারের অন্যান্য ব্যাপার সম্পর্কে বাধা না দিত, কখন আমরা স্বর্গে যাইতাম, আশ্রমের কি ভয়ানক কলঙ্ক হইল! আমরা পরের জন্য স্বর্গে যাইতে পারি না। তুমি প্রেমিক, আমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, বল, অন্যের দোষে যথার্থই কি আমাদের শান্তি হইতেছে না? সমস্ত আশ্রম যদি অগ্নিকুণ্ড হয়, আর তুমি যদি প্রাণের মধ্যে শান্তি পুণ্য দিয়া কাহাকেও সুখী কর, তিনি স্বর্গে যাইবেনই যাইবেন। পিতঃ, তবে এই কথা আর শুনিব না যে, পরের জন্য অন্তরে প্রেম শান্তি থাকে না। অন্যে বাধা দেয়, এ সব মিথ্যা কথা। এই নব বর্ষের প্রথম দিন হইতে, আমরা একান্তমনে যেন অধিক কথা ছাড়িয়া, অন্যের কাছে সাহায্য পাই আর না পাই, সকলের দাসত্ব করিয়া, সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া, পরস্পরের মধ্যে স্বর্গের সম্পর্ক স্থাপন করিব। সকলে যদি আমার শত্রু হন, কাহারও প্রতি আমার নিজের প্রাণ মলিন হইতে দিব না। কিছুতেই তোমার প্রতি, এবং ভাই ভগ্নীদের প্রতি আমার প্রেম হ্রাস হইতে দিব না।

পরের জন্য আমার মন ভাল হইল না, এ কথা মুখে আনিব না। দয়াময়, যেন আমরা সকলেই তোমাকে অন্তরে রাখিয়া সুখী হই এবং শীঘ্র আমাদের দুঃখের, পাপের জীবন শেষ হয়, এই আশীর্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভালবাসার গভীর আনন্দ

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বুধবার, ৩রা বৈশাখ, ১৭৯৬ শক,
১৫ই এপ্রেল, ১৮৭৪ খৃঃ)

এখনও তোমার বিধানের অনুগত হইলাম না, তবে কি পরলোকে যাইবার সময় এই দেখিয়া যাইব যে, তোমার কার্য্য অসম্পন্ন রহিল? ভাই ভগ্নীরা ভালবাসা পান নাই বলিয়া, আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবেন? পিতঃ, তুমি যে অনেকবার—তোমাকে এবং ভাই ভগ্নী-দিগকে ভালবাসিলে কত আনন্দ হয়—তাহা বুঝাইয়া দিয়াছ। সেই প্রেমের সুখ চিরস্থায়ী করিয়া দাও। যদি কেহ ভাল না বাসে, তথাপি সকলকে ভালবাসিলে কত সুখ শান্তি হয়, নাথ, তুমি তাহা আমাকে এবং আমার ভাই ভগ্নীদিগকে শিক্ষা দাও। তুমি যদি মিলন করে দাও, তবে সকলের সঙ্গে মিলন হবে। ভালবাসার গভীর আনন্দ তুমি আমাদের সকলকে আনিয়া দাও। আমরা কয়েকটী ভাই ভগ্নী মিলে সুখী হই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শ্মশান হইতেও ভয়ঙ্কর

(ভারতাশ্রম, সায়ংকাল, বুধবার, ৩রা বৈশাখ, ১৭৯৬ শক,
১৫ই এপ্রেল, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে মঙ্গলময় পিতঃ, প্রেমের আধার, তোমার হস্তের সামগ্রী এত অপ্রেমিক হইবে, ইহা কি তুমি মনে করিয়াছিলে? আমরা এত সাধন ভজন করিলাম, অবশ্যই তোমার ঘরখানিকে প্রেমের আধার করিয়া তুলিব। কিন্তু, প্রেমসিন্ধো, প্রেম যদি তুমি না দাও, তবে কি আমরা সুখী হইব? এই যে আমরা কলহ বিবাদ করিতেছি, ইহা এই আশ্রমের প্রাণত্যাগের পূর্ব্বলক্ষণ হইয়া উঠিল। যদি স্বর্গ হইতে জলপ্লাবনের মত প্রেম পাঠাও, তবেই আশ্রম বাঁচিবে। প্রতিজনকে ডাকিয়া প্রেমরত্ন দাও, নতুবা শ্মশান হইতেও আশ্রম ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিবে। আমাদের আশ্রমটী প্রেমিক হউক। আশ্রমের সকলে ভালবাসা শিক্ষা করুন। সকলে ভালবাসিয়া সুখী হউন। তোমার প্রসাদে, যথার্থ পবিত্র প্রেম কাহাকে বলে, শিখিব। প্রত্যেকে এই কথা বলিবেন, আমাকে সেই ভালবাসা কেহ দিক্ আর না দিক্, আমি সকলকে সেই ভালবাসা দিব। তাহা হইলে, তোমার ভালবাসার জয়ধ্বনি করিতে করিতে, আনন্দমনে আমরা পরলোকে চলিয়া যাইব। এই আশা করিয়া, ভাই ভগ্নী সকলে মিলিয়া, ভক্তির সহিত, তোমার পবিত্র চরণে বার বার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

বুকের ভিতরে

(ভারতাশ্রম, ব্রাহ্মিকাসমাজ, শুক্রবার, ৫ই বৈশাখ, ১৭৯৬ শক,
১৭ই এপ্রেল, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে করুণাসিন্ধো, আমাদের সকলের পিতা, অহঙ্কারে মত্ত হইয়া কত সময় বিশ্বাস করি যে, আমরা তোমাকে মানি, কিন্তু তোমাকে যদি প্রাণের সহিত বিশ্বাস করিতাম, তবে কি আমাদের এত দুর্দ্দশা থাকিত? আমাদের প্রাণ যে অনেক সময় শূন্য থাকে, তাহা ত তুমি জান। প্রভো, তোমা ছাড়া এক মিনিট বাঁচিতে পারি না, ইহা বিশ্বাস করিলে, নিশ্চয়ই পরিত্রাণ পাইতাম। বিশ্বাস করি, তুমি আছ, অথচ আশ্রমে শান্তি পাই না, মন পবিত্র হয় না, তবে কিরূপে বুঝিব যে, আমাদের সেই বিশ্বাস অকৃত্রিম? প্রকৃত বিশ্বাসীরা, এক মিনিট তোমা ছাড়া হইলে যে, প্রাণ যায় বলিয়া অস্থির হন। তোমাকে না দেখিয়া কোন্ মুখে আহার করি, এবং সংসারের সুখ সেবন করি, তাহাও তুমি জান। এই যে তোমার কন্যাগণ তোমার পূজা করিবার জন্য আসিয়াছেন, পিতঃ, দয়া করিয়া ইহাদিগকে বুঝাইয়া দাও, প্রাণের ভিতর তোমাকে স্থান না দিলে, পরিত্রাণ-পথে কণ্টক পড়িল। হে ঈশ্বর, প্রাণের যোগে তুমি ইহাদিগকে তোমার সঙ্গে সংযুক্ত কর, তাহা হইলে আর কেহই তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া বাঁচিতে পারিবেন না। দুরন্ত পৃথিবী, নিষ্ঠুর সংসার, আমাদের মন হইতে বারম্বার তোমাকে চুরি করিয়া লইয়া যায়। এই তোমাকে দেখিতেছিলাম, এই তুমি নাই। যদি প্রাণের ভিতর সমস্ত দিন তোমাকে রাখিয়া দিতাম, যদি বুকের ভিতর রাখিয়া, প্রাণের প্রাণ বলিয়া তোমার পূজা করিতাম, আমাদের কি কোন দুঃখ থাকিত?

হে অনাথশরণ, তোমার সঙ্গে যে প্রকার সম্পর্ক, এক মিনিট তোমাকে দূরে রাখিলে আমাদের মৃত্যু হয়। হে করুণাসিন্ধো, আর কোন স্থানে তুমি আছ, ইহা যেন মনে না করি, প্রাণের ভিতর তুমি আছ, এই মহাসত্য যেন সাধন করি। আমরা দুঃখী এইজন্য যে, তোমাকে প্রাণের ভিতর স্থান দিতে পারি না। এই আশ্রম ভাল হইবে, যে দিন তুমি সকলের প্রাণের ভিতর আসিয়া বসিবে। যে দিন পরস্পরের কাছে বুক খুলিয়া তোমাকে দেখাইতে পারিব, এবং বলিতে পারিব, এই দেখ, ঈশ্বর আমার বুকের ভিতরে, সেই দিন আমাদের মুখ উজ্জ্বল হইবে, আশ্রম যথার্থই স্বর্গধাম হইবে, তোমাকে হৃদয়ের ভিতরে, বুকের ভিতরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সুখী হইব। তোমাকে বুকের ভিতর রাখিয়াছি, এই মহামূল্য সত্যে বিশ্বাস করিয়া চিরসুখী হইয়া থাকিব, এই আশা করিয়া, ভাই ভগ্নী সকলে মিলিয়া, ভক্তির সহিত তোমার পবিত্র চরণে বারবার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পাপ-পরিহারে অনিচ্ছা

(ব্রাহ্মনিকেতন, প্রাতঃকাল, শনিবার, ৬ই বৈশাখ, ১৭৯৬ শক,
১৮ই এপ্রেল, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে প্রেমময়, নিকেতনবাসীদিগের পরম পিতঃ, চিরকালই আমরা বলিয়া আসিতেছি, ক্রমে ক্রমে আমরা ভাল হইব। কতবার তোমাকে প্রবঞ্চনা করিলাম এই বলিয়া—আজ ভাল হইতে পারিলাম না, কাল ভাল হইব, আজ বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে মিলন হইল না, কাল প্রাতঃকালে সকলের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করিব, আজ পাপের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া

জয়ী হইতে পারিলাম না, কাল একটী পাপকেও অন্তরে স্থান দিব না। এইরূপে আমাদের ধর্ম্ম, মুক্তি, সকলই ভবিষ্যতের হস্তে রাখিয়াছি। তুমি আসিয়া যখন বল, সন্তানগণ, ভাল হইবে না? আমরা বলি, কাল হইব। কাল আসিয়া বলিলে, আজ ভাল হইলে না? আবার তোমাকে ভুলাইয়া বলি, আজ নহে, কাল হইব। এ কিসের দোষে হয়? সমুদয় যে আমাদের আলস্যের জন্য। উপাসনা প্রার্থনা সব মিথ্যা, যদি আজ ভাল হইতে না পারি। কাল ভাল হইব, এই কথার মধ্যে কেবল আমাদের মনের দুষ্টতার পরিচয় দিতেছি। যখনই তোমাকে বলি, কাল ভাল হইব, সর্ব্বদর্শী, তুমি জান, আমাদের পাপ ছাড়িতে ইচ্ছা নাই, পাছে পাপ ছাড়িলে দুঃখ হয়, এই ভয়। কি আক্ষেপ! আমাদের মুখ এত মিথ্যাবাদী হইয়াছে যে, ঈশ্বর, তোমার কাছে আসিয়াও আমরা মিথ্যা কহি। কেন কপটতা পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে বলি না, আমাদের পাপ ছাড়িতে ইচ্ছা নাই। যতদিন পাপের আমোদ ভোগ করি, যতদিন অপবিত্র সুখে মত্ত থাকি, ততদিন কিরূপে ভাল হইব? যাহারা তোমার শরণাগত হইল, তাহারা কবে ভাল হইবে? কবে সেই শুভদিন আসিবে, যখন আমাদের ভাল হইবার অঙ্গীকার পূর্ণ হইবে? ক্রমে ক্রমে ভাল হইব, অল্পে অল্পে পুণ্য সঞ্চয় করিব, কবে আমাদের এই ভ্রম দূর হইবে? তুমি কি বলিয়া দাও নাই যে, আমরা কেহই এখানে চিরদিন থাকিব না? তবে কেন কাল এবং ভবিষ্যতের উপর আশা ভরসা স্থাপন করি? তোমার দুরন্ত সন্তানেরা পাপের প্রতি এতই আসক্ত হইয়াছে যে, কেহই আর এখন ভাল হইতে চাহে না। আর যেন কপটভাবে তোমাকে এই কথা না বলি যে, ক্রমে ক্রমে ভাল হইব। এইরূপ অনেক কাল আপনাকে ফাঁকি দিলাম, এবং তোমাকে ফাঁকি দিতে

চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তোমাকে প্রবঞ্চনা করিতে গিয়া নিজে মরিলাম। একটু বল বুদ্ধি দাও, আর একটু স্বর্গের উৎসাহ দাও, এখনই পাপ দূর করিয়া স্বর্গের দিকে চলিয়া যাই। এখনই প্রেমরাজ্য যাহাতে শীঘ্র হয়, তাহার উপায় করিয়া দাও, নিকেতনবাসীদের তোমার শ্রীচরণে এই প্রার্থনা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পরে নয়, এখনই

(ব্রাহ্মনিকেতন, সায়ংকাল, শনিবার, ৬ই বৈশাখ, ১৭৯৬ শক, ১৮ই এপ্রেল, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে প্রেমময়, তোমার সন্তান যদি কুপুত্র হয়, তাহাতেও অনিষ্ট নাই। সে যদি সরল অন্তরে তোমার কাছে প্রার্থনা করে, তুমি ক্রোড়ে লইয়া তাহাকে ভাল কর। আমরা পাপী, তাহাতে তত ভয়ের কারণ নাই, কিন্তু আমরা যে তোমাকে বিশ্বাস করিয়া প্রার্থনা করি না, ইহাতেই ত আমাদের সর্ব্বনাশ। বয়স হইল, ক্রমে ক্রমে ভাল হইব, এ কথা আর ভাল লাগে না। প্রবঞ্চনা, কপটতা হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। সরল অন্তরে তোমাকে যাহা বলি, তাহা যেন জীবনে সাধন করি। তুমি সদয় হইলে, আর আমাদের ভয় কি? তোমার বলে সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ বৎসরের পাপ লোকে দূর করিতে পারে। দুর্ব্বলদিগকে বল দাও, যেন আমরা এখনই পাপ দূর করিতে পারি। আর এই কথা যেন মুখে আনিতে না হয় যে, আজকার দিন পাপে যায় যাক্, কাল ভাল হইব। ভাল হইবার জন্য যাহা করিতে হইবে, তাহা যেন আজই করি। তোমার পবিত্র চরণ এই কপট

ধূর্ত্তদের মস্তকের উপর স্থাপন কর। চিরদিন ঐ চরণতলে বাস করিয়া সুখী হইব। আর পাপের অন্ধকারে অধিককাল বসিয়া থাকিতে হইবে না। তোমার কৃপা হইলে, শীঘ্রই সকলের মধ্যে প্রেম, সদ্ভাব, পবিত্রতা আসিবে। সকলে পরিত্রাণ পাইয়াছি বলিয়া সুখী হইব, এই আশা করিয়া, সকল ভ্রাতা মিলিত হইয়া, ভক্তির সহিত তোমার ঐ পবিত্র প্রেমপূর্ণ শ্রীচরণে বার বার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

এখনই পরিত্রাণ চাই না

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, রবিবার, ৭ই বৈশাখ, ১৭৯৬ শক ,
১৯শে এপ্রেল, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে প্রেমসিন্ধো! যখন তুমি কৃপা করিয়া কুসংস্কার, পাপ হইতে আমাদিগকে ডাকিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করাইলে, তখন কি বলিয়াছিলে, তুমি শীঘ্র আমাদিগকে পরিত্রাণ দিবে না, অনেক বৎসর সাধন করিতে হইবে, পরিত্রাণ পাওয়া সহজ ব্যাপার নহে, অনেকবার আরও পাপ করিতে হইবে ? প্রেমময়! তোমার মুখে কেবল এই কথা সর্ব্বদা শুনিতে পাই, "বৎস! কেন আর যন্ত্রণায় পুড়িতেছ, এখনই স্বর্গে চলিয়া এস।" অতি দুষ্ট পামর আমরা, অনেক দিনের প্রিয় পাপকে এখনই ছাড়িতে চাই না। এখনও মনের ভিতর পাপের ইচ্ছা পোষণ করিতেছি। যদি ইচ্ছা থাকিত, নিশ্চয়ই জিতেন্দ্রিয় হইতাম। ইচ্ছা করিলে এখনই আমরা সশরীরে স্বর্গে যাইতে পারি, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না, তাই আমাদের এত দুর্গতি। এই ভয়ানক সাংঘাতিক অবিশ্বাসের হস্ত হইতে ব্রাহ্মসমাজকে আশু উদ্ধার কর। এখনই

তোমার এই দুঃখী সন্তানদের জন্ত স্বর্গধামে স্থান করিয়া দাও। মরিবার পূর্ব্বে শান্তিধামে সকলে একত্র হইয়া, তোমার প্রেমময় নামের জয়-ধ্বনি করি।

জগদীশ। যদি একদিনও তোমাকে বলিতাম, এখনই আমাকে ভাল কর, এখনই আমাকে স্বর্গধামে লইয়া যাও, তবে নিশ্চয়ই এই ভব-যন্ত্রণা হইতে নিস্তার পাইতাম, একটী কথা বলিয়া পরিত্রাণ পাইতাম, কিন্তু, নাথ, তুমি প্রেমামৃত মুখে ঢালিয়া দিতে এত নিকটে থাসিলে, আমি তোমাকে অপমান করিয়া বিদায় করিয়া দিলাম।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আশার মন্ত্র

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, সোমবার, ৮ই বৈশাখ, ১৭৯৬ শক, ২০শে এপ্রেল, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে দয়াল পিতঃ, তোমার উপাসনা ঘরে বসিয়া বিনীতভাবে তোমার মুখের পানে তাকাইয়া, তোমার কাছে প্রার্থনা করিতেছি। হে দেব, প্রসন্ন হইয়া পাতকীদের কথা শ্রবণ কর। হে দীনগতি, পাপীর পরিত্রাতা, সংসার-সাগরের আশা ভরসা কেবল তুমি। আশার দেবতা হইয়া নয়নের কাছে বসিয়া আছ, ধর্ম্মজীবনের আরম্ভেই তুমি আশার মন্ত্র দিয়াছ। অন্ধকার মধ্যে যেন এই আশ্রমটী প্রফুল্ল চন্দ্রের ন্তায় প্রকাশিত হয়, হে ঈশ্বর, তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর। নাথ, তুমি চিরকালই জ্যোতি দেখাইয়া আসিতেছ, কিন্তু তোমার পুত্র কন্তারা কি কেবলই অন্ধকার দেখাইবেন ? তোমার প্রসন্ন মুখ দেখিলে মন সহজে প্রসন্ন হয়, কিন্তু তোমার পার্থিব পরিবারের কাছে বসিলে কি চির-

কালই দুঃখ শোক যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইবে? তোমার কাছে বসিলে যেমন সুখ হয়, তোমার সন্তানদিগের কাছে বসিলেও কবে তেমন সুখ হইবে? স্বর্গে তুমি যেমন চন্দ্র, পৃথিবীতে তোমার পরিবারও কবে সেইরূপ চন্দ্র হইবে? মঙ্গলময়, তোমার প্রদত্ত এত আশা এবং এত তেজের মধ্যে যেন আমাদের মন নিরাশা এবং নির্জ্জীবতায় মুহ্যমান না হয়। চির-কালই ধর্ম্মরাজ্যে তোমার ভক্তেরা কোটি মুখে আশার কথা বলিয়া আসিয়াছেন। তোমার মুখের দিকে তাকাইয়া আছি, আরও অনেক উৎসাহ এবং সুখের ব্যাপার দেখিব। পৃথিবীর সহস্র যন্ত্রণার ভিতরেও তোমার আশার কথা শুনিব। সেই আশা-পথ অবলম্বন করিয়া আছি। সকল মেঘের মধ্যে তুমি বসিয়া আছ, মৃত্যুর মধ্যেও তুমি থাক। আমাদের ভয় কি? পিতঃ, শীঘ্র আশ্রমবাসীদের সদগতি করিয়া দাও, এই তোমার চরণে প্রার্থনা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শান্তি ও কুশলের পরিবার

(ভারতাশ্রম, সায়ংকাল, সোমবার, ৮ই বৈশাখ, ১৭৯৬ শক,
২০শে এপ্রেল, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে প্রেমিকদিগের এবং অপ্রেমিকদিগের প্রেমময় ঈশ্বর, যাহারা তোমাকে ভালবাসে, তাহাদিগকে তুমি ভালবাস, যাহারা তোমাকে ভালবাসে না, তাহাদিগকেও তুমি ভালবাস। কিন্তু দেখ, পিতঃ, আমরা পরস্পরকে ভালবাসিতে পারি না, তাই তোমার এমন সুন্দর আশ্রমকে আমরা ছারখার করিলাম। ভাই যেমন হউক, ভগ্নী যেমন হউক, ভালবাসিব। সকলে আশা, প্রেম ও প্রসন্নতা সাধন করিব। এবং

এইরূপে একটী শান্তি ও কুশলের পরিবার হইয়া জগৎকে দেখাইব —তোমার নামে কি হইতে পারে। এই আশা করিয়া, সকল ভাই ভগ্নী মিলে, ভক্তির সহিত তোমার চরণে বার বার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পুণ্যসঞ্চয়

(ব্রাহ্মনিকেতন, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ৯ই বৈশাখ, ১৭৯৬ শক, ২১শে এপ্রেল, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে প্রেমময় পরমেশ্বর, মনের কথা বলিয়া তোমার সহায়তা গ্রহণ করিবার জন্য, দীন দুঃখী ভ্রাতা সকলে একত্র হইয়া, তোমার কাছে আসিয়াছি। তুমি বলিয়াছ, আমাদের অভাব তুমি মোচন করিবে। কৃপা করিয়া বক্ষঃস্থলে দাঁড়াও, তোমার শ্রীচরণ পূজা করিয়া কৃতার্থ হই। প্রভো, তোমার আজ্ঞা এ জীবনে কতবার লঙ্ঘন করিলাম। এখনও তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবার দিন শেষ হয় নাই, সুতরাং আমাদের পাপ দুঃখের দিনও শেষ হয় নাই। পিতঃ, এত কাল তোমার পবিত্র ধর্ম্ম সাধন করিয়া, ভবিষ্যতে আবার পাপ করিতে হইবে, এই চিন্তা কিরূপে সহ্য করিব। তোমার বিরুদ্ধে আর পাপ করিতে পারি না। চিরকালের জন্য তোমার অনুগত দাস হইয়াছি, এ কথা কখন বলিব? এত দিন সাধন ভজনের পর যদি এই কথা বলিতে হয়, তোমার কুপুত্র হইয়া আরও তোমার প্রেমমুখের অবমাননা করিব, তবে আমাদের গতি কি হইবে? তুমি যদি কৃপা করিয়া এই কথা বল, সন্তান, যতদিন বাঁচিবে, আর

পাপ করিতে পারিবে না, আমি তোমার পাপ করিবার ক্ষমতা হরণ করিলাম, তবেই বাঁচি। তোমার পৃথিবীতে থাকিলে, পাপ না করিয়া বাঁচা যায় না, নিশ্চয়ই নানা প্রকার অপরাধ করিতে হয়, আমরা চিরজীবন এই কথা বলিয়া আসিতেছি। কেন আমরা বলিতে পারি না, আর ভবিষ্যতে পাপ করিব না, যতদিন বাঁচিব, কেবলই পুণ্য সঞ্চয় করিব, কেবলই তোমার নামের মহিমা গান করিব, তোমার চরণতলে বসিয়া কেবলই তোমার প্রেম এবং শান্তি-রস পান করিব, যথার্থ সুখ যাহা অবশিষ্ট আছে, ভোগ করিব এবং যে জন্ত তুমি পৃথিবীতে পাঠাইয়াছ, তাহা সাধন করিয়া আনন্দমনে পরলোকে চলিয়া যাইব। পিতঃ, আশীর্ব্বাদ কর, শীঘ্র আমরা তোমার প্রেমরাজ্যে গিয়া প্রেম সাধন করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পরিবর্ত্তিত জীবন

(ব্রাহ্মনিকেতন, সায়ংকাল, মঙ্গলবার, ৯ই বৈশাখ, ১৭৯৬ শক,
২১শে এপ্রেল, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে মঙ্গলময়, দরিদ্রেরা আর দরিদ্র থাকিবে না, পাপীরা আর পাপী থাকিবে না, এমন কি বিধান করিলে, বল। আমাদের হৃদয় মন তুমি ফিরাইয়া দাও। পাপের দিকে যাইবার পথ রুদ্ধ কর। দীন দুঃখী ভাই ভগ্নীরা দেশে দেশে ফিরিতেছেন, তুমি সকলের মনে এই আশার কথা বল, ভবিষ্যতে সকলেই ভাল হইবে। প্রাণের সহিত তোমাকে চাহিলে, এবং সমস্ত প্রেম ভক্তি তোমাকে দিলে, কত সুখ হয়, তাহা আমরা সম্ভোগ করিব। যে প্রণামে মানুষের

সদ্গতি হয়, সেই প্রণাম তোমাকে দিব। তোমাকে বার বার ডাকিয়া সুখী হইব, পুণ্যবান্ হইব। অন্ধকার পাপ কল্য লইয়া যাইতে পারিব না। যথার্থ ব্রাহ্ম হইয়াছি, তাহা পরিবর্তিত জীবনে দেখাইব, এবং আমাদের পবিত্র জীবন দেখিয়া জগতের পরিত্রাণের আশা উদ্দীপিত হইবে। এই আশা করিয়া, সকল ভ্রাতা মিলিত হইয়া, ভক্তির সহিত তোমার ঐ পবিত্র চরণে বার বার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আরও চাই

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বুধবার, ১০ই বৈশাখ, ১৭৯৬ শক, ২২শে এপ্রেল, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে প্রেমের আধার, তোমাকে দয়াময় বলিয়া ডাকিতে আমরা শিখিয়াছি। তোমার সেই নামটী অতি মিষ্ট। হে দয়াময়, হৃদয়ের ভিতরে বস, চক্ষের ভিতরে প্রকাশিত হও। কৃপা করিয়া আমাদের কথাগুলি শ্রবণ কর। যতই দিন যাইতেছে, ততই বুঝিতেছি, তোমাকে এবং পরস্পরকে আরও অনুরাগ প্রেম না দিলে, তোমার পুত্র কন্যাদের সঙ্গে থাকা যায় না। আরও গভীরতর প্রেম ভক্তি না পাইলে, আত্মার পুষ্টি হইবে না। তোমার কাছে জীবনের ঘটনার কথা বলিতেছি, এখন যে পরীক্ষায় বিলক্ষণ বুঝিতেছি, এখন আর সেই পূর্ব্বসঞ্চিত দুগ্ধ অন্নে কেহই বাঁচিব না। মন যদি, খুব প্রেমিক হইব বলিয়া, তোমার চরণ জড়াইয়া ধরে, তবেই বাঁচিব। পূর্ব্বের অন্ন সম্বলে আর পথ চলিতে পারিব না। এই অবস্থায় যদি স্বর্গ হইতে বিশেষরূপে প্রচুর প্রেমবারি বর্ষণ করিয়া, আমাদের হৃদয় বিস্ফারিত করিয়া দাও,

তাহা হইলেই তোমার চরণতলে পড়িয়া কৃতজ্ঞ হইব। নতুবা এই অবস্থায় কেহই টিকিতে পারিবে না। নাথ, যাহাদের জন্য এত করিলে, তাহাদের যদি আর ব্যাকুলতা না থাকে, তাহাদের কি হইবে? এখন আরও ধন ধান্য চাই। এখন হৃদয় ভরিয়া তোমার প্রেমরস পান না করিলে, তোমার চরণতলে বসিয়া তোমার শান্তি, আনন্দ, পবিত্রতা সঞ্চয় না করিলে, নির্ব্বিঘ্নে চলিতে পারিব না। তুমি গুরু হইয়া, এই সহজ কথাটী বলিয়া দাও। আমাদের এই ম্লানতা হইতে কি প্রফুল্লতা আসিবে না? ভাই ভগ্নীগণ আরও দূর হইয়া পড়িবেন, যদি তুমি খুব ভালবাসা আনিয়া না দাও। যদি তোমাকে এবং তোমার সন্তানদিগকে আরও ভালবাসিতে না পারি, তবে তোমার আশ্রমে কিরূপে প্রাণ রাখিব? পাপ অধর্ম্ম করিতে তোমার আশ্রমে আসি নাই। সকলের দুঃখ ক্লেশ প্রতিদিন দেখিব, তার জন্য এখানে আসি নাই। যাহাতে সকলকে প্রাণের সহিত ভালবাসিয়া, তোমার প্রেমে উন্মত্ত হইতে পারি, এইটী এই যাত্রায় করিয়া দাও। তোমার নাম-রস পান করিয়া সকলে আনন্দিত হইব।

(শান্তিবাচন)

হে কৃপাসিন্ধু দীনশরণ, এ ঘরে যত উপাসনা প্রার্থনা হয়, তাহাও তুমি শুন। উপাসনান্তে তোমার কাছে আর কি ভিক্ষা করিব, যাহাতে সকল উপাসনা সফল হয়, তাহা করিয়া দাও। কপটের উপাসনা যদি এখানে হয়, তবে যে ইহা শ্মশান এবং মৃত্যুর ঘর। এ ঘরের কথা যদি অগ্নির মত সকলের হৃদয়ে কার্য্য না করে, তবে যাহারা বলে এবং যাহারা শুনে, তাহারা সকলেই অবশ্য কপট। যাহারা এত ভাল কথা বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে, আর তাহাদিগকে কপট উপাসনা করিতে দিও না। অধিক প্রেম-ভক্তি-জল যে হৃদয়-সরোবরে না থাকে,

সেখানে তোমার চরণ-পদ্ম প্রস্ফুটিত হয় না, অতএব শীঘ্রই আমাদের অন্তরে প্রেমসিন্ধু উথলিত হউক, এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—— ——

সুখের ঘর

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, সোমবার, ১৫ই বৈশাখ, ১৭৯৬ শক, ২৭শে এপ্রেল, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে প্রেমসিন্ধো, এই আশ্রমের দয়াময় দেবতা, আমাদের হৃদয়ের দুঃখ, জ্বালা অবিলম্বে দূর কর। বাঁচাও, জগদীশ, এ সকল কথা বলিয়া কতবার তোমার কাছে প্রার্থনা করিলাম, কিন্তু তুমি প্রার্থনার উত্তর দিলেই কি আমরা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি? তুমি স্বর্গের রত্ন আনিয়া গরিবদের হস্তে দাও, আমরা ছুড়িয়া ফেলিয়া দি। তোমার পবিত্র প্রেম-পরিবার কাছে আনিয়া দিলে, আমরা কি দৌড়িয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিব? যাহাদের হৃদয় প্রস্তুত হয় নাই, যাহারা পবিত্র সুখ চায় না, তাহারা কেন তোমার সেই ঘরে যাইবে? এই যে আমরা এখনও তোমার স্বর্গে স্থান পাইতেছি না, ইহাতে তোমার গূঢ় মঙ্গল অভিপ্রায় আছে, কেন না এই অবস্থায় আমরা সেই স্বর্গের তেজ সহ্য করিতে পারিব না। মনে কুপ্রবৃত্তি যতদিন থাকে, ততদিন তোমার স্বর্গ কিরূপে গ্রহণ করিব? যখন প্রাণ প্রস্তুত হয় নাই, তখন সুখের ঘরে লইয়া গেলেও বলিব, এমন কদাকার স্থানে কেন আনিলে? মন যে স্বর্গ চায় না, মুখ তাহা চাহিলে কি হইবে? যাহারা অহঙ্কার, স্বার্থ-পরতার উপর আঘাত সহ্য করিতে পারে না, তাহারা কিরূপে তোমার প্রেম-ঘরে বাস করিবে? পাপের মধ্যে থাকিতে যাদের এখনও আমোদ

হয়, প্রাণ যাদের মলিন, তাহারা এত সুখ ভোগ করিবে কিরূপে? যারা চায় না, তুমি কতক্ষণ তাহাদিগকে বাঁধিয়া সুখ ধামে রাখিতে পার? যেখানে সকল আশা পূর্ণ হবে, সেই ঘর ছেড়ে কতবার আমরা পলায়ন করিব? আবার ভাই ভগ্নী সকলকে ছেড়ে কত দিন দুঃখের ভগ্ন ঘরে বাস করিব? আর যাহাতে পলায়ন করিতে না পারি, এবার এমন কিছু উপায় করিয়া দাও। স্বর্গের কাছে যাই নাই, এমন নহে, কিন্তু এই স্বর্গে যাই, আবার সেখান হইতে পলায়ন করিয়, দুঃখী মলিন বেশ লইয়া, পৃথিবীর মলিন পথে বেড়াই। যাহাতে চিরদিন তোমার সুখের ঘরে বাস করিতে পারি, প্রেমময়, তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

গ্রহণ করা

(ভারতাশ্রম, সায়ংকাল, সোমবার, ১৫ই বৈশাখ, ১৭৯৬ শক,
২৭শে এপ্রেল, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে কৃপাসিন্ধু দয়ার ঠাকুর, তোমার কাছে কেবল প্রার্থনা করিলে হইবে না, কিন্তু তুমি যখন দিতে আস, তখন গ্রহণ না করিলে যে হয় না। কাঁদিলাম, তোমার পায়ে ধরিলাম, কিন্তু যখন তুমি দিতে আসিলে, তখন গ্রহণ করিলাম না। প্রেম দান করিতে আসিলে, তোমাকে ফিরাইয়া দিব না। তুমি এস, তুমি আমাদের আশ্রমে এসে বাস কর। পার্থিব সুখ সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া, তোমার সুখে সুখী হইবার উপযুক্ত হইব, এই আশা করিয়া, সকলে মিলিয়া, ভক্তির সহিত তোমার পবিত্র চরণে বারম্বার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিনয়ী কর

(ভারতাশ্রম, ব্রাহ্মিকাসমাজ, ১৯শে বৈশাখ, ১৭৯৬ শক,
১লা মে, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে কৃপাসিন্ধু দীনশরণ, তুমি জান, যে দিন আমরা দেখি, কোন ভাই কিম্বা কোন ভগ্নী বড় হইলেন, সে দিন আমাদের যন্ত্রণা সহ্য হয় না। পিতঃ, তুমি কি আমাদের বাড়ী প্রস্তুত করিয়া দাও নাই? তুমি যে বলিয়াছ, আমাদের বাড়ী ভাই ভগ্নীদের চরণতলে। যে দিন আমাদের মস্তকে ভাই ভগ্নীদের পদধূলি গ্রহণ করি, সে দিন আমরা যাহা বলি, তাহাই ধর্ম্মের কথা হয়, তাহাতেই সকলের শান্তি এবং পুণ্যবৃদ্ধি হয়। প্রেমময়, তুমি সব জান, তোমাকে আর কি বলিব? দীননাথ, আমাদিগকে বিনয়ী কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

কৈ পবিত্র প্রণয়?

(ভারতাশ্রম, মঙ্গলবার, ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৬ শক,
১৯শে মে, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে স্নেহময় অধমতারণ পরমেশ্বর, তোমার সন্তানগণ তোমার চরণতলে ভিখারী হইয়া, আবার তোমার নিকট উপস্থিত হইলেন। একবার তোমার ঐ স্নেহচক্ষের জ্যোৎস্না আসিয়া আমাদের জঘন্য মুখের উপর পড়ুক, ঐ দৃষ্টিতে আমাদের মঙ্গল হইবে। আকুল হইয়া তোমার শরণাগত হইয়াছি। এত বৎসর গেল, কৈ আমাদের প্রাণের সম্পূর্ণ মঙ্গল হইল? যাঁহার রাজ্যে আসিয়াছি, কৈ তাঁহার নামে এখনও

ত প্রাণ উন্মত্ত হইল না? জীবনস্রোত বহিয়া যাইতেছে, কৈ শান্তি-নিকেতনের নিকটবর্ত্তী হইলাম? কৈ পবিত্র প্রণয়? কত দিন আর এইরূপে দিন গণনা করিব? নাথ, তুমি বলিয়াছ, অনেক সুখ আমাদের জন্য তোমার স্বর্গধামে লুকাইয়া রাখিয়াছ। ভবিষ্যতে কত সুখ দিবে। সেই সুখ ত পরে পাইব, এখন এই জঘন্য জীবনে তুমি যে সুখ দিয়াছ, সেই সুখ যদি চিরস্থায়ী করে দাও, তোমার জয়ধ্বনি করিব। এত পাপী আমরা, সেই সুখের উপযুক্ত ছিলাম না। ভাই ভগ্নীদিগকে লইয়া, তোমার চরণতলে বসিয়া, এত সুখ সম্ভোগ করিব, ইহা জানিতাম না। এই জীবন ত পাপের কলঙ্কে নরকতুল্য হইয়াছে, ইহার ভিতরে যে তোমার স্বর্গ দেখিব, ইহা ত স্বপ্নেও জানিতাম না। যদি গরিব-দিগকে উদ্ধার করিবে, তবে যাহা একবার দেখাইয়াছ, তাহা আবার দেখাও। যখন আবার অধিক দিবার সময় হইবে, তখন প্রচুর সুখ দিও। যে তোমাতে মত্ত হয়, সেই কেবল ভাই ভগ্নীদিগকে প্রাণের ভিতর রাখিয়া ভালবাসিতে পারে। যে দিন তোমাকে ভালবাসিয়াছি, সেই দিন সহজেই সকল কাজ হইয়া গিয়াছে। তোমাকে ভালবাসিতে না পারিলে, কি আর কাহাকেও ভালবাসিতে পারি? ভিতরের উৎস শুকাইলে, আর ভালবাসা কোথা হইতে আসিবে? মনে করিয়াছিলাম, যে কয় দিন বাঁচিব, এই কয়টী ভাই ভগ্নীকে ভালবাসিব। পরস্পরের প্রতি ভালবাসাতে প্রাণকে পরিপূর্ণ করিয়া, পরলোকে স্বর্গে আনন্দে চলিয়া যাইব। যে সুখ বিশুদ্ধ প্রণয় হইলে সম্ভোগ করা যায়, সেই সুখে সুখী হইব। গোপনে তোমার স্নেহমুখের জ্যোৎস্না দেখি না, তাই বুঝি, এখনও ভাইকে শত্রু, ভগ্নীকে শত্রু মনে করি। পিতঃ, আর কি তুমি নর নারীকে ভুলাইতে পার না? তোমার মুখের লাবণ্য কি চলিয়া গিয়াছে? না, পিতঃ, তুমি যেমন, তেমনই রহিয়াছ, কেবল

আমরাই তোমাকে দেখি না, আমরা নিজে শুষ্ক হইয়া, তোমাকেও শুষ্ক মনে করি। জগদীশ, রক্ষা কর, প্রেম বৃষ্টি কর। ভালবাসার তরঙ্গে আমাদিগকে ভাসাও। তোমাকে প্রাণের মধ্যে দেখিয়া এবং ভাই ভগ্নীদিগকে আমাদের প্রাণের ভাই ভগ্নী বলিয়া জানিয়া, প্রাণ শীতল করি। পিতঃ, মরিবার জন্য ত প্রস্তুত হই না, ভালবাসা না হইলে, শুষ্ক প্রাণ লইয়া, কেমন করিয়া মরিব? নাথ, গরিবদিগের প্রার্থনা পূর্ণ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

তোমাকে লইয়া সুখী

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, রবিবার, ১১ই শ্রাবণ, ১৭৯৬ শক, ২৬শে জুলাই, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে প্রেমসিন্ধো! তোমার কথা কি মিষ্ট নহে? তুমি কি সুন্দর নও? পিতঃ! তোমার উপাসনা যে করিতে পারে, তাহার দুঃখ কোথায়? তুমি যাহাকে দেখা দাও, সে কি কখনও দুঃখী হয়? পৃথিবীর বিপদে যদি উপাসনা ভাল হয়, তবে তাহা যে স্বর্গীয় সম্পদ। বিপদে পড়িয়া যদি কোন দিন না কাঁদিতাম, তাহা হইলে কি তোমার মুখের সৌন্দর্য্য দেখিতাম? সেই দিন তোমার মুখে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিয়াছি, যে দিন দুঃখী বলিয়া কাছে আসিয়া বলিলে, "সন্তান! ভয় কি? আমি যে তোমার কাছে, আমি যে তোমার সহায়।" সেই দিন তোমার মুখ আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যে অনুরঞ্জিত দেখিয়াছি, যে দিন বলিলে, "সন্তান! যদি সমস্ত পৃথিবী শত্রু হইয়া তোমাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে, তুমি যে ভাসিবে।" আবার সেই দিন তোমাকে সুন্দর

দেখিয়াছি, যে দিন সমুদয় পরিবারকে এই প্রাণের মধ্যে আনিয়া দিলে, এই ব্রহ্মমন্দির তাহার সাক্ষী রহিয়াছে। এইরূপে কতদিন তোমাকে দেখিয়া হৃদয়ের গভীর বেদনা দূর হইয়াছে এবং তোমার সুমিষ্ট কথা শুনিয়া কতবার তাপিত প্রাণে শান্তি লাভ করিয়াছি, তাহা গণনা করিতে পারি না। প্রাণেশ্বর! তোমাকে পাইয়া যখন সুখী হইয়াছি, এবং তোমাকে লইয়া যখন সুখী হইতে পারি, তখন আর আমাদের কিসের ভয়? দুঃখ বিপদের সময় বন্ধু বান্ধব যিনি যেখানে আছেন, সকলের চিত্তকে সুখী কর। পিতঃ! আমরা যদি ব্রাহ্ম না হইতাম, তবে কি তোমার মত এমন সুন্দর দেবতাকে দেখিতাম? হয় ত আজ এই রবিবার রাত্রে যখন তোমার মন্দির মধ্যে বসিয়া, তোমার পবিত্র প্রেম-সুধা পান করিতেছি, এমন পবিত্র সময়েই কত জঘন্য ভয়ানক কলঙ্কে আত্মাকে কলুষিত করিতাম। কিন্তু তুমি যাহাদিগকে কৃপা করিয়া ডাকিয়াছ, তাহারা কি তোমাকে না দেখিলে আর কোথাও সুখী হইতে পারে? তুমি যারে কর সুখী, কে তারে দুঃখী করিতে পারে? নাথ! তোমার সুখে চিরকাল আমাদিগকে সুখী কর। তুমি যখন সুখ দিবে বলিয়াছ, তখন বিপদ আবার কি? কেবল পাপই শত্রু। যাঁহারা বাহির হইতে বাণ নিক্ষেপ করেন, তাঁহারা যে পরম বন্ধু, কেন না, তাঁহারা না জানিয়া আমাদিগকে তোমার সৌন্দর্য্য দেখাইয়া দেন। জীবন্ত ঈশ্বর! তুমি তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর। দয়ার সাগর! দীনশরণ! তোমার কাছে প্রার্থনা করিতেছি, যেন অনন্ত জীবন তোমাকে লইয়া সুখী থাকি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অমরত্বের পথ

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, রবিবার, ২২শে ভাদ্র, ১৭৯৬ শক,
৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে প্রেমসিন্ধু কৃপাময় পরমেশ্বর। তোমার কথা শুনিয়াছি, তোমার কথা মানিব। পিতঃ! তুমি আমাদিগকে যে পথে লইয়া যাইতেছ, ইহাতে রাশি রাশি বিঘ্ন বিপদ আমাদিগকে আক্রমণ করিবে, কিন্তু যাঁহারা কিছুতেই তোমাকে ছাড়িতে পারিবেন না, তাঁহাদিগের মধ্যে আমাদিগকে পরিগণিত কর। যে তোমার কথা শুনিতে পায় না, সে ব্যক্তিই মৃত্যুকে ভয় করে। তুমি আমাদিগকে প্রাণের পথে, অমরত্বের পথে রক্ষা করিতেছ। তুমি নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত কর। এই ব্রহ্মমন্দিরে তুমি বর্ত্তমান থাকিয়া, দুঃখীদের কথা শুনিতেছ। পিতঃ! সেই প্রেম শিক্ষা দাও, যাহা চিরদিন রক্ষা করিতে পারিব। অনন্ত প্রেমসাগরে, অনন্ত পুণ্যসিন্ধুতে নিমগ্ন করিয়া, আমাদিগকে সুখী কর। তোমার নূতন বিধান, তোমার নূতন অঙ্গীকারপত্র দেখাইয়া দাও। তুমি আমাদিগকে গোপনে এবং একত্রে ডাকিয়া, আর তাহাতে আমাদের কাহারও পতন না হয়, ইহার উপায় করিয়া দাও। প্রভো! অনেক দেখিয়া শুনিয়া এখন এই দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে, নিত্য পরিবার ভিন্ন আর কিছুতেই আমাদের সুখ নাই, শান্তি নাই। দয়া করিয়া, দীনবন্ধো! আমাদিগকে নিত্য প্রেমের অধিকারী করিয়া, আমাদের কাতর প্রার্থনা পূর্ণ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

শান্তি-গৃহ

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, রবিবার, ২৯শে ভাদ্র, ১৭৯৬ শক ,
১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু পরমেশ্বর। এবার এরূপ উপায় কর,' যাহাতে চিরকালের জন্য বন্ধু বান্ধবদিগকে সঙ্গে লইয়া, অনন্ত ব্রতে ব্রতী হইয়া, নিত্য তোমার আদেশ পালন করি। এবার তোমার উপাসকদিগকে তোমার নিত্য প্রেম-শান্তি-গৃহে লইয়া যাইবে, এই আশা দিয়াছ। এই আশা পূর্ণ হইল দেখিয়া, যাহাতে এই আনন্দ পরলোকে লইয়া যাইতে পারি, এই আশীর্ব্বাদ কর। যেখানে তোমার নিত্য কালের বৈরাগী, সন্ন্যাসী সাধকেরা বাস করিতেছেন, সেই গৃহে লইয়া গিয়া, দুঃখী, দুর্ব্বল, অবসন্ন, পরিশ্রান্ত পথিকদিগকে আরাম শান্তি দাও। তুমি আশীর্ব্বাদ করিলে, ব্রাহ্মদিগের এত দিনের আশা পূর্ণ হইবে।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দর্শন-লালসা

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, রবিবার, ৫ই আশ্বিন, ১৭৯৬ শক ,
২০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে প্রেমময় পরমেশ্বর, ভাল করিয়া দেখা দাও। শুনিয়াছি, ভক্তেরা তোমাকে দেখিয়া চিরমোহিত হইয়াছেন। আমার তেমন সৌভাগ্য হয় নাই। আমি তোমাকে প্রতিদিন দেখি সত্য। কাহাকে দেখি? যিনি বিশ্বপতি, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে যাঁহার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত, তাঁহাকে দেখিয়াছি, অনেকবার দেখিয়াছি। জন্মদুঃখী ক্ষুদ্র কীটের

এত সাহস হইল যে, সে ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি তোমাকে দেখিতেছে। এত বড় অপরাধী হইয়া তোমাকে দেখিতে পাই। কিন্তু যতই তুমি দেখা দিতেছ, ততই যে তোমাকে আরও দেখিবার জন্য ইচ্ছা হইতেছে। দরিদ্রকে যতই কেন তুমি ধন দাও না, তাহার পক্ষে কদাচ তাহা সম্পূর্ণ তৃপ্তির কারণ হইতে পারে না। এই যে অদর্শন-যন্ত্রণার পর কত মধুর দর্শন, এখনও প্রাণ চিরমোহিত হইল না, এই দুঃখ রহিল। তোমার এমন সুখময় প্রেমমুখের রূপ কেন দেখাইলে, যদি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া সুখী না করিবে? এমন করিয়া দেখা দাও যে, তোমাকে ছাড়িয়া আর কিছু দেখিতে ইচ্ছা হইবে না। তুমি আমাদের ঘরে দিন রাত্রি বসিয়া থাক, অনিমেষে আমাদের নয়ন তোমাকে দেখুক। কৃতজ্ঞতা দিতেছি যে, তুমি দর্শন দিয়াছ, কিন্তু প্রাণ কাঁদিতেছে, ক্রমাগত দেখা দাও। যখন মোহিত হইব চিরকালের জন্য, তখন আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া তোমাকে পূর্ণ কৃতজ্ঞতা দিব। এই সাধক-দিগের উপাসনা-সভা যেন তোমার পূর্ণ প্রেম, পূর্ণ পবিত্রতা সাধন করে। সকলকে দেখা দাও। পৃথিবীর যে যেখানে আমাদের ভাই ভগ্নী আছেন, সকলকে দেখা দাও। কৃপা করিয়া সকলকেই দেখা দাও। "তুমি দেখা না দিলে, কে তোমাকে দেখিতে পারে?"

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সাক্ষ্য কি দিয়াছি ?

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, রবিবার, ২রা কার্ত্তিক, ১৭৯৬ শক ,
১৮ই অক্টোবর, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে ঈশ্বর, এখনও তোমাকে ডাকিতে পারিতেছি। কে আমি, তুমিই বা কে ? কত প্রভেদ। পৃথিবীর লোক বলে, পাপী কি কখনও পুণ্যময় ঈশ্বরকে দেখিতে পারে ? জগতের লোক যাহা অসম্ভব বলিয়া জানে, তাহা আমাদের জীবনে সত্য হইল। পিতঃ, ইহা কি সত্য নহে, নির্জ্জনে, বৃক্ষতলে তোমাকে দেখিয়াছি, তোমার সঙ্গে সদালাপ করিয়াছি, তোমার সুমিষ্ট কথা শুনিয়া, জীবনের সকল দুঃখ যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়াছি ? পিতঃ, এ সকল ত স্বপ্ন নহে। আমরা ত নিজে ইচ্ছা করিয়া ব্রাহ্মসমাজে আসি নাই। আজ ত এই ভয়ানক রজনীতে পাপ অধর্ম্মে ডুবিয়া থাকিতাম , কেন আমাদিগকে বাঁচাইয়া আনিলে ? যদি ব্রাহ্ম না করিতে, আমাদের কি দুর্দ্দশা হইত। দুষ্কর্ম্ম করিতাম, নিজের এবং অন্য লোকের সর্ব্বনাশ করিতাম। পিতঃ, এত যে দয়া করিলে, কৃতজ্ঞতা কি দিয়াছি ? সাক্ষী হইয়া দশ জনের কাছে কি বলিয়াছি, তুমি কেমন দয়াময় ? হে দীনগতি, তুমি বাঁচাইলে, তাই এত সৌভাগ্য। বস্ত্র পুরাতন হইলে, তাহার মূল্য কেহ বুঝিতে পারে না , আমাদেরও, বুঝি, সেই দশা হইল। হে দীননাথ, বড় উপকার করিলে, জীবন কিনিয়া রাখিলে। আশীর্ব্বাদ কর, যেন চিরদিন তোমাকে দেখিয়া, চরিত্র নির্ম্মল করি, এবং তোমার সাক্ষী হইয়া, জগতে তোমার দয়ার সাক্ষ্য দিতে পারি। ব্রহ্মমন্দিরের রাজা, তুমি কৃপা করিয়া উপাসকদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সংসার ব্রহ্মময়

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, রবিবার, ২৩শে কার্ত্তিক, ১৭৯৬ শক ,
৮ই নবেম্বর, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে প্রেমময়, প্রেমসিংহাসনে তুমি বসিয়া আছ। আমরা "জয় দয়াময়, জয় দয়াময়," বলিয়া তোমার জয়ধ্বনি করিতেছি। যে জন্য কাছে আসিতে বলিয়াছ, তাহা বুঝাইয়া দাও। এত দিন সংসার-তত্ত্ব বুঝিতে পারি নাই বলিয়া, সংসারে মরিতেছিলাম। যে সংসারকে জঘন্য নীচ বলিয়া বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, তাহা গূঢ়ভাবে আমাকে তাহার দিকে আরও গভীরতররূপে আকৃষ্ট করিল। আজ বলিলাম, কোন লোকের সঙ্গে আলাপ করিব না, ক্রমে বুঝিলাম, নির্জ্জনে থাকা অন্যায়। এইরূপে নিজের দোষে পিতা মাতা, ভাই ভগ্নী, স্ত্রী পুত্র কাহারও সঙ্গে প্রকৃত সম্পর্ক স্থাপিত হইল না। কি করি, নাথ, তুমি উপদেশ দাও। তুমি যখন বন্ধু বান্ধব আনিয়া দিলে, তাহাদিগকে গ্রহণ করিব না কেন? দেখ, ঈশ্বর, সংসারের বৃথা আমোদে যেন মত্ত না হই, কিন্তু সংসারের ভিতরে যেন বৈরাগী হইয়া বাস করিতে পারি। তোমার কৃপাগুণে সংসারের বিষ পরিত্যাগ করিয়া, কেবল ইহার মধুই পান করিব। যখন সংসার তোমারই হস্তের ব্যাপার, তখন আর আমার ভয় কি? যখন তোমাকে দেখি, তখন সংসারের যে দিকে নেত্রপাত করি, সে দিকেই ব্রহ্মবিদ্যা। চারিদিক হইতে তখন তোমার ধর্ম্মতত্ত্ব আসিয়া আমাকে আলিঙ্গন করে। সংসারে আছি, তোমারই মন্দিরে আছি। তোমারই সংসার মধ্যে যেন তোমার ধর্ম্ম সাধন করিতে পারি, কৃপাময়, এই আশীর্ব্বাদ কর।

নাথ, তোমার সাধকের কাছে সংসার কি? সকলই ব্রহ্মময়,

সকলই মধুময়। তিনি জানেন ইহার কোন বস্তুকে স্পর্শ করিলেই পাপী হইতে হয় না। যখন তোমাকে দেখি, তখন আমার কাছে বিষ নাই, অন্ধকার নাই, ভয় নাই। তখন সকলই ব্রহ্মময়, সকলই মধুময়, দেখিয়া অভয় পদ পাই। যখন মন তোমাকে দেখিতে পায় না, তখনই চারিদিকে মৃত্যুর ব্যাপার দেখিয়া ভীত হই। কৃপাময়, আশীর্ব্বাদ কর, যেন ভ্রাতা ভগ্নী মিলে, তোমাকে প্রীতিপুষ্প দিয়া পূজা করিতে পারি। ব্রাহ্ম বলিয়া যদি কাছে ডাকিয়া থাক, সংসারী হইয়াও যেন বৈরাগী হই, এই আশীর্ব্বাদ কর। হে নাথ, সংসারে তোমার আজ্ঞা বহন করিব, লোকে বলিবে, এ ব্যক্তি সংসারে ডুবিয়া আছে, কিন্তু আমি ভিতরে ভিতরে তোমাকে ডাকিব, তোমাকে দেখিব এবং তোমার কথা শুনিব। প্রাণ মনকে তুমি অসার বস্তু দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছ বটে, কিন্তু সংসারের মধ্যে যাহা সার, তাহা লইয়া তোমার স্বর্গরাজ্য নির্ম্মাণ করিব। হে দীনশরণ, এই আশা করিয়া, বারবার ভক্তির সহিত তোমার পবিত্র চরণে আমরা প্রণাম করিতেছি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

কিছুতে ভালবাসা হইল না

(ভারতাশ্রম, বৃহস্পতিবার, ৩রা পৌষ, ১৭৯৬ ,
১৭ই ডিসেম্বর, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে স্নেহময় পরমেশ্বর, গভীর প্রেমসিন্ধো, অতলস্পর্শ প্রেমসমুদ্র, প্রার্থনার সময় তোমার কাছে অনেক কথা বলিয়া, আমাদের মূর্খতা ও অবিশ্বাসের পরিচয় দিয়া থাকি, যথার্থ প্রার্থনা ভুলিয়া যাই।

জগদীশ্বর, যদি ঠিক মনের কথা তোমাকে বলিতে পারিতাম, আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইত। তুমি যেমন আমাদের মনের অভাব বুঝিতে পার, আমরা কি তেমন পারি? আমরা অনেক সময় এই ভাবে প্রার্থনা করি যে, তখন আমাদের প্রাণও বুঝিল না যে, প্রার্থনা হইল, এবং তুমিও বুঝিলে যে, সন্তানদিগের প্রার্থনা হইল না। নাথ, তবে জানিতে দাও, কি আমাদের অভাব। পিতঃ, তোমা ভিন্ন আপনার লোক আর সংসারে কে আছে? ভালবাসা দিব কাকে? তোমাকে যেমন আপনার বলিলে হৃদয়ে তৃপ্তি হয়, সুখ হয়, এমন করে কি কোন মানুষকে আপনার বলিলে তেমন সুখ হয়? এই যে আশ্রমে বিশেষ বিশেষ বন্ধু বান্ধব, হে জীবনবন্ধো, ইহাদের মধ্যে কাহাকে বলিব, মনের মত বন্ধু পাইয়াছি। পাইতাম যদি, তবে কি মনে খেদ থাকিত? ভালবাসা অতি কঠিন। প্রাণেশ্বর, তুমি আমাদিগকে জান। ভালবাসা শিখা বড় কঠিন ব্যাপার। ব্রাহ্ম হইয়াছি, ব্রাহ্মিকা হইয়াছি। আমরা যাহা দেখিয়াছি, পৃথিবীর অতি অল্প লোক তাহা দেখিয়াছে, আমরা যাহা শুনিয়াছি, পৃথিবীর অতি অল্প লোক তাহা শুনিয়াছে। অনেক ধন তুমি আনিয়া দিলে, কিন্তু একটী সামগ্রী নাই বলিয়া, তোমার সন্তানেরা কষ্ট পাইতেছে। সেই রত্ন আর কিছুই নহে, কেবল ভালবাসা। পিতঃ, এখন বুঝিযাছি, তোমার অনুগ্রহে যদি মানুষ সরল বিনীত অন্তরে সাধন করে, তাহা হইলেই ভালবাসিতে পারে। ভালবাসা তবেই ত অত্যন্ত দুর্লভ সামগ্রী হইল। পিতঃ, তুমি যদি শিখাইয়া না দাও, পর কি কখনও আপনার হয়? এক শত বৎসর একত্র আহার করি, একত্র সাধন ভজন করি, চক্ষু মিলিত হইল, তথাপি হৃদয় পৃথক রহিল। বাহিরের সমুদয় ব্যাপার একত্রে সম্পন্ন হইল, কিন্তু প্রাণের মিলন হইল না। এক ঘরে তুমি আনিলে, এক

প্রেমবন্ধনে তুমি বাঁধিবে বলিয়া। সেই ভালবাসা কৈ, যাহা তোমার পরিবারের লোকদিগকে বাঁধিয়া রাখে? যদি, নাথ, তুমি একটু ভালবাসা না দাও, তবে এই যে বাহির হইতে সকল লোক আসিলেন, ইঁহাদিগকে আপনার লোক বলিয়া বরণ করিয়া লয় কে? হে প্রিয় পরমেশ্বর, এই দুঃখ দূর করিতে হইবে। যদি তোমার সন্তান ইঁহারা হন, ইঁহাদিগকে বুঝাইয়া দাও, যতদিন তোমার স্বর্গ হইতে ইঁহাদের হৃদয়ে পবিত্র প্রেম না অবতীর্ণ হয়, ততদিন কাহারও সুখ শান্তি নাই। ভালবাসার ভিখারী হইয়া ভ্রমণ করিতেছি, যদি আশ্রমে ভালবাসার দ্বার বন্ধ হইয়া যায়, (ভয় হইতেছে, বুঝি, সেই দ্বার বন্ধ হইতে আরম্ভ হইয়াছে) তবে আর কোথায় যাইব? দীনেশ্বর, বুঝিয়াছি, সুখ আর কিছুতেই নাই, কেবল ভালবাসাতে। তুমি আমাকে ভালবাসা যতটুকু শিখাইয়াছ, তাহাতে কত সুখী হইয়াছি। সেই ভালবাসা সকলকে শিখাইয়া দাও। তাহা অপেক্ষা অনন্তগুণ প্রেম দাও। সকলকে আপনার বলিতে পারি যাহাতে, এমন করুণা কর। তোমার অবশ্যই এই প্রার্থনা মনে থাকিবে, কিন্তু যাঁহারা শুনিতেছেন, তাঁহারা যে ইহা মনে রাখিবেন, তাহা ত জানি না। ইঁহারা যে ইচ্ছা করিয়া পরস্পরকে ভালবাসিবেন, তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি না। তোমাকে ভালবাসা এবং তোমার সন্তানদিগকে ভালবাসা বড শক্ত। প্রাণ না কাঁদিলে, কি কেহ কাহাকে ভালবাসিতে পারে? এই কয়েকটী ভাই ভগ্নীকে তোমার চরণে সমর্পণ করিতেছি, যখন অনেক অনুকূল ঘটনায়ও ইঁহাদের মধ্যে ভালবাসা আসিল না, তখন আর কাঁদিব কার কাছে? দীনবন্ধো, ভালবাসা আনিয়া আমাদের ঘরে উপস্থিত কর। প্রেম-রাজ্যে স্থান দিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ কর। এই প্রার্থনাটি তুমি মনে রেখ, ইহা তুমি পূর্ণ কর। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পরস্পরের বন্ধু

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, রবিবার, ৬ই পৌষ, ১৭৯৬ শক, ২০শে ডিসেম্বর, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে দীননাথ! এ সম্বোধন যদি তোমার ভাল না লাগে, তোমারই অনুরোধে তোমাকে ডাকি, হে দীনবন্ধো! প্রাণবন্ধো! এই বন্ধুহীনের বন্ধু! কেহই ত বন্ধু হইল না এ পৃথিবীতে। তুমি পাপীর বন্ধু হইলে, কিন্তু মানুষ আপনাকে এত বড মনে করে যে, সে পাপীর বন্ধু হইবে না। এমন নীচ, জঘন্য অপমানিত ব্যক্তির বন্ধু আর কে হইবে? তুমি স্বাভাবিক লালসা দিয়াছ, বন্ধুতা অন্বেষণ করিতে। সংসারে পাইলাম না, ব্রাহ্মসমাজে আসিলাম, এখানেও পাইলাম না। এখন কোথায় যাই? এইজন্য কোন প্রাচীন ঋষি বলিয়াছেন "স্বর্গে তোমা ভিন্ন আর কে আছে এবং ভূমণ্ডলেও তোমা ভিন্ন আমার আর কে আছে?" ধন্য, দয়াময় পরমেশ্বর! তোমার দয়ায় অনেকগুলি উপকারী ভাই ভগ্নী পাইয়াছি, তাঁহাদিগকে তুমি আশীর্ব্বাদ কর, কিন্তু যে বন্ধুর কথা বলিলাম, তাহা ত সংসারে নাই। নর-বন্ধুদিগের সঙ্গে মিলিয়া, হে দীনবন্ধো! তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা কত সুখ! হে বন্ধুহীনের বন্ধো! দয়ার সাগর! বন্ধু তোমার নাম। সেই পথ কোথায়, যে পথে গেলে, উচ্চ দেবতা, তুমি বন্ধু হইবে এবং পৃথিবীর সাকার মনুষ্যও বন্ধু হইবে? হে দয়াল পিতা! তুমি পৃথিবীতে বন্ধু আনিয়া দিও, নতুবা মনুষ্যের জীবন ভারবহ হইবে। কিন্তু যতদিন না বন্ধুতা পাইব, ততদিন যেন, প্রাণেশ্বর! তোমার নিকটে বসিয়া প্রাণের দুঃখ যন্ত্রণা দূর করি। কত ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা এই তোমার চরণতলে বসিয়া আছেন, কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে কি দুইজনও

পরস্পরের সখা, বন্ধু হইতে পারেন না? বন্ধুতা বিনা কিরূপে নর নারী পৃথিবীতে একা একাকিনী বাঁচিবে? নাথ, তোমার কাছে বসিয়া সকল দুঃখ দূর করিতে শিখিয়াছি। আমরা ধন্য! কিন্তু দুঃখী মনুষ্যদিগকে পৃথিবীতেও বন্ধুতা দাও। আমরা একত্র হইয়া, হে অনাথবন্ধো! চিরপ্রাণসখা! ভাই ভগ্নী সকলে ভক্তির সহিত তোমার শ্রীচরণে প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

যোগী ও ভক্ত

(মুদিয়ালী ব্রাহ্মসমাজ, শুক্রবার, ১১ই পৌষ, ১৭৯৬ শক, ২৫শে ডিসেম্বর, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে প্রেমময় পরমেশ্বর! তোমাকে আমরা দেখি জ্ঞানচক্ষে, তোমাকে আমরা দেখি ভক্তিচক্ষে। যেমন তোমাকে দেখি সত্য বলিয়া, তেমনই তোমাকে দেখি আনন্দময় বলিয়া। ধ্যানশীল হইয়াও তোমাকে দেখি, ভক্ত হইলেও তোমাকে দেখি। কত লোক কঠোর ধ্যান করিয়াও তোমাকে দেখিল না, আবার কত লোক কৃত্রিম প্রেমে মত্ত হইয়াও তোমাকে সত্যরূপে দেখিল না। আমাদের কত সৌভাগ্য, আমরা তোমার সত্যমুখ এবং প্রেমমুখ দুইই দেখিয়া কৃতার্থ হইতেছি। ভ্রম নাই, অসত্য নাই, সকলই সত্য, এই আমাদের প্রাণনাথ কেমন সুকোমল, ইঁহার মুখ দেখিলে আবার ইচ্ছা হয় সকলকে দেখাই। প্রিয় পরমেশ্বর! ব্রাহ্মের কত সৌভাগ্য যে, এমন সময়ে তোমার সত্যমুখ এবং প্রেমমুখ দেখিতে অধিকারী হইয়াছেন। একটী ভিক্ষা চাই, যাহাতে ইহা অন্তরে রক্ষা করিতে পারি, এই

ক্ষমতা দাও। প্রভু দয়াল! যদি তুমি সহায় হও, তবে আমরা ধ্যান ধারণা, এবং প্রেম ভক্তি একত্র সাধন করিতে পারিব। যেমন ধ্যানশীল, তেমন প্রেমিকহৃদয়ে তোমার পূজা করিব। যেন এই সুমিষ্ট পথ অবহেলা না করি। যোগীও হইব, ভক্তও হইব। এমন সুখের অবস্থা আর কোথায় পাইব? আরও প্রেমিক কর, আরও ধ্যানশীল কর। দেখ, যেন এই দুঃখীদের কিছুতেই আর পতন না হয়। যতদিন বাঁচিব, আশীর্ব্বাদ কর, তোমার পবিত্র চরণ সেবা করিয়া যেন কৃতার্থ হই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিকৃত মন

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, শনিবার, ১২ই পৌষ, ১৭৯৬ শক;
২৬শে ডিসেম্বর, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে গুণনিধি প্রেমের সাগর, মানুষের মনেতে সকলই করে। মন যখন ভাল হয়, তোমার প্রসাদে সকল স্থানে স্বর্গের শোভা দেখি, স্বর্গের শব্দ কর্ণকে প্রফুল্ল করে। সেই মনই যখন মন্দ হইয়া পড়ে, চারিদিকে নিরাশা এবং অন্ধকার দেখি। অবশ্যই তুমি মঙ্গলের জন্য আমাদের মনের এরূপ গঠন দিয়াছ। মনেতেই স্বর্গ, মনেতেই নরক। অপবিত্র, নিরাশ, মৃত নয়নে চারিদিকে কেবলই মৃত্যুর ব্যাপার। আমাদের মন যখন ভাল থাকে, তখন মন্দ হইতেও ভাল বাহির করিয়া লই। আবার যখন মন মন্দ হইয়া যায়, চক্ষুও নির্জ্জীব হইয়া পড়ে, অতি উৎকৃষ্ট স্থানে বসিলেও জঘন্যতা দেখি। মন যখন ভাল থাকে, ঘোর বিপদে প্রাণ যায়, তথাপি বলি, কি আমাদের সৌভাগ্য! কিন্তু মন

যখন ভাল না থাকে, চারিদিকে ভাল অবস্থা, তথাপি বলি, এবার বুঝি, মরিলাম। এবার বুঝি, নর নারী সকলের মৃত্যুকাল উপস্থিত। সেই তোমার আশ্রম, সেই তোমার পুত্র কন্যা, সেই স্বর্গ কোথায় গেল, সেই পবিত্র ভালবাসা কোথায় গেল, সেই আশার কথা কোথায় গেল ? বাহিরের সকলই সেই প্রকার রহিয়াছে, বাহিরের সেই ঘর, বাহিরে সেই সকল লোক, কিন্তু তোমার সেই পুরাতন সন্তানদিগের মন পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। কেবল যাঁহারা পূর্ব্বের অবস্থা রাখিয়াছেন, তাঁহারা এই বাহিরের অন্ধকার মধ্যেও তোমার চরণ ধরিয়া স্বর্গের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। শ্মশানে স্বর্গ দেখায় এই আমাদের মন, স্বর্গে শ্মশান দেখায় এই আমাদের মন। কৃপা করিয়া আমাদের মন ভাল করিয়া দাও, কেবল চক্ষু ভাল করিয়া দাও, যেন এই ঘরে তোমার উচ্চ অভিপ্রায় দেখিতে পাই। তুমি সেই আনন্দময়ী জননী হইয়া, তোমার পুত্র কন্যার সম্মুখে আনন্দের পাত্র ধরিতেছ, সেই শোভা যেন তোমার পবিত্র ভারতাশ্রমে দেখিতে পাই। আমাদের হৃদয়ের ধন যে উচ্চ আধ্যাত্মিক আশ্রম, সেই প্রেম-নিকেতন, সেই শান্তি-নিকেতন এ কঠোর মনুষ্যদিগকে দেখাও। আমাদের মন ফিরাইয়া দাও। মন্দ স্থানে বাসিয়াও যেন ভাল দেখি। মৃত্যুর অবস্থাতেও যেন জীবন দেখি। তুমি একত্র করিলে, তুমি ভাল করিয়া দিবে। সেই তোমার মুখের আলোক আমাদের সকলের মুখে পড়িয়াছে। হে ঈশ্বর, তোমার পুরাতন পুত্র কন্যাদিগকে উৎসাহে উত্তেজিত কর। চক্ষু যেন আমাদের শত্রু না হয়। ঘোর নিরাশা বিপদের মধ্যেও যেন পরলোকের সম্বল করিয়া লই। পৃথিবী তোমার আনন্দময় দয়াময় নাম কত কীর্ত্তন করে, এই আশ্রমও যেন বিমুখ না হয়। তুমি যে এই স্থানে কত করুণা করিয়াছ। তোমার

পুরাতন করুণা স্মরণ করিয়া, যেন চিরকাল তোমার প্রেম-নিকেতনের মহিমা কীর্ত্তন করিতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিধান অসম্পূর্ণ রহিল

(ভারতাশ্রম, সায়ংকাল, শনিবার, ১২ই পৌষ, ১৭৯৬ শক, ২৬শে ডিসেম্বর, ১৮৭৪ খৃঃ)

হে প্রেমময় ঈশ্বর, তুমি আমাদের কত উপকার করিয়াছ, পৃথিবী ভবিষ্যতে তাহা জানিবে। তোমার উচ্চ কীর্ত্তি এই আশ্রম। এই আশ্রমে তুমি কত দয়া করিয়াছ, কত দয়া করিবে, তাহা লেখা থাকিবে। কিন্তু একটী ফুল ফুটিতেছিল, তাহা ম্লান হইলে যেমন কষ্ট হয়, তেমনই তোমার এই ঘর, যাহা সুন্দররূপে উঠিতেছিল, যাহাতে কত ফুল ফুটিতেছিল, যখন দেখিতেছি, সেই সকল ফুল ম্লান হইল, তখন দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। আবার যদি প্রেমভক্তি তোমার প্রসাদে প্রস্ফুটিত হয়, তাহা হইলেই আশ্রমের দুঃখ দূর হয়। হে ঈশ্বর, অর্দ্ধেক কার্য্য হইতে না হইতে, কেন আমরা স্থির হইয়া দাঁড়াইলাম? তোমার উদ্যানের সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ হউক। দয়া করিয়া যদি এই পৃথিবীতে অলৌকিক ব্যাপার দেখাইবার জন্য এই ঘর নির্ম্মাণ করিয়াছ, এই প্রস্রবণ বন্ধ হইবে কেন? আরও যে জলের প্রয়োজন। তোমার বিধান অসম্পূর্ণ রহিল, এই গভীর কলঙ্ক হইতে পাষণ্ড মহা-পাতকীদিগকে উদ্ধার কর। তোমার বিধানের সম্পূর্ণতা কিরূপে হইবে, দেখাইয়া দাও। নর নারীর পরিত্রাণের এক খণ্ড দেখাইয়াছ, আর এক খণ্ড দেখাও। আমাদের অধম মস্তকের উপর তোমার পবিত্র

চরণ স্থাপন কর। আর তোমার বিধানের প্রতিবন্ধক হইয়া থাকিব না। উপাসনা-সাধন দ্বারা, পরস্পরের শাসন দ্বারা মনকে পবিত্র করিব। যতদিন না তোমার সুখী পরিবারে প্রবেশ করিয়া, তোমার প্রসাদে তোমার প্রেম-নিকেতনের শোভা জগৎকে দেখাইব, ততদিন তোমার কার্য্য ছাড়িব না, এই অঙ্গীকার এবং এই আশা করিয়া, তোমার পবিত্র মঙ্গল চরণে বারম্বার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নূতন বৎসরের আশার কথা

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, শনিবার, ১৯শে পৌষ, ১৭৯৬ শক,

২রা জানুয়ারি, ১৮৭৫ খৃঃ)

হে আমাদিগের মঙ্গলময় পরমেশ্বর, সকলে মিলিত হইয়া আবার তোমার চরণতলে মস্তক রাখিতেছি। কত সামগ্রী দিয়াছ, কত সামগ্রী তুমি দিবে, এই আশা করিয়া তোমার দিকে তাকাইতেছি। তাহারাই আমাদের শত্রু, যাহারা হৃদয়ের আশার প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া দেয়, উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে দেয় না। তাঁহারাই আমাদের বন্ধু, যাঁহারা আশার প্রদীপ জ্বালিয়া দেন, অন্তরের প্রেম শুকাইলে প্রেমের নদী আনিয়া দেন, এবং আমাদিগকে অবসন্ন মৃতপ্রায় দেখিলে, সজীব করেন। এই যদি শত্রু মিত্রের লক্ষণ হয়, তবে আশ্রমের লোক পরস্পরের শত্রু কি বন্ধু, তুমি বিচার করিয়া দেখ। আমরা পরস্পরের বন্ধুতা করিতেছি, কি শত্রুতা করিতেছি, তুমি দেখ। ইহা সিদ্ধান্ত না হইলে, আমরা একত্র থাকিতে পারিব না। এত দিনের মিলন ছিন্ন হইয়া যাইবে, যদি এই কথার মীমাংসা না হয়। আমাদের হস্তে

কি আশ্রয়-প্রদীপ, না, আমাদের হস্তে গুপ্ত নিরাশার অস্ত্র রাখিয়াছি, তাহা তুমি জানিতেছ। যে নিরাশকে আশা দেয়, সে জগতের বন্ধু। আমাদের ঘোর অপরাধ হইয়াছে, এই বিষয়ে। আমরা পরস্পরকে ভাল কথা বলিয়া কোথায় উৎসাহী করিব, না, যেখানে আশা ছিল, সেখানে নিরাশা, যেখানে সরসতা ছিল, সেখানে কঠোর ব্যাপার সকল আনিয়া উপস্থিত করি। নূতন বৎসর, আশার কথা শুনিব, আর শুনাইব, আশার কথায় মাতিব, আর মাতাইব। দীনবন্ধো, যাহাদিগকে তুমি চিকিৎসক করিলে, যাহারা অন্যের রোগ প্রতীকার করিবার ভার লইল, তাহারাই যদি বলে, রোগ আর যায় না—যাহাদিগকে তুমি ডাকিয়া স্বর্গের সরোবর হইতে অমৃত লইয়া বলিলে, "ইহা জগতের লোককে পান করাও," তাহারাই যদি বলে, এই অমৃত পান করিলে দুঃখ যায় না—তবে তাহাদের দ্বারা কিরূপে জগতের কল্যাণ হইবে? যাহাদিগকে তোমার পরিবার গঠন করিতে ডাকিলে, তাহারা যদি নিরাশমনে গালে হাত দিয়া বলে—আর আমাদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব, ভগ্নীভাব হইবে না—তাহারাই যে জগৎকে নিরাশ করিতে চলিল। তোমার নিকট কেবল এই আদেশ প্রার্থনা করি, তুমি বলিয়া দাও, নর নারী সহস্র পাপে বিদ্ধ হইলেও, নিরাশার কথা মুখে আনিতে পারিবে না। তুমি যে বলিয়াছ, নিশ্চয়ই আমরা পরিত্রাণ পাইব, তোমার মুখের মধুর আশা-বচন কি আমরা ভুলিয়া যাইব? কেন পৃথিবীর লোকের কথায় প্রবঞ্চিত হইব? প্রেমময়, তুমি, কথা কহ। তুমি আমাদের সমস্ত জীবনের শেষে পরিত্রাণ করিবে, না, দুর্গতি করিবে, বলিয়া দাও। তুমি কি বল নাই যে, সমুদয় দুর্গতির পর, আমরা নূতন পুণ্যের বস্ত্র পরিধান করিয়া, হাসিতে হাসিতে স্বর্গে চলিয়া যাইব? তুমি ত বলিয়াছ, যার ভার লইয়াছি আমি, তার শেষ অমঙ্গল হইবে না। যে পুত্র, যে কন্যা

আমার আশ্রয় লইয়াছে, কিছুতেই তাহার মৃত্যু নাই। সহস্র লোক যদি ভয় দেখায়, "তুই ত বাঁচিবি না, তোর ঘরে কলহ বাড়িয়া উঠিবে", যাহারা এই কথা বলিবে, পিতঃ, অস্ত্র দাও, বিশ্বাস-অস্ত্র দিয়া নিমেষের মধ্যে ঐ সকল কাটিয়া ফেলিব। কাহারও মিথ্যা কথা শুনিব না, তিনি যত শ্রদ্ধেয় হউন না কেন। এই কাণ আশার কথা শুনিবে, এই মুখ আশার কথা বলিবে। আশার উত্থান হইবে, আমাদের মধ্যে। ভাল হইব, মন্দ হইব না। বাঁচিব—মরিব না, এই আশার কথা বুকে বাঁধিব। হে ঈশ্বর, বুঝিয়াছি তোমার কথা। আর মানুষের কুটিল যুক্তি শুনিব না। আশা-সহকারে যেন চিরকাল তোমার পথে চলিতে পারি। আশার গান করিয়া, যেন আনন্দে তোমার রাজ্যে চলিয়া যাইতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আশার কথা শুনাও

(ভারতাশ্রম, সায়ংকাল, শনিবার, ১৯শে পৌষ, ১৭৯৬ শক,
২রা জানুয়ারি, ১৮৭৫ খৃঃ)

হে পতিতপাবন ঈশ্বর, একদিনও কি তুমি আমাদের কাহাকেও বলিয়াছিলে যে, আমি তোমার গতি করিব না, কত দিন মঙ্গল বিধান করিয়া অবশেষে তোমাকে জঙ্গলে ছাড়িয়া দিব? তবে কেন মনুষ্য-সন্তানদিগের মুখে কোন্ দিন নিরাশার কথা বাহির হইল, তাহা ভাবিব? তোমার মুখের কথায় আমাদের নিরাশা, ভয়ের কথা লজ্জিত হইল। আর কাহারও কথা শুনিব না। পাপী হইয়াছি বলিয়া ভাল হইব না, অন্ধকার দেখিয়াছি বলিয়া আলোক দেখিব না, কে

বলিল? যে এ সকল নিরাশার কথা বলে, সে মিথ্যাবাদী। হে সত্যবাদী ঈশ্বর, আশার কথা শুনাও। আশার প্রদীপ নিবাইতে অনেকে আছে, প্রাণে বধ করিতে পারে, এমন লোক অনেক আছে। আশার কথা কেবল বল তুমি। হে দীনেশ্বর, আমাদের অধম মস্তকের উপর তোমার আশাপ্রদ চরণ স্থাপন কর। দিন রাত আশা সাধন করিব। ঐ আমাদের সুদিন আসিতেছে, ঐ নর নারীর দুঃখের দুর্দ্দিন দূর হইতেছে, এই আশা করিয়া, আমরা তোমার দীন দুঃখী পুত্র কন্যা সকলে ভক্তির সহিত তোমার ঐ পবিত্র চরণে বার বার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

তোমার মুখের আলোক

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, শনিবার, ২৬শে পৌষ, ১৭৯৬ শক, ৯ই জানুয়ারি, ১৮৭৫ খৃঃ)

হে প্রেমসিন্ধো, চিরসুন্দর পরমেশ্বর, স্বর্ণ অপেক্ষাও উজ্জ্বল সিংহাসনে বসিয়া তুমি। অন্ধকার অপেক্ষাও অন্ধকার আমরা। নিতান্ত কদাকার হইয়া তোমাকে ডাকিতেছি। তোমাকে দেখিয়া সুন্দর হইব, সুন্দর জীবন সঞ্চয় করিব। মনের ভাব, মুখের কথা এবং আলোচনা সুন্দর করিব। পিতঃ, ইঙ্গিত পাইয়াছি, আভাস পাইয়াছি, তোমার মুখ হইতে যখন সৌন্দর্য্যের প্রভা পড়ে, তখন কদাকারও সুন্দর হয়। যখন তোমাকে না দেখিয়া একাকী থাকি, তখন সকলই কুৎসিত। যখন ভক্ত হইয়া তোমার চরণতলে এবং তোমার ভক্তদিগের পদতলে বসিয়া তোমার উপাসনা করি, তখন কুৎসিত জীবন সুন্দর হইয়া উঠে।

তোমার কাছে বসিলে, তোমার মুখের সৌন্দর্য্য পাপীদের মুখের উপর পড়ে। হে নাথ, আজ এই আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি যে, তোমার মুখের সেই লাবণ্য সকলের মুখে পড়ুক। তোমার উপাসনা ঘরে এবং সংসারক্ষেত্রে, সকল স্থানেই তোমার আলোকে সকলের মুখ সমুজ্জ্বলিত হউক। আমাদের সকলেরই মুখ কদাকার, কিন্তু তোমার দিক হইতে, তোমার সম্পর্কে পরস্পরকে দেখিলে, সকলেই সুন্দর হন। প্রিয় ভ্রাতা, প্রিয় ভগ্নীদের ত সেই মুখ তুমি করিয়া দিতে পার—যদি তোমার মুখের আলোক তাঁহাদের মুখের উপর ফেলিয়া দাও। অত্যন্ত সাধু ভাই এবং সাধ্বী ভগ্নীরও সৌন্দর্য্য থাকিবে না, যদি তোমার মুখের আলোক তাঁহাদের উপর না পড়ে। এই বিশেষ প্রার্থনাটী শুন যখন সকলে মিলিয়া তোমার নিকটে বসি, তখন যেন তোমার মুখের সৌন্দর্য্য আসিয়া আমাদের মুখে পড়ে, যেন তোমার স্বর্গের আলোকে সকলকে সমুজ্জ্বলিত দেখিতে পারি। তাহা হইলে আর আমাদের জন্য কিছু করিতে হইবে না। ভাইকে ভালবাসা, ভগ্নীকে শ্রদ্ধা করা অপেক্ষা আর কিছুই সহজ হইবে না। তখন তাঁহাদিগকে দেখিলেই বুঝিতে পারিব, ইঁহারা সামান্য নহেন। দেখিবামাত্র হৃদয়ে ভক্তি এবং প্রণয়েব সঞ্চার হইবে। যে ভাই ভগ্নীকে অপবিত্র বলিয়া ঘৃণা করে, কিরূপে তাহার হৃদয় পবিত্র হইবে? তোমার আলোক না দেখিয়া যতদিন অন্ধকার মধ্যে বাস করিব, ততদিন ত পরস্পরের প্রতি কল্পিত ব্যবহার থাকিবেই। তুমি যাহাদের মুখের ভূষণ হও, তাহারা কি কদাকার থাকিতে পারে? তোমার সৌন্দর্য্য দিন দিন আশ্রমবাসীদের উপর প্রকাশ কর। পুরাতন অন্ধকার চলিয়া যাক্, নূতন আলোক সকলকে সুন্দর করুক।

পরম সুন্দর পরমেশ্বর, তুমি যাহাদিগকে সুখী কর, তাহারা কি

কদাকার হইতে পারে? তুমি যাহাদিগকে পবিত্র কর, তাহারা কি অপবিত্র হইতে পারে? নূতন মুখ সকলের করিয়া দাও। দেখিব, সেই সকল ভাই, সেই সকল ভগ্নী আর নাই। ইহা দেখিয়া জীবনকে পবিত্র করিব। পরস্পরের সম্বন্ধে সুখী হইব। হে ঈশ্বর, গরিব বলিয়া আমাদের এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সব কেড়ে লও

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, পঞ্চচত্বারিংশ মাঘোৎসব, প্রাতঃকাল, রবিবার, ১২ই মাঘ, ১৭৯৬ শক, ২৪শে জানুয়ারি, ১৮৭৫ খৃঃ)

প্রাণেশ্বর। আজ এই প্রার্থনা যে, এই বেলা, এই শুভ মুহূর্ত্তে আমাদিগকে তুমি ভুলাইয়া লও। এখন যাহা বলাবে, আমরা সকলে তাই বলিব। এই বেলা আমাদের হৃদয় প্রাণ কেড়ে লও। এখন আমরা তোমারই, তুমি আমাদের সব কেড়ে লও, কিছু যেন আর আমাদের না থাকে। আজ যেমন তোমার, তেমনই চিরকাল আমি এবং আমরা সকলেই তোমারই হইয়া থাকিব। জননি! জননি! আজ যে আমাদের অধিক বয়স হইয়াছে, এমন মনে হইতেছে না। বালকের মত তোমার কাছে বসিয়া আছি। আজ এক বৎসরের শোক চলিয়া গেল। এ কি স্বর্গের যাদু? তোমার নামে সকল শত্রু পলায়ন করিল। সুযোগ হইয়াছে, প্রাণনাথ! পরিষ্কৃত আকাশে সন্তানদিগকে আজ পাইয়াছ। আজ যদি সন্তানদিগকে চিরপ্রমত্ত করিয়া লইতে পার, তবে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। আজ আমাদের পুরাতন চক্ষু নূতন হইল। কোন্ দেশ হইতে কি মন লইয়া আসিয়া-

ছিলাম, কাহাদের সঙ্গে বিবাদ করিতাম, আজ কি হইল। এই নিগূঢ় কৌশল কে জানে? কোথায় ছিলাম, কোথায় আসিলাম, এই ভক্তিঘরে বসিয়া, ভক্তবৎসল তুমি, তোমাকে আমরা প্রেম ভক্তি দিচ্ছি। এক দিন মনে ব্যথা হইত, পাছে কিছুদিন পরে আমাদের ভক্তি-প্রেম-ফুল শুষ্ক হইয়া যায়, কিন্তু এই সব ফুল কি শুকাইতে পারে? তোমার স্বর্গেতে ইহাদের জন্ম। ভক্তহৃদয়ে তুমি যে ফুল বিকশিত করিয়াছ, তাহাতে তুমি যে জলাশয় খনন করিয়াছ, এবং তুমি যে নদী প্রবাহিত করিয়া দিয়াছ, সে সকল কি শুষ্ক হইতে পারে? তুমি যে ভক্তি-জল পাঠাইতেছ, তাহা যে ফুরাইবে না। মা হয়ে শিখাইয়া দিচ্ছ, বৎস! বল্ না, তোর এই ভক্তি-জল ফুরাইবে না। তুমি বিশ্বাস দিতেছ, আমি মরিব না। অজর, অমর তোমার এই বালক বালিকাগুলি। জীবননাথ। প্রাণপতি। তোমাকে ভালবাসিব, আর যাঁহারা তোমার সন্তান, তাঁহাদিগকেও ভালবাসিব। ভিতরে তোমার মুখের বচন শুনিব। হে প্রাণেশ্বর। প্রাণ দিতে তুমিই পার। সৌন্দর্য্য দেখাইতে তুমিই পার, মত্ত তুমিই করিতে পাব। আমাদিগকে তোমার প্রেমে প্রমত্ত করিয়া, পৃথিবীতে তোমার স্বর্গের শোভা দেখাও, তাহা হইলে আমাদের মৃত্যুর পর, এই পৃথিবীতে যে সকল সাধু লোক আসিবেন, তাঁহারা অন্বেষণ কবিয়া দেখিয়া বলিবেন, ঐ কতকগুলি লোকের মন হইতে ভক্তির মধুর অগ্নির ধুঁয়া উঠিতেছে। আমরা পৃথিবীতে ইহা দিয়া যাইব। এই কি তোমার সেই স্বর্গের ঘর? সেই শান্তি নিকেতন? এই ঘর কেহই ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না। ঐ সোণার শৃঙ্খল হাতে লও, আর আমাদের মুখে ক্রমাগত প্রেম মদ ঢাল, আর যখন দেখিবে, আমরা মদ পানে মত্ত হইয়াছি, তখন ঐ শৃঙ্খল দিয়া বাঁধিয়া ফেলিও। যদি অচেতন করিতে হয়, এই ভক্তি-রসে আমাদিগকে অচেতন কর, হে সুচতুর হইতেও

সুচতুর পরমেশ্বর। তুমি দুষ্ট সন্তানদিগকে বাঁধিয়াছ। আরও প্রেমের কল, ভক্তির কল চালাইতে থাক। এস, পিতঃ। এতদিন পর আজ তোমাকে ধন্যবাদ-পূর্ণ প্রণাম করি, ভক্তি ফুল-মালা লইয়া তোমার চরণে দিই। অবাক্ ভক্তদিগের অবাক্ ঈশ্বর! সৌন্দর্য্য-পূর্ণ প্রেমময়ী জননি! প্রাণ ভগ্ন হয়, যখন ভাবি, কেমন করে তোমাকে ভুলিয়া যাই? হে প্রাণেশ্বর! অত্যন্ত আহ্লাদিত অন্তঃকরণে, তোমার ভক্ত সন্তানগণ, তোমার ভক্ত প্রজাগণ, তোমার দাস দাসীগণ, দেখ, সকলে মিলে তোমার চরণে ভক্তির সহিত প্রণাম করিতেছি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

মাকে দেখিয়া সুখী

(ভারতাশ্রম, ব্রাহ্মিকাসমাজের উৎসব, প্রাতঃকাল, সোমবার,
১৩ই মাঘ, ১৭৯৬ শক , ২৫শে জানুয়ারি, ১৮৭৫ খৃঃ

হে নরনারীদিগের পরম দেবতা, এই উৎসব-সময়ে তোমার নিকট জগদ্বাসিনী সমস্ত ভগ্নীদিগের যাহাতে কল্যাণ ও পরিত্রাণ হয়, এজন্য যাচ্ঞা করিতেছি। তুমি যেমন পুরুষদিগকে অল্পে অল্পে উন্নত করিতেছ, সেইরূপ কোমলপ্রকৃতি নারীগণও যাহাতে তোমার নিকটে বসিয়া জ্ঞান ধর্ম্মে উন্নত হন, এই বিধান কর। যে সকল ভগ্নীরা এখনও তোমাকে পিতা বলিয়া ডাকিতে শিখিলেন না, এখনও যাঁহারা পাপ কুসংস্কারে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন, তুমি বিনা কে তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিবে? না পান তাঁহারা সাহায্য স্বামীর নিকট, না পান তাঁহারা সাহায্য পিতা মাতার নিকট। পিতঃ, তোমার সে সকল দুঃখিনী কন্যাদের কি করিলে? তোমার সত্যের আলোক কি পৃথিবীর অর্দ্ধ

ভাগেই বদ্ধ থাকিবে? তুমি ত পক্ষপাতী নহ। পুত্রকে চরণতলে স্থান দিবে, আর কন্যাকে বিদায় করিয়া দিবে, পিতঃ, এমন নিষ্ঠুর ত তুমি নহ। কন্যাদিগের দুঃখ দূর করিবে, তাই ত এই আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়াছ। আশীর্ব্বাদ কর, যাঁহারা এই আশ্রমে বাস করেন, তাঁহারা যেন পৃথিবীর জঘন্য অপবিত্র ভাব পরিত্যাগ করিয়া, স্বর্গের দেবভাব এবং দেবীভাব পাইয়া, পৃথিবীতে পারিবারিক পবিত্র শান্তির উদাহরণ প্রদর্শন করেন। জগতের ভাই ভগ্নী সকলে মিলিয়া, নাথ, কবে একত্র তোমার নিকট উপস্থিত হইব? নাথ, জগতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আমাদের যত জাতির ভগ্নী আছেন, সকলের উপর তোমার আশীর্ব্বাদ-বারি বর্ষিত হউক। সকল নারী তোমাকে দেখিয়া মুগ্ধ হউন। যেমন আজ এই ভগ্নীরা তোমার চরণতলে বসিয়াছেন, এইরূপ তোমার সমুদয় কন্যারা তোমার কাছে বসিতে শিক্ষা করুন। তোমার প্রেমরাজ্য সমস্ত নারীজাতির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত কর। 'ব্রহ্মকৃপা হি কেবলং'।

প্রেমময়ি জননি, স্নেহের পিতা মাতা, কি দুঃখ তাঁহাদের, যাঁহারা তোমাকে দেখিতে পান না। তোমার হাত দিয়া আমাদের চক্ষু খুলিয়া দাও, যে একবার তোমার দর্শন পায়, তাহার ত দুঃখ থাকে না। পিতঃ, এই তোমার সমক্ষে কয়েকটী ভগ্নী বসিয়া আছেন, ইহারা তোমাকে কিরূপে দেখিবেন? আবার ইহারা ছাড়া যে আমাদের আরও কত দুঃখিনী ভগ্নী আছেন, তুমি তাঁহাদেরও উপকার কর। তুমি ত জান, অন্তর্যামী, তোমাকে বলিব কি? তোমার অদর্শন-যন্ত্রণা যে সহ্য হয় না। প্রাণ থাকতে তোমার মুখ দেখিলাম না, এই দুঃখ সহ্য হয় না। আর কে আছে, ইহাদের দুঃখ দূর করে? তুমিই অগতির গতি। তোমার ঐ চরণের সঙ্গে ইহাদের হৃদয়গুলিকে বাঁধ।

যেমন রূপ-লাবণ্য দেখাইয়া ভক্তজনের লোভের বস্তু হইয়াছ, তেমনই যেন শুনিতে পাই, আজ আশ্রমের অমুক ভগ্নী, কাল অমুক ভগ্নী তোমাকে দেখিয়া সুখে মত্ত হইয়াছেন। নাথ, আশীর্ব্বাদ কর, তোমার আশীর্ব্বাদে সকলই হয়।

ঈশ্বর। তোমার সন্তান তোমাকে দেখিতে চায়, তুমিও তোমার সন্তানকে দেখা না দিয়া আর কাহাকে দেখা দিবে? এবং তোমার রূপ-লাবণ্য আর দেখিবেই বা কে? পিতঃ। অনেকবার তোমাকে দেখিয়া মোহিত হইয়াছি। আরও ইচ্ছা হয়, তোমাকে আরও ভাল করিয়া দেখি। হে প্রিয় পিতঃ! তুমিও ইচ্ছা কর, দেখা দিবে, তোমার দুঃখিনী কন্যাবাও তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন। ইচ্ছারত মিলন হইল। দুঃখিনীকে এত দিনের পর পিতা দেখা দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন, এই কথা তোমার প্রত্যেক কন্যা বলিতে শিখুন। বিচার কর, বিচারপতি। যদি তোমার সন্তান তোমাকে না দেখিল, তবে জীবন কি জন্য? আশীর্ব্বাদ কর, তোমার বঙ্গদেশের মেয়েরা, তোমার দর্শনের আলোকে তোমাকে মা বলে ডেকে সুখী হউন, প্রফুল্ল হউন। সকলকে নিকটে ডেকে দেখা দাও। তোমার দর্শন পেতে যেন সকলের অভিলাষ হয়। আজ যেমন শোভা করিয়া বসিয়া আছ, এমনই তুমি তোমার স্বর্গে চিরকাল তোমার ভক্তদিগের সঙ্গে বসিয়া আছ। স্বর্গের লোকদের দুঃখ নাই, অদর্শন যন্ত্রণা কি, তাঁহারা জানেন না। কবে আমরাও স্বর্গে বসে, তাঁহাদের ন্যায় চিরসুখী হইব? "হৃদে হেরিব, আর অভয় চরণ পূজিব?" আজ আর কাঁদিবার সময় নাই। হে দয়ার সাগর। এই যে উৎসব সুসম্পন্ন হইল, কৃতজ্ঞতা নাও। এই ভিক্ষা করি, এই যে কাঁদিলাম, এই জলে যেন ফল হয়। পিতঃ। এত অনুগ্রহ দেখালে, এই কয়েক দিন। তোমাকে ছাড়িয়া

যাই কিরূপে? তাই ডাকিতেছি, জননি! কাছে এসে বস, এই আমাদের অবিশ্বাসী মস্তকের উপর তোমার শ্রীচরণ স্থাপিত কর। তোমার প্রসাদে পরস্পরের সঙ্গে পবিত্র প্রণয়ের সম্পর্ক স্থাপন করিব। তোমার মুখ দেখিতে দেখিতে আমাদের হৃদয়ে গভীর আহ্লাদের জল উথলিয়া উঠিবে। হে মাতৃহীনের মাতঃ! ভাই ভগ্নী সকলের জননি! এই আশা করিয়া, তোমার শ্রীচরণে আমরা ভক্তির সহিত নমস্কার করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সাধু ইচ্ছা

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, রবিবার, ১৯শে মাঘ, ১৭৯৬ শক, ৩১শে জানুয়ারী, ১৮৭৫ খৃঃ)

হে প্রেমময় পরমেশ্বর, কতবার অন্তরের অন্তরে তুমি প্রকাশিত হইয়াছ। আমরা এত পাপ করিয়াছিলাম যে, পৃথিবী বলিল, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই, কিন্তু তুমি বলিলে, আমরা ইচ্ছা করিলেই পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইব। ভাল উপাসনা যদি না হয়, মনুষ্য ইচ্ছা করিলেই ভাল উপাসনা করিতে পারে। তোমার ইচ্ছা ভিন্ন কে কবে বাঁচিয়াছে? যথার্থ সাধু ইচ্ছা যখন উদিত হয়, তুমি ত আপনি তাহার সহায়তা কর। সম্প্রতি যে তোমার এত ধন পাইলাম, বুঝিতেছি, যদি ইচ্ছা হয়, তবে রাখিতে পারিব। পিতঃ, ইচ্ছা থাকিলে কে তোমাকে দেখিতে পায় না? এমন কবে ঘটিয়াছে যে, তোমার জন্য কাঁদিয়া তোমার দর্শন পাই নাই? এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা সাধু ইচ্ছা দিন দিন পোষণ করিতে পারি। যাহাতে অসাধু

মনে সাধু ইচ্ছার উদয় হয়, কৃপা করিয়া তুমি এমন বিধান করিয়া দাও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বৈরাগী ঈশ্বর

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, রবিবার, ১লা চৈত্র, ১৭৯৬ শক, ১৪ই মার্চ্চ, ১৮৭৫ খৃঃ)

হে ঈশ্বর, যতই তোমার বিষয় ভাবি, ততই অবাক্ হই। এতকাল মনে করিতাম, যে ব্যক্তি একটু সুখ ছাড়িত, সে বৈরাগী। কিন্তু তোমার মত বৈরাগী কে আছে? কৈ, ঈশ্বর! দিলে ত সকল সুখ, কিন্তু একদিনও তোমার মুখ ম্লান দেখিলাম না। কৃপণ ত কখনও হইলে না। দাও, দাও, এই কথা তোমার স্বর্গরাজ্যে সর্ব্বদা উচ্চারিত হইতেছে। প্রেম বিলাইতেছ অপমান সহ্য করিয়া। দেখ, পিতঃ! তোমার মধুর ব্যবহার, আর আমাদের কঠোর ব্যবহার। প্রকৃত বৈরাগ্য-পথ অনুসরণ করিতে আমাদিগকে শিক্ষা দাও। কিসে ভাই ভগ্নী ভাল থাকিবেন, এইজন্য যেন আমরা ভাবি, এইজন্য যেন আমরা যত্ন করি। হে বৈরাগী পিতঃ! তুমি যেমন সকলকে সুখী করিবার জন্য বিস্তীর্ণ জগৎ বিস্তার করিয়াছ, আমরা যেন পরস্পরকে তোমার পবিত্র সুখে সুখী করিবার জন্য ব্যস্ত হই, এই আশীর্ব্বাদ কর। রসশূন্য বৈরাগ্য লইয়া আপনাদিগকে এবং অন্যকে আর নির্য্যাতন করিতে দিও না। শান্তিপূর্ণ বৈরাগ্য লইয়া, তোমার স্বর্গের অসীম সুখ সম্ভোগ করিয়া, আমরা যাহাতে চিরসুখী হই, হে ব্রহ্মমন্দিরের দেবতা! তুমি আমাদের এই আশা পূর্ণ কর। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

একেবারে মোহিত কর

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, রবিবার, ৩১শে শ্রাবণ, ১৭৯৭ শক,
১৫ই আগষ্ট ১৮৭৫ খৃঃ)

হে প্রভো! বাহিরের উপাসনা ফুরাইল, কিন্তু তুমি ফুরাইলে না, আমার মনও ফুরাইল না। এখন তুমি আমি বসে আমোদ করি। এমনই অমৃতাভিষিক্ত কথাগুলি বলিয়া প্রাণ কাড়িয়া লইলে যে, তোমার কথা না শুনিলে আর কিছুই ভাল লাগে না। আগে জানিতাম না যে, তুমি মলিন মানবকে একবারও উঠিতে দিবে না। তুমি ছাড়িতে চাও না, তোমাকে আমি ছাড়িব? পাপটা যে আমার হইবে। বিচ্ছেদের কারণ আমি হইব? আমি মনে করিতাম, উপাসনার সময় আছে, তুমি যে এমন করিয়া ষোল আনা প্রাণ কাড়িয়া লইবে, তাহা ত জানিতাম না। দুই আনাও রাখিতে দিবে না। প্রেমময়! লও এই প্রাণ, তুমি প্রেমে সকল সাধককে মত্ত করিয়া ফেল। প্রাণকে একেবারে মোহিত করিয়া ফেল। তোমার শিশুদিগকে প্রেমবন্ধনে বাঁধিয়া ফেল। এমন মিষ্ট কথা কে বা শুনাইবে? কেবল কতকগুলি কদাকার মুখ পৃথিবী দেখায়। প্রেমসিন্ধো! তোমার মত রূপ আর কোথায় দেখিব? এমন কথা কোথায় শুনিব? তাই বলি, তোমার প্রেমের মধ্যে আমাদিগকে ডুবাইয়া রাখ, আমরা খুব সুখী হইব।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রগাঢ় মত্ততা

(ভারতাশ্রম, শুক্রবার, ২রা আশ্বিন, ১৭৯৭ শক ,
১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৫ খৃঃ)

দাতা, প্রেমময়, করুণাময় দাতা, কত লোককে কত দিতেছ, গরিব কাঙ্গালদিগকে মুক্তিরত্ন কবে দিবে ? হে দাতা, তোমার দানের উপরই একমাত্র নির্ভর, আর উপায় নাই। দাতা হয়ে দান করিতেছ, না, তুমি অমৃতরস বিক্রয় করিতেছ ? হে দয়াময় পরমেশ্বর, তোমার ত খুব ভালবাসা আছে, শুনিয়াছি। এই যে তোমার কাছে এত পাওয়া যাইতেছে, ইহা দান, না, বিক্রয় ? ঐ পাত্রটীতে কি ? ঐ আলমারীর উপর কি ? যেটা দিলে, এটা খুব মিষ্ট। কিন্তু দেখ, দয়াবান্ ঈশ্বর, এটা থাকে না যে। খুব ঝোঁক, একেবারে দিন রাত নেশা, ভক্তের ভাষা জান তুমি, অবিচ্ছেদে প্রমত্ততা সাধু ভাষায় যাকে বলে, এটা খেলে যে তাহা হয় না। এটাও খুব ভাল সামগ্রী, কিন্তু খুব নেশা, মত্ত অবস্থা যে ইহাতে হয় না। অনেক ভাল সামগ্রী এ আল্‌মারিটা থেকে খাওয়ালে, কিন্তু আজও তেমন মাতাল ত হলেম না, যখন খুব রাত্রে চৌকিদার এসে লাথি মার্‌ছে, আর ধমক দিয়া বল্‌ছে, কে তুই, চলে যা, আমি বল্‌ছি, আমি মাতাল, না, আমি যাব না। লাথি মার্‌ছে, ধমকাচ্ছে, গালাগালি দিচ্ছে, আমি বসেই আছি, কেবলই হাস্‌ছি। সংসার লাথি মারে, আমি বল্‌ছি, ঐ লাথি খুব মিষ্ট। আমাদের ভিতর কেহই তেমন হয় নাই। তবে ঐ আল্‌মারিটা খুলে আরও ভাল জিনিস দিলে না কেন ? এ তোমার কেমন বিচার ? যারা তোমাকে পয়সা দেয়, তাদের তুমি এ আল্‌মারির জিনিস দাও না। তাই তুমি আমাদের বল্‌ছ, পয়সা দিয়েছিস্ কেন ?

চৈতন্য প্রভুকে যে জিনিস খাওয়ালে, তাহা কেন আমাদের খাওয়ালে না ? বড় বড় মহর্ষি, ঈশা প্রভৃতি যাহা খেতেন, সেই জিনিসটা আমাদের দাও নাই কেন ? সেই ভাল জিনিসের এক বিন্দু দাও, তাই একটু খেয়ে খুব মজে যাই। চতুর খুব তুমি। চাইলে যে ফিরিয়ে দেবে, তা নয়, দেবে তুমি, কিন্তু তোমার দোকানে যে অনেক রকম জিনিস আছে। ঐ মহর্ষিগুলোকে এমন কি জিনিস খাওয়াইয়া দিতে যে, তোমার দোকানে পড়েই থাক্‌তেন। আমরা তা পারি না, কেন না, তুমি বল্‌ছ যে, আমরা তোমাকে পয়সা দি। তাঁরা দাম দিতেন না। ফাঁকি দিয়া খেতেন। দোকানদার, তোমার বিচার মন্দ নয়, পয়সা না দেওয়াটা গুণ হল। যে পয়সা দিলে না, ভাল ভাল জিনিসটা তাকে দিলে। চেন কি না, অনেক দিন ব্যবসায় কর্‌ছ, চেহারাটা দেখে বুঝ্‌তে পার, কে পয়সা আনে নাই। যখনই দেখ, কেহ গরিব হয়ে এসেছে, অমনি ওদিকে নিয়ে গিয়ে ভাল জিনিসটা খাওয়াও। ঐ যে আমরা মনে করি, আমরা সাধন করি, গান করি, আরাধনা করি, উপাসনা করি, এই পয়সাই আমাদের সর্ব্বনাশ করে। কিন্তু এখন, এ আমাদের পক্ষে লাখ টাকা। আর বাপের সাধ্য, এত খায়। কিন্তু লোভটা না কি বড়, তাই তোমার আছে ঐ আল্‌মারিটার জিনিস চাচ্ছি। এ যা দিচ্ছ, দাও। ঐ ভাল জিনিসটা কি একবার আল্‌মারি থেকে বাহির করে দিবে না ? তোমার আরাধনাতে কি মজা! কিন্তু তবু যেন দাম দিয়েছি। সে সব পয়সাগুলি ফিরিয়ে দাও না। দূর হও, পাগল। ফিরিয়ে দেব কি ? না দিলে হত ভাল। আচ্ছা, না দেওয়াটা কি ? দয়ার সাগর, এটি শিখিয়ে দাও না, সেই ভক্তেরা দাম না দিয়ে, কেমন করে ঐ জিনিষ খেতেন ? তাঁরা নাই, কে আমাদের শেখাবে ? তুমি শেখাও না। এই নেও, তোমার যা কিছু নেও, আবার নেও, এই

দেওয়া রোগ গেল না। কোন মতেই আপনাকে নিঃসম্বল মনে করা হল না। তুমি ত বল্‌ছ, তোর কেন পয়সার রোগ ? তোর কি আছে ? খুব লজ্জিত করতে পার। সব বুদ্ধির ঝকমারি হল। আমি কি হাঁ করব ? না, এখন দিবে না ? আমি কাঙ্গাল হয়ে আস্‌ব একবার ? তুমি কাঙ্গাল করে নিও। এই রকম উপাসনা দিন কতক চালাও। ইহাতে কি হব, জান ? চিরপ্রমত্ত হব। সব ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য ঘুচিয়ে দাও। শুদ্ধ কর, শান্ত কর। তোমার শ্রীচরণে এই গভীর প্রার্থনা। হে দীনবন্ধু পরমেশ্বর, কি দিবে, দাও। আজ যদি না দাও, কবে দিবে, বলে দাও। আমরা ত প্রভেদ বুঝিতে পারিলাম। এখনও ত সুরা পান করাও, কিন্তু নেশা ভেঙ্গে যায় কেন ? আর কি এ নেশায় শানে ? একেবারে যে খুব নেশার জন্য ব্যাকুল হয়েছি, তা নয়। ব্যাকুলতা কৈ ? বুদ্ধির বোঝাই বল, আর যাই বল, ও দোকানদার, এর চেয়ে ভাল একটা জিনিস, এর চেয়ে উচ্চ নম্বরের একটা কিছু না দিলে, এ নেশা ছুটবে। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, যে এমন করে সুরা পান করে, সে কি সোজা হয়ে সটান চলে যেতে পারে ? আধ হাত চল্‌তে পারে না, আর গোলদীঘী পর্য্যন্ত চলে যেতে পারে ? ভদ্রতা, সভ্যতা সব বজায় রাখ্‌ছি, আর চল্‌ছি, এতে কি হয় ? ভক্তদের ত কিন্তু এ রকম ছিল না। কথা জেয়াদা বল্‌ছি কি ? কাজে হবে কি ? না হয়, দুটো পাঁচটাকেও ঘরে নিয়ে খাওয়াও না। ও জিনিসটার ধর্ম্মই এমনি, দেখ্‌লে আর সকলের হয়। যদি নাই দিবে ভাল জিনিস, নিয়ে এলে কেন ? এক পয়সা থেকে একশ টাকার পর্য্যন্ত জিনিস আছে। তোমার দোকানে ঢের জিনিস আছে। সকল উপাসনাই ত এক রকম নয়। এ দোকানটা ছাড়ব না। এখন ভাল জিনিস নাই দিলে, দেবে ত এক সময়। এ ত ছোট দোকান নয় দিন রাত্রি কারবার চল্‌ছে।

ভয় কি, ভাবনা কি ? এক সময় খাইয়ে দিয়ে খুব মত্ত করো, গাটী অমনি শুদ্ধ হবে, শুদ্ধতাতে মত্ত, পুণ্যেতে মত্ত, ভাল হচ্ছি বলে মত্ত হব। হে দয়াল, বহু কালের পাতকীদিগের মস্তকের উপর চরণ স্থাপন কর। মত্ত হব, আর মত্ত করিব, মাতিব আর মাতাইব, এই আশা করে, তোমার শ্রীচরণে বার বার প্রণাম করি। "আমরা সবাই প্রেমরসে মগ্ন হয়ে থাক্‌ব সদাই," "প্রেমসাগরে রাখহে আমায় দিবা নিশি ডুবাইয়ে।"

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

জগতের জন্য প্রার্থনা

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, ষট্‌চত্বারিংশ মাঘোৎসব, প্রাতঃকাল, সোমবার, ১১ই মাঘ, ১৭৯৭ শক, ২৪শে জানুয়ারি, ১৮৭৬ খৃঃ)

হে পতিতপাবন ঈশ্বর, ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি। প্রেমময় রাজা। সমস্ত জগতের কল্যাণের জন্য তোমার চরণ ধরিয়া প্রার্থনা করিতেছি। হে ঈশ্বর। অনেক দিক অন্ধকার রহিল। তুমি সেই যে সুন্দর করিয়া নব নারীর মুখ রচনা করিয়াছিলে, আজ আর সেরূপ নাই। তাহারা তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, তোমার শত্রু হইয়া, কি হইয়া পড়িয়াছে, দেখ। তুমি যাহাদিগকে সুখী করিয়া রাখিবে, মনে করিয়াছিলে, তাহাদের মধ্যে আজ দশ জন মরিল, আরও কত মরিতে প্রস্তুত, তোমার নিকট এই সংবাদ আসিতেছে। লোকে তোমাকে মানে না, কবে তোমার সন্তানগণ সুখী হইবে ? দুঃখের আগুন যে খুব জ্বলিয়া উঠিয়াছে। জগদীশ্বর, শুন, তোমার সন্তানগণ কাঁদিতেছে, নৌকা ডুবিতেছে। গৃহ পাপের অগ্নিতে পুড়িল। তুমি স্নেহ করিয়া

তাহাদিগকে যে স্বাধীনতা দিয়াছিলে, সেই রত্ন দিয়া তাহারা পাপ কিনিল। সুপ্রভাত বুঝি হইল—ব্রাহ্মধর্ম্ম আসিয়াছে। দুঃখের পৃথিবী, বুঝি, আবার সুখের পৃথিবী হইল। এমন পিতা দেখি নাই। কবে সকলে মিলিয়া তোমার নামের জয়ধ্বনি করিব? কবে বাহিরে হৃদয়ের ছবি দেখিয়া আনন্দিত হইব? জানি না, কত বৎসর পরে, কত সহস্র বৎসর পরে, সমস্ত পৃথিবীতে তোমার সত্যের জয়, প্রেমের জয়, পুণ্যের জয় হইবে। কবে সেই শুভদিন আসিবে? জগদীশ্বর! আমাদিগকে কৃপা করিয়া, আশা ও সাহস দাও। আশীর্ব্বাদ কর, পাপের মলিনতা দূর করিয়া দাও। প্রকাণ্ড পৃথিবী তোমাকে জানে না, তোমাকে চিনিতে পারে না, যদি তোমার দয়া অবতীর্ণ হইয়া বিশেষ প্রেম প্রচার করে, তবে ইহার দুঃখ ঘুচে। হে প্রাণারাম! যেন প্রত্যেক হৃদয়ে, প্রত্যেক পরিবার মধ্যে তোমার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়া, দুর্ব্বলকে সবল, নিরাশকে আশাপূর্ণ, দুঃখীকে সুখী করে, জগদীশ্বর, তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর।

ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্।

চরণপদ্ম

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, ষট্‌চত্বারিংশ মাঘোৎসব, প্রাতঃকাল, সোমবার, ১১ই মাঘ, ১৭৯৭ শক, ২৪শে জানুয়ারি, ১৮৭৬ খৃঃ)

হে দয়ার সাগর পরম পিতঃ! এই যে দগ্ধ বক্ষ দেখিতেছ, ইহাতে একটী দাগ আছে, এই দাগের সঙ্গে যেন তোমার চরণপদ্মের দাগের মিলন হয়। তোমার ঐ চরণপদ্ম যদি এখানে বসে, আঃ! বলিয়া প্রাণ জুড়াইব। তোমার পাদপদ্ম নিরাকার, আমার হৃদয়ও নিরাকার,

তথাপি আমার হৃদয় তোমার ঐ পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া স্বর্গে যাইবে। অমুক মানুষ স্বর্গে গেল, এই বিজ্ঞাপন পৃথিবীতে যাইবে। আমি লোভী, পৃথিবীর ধনের জন্য নয়, তোমার চরণপদ্মের জন্য। তোমার চরণপদ্মের যে গুণ শুনিলাম, তাহাতে কাহার না লোভ হয়? গরিব কাঙ্গাল অনেক প্রকার নির্যাতন সহ্য করিয়াছে, এখন ঐ চরণপদ্মে স্থান দাও। যদি ভাই বন্ধু সকলে মিলিয়া, প্রতিকূল হইয়া, শত্রুতা করিয়া, তোমার কথা না শুনেন, তবে কার্য্যবিহীন মানুষ জীবন ধারণ করিতে পারিবে কেন? এই এক নিষ্ঠুরতা, সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক নিষ্ঠুরতা। বুকের মধ্যে তীর বিদ্ধ হইল, তোমার কথা কহিতে পারিব না। ভিতরে ধাক্কা দিয়া উঠিতেছে, কত সুন্দর কথা, কিন্তু বলিতে পারিব না, এ অত্যন্ত ভয়ানক নিষ্ঠুরতা। সব কর্ণ শ্রান্ত হইয়া গেল, তোমার কথা আর তাহাদের ভাল লাগে না। তাহারা বলে, জ্ঞানবানের কাছে এ সকল কথা বলিও না, ছেলেদের কাছে বল, এই কথা বলিয়া, লোকগুলো চলিয়া যায়। কাজ করিতে দিবে না। তোমার কথা বলা কি অপরাধ? তোমার কথা না বলিয়া, এমন ছাই কথা কোথা হইতে আনিব, যাহাতে সংসারাসক্ত লোকদিগের মন তুষ্ট হইবে? আর সংসারের কথা সমস্ত দিন বলিবই বা কেমন করিয়া? তুমি যখন মুখে আসিয়া অবতীর্ণ হও, তখনই ভক্ত তোমার কথা বলে। মন যদি তোমাকে ভালবাসে, মুখ তোমার কথা বলিবেই বলিবে। তুমি ত তোমার কথা বলাও। কেহ কি তোমার গুণ গান করিতে পারে, তুমি না বল দিলে? ধন মানের গুণ গান করে, এমন অনেক লোক আছে, দুই পাঁচটা লোক যদি সমস্ত জীবন দিয়া তোমার ধনের কথা বলে, তাতে ক্ষতি কি? পাঁচটা লোককেও তারা তোমার কথা বলিতে দিবে না? হে ঈশ্বর! তুমি ধমক দিয়া জগৎকে বল, এমন

কথা যেন আর না বলে। এমন কথা চাপা দিলে কি হবে? তবে কি মনের ভিতর যাব? সজনে সাধন হয় না, এই বলিয়া কি তবে নিরাশ হইয়া ঘরে ফিরিয়া যাইব? তবে কি একা আপনার কুটীরে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিব? একটা লোক তাঁহাদের উপরে নয়, তাঁহাদের চরণে এইজন্য থাকিতে চায় যে, তাঁহাদিগকে তোমার কথা শুনাইবে, তাহাতে কি তাঁহারা গ্রহণ করিবেন না? যার স্থান তাঁদের পদতলে, সেই স্থান সে না পাইলে যে, তাহার মৃত্যু। এত লোক দেশ দেশান্তর হইতে আসিলেন—এত দুঃখী পুরুষ, এত দুঃখিনী মেয়ে—এবার কি ইহারা ভক্তিতে, প্রেমেতে আর্দ্র হইবেন না? ইঁহাদের চক্ষু তোমাকে দেখুক, কেবলই ঐ শ্রীমুখ দেখুক, তোমার চরণপদ্মের ভিতরে, ঐ সুখের সমুদ্রের ভিতরে ইঁহাদের স্থান হউক। আরও যাঁহারা আসিবে তাঁহারাও ঐ পাদপদ্মের ভিতরে আসিয়া আরাম লাভ করুন। দয়াময়! আশীর্ব্বাদ কর, উৎসবের দিন কাঙ্গাল গরিবেরা ব্রহ্মপাদপদ্মে স্থান পাউক, তোমার চরণ ধরিয়া এই প্রার্থনা করি।

(শান্তিবাচন)

হে দীনসখা! কি শুনিলাম, কি আশ্চর্য্য কথা, তোমার নিজের শ্রীমুখের কথা। আর কিছু চাও না, কেবল তোমার সন্তান তোমাকে একবার ডাকুক, এই তুমি চাও। কে কখন তোমাকে ডাকে, শুনিবার জন্য তুমি দিবানিশি জেগে আছ। তুমি এমনই করে আপন মুখে বলে দাও, ভালবাসাটা কি সামগ্রী। তোমার ভালবাসার কাছে গেলে, ভক্ত মূর্চ্ছিত হন। একবার ডাকিলে তুমি কাছে এস, এ কথা কতবার পরীক্ষা করিয়াছি, দুষ্ট মন তবু মানে না। একটু বিপত্তির মধ্যে পড়িলে, সে তোমার নামে অবিশ্বাস করে। আমাদের দুষ্ট কুটিল মন তোমার দোষ দেয়। এই অবিশ্বাসী নিরাশ মনকে কুটিলতা হইতে

রক্ষা কর। এই ত দেখা দিলে, উৎসবের দিনে। এখন ত উৎসবের জল শুকায় নাই, প্রেমনদী শুকায় নাই। এই বুঝি, সকল পাপীদের মন সিঞ্চন করিলে। অনুতপ্ত হৃদয় কাঁদিলে, হু হু করিয়া জল বাড়িয়া যায়। এবার আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার প্রস্ফুটিত পাদপদ্মের ভিতরে চিরকাল বাস করি। কঠোর নাস্তিক পাষণ্ড চক্ষুকে বলিব, আগে জল ফেল। যাই জল পড়ে, অমনই পদ্মফুল ফুটে কেন? একবার যাই বলে—আমি গরিব কাঙ্গাল—অমনই ফুল ফুটে। "আমি সহজে মিলিত হই পাপীর সনে—।" ইহা তোমারই মুখের কথা, যথার্থ কথা। এই ফুল যখন দেখাইলে, আর অন্য ফুলের প্রয়াস রাখা হবে না। সকলকে বলিব, ফুল দেখ্‌তে কে যাবি, আয়। হে ঈশ্বর, আশীর্ব্বাদ কর, আজ যাহা শিখাইলে, তাহা সাধন করি। এমনই করে, তোমার চরণপদ্মে লুকাইয়া থাকি। তোমার পবিত্র পাদপদ্ম আমাদের কলঙ্কিত মস্তকের উপর স্থাপন কর। ঐ পদ্মে প্রবিষ্ট হইয়া হৃদয় সরস রাখিব, আরামে সুখে দিন যাপন করিব। হে দীনবন্ধু কাঙ্গালশরণ! উৎসবের রাজা! আমরা ভাই ভগ্নী সকলে মিলে, তোমার চরণপদ্মে বার বার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ধ্যানান্তে প্রার্থনা

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, ষট্‌চত্বারিংশ সাম্বৎসরিক, অপরাহ্ণ, সোমবার, ১১ই মাঘ, ১৭৯৭ শক , ২৪শে জানুয়ারি, ১৮৭৬ খৃঃ)

হে সুন্দর অন্তরাত্মা, হে গম্ভীরপ্রকৃতি পরমপুরুষ, ঘোরান্ধকার মধ্যে যে সৌন্দর্য্য, যে জ্যোতি প্রকাশ করিয়া তুমি পাপীকে সুখী করিলে,

তজ্জন্য তোমাকে কি দিব? তোমাকে ধন্যবাদ করি। এমনই করে, ভক্তের ঘরে চিরকাল থাক। এই ভগ্ন হৃদয়ে চিরকাল বাঁধা থাক। তোমাকে দেখিতে পাইলাম না বলিয়া, যেন কখনও কাঁদিতে না হয়। অতি নিকটস্থ গম্ভীর পরমাত্মা তুমি, দয়া করিয়া ধ্যানান্তে তুমি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শুভদিনের প্রসাদ

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, ষট্‌চত্বারিংশ সাম্বৎসরিক, সায়ংকাল, সোমবার, ১১ই মাঘ, ১৭৯৭ শক, ২৪শে জানুয়ারি, ১৮৭৬ খৃঃ)

হে দয়াময় পরমেশ্বর, আজ ত শুভদিন। শুভদিনে প্রাণ যখন কোমল হয়, তখন যদি সঙ্কল্প-বীজ রোপণ করি, তাহা ফলিবেই ফলিবে। আজ যেমন প্রাণ অনুকূল হইয়া আছে, কাল হয় ত তেমন হইবে না। আজ যত কাঁদিয়াছি, আমার চক্ষের সেই জল যেন বৃথা মন্দিরে পড়িয়া না থাকে। শুভদিনে, হে প্রাণনাথ! তোমার যে চরণপদ্মের কথা শুনিলাম, ঐ পাদপদ্মের মধুপানের জন্য উন্মত্ত হইতে হইবে, তাহা কি ভুলিয়া যাইব? ভুলিয়া গেলে, কেহ কি সহায় হইয়া, স্মরণ করাইয়া দিবে না? খুব ভাল ঈশ্বর তুমি, তোমার পূজা করিয়া আমাদের যেন মন্দ না হয়। যাহা কিছু দিবে, আজ দাও। কাল, কে জানে, হয় ত অবসন্ন হইয়া পড়িব। আবার হয় ত কোন ঘটনা আসিয়া মনকে বিরক্ত করিয়া দিবে। আজ কেন বীজ দাও না, আজ কেন বৃষ্টি হউক না? শুভক্ষণে বীজ বপন, শুভক্ষণে (মাঘের শেষে) তোমার বৃষ্টি হউক। হে দীনবন্ধু! চিরকাল এই দিন স্মরণ করিয়া রাখিব।

নিঃসম্বলের সম্বল হইবে। আজ যে দুঃখীর বেশে ফিরিয়া যাইবে, তার স্ত্রী পুত্রের কি হইবে? আনন্দের সহিত নাম গান করিতে করিতে যদি ঘরে যাই, তোমার মঙ্গলরাজ্য বিস্তার করিতে পারিব। আজ কি কোন শুভ সঙ্কল্প করি নাই? বল না, হে ঈশ্বর। কৃপা-নয়নে তাকাও, এই দগ্ধ মুখ সুন্দর হইয়া উঠিবে। স্বর্গের বীজ ছড়াইয়া দাও। শুভক্ষণে ভাই ভগ্নী সকলে মিলিয়া স্বর্গধামে যাত্রা করিব, দীননাথ! তুমি প্রসন্ন হইয়া এই আশীর্ব্বাদ কর।

(শান্তিবাচন)

দয়ার চন্দ্র প্রেমজলধি পরমেশ্বর, আমাদের সঙ্গে থাকিয়া, আমাদের সকল প্রার্থনা তিনি শ্রবণ করিলেন, তিনি আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করুন। দয়াময় ঈশ্বর তিনি। তাঁহার উৎসব করিতে আসিয়াছিলাম, এখন আবার সেই সংসারে যাইব, যেখান হইতে আসিয়াছি। তিনি আশীর্ব্বাদ করুন, যথা সময়ে শান্তি-ফ পুণ্য-ফল লইয়া ঘরে যাইতে পারি। যাহাতে আমরা প্রেমিক ভক্ত হইয়া, তাঁহার চরণপদ্মে লুকাইয়া থাকিতে পারি, ঐ পাদপদ্মের মধুপানে পুলকিত এবং প্রমত্ত হইয়া জীবন শেষ করিতে পারি, তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করুন।

হে দীনশরণ! উৎসব অনেকবার আসে না। কি শুভক্ষণে এমন সুখের উৎসব প্রকাশ করিয়াছ। দয়াময় ঈশ্বর! তোমাকে লইয়া যে পাপীরা সমস্ত দিন বসিয়া থাকিতে পারে, আমরা ত জানিতাম না। উৎসবের ফল উৎসব থাকিতে থাকিতে দাও, এই শুভ সময়ে কিছু ফল দাও। তোমার সন্তানেরা তাহাদের স্ত্রী পুত্র পরিবারের জন্য কিছু লইয়া যাক্। দুই পাঁচ দশ জনও যদি ভাল হয়, পৃথিবীর খানিক দুর্দ্দশা ত ঘুচিবে। ইহারা এই উৎসব-ভূমিতে পড়িয়া আছে,

ইহাদের অন্তরে কিছু ধন দাও। দয়াময় ঈশ্বর! বৎসরকার দিন একখানা পবিত্র বস্ত্র দাও। ঐ পাদপদ্ম বুকে বাঁধিয়া যেন চিরকাল থাকিতে পারি। পাদপদ্মধনের কাঙ্গালী আমরা। দয়াল! তোমার শ্রীচরণ দাও, অন্য কিছু চাই না। আমাদের ধন, মান, খ্যাতি, প্রতিপত্তি, সর্ব্বস্ব, ইহকাল পরকালের আরাম তোমার ঐ পাদপদ্ম। একবার তোমার পবিত্র শ্রীচরণ আমাদের মস্তকে স্থাপন কর। ঐ চরণপদ্ম স্পর্শ করিতে করিতে শুদ্ধ হইব, দিন দিন উহার ভিতরে যাইতে চেষ্টা করিব, উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া মহানন্দে দিন যাপন করিব, সকল ভ্রাতা ভগ্নী মিলিয়া, এই আশা করিয়া, তোমার দেবদুর্ল্লভ শ্রীপাদপদ্মে বার বার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পুণ্যের জলধি

(ভারতাশ্রম, শনিবার, ১৬ই মাঘ, ১৭৯৭ শক,
২৯শে জানুয়ারি, ১৮৭৬ খৃঃ)

প্রেমময় পরমেশ্বর, পুণ্যের জলধি তুমি, এই কথা বলিয়া সাধকেরা তোমার বর্ণনা করিয়াছেন। যদি বল, তোমাকে জল বলিলেন কেন, তোমাকে নদী, সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করিলেন কেন? কেবল যে সাগরের ন্যায় অসীম ব্যাপার তুমি, তাহা নহে, কিন্তু জলের অনেক গুণ আছে, তাই ভক্তজগৎ তোমাকে এই নাম দিয়াছে। উত্তাপের পর জল ভাল লাগে, তৃষ্ণার পর জল ভাল লাগে। সমস্ত দিন জলের ভিতর থাকিলে পৃথিবীর উত্তাপ কোলাহল সহ্য করিতে হয় না। কাছে যদি স্থল থাকে, সেখানে যদি অনেক বিভীষিকা, অপবিত্র

আমোদ প্রমোদ থাকে, জলে নিমগ্ন থাকিলে, চক্ষু কর্ণের শত্রুতা যাহা করে, সব ঘুচিল। সংসারের প্রচণ্ড কিরণে এত যে উত্তাপ উপরে রহিয়াছে, জলে ডুব দিলাম, আর কেবলই শান্তি। পরমেশ্বর, তাই বুঝি, তোমাকে পুণ্যের সমুদ্র বলা হইয়াছে। জলের আরও গুণ আছে, জল জঞ্জাল পরিষ্কার করে, জলে বস্ত্র, ময়লা ধৌত হয়। কলঙ্করাশি দূর করিবার জন্য তুমি জলরাশি হইয়া আছ। তোমার পুণ্যনীরের ভিতরে বসিয়া স্নানের পর, উপাসনা ধ্যানের পর, মানুষ কেমন পবিত্র, কেমন সুন্দর হয়। উপাসক তোমার পুণ্যনীরে অবগাহন করিল, আর আপনই যেন পাপ সকল খসিয়া পড়িল। করুণাসিন্ধো, তুমিই প্রায়শ্চিত্ত। গঙ্গাসাগরে স্নান করিলে যদি পবিত্র হয়, তবে সমস্ত পাপ-কলঙ্ক ধুইয়া যায়—যদি তোমাতে আসিয়া ডুব দিতে পারি। এই যে ডুব দিলাম, দশ বৎসরের পাপ ধৌত হইয়া গেল। তোমার কাছে প্রার্থনা করি, যখন দেখিবে, ছেলে কাদামাখা হয়ে এল, তখন তোমার পুণ্যনীরে ফেলে দিও, দেখিবে তোমার বিশ্রী সন্তান আবার সুশ্রী হইল। যখন দেখিবে, শরীরটা কলঙ্কিত হইল, তোমার ভিতরে ফেলিয়া দিও। প্রেমসিন্ধু, আজ তোমার দয়াল শ্রীচরণে পড়িয়া এই প্রার্থনা করি।

শান্তি বাচন

দীননাথ, কত ভাবেই দেখা দাও, কত ভাবে মনের লোভের বস্তু হও, কত ভাবে চিত্ত আকর্ষণ কর, কত ভাবে মূঢ় মনকেও ভুলাইয়া লও। যখন নিজের জীবনের কলঙ্ক ধৌত করিবার জন্য অনেক জল চাই, তখন দেখি, তুমিই নিজে গঙ্গাসাগর হইয়া বসিয়া আছ। জলে ঝুপ করিয়া ডুব দি। জলের ঢেউ আমার গায়ে লাগিয়া আমাকে পরিষ্কার করে। তখন বলি, হে সুন্দর জলরাশি, তোমার ভিতরে

যদি একবার দিনান্তে স্নান করা যায়, যোগীর যোগ, তপস্বীর তপস্যা সিদ্ধ হয়। এখন, দয়াময়, বুঝাইয়া দাও, কি উপায়ে এই জল-সাধন হইবে। বায়ু-সাধন, অগ্নি-সাধনের বিষয় পূর্ব্বে শুনিয়াছি। এই ত্রিবিধ সাধন, এই ত্রিবিধ যোগ, এই ত্রিবিধ সংস্কার—বায়ুসংস্কার, অগ্নিসংস্কার, জলসংস্কার হইলে, আর উঠিবার ইচ্ছা থাকিবে না। জলের মকর, জলের কীট, জলের মৎস্য হইয়া, প্রকাণ্ড সংসার টংসার সব লইয়া, জলের ভিতর পড়িয়া থাকি। পুণ্যজল ভেদ করিয়া পাপ আসিতে পারিবে না। এই জলসংস্কার সাধন যদি করিতে পারি, পাপের প্রায়শ্চিত্ত আপনা আপনি হইয়া যাইবে। যদি আবার কাদা মাখি, ধাক্কা দিয়া জলে ফেলিয়া দিও, যতক্ষণ না দেহ মন শুদ্ধ হয়। এই ত সাধন, এই ত যোগ। যাঁহারা তোমার পুণ্যস্রোতে দিন রাত ডুবিয়া থাকেন, তাঁহারাই ত সাধক। শরীর মনে জোর দাও, এ সকল অমূল্য সত্য সাধন করি। বাহিরের আড়ম্বর ছাড়িয়া ভিতরে ডুব দিতে যাই। আশা শক্তি দাও, হে কাতরশরণ, এই কলঙ্কিত মস্তকের উপরে তোমার ঐ পুণ্যজলরাশিময় শ্রীচরণ স্থাপন কর, ঐ পুণ্যজলে স্নান করিয়া আমরা সকলে পবিত্র হইব, এই আশা করিয়া, তোমার শ্রীচরণে বারবার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

যথার্থ উপলব্ধি

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ১৯শে মাঘ, ১৭৯৭ শক ,
১লা ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬ খৃঃ)

হে দীনবন্ধু পরমেশ্বর, যথার্থতা অতি অল্প এ জীবনে। ' ঠিক যে তোমাকে দেখি, ঠিক যে তোমার সঙ্গে কথা কই, ঠিক যে তোমাকে স্পর্শ করি, তাহা হয় না। শরীরের মধ্যে আছি, যাহা কিছু বাহিরে দেখি। বাল্যকাল হইতে চৈতন্যের উপাসক ছিলাম না, জড়ের সঙ্গে সম্পর্ক। এখন ব্রাহ্ম হইয়া শুনিলাম, অতীন্দ্রিয় একজন আছেন, তিনি বড় প্রিয়, এই অল্প দিন হইতে তোমাকে ডাকিতেছি, এই অল্প কয়েক বৎসর নিরাকার-সাধনে নিযুক্ত, কিন্তু তেমন যথার্থ, ঠিক, উজ্জ্বল—যে দর্শন পাইলে জীবন পরিবর্ত্তিত হয়, সেই দর্শন কি হয়? মহাপাপী একবার দেখিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সব পাপ ছাড়িল, ভয়ে জড়সড় হইয়া এক কোণে বসিয়া রহিল, তেমন দর্শন কৈ? সেই অতিশয় সুন্দর মুখ, সেই আত্মপ্রকাশ জানাইয়া দিলে, আর ভক্তেরা সামলাইতে পারিলেন না, সৌন্দর্য্য-তরঙ্গে ভাসিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন। সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া পাগলের প্রায় হইলেন। তেমন দেখা কোথায় পাওয়া যায়? যথার্থ জিনিসটী দেখিলেই শুভ ফল হইবে। সৌন্দর্য্য-দর্শনে কি কেহ শুষ্ক থাকিতে পারে? যদি যথার্থ হও, তুমি আমার হৃদয়ের সম্মুখে, ডান্ দিকে, বাঁ দিকে। সেই একজন সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীরভাবে বেড়াইতেছেন। ঠিক খাঁটি জিনিষটী পরিষ্কাররূপে দেখিলাম, মনকে গম্ভীর করিয়া দিলে। ' কোথা হইতে আসিলে, কেন আসিলে, তাহা কি ভাবিব? যেমন পাঁচটী অন্য বস্তু দেখি, চক্ষু খুলিলে, তেমনই সহজে দর্শন হইবে। তুমি কাছে আছ বলিয়া

স্পর্শ দ্বারা জানিব। ঐ পর্দ্দাখানা চক্ষুর উপর পড়িয়াছে, যদি ঠেলিয়া দাও, যেমন দেবতারা তোমাকে দেখেন, তেমনই তোমাকে দেখিব। পরমেশ্বর, গরিব কাঙ্গাল কিছু দেখ্‌তে পেত না। সে তোমাকে দেখিল। হে ঈশ্বর, আরও ভাল করে দেখা দাও। এই সঙ্কেত শিখাইয়া, আরও পরিষ্কার দেখা দাও। দেখিব, খুব আলোক হইয়াছে, তাহার মধ্যে বসিলাম, আর তোমার মাধুর্য্য, তোমার সৌন্দর্য্য, তোমার পবিত্রতা, তোমার সর্ব্বসাক্ষী ভাব আসিয়া পড়িবে। আবরণ প্রতিবন্ধক ঘুচাইয়া দাও। পিতার কাছে পুত্র কন্যারা আসুক। এই হবে উপকার—তোমার কাছে দিন রাত থাকিব। বিলক্ষণ একটী ঈশ্বর বসিয়া আছেন, সমস্ত দিন সঙ্গে সঙ্গে, এই দেখি। গরিবদের ধর্ম্মকে যথার্থ করিয়া দাও। আর কিছু বস্তু চাই না, তোমাকে যথার্থ বস্তু দেখিতে চাই, নইলে কিসের জন্য সংসার ছাড়িয়া আসিলাম? ঠিক তুমি যেমন, তাহাই তোমাকে দেখি, ধরি, গরিবদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

যথার্থ জীবন

(ভারতাশ্রম, সায়ংকাল, মঙ্গলবার, ১৯শে মাঘ, ১৭৯৭ শক, ১লা ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬ খৃঃ)

দেখ, দীনবন্ধু পরমেশ্বর, কেহ কেহ বলে, পবিত্র না হইলে তোমাকে দেখা যায় না। তাহা যদি হইত, এ জীবনে তোমার সঙ্গে আমাদের দেখা হইত না, মুখে তোমার উদ্দেশে পূজা অর্চ্চনা করিতাম। কিন্তু তোমার ঘর—কেমন তুমি—খুব পবিত্র না হইলে, তোমার কিছুই দেখা যায় না—তাহা ত নহে। তোমাকে দেখিয়া পবিত্র হব, নিরাশ আশা

পাইবে। পাপ থাকিতেও তোমার দেখা পাওয়া যায়, কিন্তু তেমন দেখা পাওয়া যায় না, যেমন ভক্তেরা দেখেন। তেমন অধিকার কেন দিবে? সমস্ত দিনের জীবন দেখ দেখি। কি করিয়াছি, যাহাতে এত বড় ধন পাব। মুখমুখি, চোখচোখি বসিব। তুমি যখন গায়ে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিবে, তখন বুঝিব, সাক্ষাৎ ঈশ্বরকে দেখিলাম। এবার স্পর্শজনিত বিশুদ্ধ সুখ সম্ভোগ করিব। তবে এই অযথার্থ জীবনটা ঘুচিয়া যায়। কল্পনার জালগুলো উড়াইয়া দাও। কাছে গিয়া বসি, একবার পিতা বলিয়া, বন্ধু বলিয়া ডাকি। সমক্ষে প্রাচীর আছে, এমন যেন মনে না হয়। সত্যের পূজা করি, সত্যের আরাধনা করি। হে ঈশ্বর, দেখাও সেই পবিত্র মধুর দেখা। সেই মাতামাতি, সেই গভীর জীবন লাভ করা যায়, যে দেখাতে। হে ঈশ্বর, সেই দেখা দেখাইয়া আমাদিগকে কৃতার্থ কর। পাপ কলঙ্কিত মস্তকের উপর তোমার শ্রীচরণ স্থাপন কর। যথার্থ জীবন লাভ করিব, ইহকাল পরকালের জন্য কেবলই সত্যের ভিতরে থাকিয়া সুখী হইব, পবিত্র হইব। এই আশা করিয়া, তোমার পবিত্র শ্রীচরণে বার বার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

তোমার কথার দুটী গুণ

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বুধবার, ২০শে মাঘ, ১৭৯৭ শক, ২রা ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬ খৃঃ)

হে দীনবন্ধু প্রত্যক্ষ দেবতা, তুমি কথা কও, সেই মত আমরা মানি, কিন্তু তোমার কথার বল, মিষ্টতা বুঝিবার জন্য বিলম্ব আছে।

তোমার কথার দুটী গুণ আছে, এক এমন করিয়া কথা কও যে, পাপীকে জাগিতে হইবেই, এবং তাহাতে নিশ্চয়ই পাপীর দুঃখ যায়। যদি তোমার কথা শুনিতে না পাই, তবে কেন পাপ ছাড়িব? দশ জন দশ রকম কথা বলে, কার কথা শুনিব? তোমাকে বিধাতা জানিয়া, তোমার কথা শুনিলে যেমন শান্তি হয়, তেমন আর কিছুতেই হয় না। তুমি নিশ্চয় বলিতেছ, পাপ ছাড। তোমার কথাই যদি শুনা গেল না, তবে বিশ্বাস করিতে দাও, তোমার নিকট হইতে বহুদূরে আছি। সেই যে তুমি চীৎকার করিয়া, ব্রহ্মাণ্ড কাঁপাইয়া পাপীকে ধমকাইতেছ, দুই মিনিট যদি তোমার সেই ধমক পাপী শুনিতে পায়, সেই দিনই পাপ ছাড়িবার জন্য সে বিশেষ চেষ্টা করে। হে ঈশ্বর, সর্ব্বসাক্ষী তুমি। যদি এইরূপ বলিয়া তেমন প্রবলভাবে ধমক দাও, "তুই পাপ চিন্তাকে মনে স্থান দিস্ না, তুই এখনই নরম হ, বৈরাগী হ, সংসারী হইস্ না", তবে ত পাপ ছাড়িতে পারি। সেই জন্ম করিবার যে শব্দ, যাহা কাঁপাইয়া জাগাইয়া দিবে, তাহাই শুনিতে দাও। ঐ যাঁহারা তোমার নিকটে আছেন, তাঁহারা ঐ শব্দ শুনিতেছেন। যার চিত্তে যে যে পাপ প্রবল হইয়াছে, সেই জন্য তাহাকে এমন ধমক দিবে যে, শব্দের চোটে সে পাপ বিরক্ত হইয়া চলিয়া যাইবে। সে যেখানে তোমাকে ছাড়িয়া যাক্ না কেন, "ভাল হও, ভাল হও, এখনই ভাল হও, রাগ ছাড, অহঙ্কার ছাড়," তোমার মুখে যদি এ সকল গম্ভীর কথা শুনিতে পায়, আর কি সে মন্দ থাকিতে পারে? ঐ কতকগুলো ভক্ত তোমার কথা একচেটিয়া করিয়া লইল, আমরা এত দূরে আছি যে, ঐ সুখের কথা, অমৃতের কথা আমাদের কাণে আসে না। যদি কাছে গিয়া শুনিতে পাই, তোমার কথায় কত আশা, কত আহ্লাদ হয়, ঐ তোমার প্রেমিকেরা স্নান হইতে না হইতে—কি যে তুমি বলিয়া

দিলে, তাঁহারা কেমন হাসিতেছেন। খুব কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও তোমার কথা শুনিতে দাও। "এই নে, তোকে সুখ দিতে এসেছি," এমনই করে যদি ঘনিষ্ঠতা না কর, তবে যে আর দুঃখের অন্ত নাই। তোমার কথা শুন্‌তে শুন্‌তে পরিত্রাণ হয়। কাণে আসুক ঐ কথা। কাণের সৃষ্টি হয়েছে কেন? আর কার মুখের মিষ্ট কথা শুন্‌ব? পৃথিবীতে আর কে আছে, বন্ধুভাবে কথা বলিয়া সান্ত্বনা দেয়? ঐ একজন বন্ধু তুমি, গুরু তুমি। হে দয়ার সাগর, তোমার শ্রীপাদপদ্মে মস্তক রাখিয়া তোমাকে প্রণাম করি।

(শান্তিবাচন)

হে গরিবের ঠাকুর, যদি কথা না কহিতে, তবে এই প্রার্থনা করিতাম না, কিন্তু তুমি যে কথা কও। তাহারা এক প্রকার আছে ভাল, যাহারা একথা বিশ্বাস করে না। তাহারা বলে, তুমি নিরাকার, কথাও কও না, মাথায় হাত রেখে আশীর্ব্বাদও কর না। কিন্তু আমরা যে বিশ্বাস করি, তুমি কথা কও—যে কথায় পাপী বাঁচে, জীবের পরিত্রাণ হয়। এই যে পবিত্র মত কয়েক বৎসর আসিয়াছে, বিশ্বাস ভক্তিবিহীন লোকের হাতে পড়ে যেন ইহা মারা না যায়। তোমার অনুগত পুত্র কন্যাগণ যেন তোমার কথা শুনিয়া বলিতে পারেন—ঈশ্বরের এক এক ধমকে কত অমৃত বর্ষণ, তাহার ভিতরে কত মাধুর্য্য, কত মিষ্টতা। এমন করিয়া যখন কথা কহিতে লাগিলে, তখন পাপী পুত্রেরা কিরূপে বলিবে, তোমার কথা শুনিতে পাই না? বার বার সুধা বর্ষণ করিয়া মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিতেছ কেন? এই সকল কথা যখন তোমার ভক্ত সন্তানগণ বলিবেন, তখন বুঝিব, এই পবিত্র মত কেন আসিয়াছিল। কাণের কাছে তোমার কথা বল, যদি শুনে অবিশ্বাস করি, জড়ের মত পড়ে থাকি, আবার বল। আর

যদি দেখ, তোমার কথা শুনে নিরাশা যায় না, আরও কাছে এসে সুধা ঢেলে দিও। প্রাণের ভিতরের গভীর বেদনা দূর হবে। কাছে ডেকে ডেকে তোমার কথা বলিও। তাহা হইলে পাপ-শত্রু আর দুঃখ যাবে। সমস্ত দিন যেন ঐ শব্দ কাণের কাছে আছে, বুঝিতে পারি। গম্ভীর ধ্বনি তোমার মুখ হইতে বাহির হইবে। দিনের মধ্যে দুই একবার শুনিব, প্রাণের মধ্যে ধারণ করিব। পাপ ছাড়িব, আর অমৃত পান করিব। কথা বলিয়া গরিব কাঙ্গালদের উদ্ধার কর। তোমার বেশ বেশ কথাগুলি প্রতিদিন কাণের ভিতরে আসিবে, অজ্ঞান দূর হইবে এবং চৈতন্ত জন্মিবে। তোমার ধমকে, তোমার জ্ঞানপূর্ণ উপদেশ শুনে পাপ ছাড়িব। তোমার সুমিষ্ট কথা শুনিয়া দুঃখ দূর হইবে, এই আশা করিয়া তোমার শ্রীপাদপদ্মে বার বার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভক্তের দর্শন

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ২১শে মাঘ, ১৭৯৭ শক, ৩রা ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬ খৃঃ)

হে প্রেমসুন্দর পরমেশ্বর, প্রেমেতে তুমি সুন্দর হইয়া বসিয়া আছ। ভক্তদিগকেই কেন তুমি আকর্ষণ কর, আর আমাদিগকে কেন আকর্ষণ কর না? তাঁহাদেরও হৃদয় প্রাণ আছে, আমাদেরও হৃদয় প্রাণ দিয়াছ। তাঁহারা তোমাকে দেখিয়া ভুলিয়া মোহিত হইয়া বলেন, এই পর্য্যন্ত সংসারাসক্তি, আর না, এই ব্রহ্মরূপ-সাগরে ডুবিলাম। আমাদের হৃদয় থাকিয়াও যেন নাই। তোমার এত রূপ এবং এত ভালবাসা আছে যে, অনায়াসে তাহা প্রাণ ভুলাইয়া লইতে পারে। একজন তোমাকে

দেখিয়া পাপ ছাড়িয়া সুখী হইল। আর একজন তোমাকে দেখিল সকালে, কিন্তু সমস্ত দিন যেন তোমার সঙ্গে দেখা হয় নাই। একজন তোমাকে দেখিয়া বলিল, এ রূপ ত আর কোথাও দেখিব না, এমন ধন পাব না, দূর হউক আর সব, দেখি ঐ শ্রীমুখের সৌন্দর্য্য। আমরা বলি, এতক্ষণ ত ঐ রূপমাধুরী দেখিলাম, এখন পাঁচটা বিষয়-কার্য্য করি। ভক্তেরা বলিলেন, এমন মুখের মিষ্ট কথা কখনও শুনি নাই। যে কয়টা দিন থাকে, এই মিষ্ট কথা শুনি। তবেই ত, হে ঈশ্বর, প্রভেদ আছে। সেই এক দেখা, সেই এক উপাসনা, আর আমাদের এই এক দেখা, এই এক উপাসনা। এ রকম কেন হয়, বলিতে পার? হে ঈশ্বর, তাঁরাও দেখেন, আমরাও দেখি। সেই দেখার ফল এত শীঘ্র হয় কেন? ভক্ত না হইলে, তেমন দেখা পাব না। অনুগ্রহ করিয়া ভক্ত করিয়া দাও। ঠিক যেমন ভক্তেরা দেখেন, সৌন্দর্য্যটা খুব মনের ভিতর বসে, তেমন করিয়া দাও। তোমার কথার মিষ্ট স্বরটী কাণে লাগিয়া রহিল। এই প্রভেদ ঘুচাইয়া দাও। আমরা আপনাদিগকে ফাঁকি দি। ভাল করিয়া দেখিতে দাও, ভাল করিয়া কথা শুনিতে দাও। ভক্তদের কাছে যাই, তাঁহাদের কাছে বসিলে, আমাদের গায়ে তাঁহাদের বাতাস লাগিবে। আর বিষয়ী কর্ম্মীর মত হয়ে আমাদের কি হবে? তাঁরাও মানুষ, আমরাও মানুষ, কাছে ধন পাইয়াও কেন নেব না? আমরা দুঃখী কাঙ্গাল, ভক্ত যে দিন হব, দুঃখ থাকিবে না। সেই দেখা দেখি, সেই শুনা শুনি, এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সাধন বাকি রহিল

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ২২শে মাঘ, ১৭৯৭ শক, ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬ খৃঃ)

হে দীনবন্ধু প্রেমময় পরমেশ্বর, ঘণ্টা বাজিল, সময় চলিল, যাত্রীরা তত দৌড়িতেছে না, পথে নিদ্রা যাইতেছে। সময় যায়, সময় যায়, কাহারও অপেক্ষা করে না, কেহ ভাল হইল না বলিয়া সে দাঁড়াইতেছে না। ভজন সাধনের কত বাকি রহিল। এক এক প্রকার সাধনে কত যোগী সাধকেরা সমস্ত জীবন দিয়া গিয়াছেন, তথাপি তোমার সম্যক্ জ্ঞান লাভ করেন নাই। কি করিব, কি করিব, হে ঈশ্বর, বড় বড় সাধন বাকি রহিল। সেই নিগূঢ় ভাবে তোমাকে দর্শন করা, সেই ভাই ভগ্নীদের পদধূলি সর্ব্বাঙ্গে লেপন করা—কত বাকি! বার্দ্ধক্য আসিয়া পড়িল। এখন দৌড় দিলেও সে ঘর পাইব না। মুনি ঋষিরা বসিয়া আছেন, কথাও কহেন না। একটা দিন ভাল করিয়া কোন সাধন করিতে পারিলাম না। উঁহাদের শরীর জীর্ণ শীর্ণ, কিন্তু ভিতরে কত ধ্যানের গভীর ভাব, শত সহস্র বৎসরে তোমাকে পাইবেন বলিয়া আশা করিয়া আছেন। এমনই করিয়াই যেন সাধন করিতে পারি। ঐ দিকের যত সাধক অতি গম্ভীরপ্রকৃতি, একই ব্রত ক্রমাগত পালন করিতেছেন। উন্নত ঋষিদিগের এই দেশ। আগে যোগ-নদী, তপস্যা-নদীতে স্নান করি। আগে কতকগুলি প্রতিজ্ঞা করি—আর এ সকল পাপ করিব না—তবে ত তুমি যাইতে দিবে। যদি হৃদয়ের ভিতরে বিশুদ্ধ ইচ্ছা তুমি দিয়াছ, তবে তোমার চরণ দাও। আর কে পাপাচারী ঘোর বিষয়ীকে যোগী তপস্বী করিতে পারে? সাধন ভজনের রীতি নীতি বলিয়া দাও, সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কি

করিতে হইবে, শিক্ষা দাও। আনিলে কেন? এই দিকে মনকে টানিলে কেন? সদ্গুরু বলিয়া তোমার চরণ ধরি। অবশিষ্ট জীবন তোমার সাধন ভজনে কাটাইয়া, জীবন কৃতার্থ করিতে পারি, এই আশীর্ব্বাদ কর।

(শান্তি-বাচন)

হে দয়াময় পরমেশ্বর, তোমার চক্ষু মানুষকে পরীক্ষা করে এবং পরীক্ষা করিয়া বলিতে পারে, কে কি প্রকারের লোক। আমি কোন্ শ্রেণীর সাধন করি, তুমি বলিতে পার। তোমার অভিপ্রায়-মতে কিছু করি। যদি আমি জানি, আমি অমুক শ্রেণীর ব্রতধারী, এই এই লক্ষণ রাখিতে হইবে, তবে বাহিরের লোকও বুঝিবে, আমি কোন্ রাজ্যের লোক। অভিমান চূর্ণ কর, ধর্ম্মের আদি বর্ণমালা আমাদিগকে শিখাও। এস, জগদীশ, যোগেশ্বর বলিয়া তোমার চরণ ধরি। উপাসনাতে, প্রেমেতে ভাল যোগ হবে, প্রাণে প্রাণে পরস্পরের সঙ্গে ভাল যোগ হবে। খুব নিষ্ঠুর হইয়া জীবনের অসার অংশ কাটিয়া ফেলে দাও। গুরু, তোমা বই আর কেহ নাই—এই জঘন্য অবাধ্য শিষ্যের। যোগগুরু, সাধনে সিদ্ধ হইব—যোগ সিদ্ধ হইবে, সাধন ভজন সফল হইবে, এই আশা করিয়া তোমার আশ্রয় লইলাম। সিদ্ধ কর, সিদ্ধিদাতা। প্রাণপণে তোমার পবিত্র আদেশগুলি পালন করিব, এই আশা করিয়া তোমার পবিত্র শ্রীচরণে, হে দীনেশ্বর, বারবার ভক্তিভরে প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

স্বর্গসাধন

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, শনিবার, ২৩শে মাঘ, ১৭৯৭ শক, ৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬ খৃঃ)

হে প্রেমসিন্ধু, হে দয়ার সাগর, দর্শন দিতেছ তুমি, সেই তোমাকে বলিতেছি। এই মন্দ জীবনের মধ্যেও স্বর্গলাভ হইতেছে, প্রতিদিনই এক প্রকার স্বর্গ লাভ হয়। তুমি যেখানে—সেখানে স্বর্গ। যেখানে তোমার পাদপদ্ম খুব প্রস্ফুটিত, যেখানে পাপ আসিতে পারে না, সেই গম্ভীর স্থানই ত স্বর্গ। অন্যায় কিছু নাই, যেখানে বসিলে পাপ থাকে না, সংসারে মত্ত হওয়া যায় না, সেই স্থান আছে পৃথিবীর মধ্যেই, কিন্তু পৃথিবী হইতে নির্লিপ্ত। চারিদিকে জঙ্গল, মধ্যে ফসল; চারিদিকে অন্ধকার, মধ্যে জ্যোতি; চারিদিকে কোলাহল, গোলমাল, মধ্যে "শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ" এই সকল কথা উচ্চারণ হইতেছে। চারিদিকে নাস্তিকতা, ভ্রম, কুতর্ক, কুমত; মধ্যে তোমার বেদপাঠ হইতেছে। সাধনের অগ্নি দ্বারা তোমার তপস্বীরা সেখানে তপস্যা করিতেছেন। তবে, হে ঈশ্বর, একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, এই স্থান পাইবার জন্য আমরা কি করিয়াছি? এই সোপানে উঠিতে কি বিশ ত্রিশ হাজার টাকা দিতে হইল? কিছুই করিতে হইবে না, চক্ষু বুজিল আর দেখিল। উপাসনা-তত্ত্ব সামান্য নয়। শুনিতাম অনেক দূরে স্বর্গ, তার পথ দুর্গম, কত লোক পাহারা দেয়। হে ঈশ্বর, তাহা ভ্রান্তি হইল। তোমার স্বর্গধাম-প্রাপ্তি সুলভ। এতে ভুল নাই। এই উপাসনাতে স্বর্গলাভ হয়, ইহাতে প্রাণ সঞ্জীবিত হয়; কিন্তু কেহ বলে না, ইচ্ছা করে মানুষ এই সুখধাম ছেড়ে, এই তপস্যা, যোগ-সাধনের স্থান ছেড়ে, সংসারে মরিতে যায়। পায়ে করে স্বর্গরাজ্য

ফেলে দেয়। যখন দিব্য দেখা শুনা হল, তার পর কেন মানুষ তোমাকে ছাড়ে? যদি উপাসনা-স্বর্গে পাঁচ জন বসে থাকে, তবে পৃথিবী দেবলোক হয়। এই যে দুর্ব্বুদ্ধি, ইহা আমাদিগকে উপাসনার স্থান হইতে কার্য্যে লইয়া যায়। নামটা কার্য্যের সমুদ্র, কিন্তু বস্তুতঃ পাপের সমুদ্র। কেনই বা কাজ করিব? স্ত্রী পুত্রের ভার ত তোমারই হস্তে। আসিয়াছি বৈরাগী হইবার জন্য, আসিয়াছি কেবল তোমাকে পাইবার জন্য। যে তোমাকে পায়, তার স্ত্রী পুত্র সুখে থাকে, যে তোমার ভিতরে থাকে. তাহা দ্বারা জগতের যত মঙ্গল হয়, আর কাহারও দ্বারা তত হয় না। অন্যেরা নিজে সংসার করে, স্ত্রী পুত্র নিয়ে দুঃখের সাগরে ঝাঁপ দিয়ে মরে। সংসার কে করে? যে তোমাকে খুব ভালবাসে, প্রাণটা ষোল আনা তোমার ভিতর ফেলে দেয়, সেই যথার্থ স্ত্রী পুত্রকে ভালবাসে। হে ঈশ্বর, কর কিছু ব্যবস্থা, একই কাজ করি। তুমি সমস্ত দিনের কাজ হও। কাজ তুমি করাইয়া লইবে। দয়ার ঠাকুর, কাঙ্গালের ঠাকুর, তুমি পুরাতন বন্ধু। সমস্ত দিনটার ভার তুমি আমার হস্ত হইতে কাড়িয়া লও, সমস্ত দিন ভাল থাকি, এমন ব্যবস্থা করিয়া দাও, তোমার চরণ ধরিয়া এই প্রার্থনা করি।

(শান্তি-বাচন)

হে দয়াসিন্ধু পরমেশ্বর, কত দয়া করিলে, তার কি আমরা হিসাব রাখিয়াছি? দয়া না করিয়া যদি, দয়ার ঠাকুর, থাকিতে না পার, যদি স্বর্গ দেখাইলে, তবে দুর্ম্মতি নিবারণ কর। সেই যে কোন রাজর্ষি সংসারে থাকিয়া তোমার যোগ করিতেন, সেই যে ভক্তেরা জনসমাজের কল্যাণ করিয়া বেড়াইতেন, কিন্তু তোমাকে গলার হার করিয়া রাখিতেন। অনেক দিন হইল, তুমি কাজ ছাড়াইয়া আনিয়াছ

সমুদায় দিক ভাল করিয়া দিয়াছ, মন্দ লোকদের কাছে যাইতে হয় না। জীবের উদ্ধারকর্ত্তা, এসেছ বঙ্গদেশ উদ্ধার করিতে। বোঝার উপর শাকের আঁটি যেমন বলে, এত দয়া করিয়াছ, আর একটু দাও, আর একটু তোমার কৃপা পাইলে আমাদের কুমতি যায়। এই ভদ্র লোকগুলি উপাসনার স্থান ছাড়িয়া কেহ রাগী, কেহ নিরাশ হয়; আবার স্নান করাইয়া দিয়া তুমি স্বর্গের ভিতরে আনিবে। সমস্ত দিনটা কিসে পবিত্রভাবে কাটাতে পারি, হে ঈশ্বর, তুমি সেই সঙ্কেতটী শিক্ষা দাও। তুমি বলে দাও, "সন্তান, তুমি সকালে এই কর, অমুক সময়ে এই করিও, তোমার মনের রিপু আমি নষ্ট করিব।" যে কোন কাজ করি, মনটা তোমার চরণে রাখিয়া দিব। তোমার অত্যন্ত মনোহর শ্রীচরণে বারবার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

জীবনের নির্দ্দিষ্ট কাজ

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, সোমবার, ২৫শে মাঘ, ১৭৯৭ শক,
৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬ খৃঃ)

প্রেমময় মঙ্গলময় বিধাতা, কি বিধি তোমার পাপীকে উদ্ধার করিবার জন্য, শুনিতে দাও। অনেক উত্তাপের পর যদি শীতল বায়ু আসে, তাহা যেমন প্রাণকে শীতল করে, অনেক পাপ তাপের পর তোমার বিধি সেইরূপ প্রাণের মধ্যে আরাম দেয়। চাতকের ন্যায় তাকাইয়া থাকি, কখন স্বর্গ হইতে বিধি-বারি বর্ষণ হইবে। কুসংস্কার পাপের উত্তাপে তোমার সন্তানগণ কোথায় যাইবে? স্বর্গ হইতে বিধি নামিল, তোমার সন্তানগণ অমনই আঃ বলিল। যোগীদের যোগ

হইবে, প্রেমিকদিগের প্রেম বাড়িবে, অন্ধ চক্ষু পাইবে, তোমার নাম-সংকীর্ত্তনে নিস্তেজ সতেজ হইবে। যখন অনাবৃষ্টিতে পৃথিবী যায় যায় দেখ, তখন তুমি জল পাঠাইয়া দাও। জল অপেক্ষা কি আত্মার পক্ষে বিধানের প্রয়োজন অধিক নহে? যদি নয়নে দেখা যায়, তুমি আমার কাছে আসিয়া বসিলে, স্বহস্তে লিখিয়া দিলে—কাহার না আহ্লাদ হয়। এই শুনিলাম, তোমার মুখ ঢাকা, তাহার মধ্যে সুন্দর হইয়া বসিয়া আছ। তোমার মুখের এক একটী কথা লক্ষ টাকা। এই সময় কি বলেন, একবার শুনিই না ছাই! এমন করিয়া বলিতেছেন, শুন, লক্ষণ দেখিয়া কি বুঝিতেছ না, এত যত্ন করিয়া আসিতেছেন, আর তোমরা চলিয়া যাইতেছ! তুমি বল, যাহাদের শুনিবার, তাহারা শুনিবে। ঈশ্বর, কিসে আমাদের প্রাণ তোমার প্রতি স্থির থাকে, তাহার কোন কি উপায় আছে? স্বর্গের একজন রাজা আছেন, তিনি নূতন বিধি প্রচার করিয়া বাঁচান। প্রমত্ততার আদি কারণ ঈশ্বর। এক বিধিতে সকল হয় না, দুই বিধিতে হয় না, সহস্রাধিক তোমার বিধি আছে। কখন যোগাসনে বসিয়া তোমার নিকট হইতে আমার নিজের জন্য বিধি শুনিব? কি কাজ আমাদের প্রতিজনের জন্য রাখিয়াছ, তাহা বলিয়া দাও। অবশ্যই তোমার ফুলের বাগানে আমাদের প্রতিজনের জন্য কাজ আছে। পরের কাজ করিয়া কিরূপে বাঁচিব? জীবনের বিধি তোমার ঘরে লেখা আছে। হে অন্তরাত্মা, কথা কহিয়া বল, এ সেবক কি কাজ সমস্ত দিন করিলে তোমার ভালবাসা-প্রসাদ পাইবে। কি কাজ করিলে, তুমি আমার, আমি তোমার হইব, বলিয়া দাও। একটী কাজ আছে, দুটী নাই। ভৃত্য করে রাখ। তোমার বিধি বলিয়া টানিয়া লও। নিজের নিজের কাজ বুঝিয়া লইব, প্রভু বলিয়া তোমাকে স্বীকার করিব। বল, তুমি ভৃত্যদিগকে গ্রহণ করিবার

জন্য কি কি কাজ স্থির করিলে। ভৃত্যের কাজ করিতে করিতে পরমানন্দ উপভোগ করিব। চিরকালের জন্য ঐ ঘরে পুরস্কার রাখিয়াছ, গিয়া সম্ভোগ করিব। কি করিব, আমি কিসে জগতের পদধূলি লইব, আজ পর্য্যন্ত ঠিক হইল না; তবেই ত সোণার মুকুট পাইতে বিলম্ব। এখনও কাজ জানি না—সেই যে গেলেই তুমি বলিবে একটী একটী ভৃত্যকে, "বেশ করিলে, যাও, এখন পুরস্কার লও।" ভৃত্যের জীবনের ব্যবসায় স্থির হইল, আশীর্ব্বাদ কর, বিধি গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত কর। কাজ বুঝাইয়া দিয়া গতি করে দাও, দীননাথ, তোমার চরণ ধরিয়া এই প্রার্থনা করি।

(শান্তি-বাচন)

হে দয়াল প্রভু, আমি যে প্রভুত্ব করিতে পৃথিবীতে বাঁচিব, ইহা যে অসঙ্গত কথা। চাকর হইয়া জন্মিয়াছি, চাকরের মত অন্ন গ্রহণ করিব। সেবা করিব, তবে দশটা এগারটার সময় তোমার ঘরে অন্ন পাইব। চাকর হইয়া তোমার অন্ন খাইলে প্রাণ শুদ্ধ হয়, কাজের আদায় না দিয়া চুরি করা অন্ন উদর ভরিয়া আহার করিলে পাপ হয়। যত বৎসর বাঁচিব, যেন দাসত্ব করি, প্রভুত্ব চেষ্টা না করি। সেই তোমার দেওয়া সুধামাখা অন্ন খাই। পরের অন্ন যেন বিষ বোধ হয়, চাকরের অন্ন বরাত করিয়া দাও। ভৃত্যের অন্ন যেন ঐ বাড়ী হইতে না উঠে। তোমার যোগী সাধক প্রচারক কয়েক জন চুরি করা টাকাতে যেন প্রাণ ধারণ না করে, পরের অন্ন যেন ধ্বংস না করে। সাধন ভজন করিলাম না, অথচ চুরি করিয়া আহার করিলাম, এইরূপ পাপী চোর ভৃত্য হইতে দিও না। তোমার মতানুসারে সকাল বেলা হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত তোমার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিলে যে অন্ন পাওয়া যায়, তাহা ছাড়া সংসারের চুরি করা উপজীবিকা যেন

বিষবৎ পরিত্যাগ করি। তোমার এবং তোমার সন্তানদিগের সেবা করিয়া, সশরীরে স্বর্গে গিয়া, ভৃত্যের ন্যায় বসিয়া শান্তি সম্ভোগ করিব। তোমার হাতের রান্না অন্ন গ্রহণ করিব। ফাঁকি দিয়া যেন অন্ন না খাই। তোমার কাছে থাকিয়া এই এই কার্য্য করিব, এই এই লোকের কাছে যাইব। এইরূপে তোমার অনুগত সেবক হইব, এই আশা করিয়া, সকলে মিলিয়া তোমার অতিশয় পবিত্র শান্তিপ্রদ শ্রীচরণে বারবার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আধখানি নির্ম্মিত হইল

(বেলঘরিয়া তপোবন, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ২৬শে মাঘ, ১৭৯৭ শক , ৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬ খৃঃ)

* * * জব্দ করিব তোদের মধুর হাসিতে, ভালবাসাতে জব্দ করিব, প্রেম-দৃষ্টিতে বধ করিব। তোদের নিয়ে আমার দুঃখী সন্তানদের জ্বালা দূর করিব। তোমার স্নেহ-দৃষ্টি-বাণে পাষণ্ড দলন করিয়াছ, তোমার মুখের কোমল ভাব অভক্তকে পরাস্ত করে। যখন সহরে ভাল লাগিল না, হাত ধরিয়া উদ্যানে আনিলে। কি পাষণ্ড আমরা, এত ভালবাসা ছুড়ে ফেলে দি। হে ঈশ্বর, প্রেমে জব্দ করিবে মনে করিয়াছিলে। চাঁড়ালের হাতে কেন স্বর্গের ধন? যাদের জন্য এত প্রেমজাল বিস্তার করিলে, তারা সব জাল ছিঁড়ে যায়। তুমি যে স্বাধীনতার উপর হাত দিবে না। হে ঈশ্বর, সুখের বাড়াবাড়ি, বিধানের ছড়াছড়ি, তোমার প্রেমনদীর জল আর শুকায় না, তোমার রাজ্যের পদ্মফুল আর শুকায় না, পুষ্প-বর্ষণ হচ্ছেই, তোমার দেশের

চন্দ্র সূর্য্য অস্ত যায় না। বিধানগুলি পড়িতেছে, যেমন গাছ নাড়া দিলে ফল পড়ে। বিধাতাপুরুষ তুমি, মা বাপ তুমি। এই যে ভাবিতে-ছিলাম সে দিন, বাড়ী আধখানি নির্ম্মিত হইল, এখন অবশিষ্ট অংশ তুমিই নির্ম্মাণ কর। তোমার বিধানের পূর্ণতা হউক।

(শান্তি-বাচন)

আমাদের দেওয়া কখন দিব

হে ঈশ্বর, বনবাসী হও তুমি সাধকের জন্য। সাধক বলে, গাছের উপর তোমাকে চাই, তুমি বল, আচ্ছা তাই। সাধক বলে, চন্দ্রের জ্যোৎস্নার মধ্যে তোমাকে দেখিতে চাই, তুমি বল, আচ্ছা তাই। সাধক বলে, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তোমাকে সকলেই দেখে, আমি চক্ষু খুলিয়া আকাশে তোমাকে দেখিতে চাই, তুমি বল, আচ্ছা তাই। যে মাসে, যে বৎসরে, যে বিধান চেয়েছি, তুমি দেরি না করে, তখনই তাহা দিয়াছ, কিন্তু আমরা যথার্থই তোমার অপমান করিয়াছি। কয়জন এক ঘরে থেকে তোমার জন্য এই করেছি, তুমি যে বঙ্গদেশে বৈরাগ্যের কথা বলে আবার মনোরঞ্জন করিবে, সেই পথ বন্ধ করেছি। এই নূতন রকমের অপমান আর কেহ করে নাই। কিন্তু কোথায় রেগে চটে তুমি চলে যাবে, না, এমনই ভাল লোক তুমি, যে খাঁটি জিনিষ এনে দিলে। তোমার শিষ্য বলে আমরা পরিচয় দিব কি? ভালবাসার কাছ দিয়া যাই না। এত দুর্ব্ব্যবহারের পর এমন তোমার কোমল ব্যবহার! তোমার দেওয়া দিলে, আমাদের দেওয়া কখন দিব? তোমার শুভক্ষণ প্রতিক্ষণ, আমাদের সোমবার মঙ্গলবার এল না। সেই শুভক্ষণ জীবন-পুস্তকে রাখিয়াছ, যে শুভক্ষণে একেবারে তোমার হইব। আর কালনিদ্রায় কতক্ষণ থাকিব? একটা প্রকাণ্ড বায়ু প্রেরণ করিয়া জাগাইয়া দাও। শুভক্ষণ আসিবে, খুব গম্ভীরভাবে

যোগ সাধন করিব; সমীরণ আসিবে, নদী বহিবে, প্রাণের নৌকা খুলিয়া যাইব, এই আশা করিয়া, ভক্তির সহিত তোমার শ্রীচরণে বারবার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

পরিহাস-বিরোধী তুমি

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, শনিবার, ১লা ফাল্গুন, ১৭৯৭ শক ;
১২ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬ খৃঃ)

অনন্তগাম্ভীর্য্য সমুদ্র কি, পামর মানুষ কি জানিবে? পরিহাস-প্রিয় আমাদের স্বরূপ, পরিহাস-বিরোধী তুমি। তোমার এই এক নূতন স্বরূপ আবিষ্কৃত হইল। আমরা কত পরিহাস করি, কত ঠাট্টা করি, তোমাকে লইয়াও কত ঠাট্টা করি। বলিলাম, আমি বড় পাপে ব্যাকুল, অথচ মুখটা হাসিতেছে। ইহা যদি পরিহাস নহে, তবে পরিহাস কি? জগৎ মরিতেছে। আমি প্রচারক হইলাম, আমি তার দুঃখে দুঃখী হইলাম না, অথচ মুখে বল্‌ছি, ধর্ম্মের মঙ্গল ভাব বিস্তার করিতেছি। জগৎ পাপের আগুনে পুড়্‌ছে, শব দাহ হচ্ছে, আমি হাসিতেছি, উপহাস করিতেছি। তার পরে দেখি, বাড়ীর ভিতরে এই আপনি পুড়্‌ছি, তথাপি ঠাট্টা কচ্ছি। পরিহাসপ্রিয় আমরা, যাতে তাতে পরিহাস করি। উপাসনার সঙ্গে, বিধানের সঙ্গে, ধর্ম্মের সঙ্গে, ভাই ভগ্নীর সঙ্গে পরিহাস করি। সমুদয় যে পরিহাস, তাহা নহে; কিন্তু এত পরিমাণে পরিহাসপ্রিয়তা বৃদ্ধি হইয়াছে যে, গাম্ভীর্য্যের মর্য্যাদা আর রাখা যায় না। গম্ভীর ঈশ্বর, আমাদের এই স্বরূপটী দূর করে দাও। পাপীকে পরিত্রাণ করিতে হইবে, এটা খুব শক্ত

কাজ, সুতরাং এর ভিতরে ঠাট্টা তামাসা চলে না। যখন তোমার কাছে বসি, তখন ভাল থাকি। গম্ভীরের কাছে গম্ভীর হতে হয়। একটী বিষয়েও তামাসা করিনে। উপহাস করে পাঁচটী কথা বল্লাম, তাহা কি তুমি শুন্‌বে? ঠাট্টা বিদ্রূপ তোমার স্বরূপের বাহিরে। গম্ভীর ঈশ্বর, পরিহাস-বিরোধী তুমি। তোমার পরিহাস-বিরোধী চক্ষু আমাদিগের পরিহাসপ্রিয়তাকে ভর্ৎসনা করিতেছে। গম্ভীর ঈশ্বর, আমাদিগকে কেন গম্ভীর কর না, আমরা যে তোমার শিষ্য হইলাম। ঠাট্টা করিতে করিতে প্রাণটা যায়। মৃত্যুকে নিয়ে ঠাট্টা! তোমার সঙ্গে কথা কওয়া উপহাস নয়। এঁরা পরকালের যাত্রী, ইঁহাদের সঙ্গে ঠাট্টা করা উচিত নহে। গা তবে রোমাঞ্চিত হচ্ছে কেন? চারিদিকে যে গম্ভীর ব্যাপার। অগাধ সমুদ্রের জল পরলোক। পরিহাসের ভাব বিদায় করিয়া দাও। তোমাকে না দেখিলে গম্ভীর হওয়া যায় না। তবে তুমি গম্ভীর হইয়া কাছে বস। অসত্য কল্পনা বিদায় করে দাও। এই জীবনে যেন গম্ভীর ধর্ম্ম-ব্রত সাধন করিয়া, তোমার গম্ভীর চরণ লাভ করি। গাম্ভীর্য্য-সাগরে ডুবি। প্রশান্ত আত্মা পরমেশ্বর, গম্ভীর পুরুষ, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

(শান্তি-বাচন)

দীননাথ, তুমি গম্ভীর, আমি অগম্ভীর, তাই দুই জনে মিলিতেছে না। পরলোকের যাত্রী হয়ে কোথায় সত্য লয়ে আনন্দিত হব, তাহা না হইয়া, সামান্য সামান্য পদার্থ লইয়া বিদ্রূপ করিয়া দিন গেল। পাপগুলোর সঙ্গে খেলা করিতেছি। গম্ভীর না হইলে স্বর্গধামে কেহ যাবে না। সত্য পায় নাই—যারা পাপের সঙ্গে উপহাস করে। তোমাকে দেখিলে বলি, কে ইনি? ইঁহার প্রকৃতি এমন কেন? ইঁহাকে ছুইলে

শরীর রোমাঞ্চিত হয় কেন? যাই ইহার কাছে উপাসনা করিতে আসিলাম, কোথায় সেই ঠাট্টা করিবার মুখ? মাটীর গুণে, বুঝি, এমন হয়। এই গম্ভীর ভাব যত উপার্জ্জন করিব, ততই বাঁচিব। সকালে একটা কথা বলিলাম, দুই ঘণ্টা না যাইতে তাহা ভুলিলাম। এই যে ঠাট্টা—মরণের ঠাট্টা। গুরুর সঙ্গে তামাসা পরিহাস, বিপন্ময় সংসারের মধ্যে এ সর্ব্বনাশের ব্যাপার। হে ঈশ্বর, গম্ভীর সহবাস তোমার, এখানে কি ঠাট্টা চলে? পরিহাসরূপ মৃত্যু হইতে উদ্ধার কর। স্থির মতি দাও। তুমি পরিহাসের বস্তু নহ, জগৎও পরিহাসের বস্তু নহে। আশীর্ব্বাদ কর, গম্ভীর রাজ্যে প্রবেশ করিয়া গম্ভীরপ্রকৃতি হই। গম্ভীর হইব, সত্যপ্রিয় হইব, সত্যেতে যোগী হইয়া, সত্যেতে প্রেমিক হইব, এই আশা করিয়া, অতি বিনীতহৃদয়ে, অতি গম্ভীরভাবে, তোমার গম্ভীর চরণে বারবার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

কিছুই জানি না

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, রবিবার, ২রা ফাল্গুন, ১৭৯৭ শক,
১৩ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬ খৃঃ)

এই যে আমি তোমাকে দেখি, তোমার কথা শুনি, অথচ বলিতে পারি না, কেমন দেখা হইল, কেমন শুনা হইল, এই মূর্খতাতেই আহ্লাদ। তোমার ইচ্ছা মঙ্গলময়ী। আমার এই যে মূর্খের বিনয়, এইটী যেন থাকে। দেখিতে চাই, শুনিতে চাই; দেখা কি, জানিতে চাই না, শুনা কি, জানিতে চাই না। মূর্খ করিয়া চিরকাল রাখিতে হয়, রাখিও; কিন্তু যে মূর্খ হাসে, সেই মূর্খ করে রেখ। ঈশ্বর, যদি

ধন-ভোগ হইল, ধন কি—নাই জানিলাম। প্রকার কি, রীতি কি, তাহা বুঝাইবার জন্য আসি নাই। অনন্ত রস-সাগরে ডুবিলেই আমি বাঁচিলাম। কেহ যদি বলে, এ ব্যক্তি বুঝাইতে পারে না, নাই পারিলাম। কিছুই বুঝিলাম না, কিছুই জানিলাম না, অথচ হতবুদ্ধি হইয়া প্রেমরস পান করিতেছি। ইহার সৌন্দর্য্য এখানে বুঝিতে পারিব না। কাঙ্গাল-চরিত্র তুমি জান, সে যত খাইতে পায়, আরও খাইতে চায়। ফুলের ভিতর যেমন মধুমক্ষিকা আপনার কাজ আপনি করে এবং পাগল হইয়া কিছুই বুঝে না, তেমনই মূর্খ হইয়া তোমার মধ্যে ডুবিয়া থাকি। মূর্খতা বড় দুর্লভ। তোমাকে জানিয়াছি, এই যে ভয়ানক অহঙ্কার-মূলক জ্ঞান, ইহা হইতে রক্ষা কর। যাই বলিব, তোমাকে জানিয়াছি, তখনই যে মরণ। আর কিছুই জানি না, কেবল এই জানি যে, তাঁর আবির্ভাব একটা কি সৌন্দর্য্য, প্রেমরসের মত আসিয়া সমস্ত হৃদয়কে প্লাবিত করে। উদ্বোধন কি, আরাধনা কি, ধ্যান কি, কিছুই জানি না। উপাসনার ভিতর একটা কি জলপ্লাবন হইয়া যায় প্রতিদিন। মত্ত কর তুমি, মত্ত হই আমি। জগৎ যাহাকে চতুরতা বলে, তাহা যেন আমরা না চাই। মূর্খ হইয়া তোমার সৌন্দর্য্য দেখিব, অথচ কি, তাহা জানিব না। তোমার কথা শুনিব, অথচ কি, তাহা জানিব না। তোমার প্রেম সম্ভোগ করিয়া পরলোকে চলিয়া যাই, গরিব বলিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

(শান্তি-বাচন)

হে ঈশ্বর, জ্ঞানস্পৃহা অন্তরে আছে, তুমি কে, জানি; কিন্তু তুমি কতকগুলি বিষয় বুঝাইয়া দিবে না, প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, আর আমি যদি বলি, ঐটী বুঝাইয়া দাও, তাহা হইলে অনধিকার-চর্চ্চা হইবে। গুরু, আমার হিতার্থে যাহা ঢাকিয়া রাখিয়াছ, তাহা ঢাকা থাক।

তোমার মুখ খানিক দেখি, আর দেখি না, খানিক যাই, আর যাইতে পারি না; তখন আহ্লাদ হয়। তুমি যেখানে যাইতে দিবে না, সেখানে যাইতে পারিব না, এ কি কম লাভ? আর ক্রমাগত যাইতে দিতেছ, এতেও আহ্লাদ। দেখ, জ্ঞানেতেও আহ্লাদ,, অজ্ঞানেও আহ্লাদ। যেখানটা বুঝাইলে, সেখানে আহ্লাদ, যেখানটা ঢাকিয়া রাখিলে—ভক্ত আহ্লাদ করিয়া বলিলেন, পরমেশ্বর, বেশ করিয়াছ, ঢাকিয়া রাখিয়াছ। জ্ঞানী হইয়াও সুখী, অজ্ঞান হইয়াও সুখী। যাহা জানা উচিত, জানাও, যাহা জানা উচিত নয়, জানিতে দিও না। এই দুটী ভিক্ষাই চাই। যাই বলিবে, আর যাইও না, তথাস্তু বলিব। আমি কল্পনার উপাসক নই, আমি তোমার উপাসক। আমি যে সদ্গুরুর উপাসক। আমি তোমাকে যতদূর দেখিলাম—সত্যকে সাক্ষী করিয়া, চীৎকার করিয়া, পৃথিবীকে তাহা বলিয়া যাইব। আর যেখানে না দেখিলাম, সেখানে কখনও কল্পনা-শক্রর হস্তে আপনাকে নিক্ষেপ করিব না। মূর্খ হইয়া থাকি, ভাল। নিষিদ্ধ পথে যাব না, অনধিকার-চর্চ্চা করিব না। হে সদ্গুরু, এইরূপে জ্ঞান মূর্খতা-মিশ্রিত করিয়া দিয়া বাঁচাও। বৃথা কৌতূহল হইতে বাঁচাও। সুখী মূর্খদের পরমেশ্বর, প্রসন্নাত্মা ভক্তদিগের ঈশ্বর, তুমি নিকটে এস, মূর্খতার শাস্ত্র পড়িতে দাও। মূর্খতার সুখ দাও। তোমার পবিত্র শ্রীচরণ আমার অপবিত্র মস্তকে স্থাপন কর। তোমার চরণতলে পড়িয়া থাকিয়া, মূর্খতার ভিতরেও সুখী হইব। অহঙ্কার-শূন্য, কল্পনা-শূন্য হইয়া, খাঁটি ঈশ্বর তুমি, খাঁটি তোমাকে দেখিব, এই আশা করিয়া, ভক্তির সহিত তোমাকে প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সমুদয় লইয়া নিমগ্ন

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, সোমবার, ৩রা ফাল্গুন, ১৭৯৭ শক
১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬ খৃঃ)

হে প্রেমসিন্ধু ঈশ্বর, কবে ব্রহ্মনামের পাথরের চাপে (গুরুত্বে) সপরিবারে আমরা তোমার প্রেমসমুদ্রে ডুবিয়া যাইব ? আত্মা ডুবে, জীবন ভাসে, এই কলঙ্ক কি আমাদের কপালে থাকিবে ? এই যে আধখানা ভাসে, আধখানা ডুবে, এই বিষম ব্যাপারের মীমাংসা করিয়া দাও। এখন যে ডুবি না, তা বলি না, কিন্তু সমস্ত দিনের কার্য্যের জীবনটা কোথায় ফেলিয়া আসিলাম ; কেন তাকে সঙ্গে আনিলাম না। তুমি বল, "সন্তান, তোর আর অসার কার্য্য করিয়া কি হইবে ? আমার সুন্দর পবিত্র প্রেমজলের ভিতরে আয়।" কিন্তু দুষ্ট মন আসিতে চায় না। ঈশ্বর, যদি প্রাণকে টানিলে, তবে সমস্ত জীবনকে টানিয়া আন। যদি আমাদের জীবনের দুই ঘণ্টা তোমার হইল, তবে সমস্ত দিন যাহাতে তোমার হয়, এমন উপায় করিয়া দাও। যখন একা একা ডুবিব, সমস্ত শরীর মন লইয়া, নিশ্চিন্ত বৈরাগী হইয়া ডুবিব। একেবারে ভাবনা শূন্য হইয়া, সশরীরে তোমার প্রেমে ডুবিয়া যাই। সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া, তোমার প্রেমসাগরে ডুবি। সমুদয় পাপের বন্ধন হইতে, বন্ধুর খাতিরের বন্ধন হইতে প্রমুক্ত হইয়া, দয়াল দয়াল বলিব, আর প্রেমজল পান করিব। চারিদিকে তুমি, তোমাতে ডুবিয়া প্রেমজল খাইয়া কৃতার্থ হইব, এই আশীর্ব্বাদ কর।

হে প্রেমসিন্ধু, ভক্তেরা তোমার এই নাম রাখিলেন। তুমি যে অনন্ত প্রেমের সাগর হইয়াছ। তোমার ভক্তেরা তোমার ঘনীভূত আনন্দের ভিতরে প্রবেশ করিতেছেন। এ সময়ে যোগের গাম্ভীর্য্য

অল্পে অল্পে আসিতেছে, এই সময়ে যদি হাত পা ছাড়িয়া দিতে পারি, তবে ডুবিয়া বাঁচিব। তোমার ভিতরে একবার ডুবিয়া, আবার যে বিচ্ছিন্ন হইয়া কার্য্য করা, শুষ্ক ডাঙ্গায় আসা, সেই সংসারের ভাবনা, সেই অবিশ্বাসীর কথা, যোগীর জীবনের পক্ষে বিষময়। সমুদয় লইয়া ডুবি, এই শিক্ষা দাও। যথার্থ ভক্তেরা উঠিলেন না। ভক্তদের প্রাণ, যোগীদের জীবন, তোমার ভিতরে ডুবিয়া রহিল। কিন্তু আমাদিগকে সংসার বলে, ওদের এক ঘণ্টার মোকদ্দমা, আবার সেই অসার জঘন্য সংসারব্রতে ব্রতী হইবে; ঐ দেখ, এখনই উঠিবে, ঐ যোগের ভিতরে থাকিতে পারিবে না, এখনই হাঁপ ধরিবে, নিঃশ্বাস ফেলিবার জন্য উপরে উঠিবে। নতুবা নূতন কীটের মত হইবে, অর্দ্ধেক জলের মধ্যে, অর্দ্ধেক উপরে থাকিবে। সশরীরে তোমার ভিতরে আসিয়া বসি। শরীরটা স্থলে, মনটা জলে, এই প্রকার করিতে দিও না। যদি যোগাভ্যাস করিতে হয়, সমস্ত লইয়া যেন তোমার ভিতরে প্রবেশ করি। প্রাণ ভরিয়া সেই মগ্ন জলে তোমাকে ডাকিব। মনের কুভাব ক্ষীণ হইয়া পড়িবে, সংসারনির্লিপ্তভাবে তোমার দয়ার সাগরে মগ্ন থাকিয়া, সহজে ধার্ম্মিক হইব; এই যোগের ভিতর থাকিয়া উন্নত উৎকৃষ্ট জীবন লাভ করিব, এই আশা করিয়া, তোমার চরণপদ্মে বার বার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

ইচ্ছা বিনাশ কর

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বুধবার, ৫ই ফাল্গুন, ১৭৯৭ শক ;
১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ)

হে প্রেমময়, ভালবাসার ঈশ্বর, তোমার ভিতরে প্রেমের কোমলতা এবং পবিত্রতার গাম্ভীর্য্য দুইই মিলিত। পিতার কোমল হৃদয় তুমি ধারণ কর, গুরুর গম্ভীর ভাব তুমি ধারণ কর। তুমি যখন কথা কও, এক দিকে তোমার কথার মিষ্টতা, অন্য দিকে তোমার কথার মধ্যে শাসনের ভাব। এক হস্তে প্রহার কর, অন্য হস্তে আশীর্ব্বাদ কর। তোমাকে যে মানে, সে ভাল হয়, সুখী হয়। যে সুখী ছেলে নয়, সে তার বাপের নাম ডুবাইল। পবিত্র চরিত্র দেখাইয়া জগৎকে মোহিত করিব, এই জন্য প্রেরিত হইলাম, সেই সনদপত্র যে বৃথা যায়। এই আমরা যাই, পৃথিবী দূর দূর বলিয়া আমাদিগকে ফিরাইয়া দেয়। তাহারা বলে, "এরা ঘরে বসে, কল্পনা করে, একটা নিদর্শন-পত্র জাল করে এনেছে।" পরমেশ্বর, নিদর্শন মারা গেল। শিষ্যবৎসল পরমেশ্বর, ভাল করিয়া লেখা পড়া না শিখিয়া মরিতেছি। যে তোমার শিষ্য হইবে, তার আপনার ইচ্ছাটী দিতেই হবে। আগে আত্মবিনাশ, তবে ত তোমা কর্ত্তৃক গ্রহণ। হয় আমি প্রভু, নয় তুমি প্রভু। কতবার তোমাকে লিখিয়া পড়িয়া দিলাম ঘর বাড়ী, যাই তুমি প্রভুত্ব করিতে আসিলে, তখনই আবার তোমা হইতে তাহা কাড়িয়া লইলাম, তুমিও বলিলে, "তোর আপনার ইচ্ছা রাখিয়াছিস্, তবে আমি চলিলাম।" "তোর ইচ্ছা ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না, নিজে রাজা, নিজে প্রভু হইবার তোর ইচ্ছা আছে ; তুই মনে মনে বলিতেছিস্, আমি আর দাসত্ব লইতে পারি না।" যে চঞ্চলপ্রকৃতি, সে চঞ্চল থাকিবে ; যে লোভী, সে তার ষোল আনা লোভ রাখিবে, যে কামী, তার কাম প্রবল

রাখিবে ; স্বার্থপর স্বার্থপরতা ছাড়িবে না, অন্তের উপকার করিবে না, অথচ তুমি এসে ইহাদের উপর তোমার স্বর্গরাজ্য করিবে, এ যে অসার কথা। আগে দি, তবে ত তোমাকে নিবার জন্য ডাকিব। এই যে, আমার জীবন নেও না—এই যে, কৈ যে? এমনই করে কি তোমাকে চিরকাল ঠকাব? আমার ইচ্ছা বিনাশ কর। আমার কাম, ক্রোধ, স্বার্থপরতা, সংসারের বিলাসটুকু থাকুক, অথচ তুমি গুরুগিরি কর এসে আমার সঙ্গে, এ যে ঠাট্টা। যাহারা এরূপ ঠাট্টা করে, পৃথিবীর চারিদিকে বড় বড় মাঠ আছে, সেখানে তারা যাক। কামনা পূর্ণ করিবার স্থান ত এটা নয়। নিষ্কাম হয়ে, ইচ্ছা ছেড়ে দিয়ে, তুমি যাহা বলিবে, তাহা করিতে হবে। সে সকল লোককে সরাইয়া রাখ। তুমি তবে বিধি খুলো না, যতদিন না তারা বল্‌তে পারে—আমার ইচ্ছা রহিল, তোমার ইচ্ছা লইলাম। আগে ব্রহ্মের ইচ্ছা-পূজা, তবে ব্রহ্ম-পূজা। গম্ভীর কথাগুলো মনে মুদ্রিত করিয়া দাও। জয় করুণাময়ের ইচ্ছা, জয় গুরুর ইচ্ছা, জয় পতিতপাবনের ইচ্ছা! আমাদের ইচ্ছা কেড়ে নেও। ভক্ত যোগী তিনি হন, যাঁর ইচ্ছা মরিয়াছে। তোমার ইচ্ছা, গুরো, নেতার কার্য্য করুক। আগে তোমার ইচ্ছা-স্বীকার, তবে বিধি-প্রচার। রাগীর রাগ থাক্‌লে, শুষ্কহৃদয়ের শুষ্কতা, অবিশ্বাস থাক্‌লে চলিবে না। তোমার ইচ্ছাখানি দাও, তোমার ইচ্ছা পূজা করি। আমার ইচ্ছাটা একেবারে দূর কর।

(শান্তি-যাচন)

হে দীনশরণ পরমেশ্বর, তুমি যে পরিত্রাণ করিবে, ইহা মানিলাম। এখন এই ঝগড়া চলিতেছে—তুমি তোমার ইচ্ছানুসারে পরিত্রাণ করিবে, না, আমার ইচ্ছানুসারে পরিত্রাণ করিবে? এই কলহের মীমাংসা কর। তুমি কি পতিতকে তাহার ইচ্ছামত পরিত্রাণ কর? আমার বাড়ীতে এসে, আমার মত নিয়ে পরিত্রাণ কর, এমন ভয়ানক দুর্ব্বুদ্ধি কেন?

ভক্তদের মুখে কখনও ত এমন কথা বেরোয় না। ভক্তেরা, মহর্ষিরা, "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক", এই বলিয়াছেন। হে ঈশ্বর, বুঝাইয়া দাও শক্ত কথা। আমার ইচ্ছা, আমার রুচি, আমার অভিপ্রায়, আমার মত সবংশে মরুক। প্রকাণ্ড অগ্নি জ্বালিয়া এ সকল দগ্ধ কর। তুমি পরিষ্কার না করে, তুমি বিধি দিবে না। পুরাতন শত্রু না গেলে, তুমি নূতন মিত্র-বিধি দিবে না। তোমার ইচ্ছাকে যদি না মানি, তোমার শাস্ত্র-বিধি নিয়ে কি হইবে? আগে তোমার ইচ্ছা এসে সমুদায় অসুরগুলোকে তাড়াইয়া দিক, পরে সুকৌশলে তোমার প্রেমরাজ্য স্থাপন করিও। ঈশ্বর, আপনার বিপক্ষে আপনার নালিশ করিতে হইল। এই আমার ইচ্ছা, আমার মত, এতেই, না তোমার সঙ্গে, না পরস্পরের সঙ্গে যোগ হইল। এই ইচ্ছা-শত্রুর মাথায় এক ঘা মার, তোমার ধারাল অস্ত্রে। এই অখণ্ড স্বাধীনতার স্পর্দ্ধা দূর হউক। দর্পহারী ঈশ্বর, আমাদের অহং-জ্ঞান চূর্ণ করিয়া দিয়া, তোমার স্বর্গীয় ইচ্ছাকে, সোণার মুকুট মাথায় দিয়া, এ দেশে রাজা করিয়া দাও। তোমার ইচ্ছা বলবতী হইয়া থাকিবে। তোমার শাস্ত্রানুসারে জীবে দয়া এবং ভ্রাতা ভগ্নীদিগের প্রতি পবিত্র ব্যবহার করিব। তোমার ইচ্ছাকে গুরু বলিয়া মানিয়া, তোমার বিধি মানিব। আপনাকে দমন করিবার ক্ষমতা দাও। আনুগত্য স্বীকার করিব, আপনার রুচি, ইচ্ছা ছাড়িয়া তোমার ইচ্ছা নেব, তোমার বিধি অনুসারে চলিব, এই আশা করিয়া, গুরো, তোমার শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

প্রায়শ্চিত্তবিধি

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ৬ই ফাল্গুন, ১৭৯৭ শক ;
১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ)

হে প্রেমসিন্ধু দয়াবান্ পরমেশ্বর, কাহারও হাতে ভার রাখিলে এমন নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না, যেমন তোমার হাতে ভার রাখিলে। যে একেবারে প্রাণ মন লিখিয়া তোমার হাতে দিল, তার আর ভয় কি? এমন লোক কোথায় পাইব? এমন ভালবাসা কোথায় পাইব? কার্য্যের সময়, উপাসনার সময় নিজে কাছে বসিয়া, প্রাণকে শীতল করেন, এমন আর কে আছেন? এমন হাতে যদি ভার সমর্পণ করিয়া রাখি, তবে নিশ্চিন্ত হইতে পারি। আর কোন ভয় ভাবনা থাকিবে না। মূর্খ হইয়া যে স্বর্গে যায়, সে পণ্ডিত হইয়া ফিরিয়া আসে। স্বেচ্ছাচারীর মরণ যেমন তোমার দ্বারে, তেমনই কুতার্কিকদেরও মরণ তোমার দ্বারে। বুঝিতে পারি, আর না পারি, যাহা তুমি বলিবে, তাহা করিব। খাঁটি শাস্ত্র, যাহার উপর তর্ক চলে না, এমন শাস্ত্র না পাইলে আমরা বাঁচিব না। আমরা ভাল ছেলে নই, কুসন্তান। ভাল হইলে তোমার শাস্ত্রখানি বুকে বাঁধিতাম, অনায়াসে ভব-সমুদ্রে ভাসিয়া চলিয়া যাইতাম। অভ্রান্ত শাস্ত্র স্বর্গ হইতে আসিল, যার বুদ্ধি তোমার উপরে যায়, তাকে কি তুমি স্বর্গে রাখিবে? পরস্পরের সঙ্গেও কুতর্ক করিব না, শুনিয়া যাই, বাঁচিব। মাথা হেঁট করিয়া চরণতলে পড়িয়া থাকি, বাঁচিব। সাধনের বিধি মনের সঙ্গে নাই মিলিল। প্রথম তুমি কত কথা বলিতে—গোলমাল, ধাঁধা মনে হইয়াছিল; কিন্তু এখন দেখিতেছি, তার ভিতরে কেমন সুখের উদ্যান ছিল। তোমার নামটাই আগে কেমন কঠোর ছিল। ক্রমে কেমন মধুর হইয়া আসিল। প্রথমে যাহা কাঁটার মত বোধ হয়, পরে দেখি, তাহা ফুল। পূর্ণ বিশ্বাসী না হইলে,

তুমি বিধি প্রচার কর না। যদি কুতর্ক না মিটিয়া থাকে, তুমি বই খুলিবে না। হে গম্ভীর সদ্গুরু, জ্ঞানীকে তার তর্ক দ্বারা অপমান করিতেছ। যে সরলহৃদয়, তার কাছে সব প্রকাশ করিতেছ। তার শিক্ষার আয়োজন করিবে তোমার বিদ্যালয়ে, তার খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া দিবে। তুমি প্রবঞ্চিত হইবার ঈশ্বর নও। কত জল চাই মলা প্রক্ষালন করিবার জন্য, কার জন্য কেমন প্রায়শ্চিত্ত-বিধি হইবে, কে জানে। তুমি যদি বল, সাত বৎসর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। হঠাৎ এই হৃদয়বিদারক কথা কেন আসিল? সে কাঁদুক, তাকে কাঁদাইয়া বাঁচাইবে। তুমি যখন সাত বৎসরের প্রায়শ্চিত্ত বিধি দিয়াছ, তখন সেই বিধি কে লঙ্ঘন করিবে? সে যেন শান্তভাবে বলে, জয় জগদীশ! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। আর যদি কাহাকেও বল, তোমাকে যোগী কিম্বা ভক্ত কোন শ্রেণীভুক্ত করিব না, তুমি পাঁচ বৎসর শিক্ষা কর। এই সময় বিধিটী ষোল আনা অতর্কিত-ভাবে লইতে হইবে। শীঘ্র শীঘ্র ব্যাকুল হইয়া, যদি তোমার প্রেমের উদ্যানে যাই, এই ফল হইবে যে, অনেক দিন দুঃখ পাইতে হইবে। বার বৎসরের রোগ, পঞ্চাশ বৎসরের রোগ ত একদিনে যাবে না। আমি আর কিছু চাই না, যেমন করে হউক, প্রাণটা বাঁচাইয়া দাও। প্রায়শ্চিত্তও বুঝি না, সাধনও বুঝি না। দেরী হল, মনের মত সাধন হল না, এই জন্য রাগ করে যেন চলে না যাই। তোমার উপর রাগ করে যাই কোথায়? তবে, কৃপাময়, আর নির্ব্বোধ হতে দিও না। রাগশূন্য হয়ে তোমার বিধি মস্তকের উপর লইতে পারি, প্রেমময় ঈশ্বর, এই আশীর্ব্বাদ কর।

(শান্তি-বাচন)

হে প্রেমময় ঈশ্বর, গম্ভীর স্তম্ভিত হইয়া করজোড়ে দাঁড়াইয়া আছি। এই নূতন পথে, কে আগে যাবে, কে কি ভাবে যাবে, বুঝিতে পারিতেছি না। পরিত্রাণ দিবেই যদি, তবে সমুদয় ভার তুমি লও। দৌড়িতে গেলে

যদি হোঁচট খাইয়া মরি, আর যদি পড়িয়া থাকিতে হয়। দৌড়াদৌড়ি ভাল নয়, এমন সময় ব্যস্ত হইলে হবে না। পাঁচ বৎসর নয় প্রস্তুত হইলাম। ব্যস্ত হইলে, আপনার পরিত্রাণের ভার আপনি লইলে, যে দুর্দ্দশা হয়, তাই আমার হইবে। চিরকাল স্বেচ্ছাচারী হইয়া ধর্ম্ম সাধন করিয়াছি, আপনার ইচ্ছা বজায় রাখিয়াছি, এখন হাত পা বাঁধা হইয়া তোমার স্বর্গপথে চলিব কিরূপে, কিছুই জানি না। একটী প্রার্থনা আছে। যখন কঠোর বিধি দিবে, প্রদাতার হাসি হাসি মুখ যেন ইহার মধ্যে দেখিতে পাই। কে একটা কোথা থেকে শক্ত বিধি দিলে, এতে বুক ভাঙ্গিয়া যায়, এ শক্ত প্রায়শ্চিত্ত কেমন করিয়া করিব, এই প্রকার ভাব যেন মনে না আসে। স্নেহময়ী জননী, তুমি আজ্ঞা করিতেছ—বিধি ভাল হউক, মন্দ হউক, সুখের হউক, আর দুঃখের হউক, কাজ কি আমার জেনে। তোমার প্রসন্ন মুখ দেখে, আশা করে, যত বিষ দাও, খাব। হাজার বার যদি লাঠি মার, বজ্রাঘাত কর, সহ্য করিব। কেবল এই বিশ্বাস যেন থাকে—তোমার মধুময়, কোমল হাত থেকে বিধি আসিল। সমস্ত দিন কি করিতে হবে, বলে দিবে। মা বাপ হয়ে এই কথা বল, "আমি কেবল পাষণ্ডটাকে বাঁচাবার জন্য শক্ত বিধি দিয়াছি। শক্ত ঔষধ না দিলে সে বাঁচ্‌বে কেন?" এতকাল পরে এই ভয়ানক প্রায়শ্চিত্ত করা বড় কঠিন, তার আগে যত আয়োজন করিতে হয়, করে লও। দয়াসিন্ধু, তোমার মধুমাখা হাত থেকে দয়ার বিধি, মঙ্গল বিধি জীবকে মারিতে আসিল না, বাঁচাইতে আসিল, এই বিশ্বাস, এই আশা করিয়া, প্রাণের বিধি প্রাণের ভিতরে রাখিব। তোমাকে দয়াময় দয়াময় বলে, গুরু বলে, তাহা পালন করিতে চেষ্টা করিব। এই আশা করিয়া, বিনীতভাবে ভক্তির সহিত, তোমার পবিত্র চরণে বার বার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

সাধন ও শাসন

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, শনিবার, ৮ই ফাল্গুন, ১৭৯৭ শক ;
১৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬ খৃঃ)

মিষ্টতা এবং ঝাল দুটী জিনিস আছে। পিতা এক দিকে, গুরু এক দিকে। কেমন করিয়া এক দুই হইলে এবং দুই এক হইলে, বুঝিতে পারি না। সাধন এবং শাসনে প্রভেদ নাই। শাসন এবং সুখ-সেবনে প্রভেদ নাই। তুমি হাসাইলে ত হাসিবই, তুমি কাঁদাইলেও হাসিব, এই পাগলামি শিখিতে চাই। তোমার শাসনই যে তোমার দয়া। এই দুই নদী, গঙ্গা যমুনার সন্ধিস্থানে প্রয়াগতীর্থে অবগাহন করিয়া, পরীক্ষিত পুণ্য লইয়া বাহির হই, এই আশীর্ব্বাদ কর।

(শান্তি বাচন)

তোমার দৃষ্টিতে মার স্নেহ, বন্ধুর উপদেশ, শাস্তার দণ্ড, প্রাণ তৃপ্ত করিবার মধু এবং পাপ নষ্ট করিবার বিষ, এ সকলই আছে। এখন ভাবে বুঝিতেছি, বুদ্ধিতে বুঝিতেছি, হৃদয়ে এখনও বুঝিতে পারি নাই। তুমি কি কেবল পাপ দূর করিতে ভার নিয়েছিলে? তুমি যে বলিতেছ, না। প্রথমে তোমার মুখে শুনিয়াছিলাম, "তোমাদের পাপ এবং দুঃখ দুইই মোচন করিব।"

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

সাধন কি

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, সোমবার, ১০ই ফাল্গুন, ১৭৯৭ শক ;
২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬ খৃঃ)

হে সাধনের প্রেমরত্ন ঈশ্বর, সাধন কি? শব্দার্থ-প্রকাশিকা তুমি বুঝাইয়া দাও। তোমার অভিধানে সাধন-শব্দের যে অর্থ লেখা আছে, আমরা কি সেই সাধন করিতেছি? আমাদের জীবন-গ্রন্থ যে তোমার গ্রন্থের বিপরীত। আমরা যে পরিশ্রম করি না, আলস্তে জীবন ক্ষয় করি। ইহা করিবই, করিব—দুই হাজার বার যাঁহারা বলেন, তাঁহারাই যে সাধন করেন। তোমার মাটীতে তোমার বীজ পড়িলে কি তাহা নিষ্ফল হইতে পারে? যদি তুমি না থাকিতে, মনুষ্য বীজ বপন করিত, আর কিছুকাল পরে তাহা মরিয়া যাইত। সাধন কি এবং কেমন করিয়া সাধন করিব, হে সাধনের ঈশ্বর, পিতা, গুরু, শিক্ষা দাও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিধিগ্রহণ

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ১১ই ফাল্গুন, ১৭৯৭ শক ;
২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬ খৃঃ)

হে দয়াময় ঈশ্বর, সেই যে 'বস' বলিয়া চলিয়া গেলে, প্রতীক্ষা করিয়া আছে সাধক, সেই সামগ্রী, সেই বিধি কি আনিলে না? বিলম্ব হইতেছে কেন? চোরের মনে অনেক সন্দেহ, পাপাসক্ত মনে বিবিধ সন্দেহ। কেনই যে ঠাকুর চলিয়া গেলেন, এখনও আসিতেছেন না; বেলা হইল, বুদ্ধি অবসন্ন হইল। হে জগদীশ্বর, গুরুর কার্য্য এখনও আরম্ভ করিলে

না কেন? সন্তান আশা করিয়া ঘরে পড়িয়া রহিল। দিলে নিব না, আদেশ করিলে শুনিব না, এই কি কারণ? করিব না বলে কি তুমি দিতেছ না? তুমি স্বর্গের জিনিস হাতে দিলে, ফেলিয়া নরকে চলিয়া যাইব। তোমার সাম্‌নে বসে যদি বিধির শ্রাদ্ধ করি, তুমি দিবে কেন? বিলম্বেতেই বুঝিয়াছি, কিছু গোল হইয়াছে। যে স্নান করিল না এত বেলাতে, যারা জাগিল, তারাও গঙ্গাস্নান করিল না, অশুদ্ধভাবে কিরূপে তোমার বিধি শুনিবে? একজনকে যোগীর বেশ পরাইতে হবে, একজনকে ভক্তের কাপড় পরাইতে হবে, তুমিও আমাদের হিতার্থে সে সকল আয়োজন করিতেছ; কিন্তু লোকগুলো প্রস্তুত হইল না। প্রাণকে কি তুমি প্রস্তুত করিবে না? এরূপ শক্ত সাধনে যে অনেক গাত্র-শুদ্ধি চাই। নিজ হস্তে পাপীকে টানিয়া আন। লইয়া গিয়া ঐ পাশের ঘরে বসাও। তোমার ভিতরে প্রবিষ্ট হইলে, তুমি যাহা বলিবে, তাহাই করিতে হবে। এমন জীবন্ত শরীরটা কেমন করিয়া জলন্ত আগুনে ফেলিয়া দিব। প্রথমটাই কঠিন, এই বিপদটা অতিক্রম করিতে দাও। একবার সাধনের রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হই। ব্রতদাতা ঈশ্বর তুমি। হে প্রভু, যদি বাঁচিব, তোমার বিধির ভিতর গিয়া বাঁচিব। দুরন্ত বলিয়া আর বিলম্ব করিলে কি হইবে? পাপী জগতের উদ্ধারকর্ত্তা, একজন কি দুইজন আসিয়া তোমার বিধি গ্রহণ করুক না। কার্য্যের সূত্রপাত হউক। এই পূর্ব্বপাপের জঘন্য প্রাচীর, এই মলিন আমাকে ভেদ করিয়া, তোমার রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হই, তার পর তোমার কার্য্য তুমিই করিবে।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

অন্ধকারের আবরণ

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বুধবার, ১২ই ফাল্গুন, ১৭৯৭ শক ;
২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬ খৃঃ)

কেমন মূঢ়তা, জড়তা, তোমাকে চাহি না ! সমক্ষে রহিয়াছ, যোগেশ্বর, কিন্তু যোগীর চক্ষু নাই, প্রেমময় পিতার মূর্ত্তি দেখা হইল না। ভক্তবৎসল, কাছে রহিলে, তোমার শ্রীপাদপদ্ম সমক্ষে ; কিন্তু কার সাধ্য, তাহা স্পর্শ করে, সেবা করে। যে চরণ সেবা করিলে মন বিক্ষিপ্ত হয় না, সেই শ্রীচরণ ঠিক হাতের উপর রহিয়াছে ; ধরা কেন যায় না ? সেই সেবক নাই, ধরিবে কে ? প্রার্থী প্রার্থনা করে না, যোগী হয় না বলিয়া যোগেশ্বরকে দেখিতে পায় না ; ভক্ত হয় নাই বলিয়া ভক্তবৎসলের শ্রীপাদপদ্ম বক্ষে ধারণ করিতে পারে না , সেবক হয় নাই বলিয়া দয়াল প্রভুর শ্রীচরণ সেবা করিতে পারে না ; অথচ তুমি সমস্ত শোভা দেখাইতে প্রস্তুত। সেই সব মূর্ত্তিগুলি তোমার আছে। যদি একবার আবরণ ছিঁড়িয়া তোমাকে দেখিতে পায়, অমনই যোগী ভক্ত সেবক তোমার পূজা আরম্ভ করিয়া দিবে। এই অন্ধকারের কাপড়খানা কে টাঙ্গাইয়া দিল, এটী চলিয়া গেলে আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। বিধাতা, যোগেশ্বর প্রভুর খুব কাছে আসিয়াছি , কিন্তু যদি এই কাপড়খানি পড়িয়া না যায়, দশ বৎসরের সাধনেও কিছু হইবে না। যেমন সেইবার স্বর্গরাজ্যের কাছে গিয়াছিলাম —"এই কি সেই শান্তি-নিকেতন"—আকাশের ইন্দ্রধনুর ন্যায় চলিয়া গেল। জগদীশ্বর, কাছে আসিলে কি হইবে ? অবিশ্বাসী আমরা। দয়ালের শ্রীপাদপদ্ম ধরি ধরি, আর ধরিতে পারিলাম না ; আমরা এই যোগাসনে বসি বসি, আর কে আসনখানি কাড়িয়া লইল , মুখের উপর হাতটী রহিল, আর পাত্রটী নাই। আরম্ভ করিতে সুমতি দাও। তোমাকে অগ্রাহ্য করা,

নাস্তিক হওয়া যেমন পাপ, তেমনই শুভক্ষণ অগ্রাহ্য করা পাপ। হে ঈশ্বর, কাঁপিতে কাঁপিতে প্রার্থনা করি, সেই অন্ধকার, মৃত্যু হইতে রক্ষা কর। জীবনের শেষভাগটা অমাবস্যা হইতে দিও না। এই যে জ্যোৎস্না আরম্ভ হইল, ইহা যেন পূর্ণিমাতে শেষ হয়। পরলোকে আলোক দেখিয়া যাই। সতর্ক প্রহরী হইয়া তোমার বিধি অনুসারে সাধন করি, এই সুমতি দাও।

(শান্তি-বাচন)

এ কি আশ্চর্য্য দৃশ্য! এদিকে কতকগুলি মানুষের আত্মা, আর ওদিকে কতকগুলি ব্রত, তীর্থস্থান, কতকগুলি স্বর্গ। এদিকে সুখার্থী, ওদিকে ধন, মধ্যে নদী। নিয়তি স্থির আছে, সমুদয় নির্দ্ধারিত। বিশ্বাসী জীবন ঐ স্বর্গ পাইবে। কিন্তু সাম্‌নে সাম্‌নে বসে, গালে হাত দিয়ে বসে আছি, কেন মাঝি তরী আনে নাই। যদি দেখিতে পাইতাম, আমার জন্য কি আছে—সেই সোণার জিনিসটী—আমার জন্য এমন সুন্দর সামগ্রী রাখিয়াছ। আর একটী ভাই বলিত, আমার জন্য এমন সামগ্রী রহিয়াছে। আর একটী ভগ্নী বলিত, চিরদুঃখিনী আমি, আমার জন্য পিতা স্বর্গে এমন সামগ্রী রাখিয়াছেন। আর একটী গৃহবিহীন লোক আনন্দধ্বনি করিয়া বলিত, আমার জন্য এমন সামগ্রী। অত্যন্ত শুষ্ক-কণ্ঠ বলিত, আমার জন্য, হে ঈশ্বর, তুমি শান্তি-সরোবর হইয়া বসিয়াছ। কাঙ্গাল একটী পয়সা পায় না, তুমি আমার জন্য এতগুলি টাকা ওপারে রাখিয়াছ। দেখাই ত অর্দ্ধেক পাওয়া। একবার যদি দেখা হয়, ঠিক সময়ে নৌকা আসিবে, জাহাজখানি ঠিক সময়ে খুলিবে। দুটী জিনিসের অভাব রহিল—দর্শন ও বুঝা—আমার অভাব যাহা, পাইবার বস্তু তাহা। আর চাই, যখন পরিচয় হল, এমনই বেগে লোভে পার হইব, পার হইতে সাধনে যদি কষ্ট হয়, তাহা মানিব না। দেখা আর পার হওয়া দুটী বাকি। পাছে সেই নৌকা আসিয়া পড়ে, যখন দেখা হয় নাই। প্রেমসিন্ধু, তরীর সমাগম প্রতীক্ষা করিব; যাই নৌকা

আসিবে, অমনই উঠিব। চক্ষের সমক্ষে নৌকা খুলিয়া চলিয়া গেল। দয়ার বিধি তুমি প্রচার কর, দয়ার বিধানে আমাদিগকে আশ্রয় দাও। হে দয়াল হরি, সেই নৌকাতে বসিয়া নামের সারি গাইতে গাইতে চলিয়া যাইব। এক মিনিট এদিক ওদিক হইলে যদি বিপদ হয়, তবে ভাল করিয়া সংযম করিয়া প্রতীক্ষা করি। তুমি যখন হাত ধরিবে, হাত দিব; চক্ষু ধরিবে, চক্ষু দিব; কাণ ধরিবে, কাণ দিব। ভক্তবৎসল, প্রণতবৎসল, দাও তোমার চরণতরী। ভাই ভগ্নী যিনি যেখানে আছেন, সকলকে শুভবুদ্ধি দাও। হে দয়াময়, তোমার কাছে সাধন করিতে করিতে দিন দিন সুখী হইব, পবিত্র হইব, ভক্তি বিশ্বাস অনুরাগের সহিত এই আশা করিয়া, তোমার পবিত্র শ্রীচরণে বার বার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

অসার উড়াইয়া দাও

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, শনিবার, ১৫ই ফাল্গুন, ১৭৯৭ শক,
২৬শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬ খৃঃ)

তোমার হাতের পাখার দ্বারা, যাহা কৃত্রিম, অসার, লঘু, তাহা উড়াইয়া দাও। যাহা সার, তাহা গ্রহণ কর। মনুষ্য ফুঁ দিক, দেবতা, তুমিও ফুঁ দাও। খাঁটি যোগ, খাঁটি ভক্তি, খাঁটি সেবা আমাদের জীবনের মধ্যে আসুক।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

বৈরাগী সংসারীর ঈশ্বর

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, সোমবার, ১৭ই ফাল্গুন, ১৭৯৭ শক ;
২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬ খৃঃ)

দয়াময় ঈশ্বর, তুমিই যথার্থ সংসারী, আমাদের বাসস্থান তুমি। তুমিই কেবল সংসারীকে সন্ন্যাসী এবং সন্ন্যাসীকে যথার্থ সংসারী করিতে পার। তোমারই বলেতে মনুষ্য সংসারী বৈরাগী হয়। তোমাকে সকলেই বৈরাগী-দিগের ঈশ্বর বলিয়া জানে। কবে আমরা তোমাকে বৈরাগী সংসারীদিগের ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিব ?

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

সংসার তুমি কর

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ১৮ই ফাল্গুন, ১৭৯৭ শক ,
২৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬ খৃঃ)

সংসারী ঈশ্বর, সংসার টংসার তুমি কর গিয়ে, আমাদের বয়ে গিয়েছে সংসার কর্ত্তে। আমরা কেবল প্রাণমধ্যে তোমার পাদপদ্ম পূজা করিব।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

স্বভাবজয়

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বুধবার, ১৯শে ফাল্গুন, ১৭৯৭ শক ,
১লা মার্চ্চ, ১৮৭৬ খৃঃ)

প্রেমমধুর ঈশ্বর, সেই স্বর্গীয় সাধন প্রেরণ কর, যাহাতে স্বভাব জয় হয়। যাহাতে মনুষ্যত্ব বিনষ্ট হইয়া, তোমার সাধকের সিদ্ধ অবস্থা বা দেবত্ব লাভ হয়।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

সিদ্ধি চাই

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ২০শে ফাল্গুন, ১৭৯৭ শক ,
২রা মার্চ্চ, ১৮৭৬ খৃঃ)

হে ঈশ্বর, ভিক্ষার ঝুলি খালি রহিয়াছে, একটা জিনিস চাই, সিদ্ধি চাই। মুখে সাধন সাধন ঢের বলি, কিন্তু জীবনে তাহা নাই। সাধন বিনা কিরূপে স্বর্গে যাইব? একটা গান করিলাম, একবার উপাসনা করিলাম, কেবল ইহাতেই কি স্বর্গলাভ করিব? সাধনের পত্রখানি দিতে হবে। আমার কামরিপু নাই, ক্রোধ নাই, লোভ নাই, দ্বেষ নাই, অপ্রেম নাই, বিবাদের ইচ্ছা নাই, পাপের প্রতি আসক্তি নাই, সংসারাসক্তি নাই, এই সবগুলো সেই দরোয়ানকে দিলে সে যাইতে দিবে; নতুবা এমনই ধাক্কা দিবে যে, কয়েক বৎসর ধাক্কার জ্বালাতে হাড় পর্য্যন্ত চূর্ণ হইবে। ফাঁকি দিয়ে কে স্বর্গে প্রবেশ করিয়াছে? পঞ্চাশ বৎসর যোগী, প্রধান উপাসক, বড় আচার্য্য হইয়াছি—এ সমুদয় দর্প চূর্ণ হইবে। কিছু বলিবে না, একটী কেবল ধাক্কা দিবে, আর পাঁচ সাত বৎসর সেই দিকে আস্‌বে না। তোমার

লীলা বুঝা ভার! মুখখানি সুন্দর, ব্যবহার কোমল, মন গলে যায়। এমন কোমলতা, আর ভিতরে ভিতরে দরোয়ান্কে হুকুম দিয়া রাখিয়াছ— সাধন বিনা যাওয়ার যো নাই। গান কর্‌তে কর্‌তে অন্ধকার ঘুচে গেল, ভক্তি হইল, সেই সময় মনোহর ভাব, ষোল আনা প্রেমত্ত ভাব, তবুও আঘাত। ওদিকে কি সুক্ষ্ম বিচার! এদিকে কি ষোল আনা প্রেম! ঐ যে ষোল আনা ন্যায়বান্ ও ষোল আনা প্রেমময়। চন্দ্র সূর্য্য বরং অন্ধকার হতে পারে, কিন্তু সাধন বিফল হয় না। আশীর্ব্বাদ কর, জিতেন্দ্রিয়, শুদ্ধাচার হই, আর অনায়াসে তোমার ঘরে প্রবেশ করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সাধুসঙ্গ

(ভারতাশ্রম, শুক্রবার, ২১শে ফাল্গুন, ১৭৯৭ শক;
৩রা মার্চ্চ, ১৮৭৬ খৃঃ)

পতিত-পাবন, আমাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য তুমি আমাদিগকে সাধুসঙ্গে রাখিয়াছ। সাধুসঙ্গে না থাকিলে, বিষয়-গরল পান করিয়া মরিতাম; কিন্তু সাধুসঙ্গের মধ্যে থাকিয়াও, একটু স্বতন্ত্রতা না থাকিলে, দলে পড়িয়া আপনার শুদ্ধতা রক্ষা করা যায় না। আমি একাকী তোমাকে প্রাণের ভিতর দেখি কি না, আমার রিপুকুল বশীভূত হইয়াছে কি না, গোলের ভিতর থাকিলে এ সকল বুঝা যায় না। তাই, দীননাথ, প্রার্থনা করি, একটী একটী ব্রত দুই একজনকে দাও। করুণাসিন্ধু পরমেশ্বর, তুমি এই আজ্ঞা প্রচার করিয়াছ, এক এক জন এই রূপে এক একটী গভীর দাগের মধ্যে থাকিবে যে, সে দলের ভাল বায়ু পাইবে, অথচ দলের দোষ হইতে নির্লিপ্ত থাকিবে। কি আশ্চর্য্য বিধি! একাকীও

রহিলাম, আবার বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হইয়া যত উপকার, তাহাও পাইব। নিরাপদে স্বতন্ত্র থাকিয়া বাঁচিব। দলের লোকেরা যদি সংসারী হয়, আমি হইব না। দীননাথ, এই দুই দিক তুমি একত্র করিয়া সামঞ্জস্য কর। আমরা দল করিতে গিয়া আপনাকে হারাই, আপনাকে রক্ষা করিতে গিয়া দল হারাই, এই দুই বিধির সামঞ্জস্য নিজ নিজ জীবনে দেখাইতে দাও। গভীর দাগ দিয়া তাহার ভিতরে বসিব, রাক্ষস রাক্ষসী যে আসুক না, সেইটুকুর ভিতরে বসিয়া থাকিয়া, আসনের মর্যাদা, ব্রতের মর্য্যাদা রক্ষা করিব, আবার সকলে একত্র হইয়া মণ্ডতার ভিতরে থাকিব, সকলের সেবা করিব। যত লোকের কাছে যত সদ্গুণ আছে, বিশুদ্ধ রক্তের ন্যায় আমাদের হৃদয়ে আসিবে। আর তাঁহাদের দোষ, আলস্য, আর এক প্রণালী দিয়া বাহির হইয়া যাইবে। আমাদের জীবিত কালে সে দিন আসিবে না, যখন দেখিব, একত্র সকলের কুশল হইল। যদি স্বার্থপর হইয়া নির্জ্জনবাসী হই, মহাপাপী বলে দণ্ড দিবে। হে পরমেশ্বর, দুইই হইব, এই তোমার নিকট আজ্ঞা পাইয়াছি, সকলের নিকট হইতে গুণ লইব, দোষ লইব না। দুই বিধি পালন করিয়া, দয়াল দয়াল বলিয়া চলিয়া যাইব। ব্রতপরায়ণ হইব, এবং সকলের সেবা করিব। পিতঃ, যদি এই আশ্চর্য্য সত্য শিখাইলে, পালন করিবার ক্ষমতা দিও, তোমার চরণ ধরিয়া এই প্রার্থনা করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পরিচারিকা-ব্রত উপলক্ষে

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ২১শে ফাল্গুন, ১৭৯৭ শক ;
৩রা মার্চ্চ, ১৮৭৬ খৃঃ)

হে কাঙ্গালশরণ, হে বিনীতবৎসল, তোমার শ্রীচরণ ধরিয়া এই প্রার্থনা করি, যদি সহস্র বিঘ্ন হয়, তথাপি যেন ব্রত পালন করি। কত দিক হইতে কত ভাই ভগ্নী আসিতে লাগিলেন, অপূর্ব্ব প্রীতি, আনন্দ হইল, কিন্তু জানিতাম না, সেই মমতার অবস্থাতে তোমার প্রতি নির্ভর কমিয়া গেল। ভাইগুলি টানিল কার্য্যের দিকে, ভগ্নীগুলি টানিল সংসারের দিকে। যদি আশ্রম সাধনের ব্যাপার না হয়, ইহাকে দগ্ধ কর। নরনারী যেন আপন সাধন ভুলিয়া না যান। হে প্রিয় পরমেশ্বর! সাধনের প্রতি একাগ্রতা শিখাইয়া দাও। খুব অজস্রধারে কিছুদিন সাধন করিয়া লই, এই আশীর্ব্বাদ কর। ইন্দ্রিয় দমন করিতে ভুলিব না। বাসনা শুদ্ধ, মন শুদ্ধ, হস্ত শুদ্ধ করিব, এই আশা করিয়া, বার বার তোমাকে প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নূতন বৈরাগী

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, শনিবার, ২২শে ফাল্গুন, ১৭৯৭ শক ;
৪ঠা মার্চ্চ, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ)

ঈশ্বর, সহস্রবার সংসার ছাড়িতে হইবে বলিলে, ইহার অর্থ কি? তোমার জন্য যে সংসার ছাড়ে, তাহার ভার তুমি গ্রহণ করিয়া পুণ্যধামে তাহাকে লইয়া যাও। একটা সংসার ছাড়া হয়, একবার অসার অপবিত্র পুরাতন

জীবনের কাছে বিদায় লওয়া হয়, আবার কিছুদিন পরে আর এক প্রকার নূতন সংসার আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন সাধক বুঝিতে পারে, আবার বৈরাগী অনাসক্ত হইতে হইবে। হে ঈশ্বর, চলিলাম কত দূর, আবার সেই সংসারের ময়লা কাপড। সেই যোগীর বেশ নাই, সেই বৈরাগ্য নাই, সে ব্রহ্মাসক্তি নাই। আবার মনের মধ্যে পাপের উত্তেজনা, আবার বলি, সাজায়ে দাও বৈরাগীর বেশে। দয়াল প্রভো, বৈরাগী কর, উৎকৃষ্টতর বৈরাগ্য দাও। যেমন খোসা ছাড়াইয়া ফেলিতে ফেলিতে তবে শস্য পাওয়া যায়, তেমনই খাঁটি যোগী বৈরাগীর জীবন গূঢ়তম স্থানে রহিয়াছে। আমাদের ভিতর হইতে সমুদয় সংসারাসক্তি, পাপের ইচ্ছা না গেলে, পবিত্র হইতে পারিব না। বারম্বার নূতন বৈরাগী হব। এমনই করে, বুঝি, বারম্বার জন্ম হইবে, শেষে ব্রহ্মধামে, নিত্য-প্রেমধামে যাইব।

(শান্তি-বাচন)

প্রেম-শৃঙ্খলের এক দিক তোমার হাতে রাখিয়া, তুমি আমাদিগকে টানিতেছ। "স্বর্গ বুঝি না" এই বলে, তোমার সঙ্গে চলি। নৌকা চলিল, কাল কোথায় অন্ন পাইব, জানি না। আজ তুমি যে বিধি দিবে, তাহা গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া যাই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দুষ্টবুদ্ধি-বিনাশ

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, সোমবার, ২৪শে ফাল্গুন, ১৭৯৭ শক, ৬ই মার্চ্চ, ১৮৭৬ খৃঃ)

বুদ্ধির দুষ্ট শনির দৃষ্টির ন্যায় তোমার প্রেরিত প্রেমকে নষ্ট করিল। তোমার কৃপাসুন্দর মুখ, তোমার প্রেমভাবটী না দেখিলে প্রেম হয় না।

যে মত্ততা বাড়ে না, যে ভালবাসার বৃদ্ধি নাই, সে ভালবাসার কি কাজ? এক সময় মিষ্টি খেয়েছিলাম, তাতে চলিবে কেন? তোমার প্রেম নেওয়ার সময় অনন্ত সাগরের ঢেউ চাই, আর দেওয়ার সময় আমরা তোমাকে কিছুই দিব না। রূপের ডালি ঈশ্বর, বিমোহিত কর তোমার ভক্তদিগকে। এই এদের জন্য এত বড় রাজা হইয়া, পৃথিবীতে আসা যাওয়া করিতেছ, গরিব পাঁচটাকে বাঁচাবে বলিয়া, রূপে গুণে সুন্দর হইয়া, কত নীচতা স্বীকার করিলে। তুমি বল, এদের জন্য এত বৎসর আমি কত করিলাম, এরা আমাকে ভালবাসে না কেন? কোন্ পাপ ইহাদের হৃদয়কে কঠোর করিয়াছে? তোমার সন্তান যখন তোমাকে ভালবাসিবে, তখন দেখিতে কেমন হইবে। পিতঃ, এস, তোমাকে কাছে বসাই, কাছে বসাইলে কত সুখ হইবে। তোমার সন্তানের কেমন কুবুদ্ধি, সময়ে সময়ে সে কঠোর তপস্যা করে, দুই এক দিন ভাল গান করে, কিন্তু যখন তুমি তার প্রাণ টান্‌তে থাক, তখন তার প্রাণকে টান্‌তে দেয় না। যখন প্রেমের শুভ যোগ আসে, তখন কি এমন কর্‌তে হয়? সুবুদ্ধি হলে বলে,—দাও টান্, এবার তোমার জালে গিয়া পড়ি। তুমি যে ভাল ঈশ্বর, তাহা বুঝিতে পারি নাই। এখনও যেন কাল ঈশ্বর। এই যে কাল ঈশ্বরের পূজা, এই ত সর্ব্বনাশকর। দুরন্ত বুদ্ধি বলে, ঐ ঈশ্বর এত ভাল নন্, তুই যেমন মনে করিস্, ঐ দুষ্ট সরস্বতী কাঁধে চাপে। সুবুদ্ধি কে দিবে? কুবুদ্ধি তোমাকে কাল করিয়া দেয়। দাও, ঐ শত্রুকে বিদায় করে দাও। হে কৃপাসুন্দর ঈশ্বর, কোদাল দিয়া মাটী কেটে দাও, প্রেমজল ঢাল। হে ঈশ্বর, সোণার মুখটী দেখ্‌তে দিও, সেই মুখ দেখিলে প্রেমাবেশে পঙ্গুর মত পড়িয়া থাকিব।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সত্যভিক্ষা

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ২৫শে ফাল্গুন, ১৭৯১ শক ;
৭ই মার্চ্চ, ১৮৭০ খৃঃ)

কাল প্রেম ভিক্ষা করিয়াছি, আজ সত্য ভিক্ষা করিতেছি, ঝুলি ভরিয়া সত্যান্ন দাও। মনের মধ্যে অনেক মিথ্যা প্রজা বসাইয়া, তাহাদের খাজানায় জীবন ধারণ করিতেছি। এখন তাহাদিগকে দূর করিয়া, নূতন সত্য প্রজাদিগকে (সত্য আরাধনা, সত্য ধ্যান, সত্য প্রার্থনা, সত্য যোগ, সত্য ভক্তি) প্রতিষ্ঠিত করি। তোমাকে যেন ঘুম পাড়াইয়া চলিয়া না যাই। তোমার জ্ঞানপ্রদ শ্রীচরণ আমাদের ভ্রান্ত মস্তকের উপর স্থাপন কর, ঐ চরণপ্রসাদে মিথ্যা খেলা, মিথ্যা স্বপ্ন দূর করিয়া, সত্যরাজ্যে প্রবেশ করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সত্যে প্রতিষ্ঠা

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বুধবার, ২৬শে ফাল্গুন, ১৭৯১ শক,
৮ই মার্চ্চ, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ)

সারাৎসার সত্য ঈশ্বর, তুমি আমাদিগকে সত্যের রাজ্যে লইয়া যাইতেছ। সত্য এবং সুখের বিবাহ দিয়া দাও। কল্পনার ভ্রমের মিথ্যা সুখও চাই না, এবং দুঃখের সত্যও চাই না, তোমার সত্য যে সুখের সত্য, তোমার সত্য দেখিলে যে চিত্ত প্রসন্ন হয়। যোগ সমাধি সত্যপর হইলে, প্রেম ভক্তি থাকে না, ইহাও ত সাধন নহে। তোমাকে সত্যভাবে দেখিলেই, আহ্লাদে মন প্রমত্ত হয়, প্রমত্ততার মধ্যে থাকাই আমাদের বাঁচিবার উপায়। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

দেখা দিয়ে দায় ঘটালে

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ৪ঠা চৈত্র, ১৭৯৭ শক ,
১৬ই মার্চ্চ, ১৮৭৬ খৃঃ)

প্রেমসুন্দর ঈশ্বর, দেখা দিয়ে দায় ঘটালে। নিরাকারের ভিতরে আবার রূপ কাঁদলে, আকাশে এত বর্ণ, আকাশ কথা বলে, বুঝি, মূর্ত্তি-পূজা কর্‌তে হল। আকাশ মূর্ত্তি, শূন্য মূর্ত্তি, কিছু নয় মূর্ত্তি। যাহা বলাও, তাই বলি, দাসের দোষ নাই, কিছু নাই যখন, তাকেও মূর্ত্তি বল্‌লে। আরও পরে কি করবে, তোমার হৃদয়ে আছে। বুঝি, বিপদ ঘটল। তোমাকে দেখা নয়—একেবারে সর্ব্বনাশের ব্যাপার। যারা দেখ্‌ল, মত্ত হয়ে চলে গেল পৃথিবী ছেড়ে। কাঙ্গালের ঠাকুর, ভাল একখানি রূপ বের কর এবার, কাণার যেন গতি হয়। বুকের উপর তোমার পা জড়িয়ে ধরে মিনতি করি, কাণা যেন রূপ দেখে, যে রূপে নাস্তানাবুদ্‌ হয়। সেই প্রেমরূপ, তোমার মঙ্গলময় রূপ ; কেমন ধারা জানি না। হয় ত দেখিনি, হয় ত একবার দেখেছি। যদি দেখেই থাক্‌ব, তবে বল্‌তে পারছি না কেন? হয় ত দেখেছি, তোমার উপর ভার রইল মীমাংসা কর্‌বার। কিন্তু ভাল করে দেখি নাই, ছায়া টায়া দেখেছি। তুমি না হয় বল্‌লে যে, তুই দেখিস্‌ নাই, তাতে আমার ক্ষতি কি? কাণার চোখ ফুট্‌বে, আর তাকাইয়া থাক্‌ব তোমার পানে। তোমাকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে বেশ বুঝ্‌ব, আমার ঈশ্বর রূপবান্‌। তবে কি না, নিতান্ত বাঁদরের মত হয়েছি, দেখি নাই, পাপ করেছি। যখন কাণাগুলো নাচ্‌বে, তোমার জগৎ তখনই তরে যাবে। স্থির শান্ত গম্ভীর আধ্যাত্মিক প্রতিমা, পরকাল অনন্তকাল পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছে, স্বচ্ছ। দিও দেখা, অধম বলে ; এখন নাই দিলে, যখন সময় বুঝ্‌বে, তখন দিও, তোমার হাতে ভার রইল। এ-ও দেখা,

আমি বল্‌ছি, ও-ও দেখা, তাঁহাদের ঘরে যাহা হয়, যে দেখা হলে পাপ করে না। কেবল আলোক, লাবণ্যচ্ছটা, কেবল হাসিহাসি মুখ, ওতেই ত যোগী জন মজে।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

চিত্তের স্থৈর্য্য

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, সোমবার, ৮ই চৈত্র, ১৭৯৭ শক, ২০শে মার্চ্চ, ১৮৭৬ খৃঃ)

হে দয়াময় ঈশ্বর, এসেছ যদি—যে জীবন স্থির করিবে, তারই হৃদয়ে তোমার প্রতিভা প্রকাশ হবে। তুমি যে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইতেছ। এই সময়ে যদি আমরা স্থির হই, আমাদের হৃদয়-নদীতে তোমার জ্যোৎস্না পড়িবে। অস্থির হইয়াছি বলিয়া, দেনা পরিশোধ করি না বলিয়া, তোমাকে দেখিতেছি না। সংসার কাঠী দিয়ে মনের জল ঘুটাইয়া দেয়। আশা করে বসে আছ, কখন সন্তানগুলির জীবন স্থির হবে, আর তুমি দেখা দিবে। তুমি বলিতেছ, সন্তানগুলো না হল যোগী, না হল ভক্ত, না হল ইহাদের পরিবারের সঙ্গে মিল, না হল ইহাদের পৃথিবীর সঙ্গে মিল। মনের সরোবর কবে কাচের মত স্থির হবে, একটুও নড়্‌বে না। স্থির না হলে ভাঙ্গাচোরা ব্রহ্ম মুখ। ঐ মুখ দেখি দেখি, আর সংসারের দেনা পাওনার কাঠী এসে জল ঘেঁটে দেয়। জীবনের অস্থিরতার কারণ দূর করে দাও। ঠাকুরের বাড়ীতে আছি, তাতে কি? স্থির শান্ত না হলে ত আর প্রশান্ত ঠাকুরের দর্শন পাইব না। বেশ স্থির নদীর উপর প্রেমচন্দ্রের মুখ প্রকাশিত হইবে, মনোহর সৌন্দর্য্য দেখিয়া সুখী হইব। এই আশা করিয়া, তোমার শান্তিপ্রদ শ্রীচরণে বার বার প্রণাম করি। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

ধ্যানের উদ্বোধন

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, শনিবার, ১৩ই চৈত্র, ১৭৯৭ শক ;
২৫শে মার্চ্চ, ১৮৭৬ খৃঃ)

পৈতৃক ভূমি, পৈতৃক বাড়ী ঘর ছাড়িয়া, মূঢ়েরা বিদেশে অভদ্র হাড়ী মুচিদের গ্রামে বাসা করিয়া আছে। যে বাড়ী পিতা স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যাহাতে অনন্তকাল বাস করিতে হইবে, তাহার প্রতি নির্ব্বোধদিগের অনুরাগ নাই। পৈতৃক ঘরের এক পার্শ্বে বসে মা বাপের নাম করা, মা বাপের গুণ কীর্ত্তন করা, কত পুণ্যের ব্যাপার। সেই নিগূঢ় পিতৃক প্রাণ-গৃহে বসিয়া পিতা মাতাকে দর্শন করিলে কত পুণ্য সঞ্চয় হয়।

আঁখির মিলন

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, শনিবার, ১৩ই চৈত্র, ১৭৯৭ শক ;
২৫শে মার্চ্চ, ১৮৭৬ খৃঃ)

হে প্রেমময়, গোটাকতক স্ক্রুপ চাই। কয়েকটা স্ক্রুপ দিয়া আমাদের দুটী চক্ষুকে তোমার চক্ষুর সঙ্গে আঁটিয়া না দিলে, আমাদের আর সদগতি নাই। তোমার চক্ষু স্বর্গীয় জাতি, আমাদের পানে তাকাইয়াই আছে, আমাদিগকে ছাড়িয়া যায় না; কিন্তু আমাদের চক্ষু নীচ চামার জাতি, সংসারের অসার দৃশ্য দেখিতে দেখিতে অত্যন্ত কঠোর এবং শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। চক্ষুর সংস্কার কর। তুমি তুলি দিয়া এই অন্ধ চক্ষে রঙ্গ দিয়া দাও, মৃত চক্ষে প্রাণ দাও, খুব প্রাণভরে তোমার সোণার বরণ দেখি। তোমার ঐ রূপ দেখাই ত, প্রভো, আমাদের একমাত্র কার্য্য।

(শান্তি যাচন)

হে সুন্দর পরমেশ্বর, প্রেমে সুন্দর, পুণ্যে সুন্দর, তোমাকে দেখ্‌লে মানুষ স্বর্গে চলে যায়। এমন যে ঈশ্বর, তুমি আমাদের কাছে একজোড়া চক্ষু চাহিতেছ। তুমি জান, তোমার রূপ সংসারকে জিতিবেই জিতিবে। তোমার প্রেম-নয়নের পানে তাকাইয়া থাকিলে, আজ না হয় কাল, কাল না হয় পরশ্ব, প্রাণ গলে যাবে, তখন যোগাসনে বসিয়া কেবল তোমাকে দেখিবে। তাই কাছে ঘনিয়ে ঘনিয়ে আস্‌ছ। প্রাণের ভিতরে যাই, সেখানে সুন্দর হয়ে বসে আছ। এমন করে সর্ব্বব্যাপী হয়েছ, যে দিকে মানুষ তাকায়, সেই দিকেই তোমার স্নেহ-দৃষ্টি। পাষণ্ডের আর পথ নাই যে বলিবে, তোমার চক্ষু দেখা গেল না। ক্রমাগত তোমার পানে তাকাইয়া থাকৃতে পার্‌লে, তুমি জান, আমাদের আর পাপ তাপ থাকে না। সকলেই চলিয়া যায়, তুমি চলিয়া যাও না কেন? কাঙ্গালের মত আমাদের দ্বারে বসেই আছ, যেন আমরা একটু অনুগ্রহ না কর্‌লে তোমার দিন চলে না, যেন আর কোথাও তুমি খেতে পাও না। একবার পাপী তোমাকে দেখ্‌বে, তাতেই তুমি বর্ত্তে যাবে, তোমার প্রাণ কৃতার্থ হবে। পুত্রের কাছে আর কি চাও? হে প্রেমসুন্দর, সোণার ঈশ্বর, বলে দাও, তাকাইয়া কি থাকৃতে পার্‌ব? খুব কাঙ্গাল হয়ে, সুখ বিলাস ছেড়ে, তোমার মুখের পানে তাকাব। সর্ব্বস্ব দিলেও কি পাওয়া যায়? হে ঈশ্বর, ঐ রূপ দেখিব, ঐ রূপসাগরে ডুবিব, রূপের নদীতে একবার চিৎসাঁতার, একবার ডুবসাঁতার। কেবল দেখা, দেখা, দেখা। দেখা যেখানে নাই, সেখানে কি আর তুমি আছ? তোমার রূপের গূঢ় কথা, তোমার দর্শনের নিগূঢ় তত্ত্ব বল। আসল জিনিস দেখাও। সেই লোকগুলোকে যাহা করিয়াছিলে, আমাদিগকে তাই কর। সেই সঙ্কেত শিখাও, যেভাবে তোমাকে দেখ্‌লে আর চক্ষু

নড়ে না। শুদ্ধনয়নে শুদ্ধ পুরুষকে দেখ্‌ব। প্রেমনয়নে প্রেমময়কে দেখ্‌ব। এই আশা করে, তোমার নিগূঢ় অত্যন্ত সুন্দর শ্রীচরণে প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

ছবি আর বস্তু এক

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, সোমবার, ১৫ই চৈত্র, ১৭৯৭ শক ;
২৭শে মার্চ্চ, ১৮৭৬ খৃঃ)

এই ব্রহ্মাণ্ড অসীম শ্মশানের ন্যায় ধূ ধূ করিতেছে, তুমিই একমাত্র জীবন্ত প্রাণস্বরূপ দেবতা হইয়া বাস করিতেছ।

তুমি আপনার জন্য নও, আমরাই কেবল আমাদের জন্য, তোমার প্রাণ পরের জন্য, তোমার ছেলেদের জন্য।

হে ঈশ্বর, পৃথিবীতে ছবি আর বস্তু স্বতন্ত্র, কিন্তু তোমার সম্বন্ধে ইহার বিপরীত হইল। তুমি যাহা, তাহাই তোমার প্রেমমুখচ্ছবি। আকাশময় একখানি আশ্চর্য্য ব্রহ্মপট। ছবিই ব্রহ্ম তুমি। হৃদয়রাজ্যে ছবি আর বস্তু স্বতন্ত্র নহে। ছবি-প্রাণ হই। অন্তরে বাহিরে এই ছবি দেখি এবং বলি, বাঃ আকাশে কি আশ্চর্য্য রঙ্গ ফলিয়েছ! পুণ্যের মানুষ কি কেবল প্রেমিক, কি কেবল জ্ঞানী যে তোমাকে একরঙ্গা করে আঁকে, সেই ছবি চাই না; কিন্তু ঠিক তুমি যেমন সমুদয় গুণে সুন্দর হয়ে আছ, তোমার নিজের সেই রঙ্গ দেখাও। আমাদের ঘরে ভাল রঙ্গের ছবি টাঙ্গাইয়া দাও, তুমিই ছবি হয়ে বস, মন হরণ কর্‌তে। ঐ যেন কাঙ্গালের ঠাকুর হাত বাড়াইয়া আশীর্ব্বাদ কর্‌ছেন, ঐ যেন চক্ষের জল মোচন করিলেন। জগদীশ্বর, ঐ যেন কি? "ঐ যেন" চেয়ে যে, তোমার ছবি

সহস্র গুণ সত্য। দয়াল প্রভো, তোমার অপমান করে—যাহারা 'ঐ যেন' বলে। ঐ যেন বলে, কল্পনা করে, রঙ্গ করে। আমরা পুরাণ গল্প মানি না। তোমাকে ছাড়া ছবি চাই না, তুমি যাহা, তাই ছবি। যেন ছবি-খানির মত হয়ে থাক, সে ত দোষ হল, তাহা নহে, তুমি যেমন আছ, তাই ত একখানি সুন্দর ছবি। তোমার সত্তা, তোমার রূপের ডালি, ঘন লাবণ্য, একখানি চেহারা, একখানি সৌন্দর্য্য, একখানি মুখ যাহা, তাহাকেই ছবি বলি। মানুষের হাতে আঁকা ছবি নহে। ফ্রেমে বাঁধা ছবি নহে। তোমাকে যাহারা দেখেনি, তাহাদের প্রাণ দেখে শীতল হউক; যাহারা দেখেছে, তাহারা আরও দেখুক। প্রেমের ছবি সকল সন্তানকে দাও, বাড়ী নিয়ে রাখুক, আর বলুক, ওরে, আমাদের বাপের ছবি দেখ্।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

স্থির প্রশান্ত ভাব

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ১৬ই চৈত্র, ১৭৯৭ শক, ২৮শে মার্চ্চ, ১৮৭৬ খৃঃ)

হে প্রেমময়, তুমি জ্যোতির্ম্ময়, তোমাকে আলোকের মধ্যে দেখিতে ভাল। ছেলে কান্না ছেড়ে হাসে, আলো দেখ্‌লে। কিন্তু আলো ভাল, কালও ভাল। তোমার কাছে আলোই হল, আর অন্ধকারই হল, তোমার বয়ে গেল। তুমি দ্বিপ্রহর দিবস এবং দ্বিপ্রহরা রজনী কিছুই বিচার কর না, দিনের আলোর মধ্যেও দেখা দাও, রাত্রের ঘোরান্ধকার মধ্যেও দেখা দাও। কোন ভক্ত আলো, কোন ভক্ত অন্ধকারের পক্ষপাতী হয়, আমরা কিন্তু পক্ষপাতী হই না। পূর্ণিমা এবং অমাবস্যা আমাদের দুই সমান হউক! হে দয়াঘন, অন্ধকার যদি ঘন হয়, তবে দয়াঘন তাহার ভিতর দিয়া বাহির

হইবেন। কিন্তু অন্ধকারে যে তোমাকে দেখা—বড় স্থির, ধীর হয়ে দেখ্‌তে হয়। তুমি আজ কাল বল্‌ছ, যার প্রাণ স্থির না হয়, আমি তার কাছে যাব না, স্থির, প্রশান্ত ভাবের প্রশংসা কর্‌বে। তুমি বলিতেছ, যে স্থির নহে, সে পাপী। বাসনা, কল্পনা ছেড়ে স্থির হওয়া সহজ নহে। অস্থিরদের পালাবার সময় হল। অস্থির আপনার পূজা আপনি করুক। সে ঘন ঘটা করে আপনার স্বেচ্ছাচার দেবতার পূজা করে। তুমি তার হইও না, তাহা হইলে স্বেচ্ছাচারের মান বাড়িবে। খুব অন্ধকার মধ্যে যে তোমাকে চায়, তাহার হইও। যার প্রাণ দৌড়চ্ছে সুখের দিকে, স্ত্রীর দিকে, সেখানে হল না। এক প্রাণ চাই। তুমিও একটী, আমিও একটী, তবে গোল মিটে গেল। আমাদের স্থির কর, স্থির মূর্ত্তি দেখাইয়া, সেবকদিগকে কৃতার্থ কর।

(শান্তি-বাচন)

প্রাণপতি, সেই দেখা দেখাও, যাতে অন্ধকার অন্ধকার থাকে না, আলো আলো থাকে না। অন্ধকার—কেহ কোথাও নাই, সেখানেই ত তুমি হাত বাড়াইয়া, চোরের অধিপতি, প্রাণ চুরি কর। হৃদয়চোর তুমি। তোমার এই খাসা নামের মহিমা আমরা আমাদের পাপের জন্য বুঝিলাম না। জগদীশ্বর, মন্ত্র পড়ে আমাদের অস্থির চিন্তা, কার্য্যগুলি দূর করে দাও। আগে সত্যকে বাঁচাও, তোমার বিধি ঠিক করে দাও। "ওরে স্থির না হলে আস্‌ব না তোর কাছে, কেন জ্বালাতন করিস্‌, স্থির হয়ে আয় না।" স্থির হৃদয়ের পুতুল তুমি, স্থির হৃদয়ের ভূষণ তুমি। স্থির মুখের গান শুন্‌তে ভালবাস তুমি। স্থির হউক স্থির হউক, স্থির হউক, শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ, এই সংস্কৃত শব্দটাকে প্রাণ দাও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সুন্দর অভয় গৃহ

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, রবিবার, ২১শে চৈত্র, ১৭৯৭ শক ,
২রা এপ্রিল, ১৮৭৬ খৃঃ)

হে পিতঃ, তোমার স্বধাম আছে, আমাদের পিত্রালয় আছে। সেই পবিত্র প্রেম-ঘর, যাহা মানুষের চক্ষু দেখে নাই, মানুষের প্রাণ সম্ভোগ করে নাই। ঐ বাড়ীর কথা কর্ণ শুনিল ; কিন্তু চক্ষু দেখিল না। কবে চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভাঙ্গিব ? পৃথিবীতে সেই দৃশ্য নাই। স্বর্গের ঘর, সেই তোমার প্রেমধাম, শান্তিধাম, এ জায়গায় হবে কেন ? ঈশ্বর, যেমন তোমার দর্শন জন্য যদি ব্যাকুল হই, তুমি দর্শন দিবেই দিবে , সেইরূপ তোমার ঐ ঘরে যাইবার জন্য যদি ব্যাকুল হই, তুমি ঐ ঘরে অবশ্যই লইয়া যাইবে। আগে ব্যাকুলতা হউক, প্রেম হউক, তবে ত তুমি তোমার ঘরে স্থান দিবে। টান প্রাণকে, দিন রাত্রি খুব আকর্ষণ কর, দূর হইতে তোমার ঐ সুন্দর ঘর দেখাইয়া প্রাণকে আকৃষ্ট কর। ঐ সুখের ঘর কেমন সুখের ঘর, এই ভাবিতে ভাবিতে যখন পাগল হইব, তখন দেখিব, ভিতরে তোমার সেই ঘর আসিয়াছে। যখন ঐ শান্তিধামের ভিতরে প্রবেশ করিব, তখন আর তাহা ছাড়িতে পারিব না। ক্রমে দিন যায়, বৎসর যায়, ঘরখানি কেন পড়িয়া থাকে ? তোমার ত ইচ্ছা যে, তোমার সন্তানেরা তোমার ঐ ঘরে যায়। দেখ, পিতঃ, এ সকল নিরাশ্রয় যেন বনবাসী না হয়। পিতঃ, ঘর সাজাইয়া রাখিয়াছ, আমরা কি সম্ভোগ করিব না ? আগে অনুরাগ জন্মাইয়া দাও। "কেন অসার চিন্তা করিস্, এই দেখ্, তোদের জন্য সুন্দর ঘর আছে" এইরূপে উপদেশ দিতে দিতে ব্যাকুল করিয়া লও। যেমন তোমার নামের আকর্ষণ আছে, তেমনই তোমার ঘরের আকর্ষণ আছে। দেবলোক, ব্রহ্মধাম, শান্তি-নিকেতন

বলিতে বলিতে তাহা পাওয়া যায়। এখন কি আদেশ, বল। প্রসন্নমূর্ত্তি পিতঃ, আজকার প্রার্থনা এই নহে যে, আমাদিগকে এখনই ঐ ঘরে লইয়া যাও, ঐ ঘরে স্থান দাও। আজকার প্রার্থনা এই, ঐ স্বর্গের ঘরের কথা শুনাও, মিষ্ট মিষ্ট করে, মিষ্টমুখে শুনাও, আপনার ঘরের প্রশংসা আপনিই কর। আমরা এমনই কি পাষণ্ড হইয়াছি যে, তোমার মুখে এত প্রশংসা শুনিয়াও, ঐ ঘরের প্রতি আকৃষ্ট হইব না? কেমন সুখের ঘর, কেমন সুখের ঘর, এই বলিয়া তোমার ঘরের হাজার বার প্রশংসা কর। দয়াল প্রভো, ঐ ঘরের সৌন্দর্য্য দেখাইয়া প্রাণকে মোহিত কর, তোমার শ্রীচরণে এই প্রার্থনা। সেই সুন্দর স্বর্গধামের বিষয় ভাবিব, আর ভাবিতে ভাবিতে পাগলের ন্যায় মোহিত হইব, ঐ ঘর ভিন্ন আর কিছু ভাল লাগিবে না। ঐ ঘরের সুখ ভাবিতে ভাবিতে একেবারে মুগ্ধ হইয়া যাইব। যাহাতে যথাসময়ে বিঘ্ন বাধা, এবং পৃথিবীর সমুদয় জ্বালা যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া, তোমার ঐ সুন্দর অভয় গৃহে স্থান পাই, এই আশীর্ব্বাদ কর। হে দেবলোকের অধিপতি, তোমার প্রসাদে তোমার ঘরে স্থান পাইব, এই আশা করিয়া, সকলে মিলিয়া, ভক্তিভাবে তোমার শ্রীচরণে বারম্বার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

তুমিই সর্ব্বস্ব

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বুধবার, ২৪শে চৈত্র, ১৭৯৭ শক ,
৫ই এপ্রিল, ১৮৭৬ খৃঃ)

পিতঃ, তুমিই যে টাকা, অন্ন, সর্ব্বস্ব, এই মত স্বর্গ হইতে নূতন বাহির হইয়াছে ; কিন্তু এখনও পৃথিবীতে আসে নাই। তুমি উপাস্য, তুমিই টাকা। তবে তুমিই যদি প্রতিদিনের অন্ন বস্ত্র এবং টাকা কড়ি হও, তবে আর কেন সংসারকে ভয় করিব ? ভক্ত বল, যোগী বল, আচার্য্য বল, প্রচারক বল, কেহই বাঁচিবে না, হে ঈশ্বর, তুমি যদি টাকা না হও। যত দিন সংসার এবং ধর্ম্ম দুইটী বস্তু থাকিবে, তত দিন সকলের মৃত্যু। যদি জগৎকে উদ্ধার করিতে চাও, এই দুইখানিকে একখানি করিতে হইবে। ভক্তের আবার টাকা কি ? ভক্তের নিকট তোমা ছাড়া এমন কি পদার্থ আছে, যাহার নাম টাকা ? যদি প্রাণের ভিতর যথার্থ ভক্তি থাকে, তোমাকেই টাকা করিতে হইবে। তোমা ছাড়া টাকা আছে, কখনই বিশ্বাস করিব না। এখন তুমি টাকা না হইলে, আর চলে না। গরিবের একটী আব্দার রাখ। জগদীশ, তুমি ত সকল রূপই ধরেছ , এখন তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার ঐ পাদপদ্ম-টাকশাল থেকে রোজ টাকা গড়ে নি। তুমি গরিবদের সিন্দুকের ভিতরের টাকা হও, সকাল বেলার অন্ন হও, রাত্রের অন্ন হও ; নতুবা একবার তোমার প্রতি, আবার টাকার প্রতি মন রাখিয়া বাঁচিতে পারি না। প্রাণকে এক জায়গায় রাখিয়া নিশ্চিন্ত হই। হে ঈশ্বর, তোমাকে লইয়া দিন কাটাই। এই ধনলোভী স্বার্থপর মস্তকের উপর তোমার শ্রীচরণ স্থাপন কর। ঐ শ্রীচরণ-প্রসাদে এবার ঢের টাকা উপার্জ্জন করিব। রূপা সোণার অভাব থাকিবে না। প্রাণ কাঁদে মোর টাকার জন্য, আর এই কথা বলিব না,

তোমার ঐ শ্রীচরণ-কল্পতরুমূলে বসিয়া ধনলোভ চরিতার্থ করিব। হে দারিদ্র্যভঞ্জন দরিদ্রপালক, তুমিই আমাদের জীবন, তুমিই আমাদের রক্ষক, তোমাকে ভক্তিভাবে প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শ্রদ্ধাদান

(কলুটোলা, শুক্রবার, ১০ই বৈশাখ, ১৭৯৮ শক ,
২১শে এপ্রিল, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ)

হে দয়াময় ঈশ্বর, তুমি স্বহস্তে যাহাদিগকে উচ্চপদস্থ করিয়াছ, তাঁহাদিগকে চক্ষু দেখিল না, কেবল তাঁহাদের শরীর দেখিল, তাই পরস্পরের প্রতি নির্যাতন। মনুষ্যের কাছে বসা কি শক্ত ব্যাপার। যাঁহারা তোমার নাম উচ্চারণ করেন, তাঁহাদিগের অগৌরব করিবার ইচ্ছা করা কি ভয়ানক অপরাধ। তোমার সন্তানেরা আমার প্রভু, সেই প্রভুদের চরণতলে আমার আসন বিস্তার করিতে দাও। তাঁহারা ব্রাহ্মণ, আমি শূদ্র। তাঁহারা শূদ্রের সেবা গ্রহণ করেন, ইহা আমরা গৌরব বলিয়া বিশ্বাস করিব। হে শূদ্রের পিতঃ, হে ব্রাহ্মণের পিতঃ, যাহাতে ভক্তির সহিত শ্রদ্ধা দান করিতে পারি, তুমি এমন আশীর্ব্বাদ কর। যথার্থ বিনয় দাও। বাহিরের ব্যাপারগুলি যদি কপট হয়, তবে ত আমি গেলাম। আমি দীন, আমি দুঃখী, আমি শূদ্র। শূদ্রের যতদূর বিনয়াচারী হইতে হয়, তাহাই কর। উপদেশ দিবার ভার আমাকে দিলে, প্রভুদিগকে, ব্রাহ্মণদিগকে আমি শূদ্র হইয়া উপদেশ দিব, তুমি আমার গলায় বিনয়ের বস্ত্র দাও। সুন্দর বিনয়-ভূষণ আমি যেন গলায় রাখিতে পারি। এত বড় লোকদের সঙ্গে যেন আমি যেমন তেমন ব্যবহার না করি। আমি

দোষ গুণের বিচার করিব না। আমি তাঁহাদিগের মধ্যে কেবল তোমার অংশ দেখিব। ব্রাহ্মণের সেবা করিব আমি, কি স্পর্দ্ধা শূদ্রের? তোমার অনুগ্রহে তোমার সন্তানদিগকে শ্রদ্ধা করিব। ভ্রাতৃপ্রণয় চাহি না; আমি কি আমার প্রভুদিগের সমান যে, আমি তাঁহাদিগকে ভালবাসিতে যাইব? আমি যদি তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা না করি, আমার পরিত্রাণ হইবে না। প্রাণের যথার্থ শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাদের সেবা করিলে, আমার পুণ্য হইবে। ভক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে যথোচিত শ্রদ্ধা ভক্তি দিলে, শূদ্রের হৃদয় পবিত্র হইবে। মনুষ্যের হৃদয়ে তুমি বাস কর, ইহা জানিয়া, ভাই ভগিনী-দিগকে শ্রদ্ধা করিব। অত্যন্ত বিনীত দাস হইয়া, ব্রত পালন করিব। হে অধম-বৎসল, সকলে মিলিত হইয়া, ভক্তির সহিত তোমার শ্রীচরণে আমরা প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

তুমি ধরা পড়িয়াছ

(কলুটোলা, প্রাতঃকাল, শনিবার, ১৮ই বৈশাখ, ১৭৯৮ শক,
২৯শে এপ্রিল, ১৮৭৬ খৃঃ)

হে পরমেশ্বর দয়াবান্, নিশ্চয়ই তুমি ধরা পড়িয়াছ। তুমি হাজার চতুরের ন্যায় লুকাইয়া লুকাইয়া উপকার করিয়া যাও না কেন, তুমি এক একবার এমন করিয়া ধরা পড় যে, তাহাতেই সাধকের প্রাণ মোহিত হয়। কেন তুমি ধরা পড? তোমার পৃথিবীতে যে সকল বস্তু রাখিয়াছ—যে প্রচুর অন্নের আয়োজন, ফল মূলের আয়োজন—পরিশ্রম করিয়া যাহা পাওয়া যায়, এ সকল সাধারণ নিয়মে কি তোমার ভালবাসা প্রকাশ পায় না? সন্তানের জন্য যাহার প্রাণ কাঁদে, সেই বুঝিতে পারে। বিপৎকালে কাছে বসে এমনই একটা বড় বড় দান নিজের হাতে এনে দাও, ঠিক যে নিজে করে দাও, তাহা সে-সে বুঝ্‌তে পারে না। প্রেম-জালটী পেতে বসে থাক, জালে পড়ে, আর অমনই টানিয়া লও। হাত তোমার দেখা যায় না। এত বছর থেকে এ সমুদয় করিয়াছ, একটা লোককে ভুলাইবার জন্য। কেমন সুন্দর উদ্যান দিলে, যদি এখানে বসিয়া দুদিনও সাধন ভজন করি, তোমার প্রেম-গুণ গাই। কেমন তুমি আদর করে "ওরে ছেলে, আয় কাছে, তোর জন্য বাগান করেছি" এই বলিলে *।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

* মোড়পুকুরে প্রাচীনবন্ধু প্রসন্নকুমার ঘোষের যত্নে এই উদ্যান ক্রীত হয়। আচার্য্যদেব এই উদ্যানের "সাধন কানন" নামকরণ করেন। ২০শে মে, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ, ইহার প্রতিষ্ঠা-কার্য্য সম্পন্ন হয়। ১৮ই বৈশাখ ও ৮ই জ্যৈষ্ঠের দুইটী প্রার্থনা ভুলক্রমে পূর্ব্বসংস্করণে "অবিশ্রান্ত দান" এই নামীয় একই প্রার্থনায় অন্তর্ভূত ছিল, এবার ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামে পৃথক করিয়া দেওয়া হইল।

সাধনকানন-প্রতিষ্ঠা

(মোড়পুকুর, প্রাতঃকাল, শনিবার, ৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৮ শক, ২০শে মে, ১৮৭৬ খৃঃ)

প্রেমময় পিতঃ, স্নেহের জলে তোমার নয়ন ভাসিতেছে। তোমার স্বর্গে কত উদ্যান আছে, তাই ভালবাসিয়া একটী দিলে। সন্তানকে ভাল না বাসিলে, কেহ এমন দান করে না। সেই তপোবনে পরের উদ্যানে তোমার পদ চুম্বন করিয়া সুখী হইতাম। মানুষকে ভক্তিই দাও তুমি, বন্ধুহীনকে বন্ধু দাও। তুমি যে বাহিরে জড় বস্তু দাও, তাহা কে দেখে? আমাদের বড় শুভ অদৃষ্ট, আমাদের সম্পর্কে দেখ্‌তে পাই, যেন তোমার একটু পক্ষপাত। আমাদের চারিদিকের ভাই ভগ্নীদের অবস্থা দেখিতেছি, তাহারা কত বিষয়ের সেবা করে, কিন্তু না পায় তাহারা সংসার, না পায় তাহারা ধর্ম্ম। আর এই ছোট লোক যারা—কিবা আছে আমাদের, আমাদের ঘরে লুকিয়ে লুকিয়ে এসে বল, কাহাকেও বলিস্ না, তোর হৃদয়ে এইটী দিলাম। সেটা সিন্দুকে রাখিতে না রাখিতে আর একটী— শ্রান্তি নাই। অবিশ্রান্ত দান। এমন দানও কেহ দেখে নাই বাপের জন্মে। হে ঈশ্বর, এমন যে সুন্দর সোণার বাগান হাতে দিলে, ইহার ফুলও পাড়িতে জানি না, ইহার ফলও পাড়িতে জানি না; গাছের জিনিস গাছে রহিল, তোমার সন্তান কাঁদিতে লাগিল। হস্ত দাও, ফুল ফল পাড়িয়া সম্ভোগ করি। সাধনভূমিতে বীজ বপন করি। এ মাটীতে অনেক ফলে, তেমন সাধনের সার যদি পড়ে, তবে ঢের ধন পাব। এই বাগানের মাটীতে শরীর যেন শুদ্ধ হয়। বাগান ভালবাসিব, আর যিনি বাগান দিয়াছেন, তাঁহাকে ভালবাসিব। বাহিরের ফল ফুল পাড়িব, আর ভিতরের প্রেম ভক্তি দিব। যেন সব গাছগুলি তোমার গাছ হয়। ক্ষুদ্র ঘাস

থেকে প্রকাণ্ড বৃক্ষ, সমুদয় যেন তোমার কথা বলে। এখান হইতে সংসার, অশান্তি তাড়াইয়া দাও। বৈরাগী হইয়া কাতর অন্তরে দেব-দেব মহাদেব বলিয়া তোমাকে ডাকিব। এবার, দয়াময়, তোমার পা ছাড়িব না, পরলোক পর্য্যন্ত বাঁধা থাকবে। তোমার এই উদ্যানের ভিতরে একটী মনের উদ্যান করিয়া লই। দয়াল হরি, তাই তোমাকে ডাকি। দয়াময়, এই গ্রামের যে বন্ধুর অনুগ্রহে, যাঁহার উৎসাহে এই বাগান পাইলাম, যাঁহার যত্ন দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য হইলাম, তাঁহাকে তুমি এই ঘটনা দ্বারা শুদ্ধ কর। এখানে পাঁচজন অপবিত্র যদি পবিত্র হয়, টাকা দেওয়া সার্থক হইবে। বড চাপা মন তোমার, চাপা মনে অভিপ্রায় চাপা দিয়া রাখ। কোন্ জালে কাকে জড়াইবে, মানুষ জানে না। প্রাণেশ্বর, যেন শুনিতে পাই, এ তোমারই বাগান। বল, তুমি ইহার অধিকারী। তুমিই কিনিলে ভক্তদিগের উপকারের জন্য, ব্রাহ্মদিগের কল্যাণের জন্য। এস, দয়াময়, এই শুভানুষ্ঠান সময়ে। এই স্থানে, আলোকময় দেবতা, তুমি আলো করে বসে আছ। এখানে সকলে মিলে স্বর্গে যাইবার উপায় করিব, এই আশা করিয়া, বার বার তোমার শ্রীচরণে প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

দুঃখীর বন্ধু

(কলুটোলা, প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ২রা ভাদ্র, ১৭৯৮ শক ; ১৭ই আগষ্ট, ১৮৭৬ খৃঃ)

হে দয়াল, তোমার নামের অভিধান দেখিলাম, কোথাও 'ধনিবন্ধু' তোমার এই নাম পাইলাম না। তবে কি তুমি ধনিবন্ধু নও? ধনীকেও তুমি লালন পালন কর, কিন্তু তুমি দীনবন্ধু, দুঃখিতারণ, কাঙ্গালশরণ।

ঐ যে গাড়ী করিয়া আসিল, সে তোমাকে দেখিল না; কিন্তু ছিন্ন বস্ত্র লইয়া গরিবগুলি তোমার কাছে গেল। কোলে লইতেছ দুঃখীকে, আমোদ করিতেছ দুঃখীদের লইয়া। ধনী তোমার পরিত্যক্ত নহে, কিন্তু ধনগর্ব্ব থাকিলে ধনী তোমার কাছে আসিতে পারে না। ধনীর ভাব গরম ভাব। যখন দুঃখীর বেশে আসি, হাত দুটী যোড করিয়া আসি, মুখখানি কাঁদ কাঁদ হয়, এবং আব্দার করিয়া বলি, দেখা দিতেই হবে, দেখা দিতেই হবে, নইলে ছাড়ব না, তখন তুমি দেখা না দিয়া থাকিতে পার না। ভাল পোষাক পরে যারা এল, তারা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল, আর দুঃখীরা ছেঁড়া দুর্গন্ধ কাপড় নিয়ে তোমার ঘরে গেল। যে দিন দীন না হতে পারি, সে দিন দীর্ঘ উপাসনাতেও কিছু হয় না; সে দিন ঠাকুরের দরজা বন্ধ দেখি। তুমি যার বন্ধু হও, সে দীনাত্মা। যার কেহ নাই, তারই বন্ধু তুমি। বড় মানুষ বলিয়া মনের ভিতরে উত্তাপ থাকিলে, তোমাকে দীনবন্ধু বলিতে পারি না। তুমি আমার হবে তখন, যখন তুমি আমাকে দীন করে ছাড়বে। মানুষ ধর্ম্মের জন্য ঘর সংসার ছাড়ে, তাহাও তুমি মঞ্জুর কর না, যত দিন তাহার আমি ধ্বংস না হয়। যে আমি বৈরাগীর বেশ পরে, যে আমি রেঁধে খায়, সেও শঠ। আমাকে দীন না দেখিলে যদি আমার বন্ধু হবে না, তবে আমার গা থেকে, মন থেকে সমুদায় জঞ্জাল ফেলে দাও। দীনবন্ধুর সুমধুর পূজা এনে দাও। তোমার ভক্ত চিরকাল দুঃখী, তাঁহার কোন সম্বল নাই, তিনি কল্য কি আহার করিবেন, জানেন না। সর্ব্বদাই তিনি দরিদ্র, কিন্তু তাঁহার মুখে স্বর্গের হাসি এবং চক্ষে প্রেমাশ্রু। দুঃখী ভক্তগুলি অতি নম্রপ্রকৃতি, মুখে একটী কথা নাই। গালে সাতশ চড় মারলেও কথা নাই, যেন নিরীহ পশু। ভক্তের মুখে এই জন্য দুঃখের কাল রেখেছ যে, তাঁহার ভিতরের আলো উজ্জ্বল দেখাবে। আমরা দুঃখ নিতে চাই না, এ জন্য আমাদের মুখে প্রসন্নতা নাই। বড়, বুঝি,

দুঃখিপ্রিয় তুমি। আমাদের মন হইতে এমনই একটী বড় মানুষী ভাবের দুর্গন্ধ উঠ্‌ছে যে, আমরা তোমার দীনবন্ধু নাম লইতে পারি না। দীনবন্ধু-পূজা এ জীবনে ঘটিল না। দুঃখী দুঃখিনী হবে, তবে নর নারী তোমার কাছে যাবে। মেঘের ভিতরে চন্দ্র যেমন, দুঃখের ভিতরে তেমনি তোমার ভক্তের প্রসন্ন মুখ।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

স্বর্গের উৎসব

(সপ্তম ভাদ্রোৎসব, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, প্রাতঃকাল, রবিবার, ৫ই ভাদ্র, ১৭৯৮ শক, ২০শে আগষ্ট, ১৮৭৬ খৃঃ)

হে প্রেমসিন্ধো, উৎসবের দেবতা। রোগ শোকের মধ্যে থাকিয়াও এই উৎসবের প্রলোভন ছাড়িতে পারিলাম না। এই বয়সে অনেক বার ধনপ্রলোভন, ইন্দ্রিয়প্রলোভন, নীচ বন্ধুতার প্রলোভন জয় করিতে পারি নাই; তেমনি দেখিতেছি, তোমার স্বর্গীয় প্রলোভন পরাস্ত করাও অসম্ভব। আজ তোমার সঙ্গে কথা না কহিয়া থাকিতে পারিলাম না। শুভক্ষণ, তোমার রূপের নবীনতা, স্বর্গের অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য, যেখানে তুমি ইহলোক পরলোক এক করিয়াছ, এ সমুদয় প্রলোভন ছাড়িতে পারিলাম না। রথে করিয়া তুমি যাহাদিগকে পরিত্রাণরাজ্যে লইয়া যাইবে, সেই পাপী আমরা। আশা আছে, সেই রথে চড়িব। এতদিনের পরিশ্রমের পর যে ঘরে যাইব, কেমন সে ঘর! সেই সুন্দর ঘরের আভাস এই ব্রহ্মমন্দির বৎসরের মধ্যে দুটী বার স্বহস্তে দেখাইয়া দেয়। ছয় মাস প্রতীক্ষা করিয়া আজ আবার সেই শুভদিন পাইলাম। হে উৎসবের ঈশ্বর। আজ এখানে তোমার সন্তানদিগকে লইয়া ঘর সাজাইয়া বসিয়া

আছ। তুমি এখানেও উৎসব করিতেছ, ওখানেও উৎসব করিতেছ; কিন্তু ওখানে তোমার ভক্তদিগের মধ্যে কেমন উল্লাস, কেমন আনন্দনীরে তাঁহারা ডুবিয়া আছেন। আমরা এখানে উৎসবের আনন্দে ডুবিয়া ছয় মাসের দুঃখ দূর করিতে আসি, কিন্তু যখন স্বর্গে গিয়া তোমার ঐ ভক্তদিগের সঙ্গে ভক্তি-ঘাটের আনন্দনীরে স্নান করিব, তখন আর দুঃখ সন্তাপ থাকিবে না। প্রাণের প্রিয় দেবতা। এই দুইটী উৎসব দিয়া আমাদের প্রতি তুমি কত মধুর প্রেম প্রকাশ করিয়াছ; কিন্তু ঐ স্বর্গে যে তোমার ভক্তেরা উৎসব করিতেছেন, সেখানে না ভাদ্রমাস, না মাঘ মাস, ওখানে না দিন, না রাত্রি; সেখানে নিত্য উল্লাস, নিত্য মহোৎসব। ওখানে কলহ নাই, ওখানে কাহারও প্রেম শুষ্ক হয় না, ওখানে সর্ব্বদা ভক্তিনদী প্রবাহিত হইতেছে। তাঁহারা কেমন সুখী। তাঁহারাই তোমার সুখী পরিবার। কবে আমরা সবান্ধবে সেখানে যাইব? কেন ঐ স্বর্গের মনোহর ছবি দেখাও, যদি ঐ ছবি যথার্থ না হয়? এই যে বৎসরের মধ্যে দুটী উৎসব দিয়াছ, ইহার মধ্য দিয়া ঐ পরকালের উৎসব দেখা যায়। এখানকার উৎসব সোপান। আমরা সংসারের কীট, মাথা তুলিয়া ঐ স্বর্গের ভক্ত-পরিবার দেখিতে পাই না, যখন এই উৎসব-সোপানে উঠি, তখন তাহা দেখি। আর লোভ কিসে হবে? তোমাকে কোটী বার প্রণাম করি যে, তুমি এই উৎসবের ভিতরে সেই উৎসব দেখাইতেছ। সেখানে তুমি তোমার ভক্তদিগের মুখে কেবল সুধা ঢালিয়া দিতেছ, তাঁহাদের অন্তরে কত আহ্লাদ, কত প্রসন্নতা, মুখে কত হাসি, তাঁহাদের মুখে ম্লানতা নাই। তাঁহারা সর্ব্বদা জাগিয়া ঐ স্বর্গের নিরুপম শোভা দেখিতেছেন, আমরা পৃথিবীর নরকে থাকিয়া স্বপ্নে এক এক বার উহা দেখিতেছি, তবুও আমাদের জয়। কিন্তু এই বন্ধুগুলিকে সঙ্গে লইয়া, ঐ ঘরে যাইতে না পারিলে, আর সুখ নাই। ঐ স্বর্গের বাগানে প্রবেশ করিয়া, যখন সন্ত

প্রস্ফুটিত ফুল তুলিব, আর সে সমুদয় তোমার শ্রীচরণে ফেলিব, তখন আহ্লাদ হইবে। সেখানে গিয়া পরস্পরকে বলিব, আয়, ভাই, আয়, শরীরের উপর আসিয়া পড, না স্পর্শ করিলে সুখ হয় না। প্রেমালিঙ্গনে ভাইকে বাঁধিব। সকলে মিলিত হইয়া সজোরে তোমার চরণতলে পড়িব, তাহাতে চরণে আঘাত লাগিবে, কিন্তু সেই আঘাতেই আহ্লাদ হইবে। স্বর্গ স্বপ্ন নহে। একবার ঐ স্বর্গের ছবি দেখিলে, কেহ আর মায়ায় বদ্ধ থাকিতে পারিবে না, কাহারও আর জারি জুরি থাকিবে না, টাকা আর কাহাকেও ভুলাইতে পারিবে না। ঐ দেবতাগণকে জিজ্ঞাসা করি, তোমরা এত লোভী হইলে কিসে? তোমরা যে আর সংসারের দিকে একেবারেই তাকাও না। তাঁহারা বলেন, আমরা কি সাধে অন্য দিকে চক্ষু ফিরাই না। ঐ প্রেমনয়ন যে আমাদিগকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। ঐ চক্ষুর কটাক্ষ একবার যাহার উপরে পড়ে, আর কি সে সংসারে সুখ পাইতে পারে? বুঝিলাম, দয়াল। ঐ চক্ষু পরিত্রাণের সঙ্কেত। যখন ঐ চক্ষের কটাক্ষে একটী লোককে উদ্ধার কর, তখনই দৃষ্টিতে এক শত লোক মরিবে; গলা কাটিব, যদি এ কথা মিথ্যা হয়। সমস্ত জগতের পরিত্রাণ হইবে ঐ দৃষ্টিতে। ওহে পৃথ্বীনাথ! তুমি পৃথিবীর দুর্দ্দশা দেখিয়াই ত ইহার প্রতি এইরূপ কৃপাদৃষ্টিতে তাকাইতেছ। তুমি যাহা করিতেছ, তাহা দেখিয়া কি আর সন্দেহ করিতে পারি যে, ক্রমে ক্রমে পৃথিবীটা মত্ত হইবে? কি বলিলে, দয়াল! মত্ত হয় না ত? সেয়ানা উপাসক তোমাকে পাথর জ্ঞান করিয়া শুষ্কনয়নে তোমার পূজা করে, কাঁদে না, প্রেমে মত্ত হয় না। পাগল চাও তুমি। তোমার স্বর্গ কেবল উন্মাদদিগের ঘর, যেখানে তাঁহারা মনের আনন্দে প্রেমসুরা পান করেন। না জানেন বই, না জানেন শাস্ত্র, কেবল মত্ত হইয়া ঘুরিতে জানেন। ঐ যে তাঁহারা আমোদে মাতিয়াছেন, উন্মাদের ন্যায় ঘুরিতেছেন। কতকগুলি

পাগল গিয়া তোমার ঘরে বসিয়াছেন, আর যাঁহারা বুদ্ধিমান্, পণ্ডিত, তাঁহারা ঐ ঘরের বাহিরে পড়িয়া রহিয়াছেন। হে প্রেমের ঠাকুর! যদি প্রেমেতে ভক্তিতে উন্মাদ কর, এ জীবন কৃতার্থ হইবে। দুই পাঁচটী এমন উৎসব এনে দাও, যাহাতে আর প্রাণের মধ্যে জ্ঞান চৈতন্য থাকিবে না। হে ঈশ্বর! শুভবুদ্ধি এই কয়টী লোককে দাও, যাঁহারা আশা করিয়া এই ঘরে আসিলেন। পিত.! বড় দুঃখ হয়, ভাই ভগ্নীগুলি চতুর হইয়া আসে, আর সেই ভাবেই ঘরে ফিরিয়া যায়, কেহ ধরা দিতে চায় না। তোমাকে দেখিয়া কেন পাগল হইবে না? তুমি কি আমাদের বড় ভ্রাতাদের কোমলনয়নে দেখ, আর আমাদের প্রতি কঠোরনয়নে দেখ? তোমার ত পক্ষপাত নাই। ঐ দৃষ্টিবাণে বিদ্ধ কর। ঐ সুকোমল চক্ষু মারিবেই মারিবে। হে দয়াল! প্রলোভনে পড়িয়া এই উৎকৃষ্ট শুভদিনে তোমাকে ডাকিলাম। ভাই ভগ্নীদের কল্যাণ কর। আন আন স্বর্গের সুখ। আশ্রিতদিগকে স্বর্গে স্থান দাও। যাহাতে তোমার শোভা দেখিয়া, তোমার ভাবে মত্ত হই, সুখী হই, শান্তি পাই, হে দয়াল প্রভো! কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ব্রাহ্মিকার আদর্শ *

(ভারতাশ্রম, ব্রাহ্মিকাসমাজ)

হে কৃপাসিন্ধো, জনক জননী তুমি। তুমি কৃপা করিয়া তোমার কন্যাদিগের কিরূপ হওয়া উচিত, দেখাইয়া দাও। এই যে তোমার কন্যাগণ তোমার কাছে আসিয়াছেন, এখনও ইঁহারা প্রাণের সহিত

* এই প্রার্থনায় কোন তারিখ ছিল না।

তোমাকে ভালবাসিতে পারিলেন না। হে জগদীশ, সময় কি এখনও হয় নাই? আর আশা করিয়া কত দিন থাকিব? তুমি ইঁহাদিগকে কত ভালবাস, ইঁহাদের ঘরে কতবার আসিতেছ; কিন্তু ইঁহারা তোমার কাছে কতবার যান? তুমি ইঁহাদের কাছে বসিয়া থাকিতে কত ভালবাস। তুমি একদিন ইঁহাদিগকে না দেখিলে থাকিতে পার না, কিন্তু ইঁহারা পৃথিবীর সুখের মদে মত্ত হইয়া তোমাকে ভুলিয়া যান, জগদীশ, তখন তুমি যে ইঁহাদের পিতা, তাহা আর ইঁহাদের মনে থাকে না। পিতঃ, যথার্থ ব্রাহ্মিকার আদর্শ কি, তাহা ইঁহাদিগকে শিক্ষা দাও। তোমার প্রসন্ন মুখ ইঁহাদের হৃদয়ের ভিতরে দিন রাত্রি প্রকাশিত রাখ। তুমি যেমন ইঁহাদিগকে ছাড় না, ইঁহারাও যেন তেমনই তোমাকে ছাড়িতে না পারেন, শীঘ্র এমন উপায় বিধান কর। যখন দেখিব, তোমার সঙ্গে থাকিয়া তোমার কন্যারা সদানন্দ হইয়াছেন, তখন আমরা কত সুখী হইব। পিতঃ, ভগ্নীদের এই ম্লান মুখ মৃত্যু পর্য্যন্ত থাকিবে, দুঃখিনীদের দুঃখ চিরকাল থাকিবে, যদি তুমি ইঁহাদিগকে নিস্তার না কর। নাও, তোমার কন্যাদিগকে বুকে বাঁধিয়া রাখ। আর কেহ তাঁহাদিগকে সুখী করিতে পারিবে না। গরিব মেয়েগুলিকে লোকে দুঃখিনী বলে যেন তোমার আশ্রমের অপমান না করে। কেহ যেন এ কথা বলিতে না পারে, এঁদের, বুঝি, পিতা মাতা নাই, এঁদের মুখ কেন প্রসন্ন হইতে দেখিলাম না। হে প্রেমময়, তুমি তোমার মেয়েদের উদ্ধার কর। তুমি ইঁহাদের হৃদয়কে স্বর্গীয় সুখের আলয় কর এবং ইঁহাদের মুখে সর্ব্বদা স্বর্গীয় তেজ বিকীর্ণ কর। ইঁহারা তোমার কন্যা, তোমার বাড়ীতে থাকেন, দুবেলা তোমার কাছে বসিয়া আহার করেন, কাহারও ধন ধান্যের অভাব নাই, তথাপি কেন ইঁহাদের মুখ ম্লান থাকে? পিতঃ, দয়া করিয়া তোমার দুঃখিনী মেয়েদিগকে তোমার কাছে বসাইয়া, কেবল তোমার ঐ চিরসুপ্রসন্ন মুখের

পানে খানিকক্ষণ তাকাইতে শিক্ষা দাও; তাহা হইলে আর ইঁহাদের জড়তা, ম্লানতা ও কোন প্রকার দুঃখ থাকিবে না। তখন তোমার কন্যারা বলিবেন, ঐ মুখের প্রসন্নতার কথা কেবল ভক্তের মুখে শুনিয়াছিলাম, কিন্তু এখন নিজে দেখিয়া চিরজীবনের জন্য সুখী হইলাম। তোমার ঐ প্রেমমুখ দেখিলে দুঃখিনী ব্রাহ্মিকা আর কেহ থাকিতে পারিবেন না। দীনবন্ধো, দুঃখিনীদিগকে দেখা দাও। তোমার ইচ্ছা এই পৃথিবীতে পূর্ণ হউক।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

তপস্যার অগ্নি *

(ভারতাশ্রম)

হে প্রেমসিন্ধু পরমেশ্বর, তোমার নিকটে বসিয়া তোমার যোগী সন্তানগণ সর্ব্বদা তপস্যা-প্রভাবে পাপ তাপ তাড়াইয়া দিতেছেন। যেমন তুমি তেজোময় পুরুষ, প্রকাণ্ড জলন্ত অগ্নির ন্যায়, তেমনই তোমার এক একজন সাধকও এক একটী ক্ষুদ্র অগ্নির ন্যায়। পাপ সেই অগ্নির নিকটে যাইতে পারে না। যদি কেহ তপস্যায় বাধা দিতে আসে, সাধকের তেজে সে পুড়িয়া যায়। সংসারাসক্তি, বিষয়-বিলাস, রাশি রাশি প্রলোভন সেই অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যায়। এই অবস্থা আমাদের প্রার্থনীয় হইয়াছে। আমাদের মনের ভিতরে ব্রহ্মাগ্নি, পুণ্যতেজ নাই। যে তেজে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব—সেই মানবের মানবত্ব আমাদের হইতে বহু দূরে। কেবল সেই অগ্নি, সেই তেজেতেই ব্রহ্মসন্তানকে জানা যায়। পাপ প্রলোভন আসিতেছে, আর মারিতেছে; একটু সংসারের সুখ বিলাস আসিল, আর মন ভুলিয়া

---

* এই প্রার্থনার কোন তারিখ ছিল না।

গেল ; যাহাদের এমন দুর্দ্দশা, তারা কেমন করিয়া তোমার সন্তান-নামের উপযুক্ত হইবে ? তোমার সন্তানেরা যে ব্রহ্মচারী। তাঁহাদের শরীর মন হইতে এমনই তেজ বাহির হয় যে, কোন পাপ তাঁহাদের নিকটে আসিতে সাহস করে না। তুমি স্বয়ং সেই অগ্নি, সেই তেজ হইয়া, তোমার ব্রহ্মচারী সন্তানদিগকে এমনই পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছ যে, তোমার স্ফুলিঙ্গ দেখিয়া পাপ কোথায় পলায়ন করে, তাহার চিহ্নমাত্র দেখা যায় না। যদি তাই হয়, তবে আমাদের এই যে অহঙ্কার, ইহাতে মনে হয়, আমাদের অনেক বিলম্ব আছে, যথার্থ সদাচারী, ব্রহ্মচারী হইবার। তপস্যা শুনিয়াছি অগ্নি, তেজের কারণ। আমাদের মন শীতল, অনায়াসে ছোট ছোট পাপ নিকটে আসিলেও আমাদের মন ঘুরাইয়া দেয়, অতি সামান্য কারণে আমাদের মন ভুলিয়া যায়। অনায়াসে অলস হইলাম, অনায়াসে মিথ্যা কহিলাম। কিন্তু ব্রহ্মচারী যেখানে বসিবেন, সেই স্থানের কাছে যাইতে আমাদের গা কাঁপে। ঐ উচ্চ ব্রহ্মচারীর অবস্থা কবে আমরা লাভ করিব ? আমরা তপস্যা করিব, আর ব্রহ্মতেজ আমাদিগকে রক্ষা করিবে। পাপকে আসিতে দিব না, সেই ব্রহ্মাগ্নি কৈ ? হে দীনবন্ধো, কেমন করে আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ হবে ? বাহিরের আড়ম্বর লইয়া আমরা কি করিব, পাঁচ জনের অনুরোধে বৃথা কাজ করিলে আমাদের কি হইবে ? সাগর-সমান তোমার প্রেম-রত্নরাশি, কেমন করিয়া সে সকল সঞ্চয় করিব, শিক্ষা দাও। আমাদের প্রাণের মধ্যে একটী অগ্নিখণ্ড রাখ, যার উত্তাপে পাপ দগ্ধ হইবে। হে ঈশ্বর, তুমি কেন চারিদিকে অগ্নিকুণ্ড হইয়া থাক না, আমরা তোমার মধ্যে বসে ঘোর ঘটা করে তপস্যা করি। তোমার অগ্নির তেজে পাপ দগ্ধ হইবে, কিন্তু আমরা মরিব না। যেমন শুনিয়াছি, প্রেম-সাগরে ডুবিলে মানুষ মরে না, তেমনই তোমার অগ্নির মধ্যে বসিলে মরিব না। ঐ অগ্নির মধ্যে বসিয়া ব্রহ্ম ব্রহ্ম বলিব, আর শুদ্ধাচার হইব, অপবিত্র

কামনা দগ্ধ করিব। মঙ্গলময়, তোমার দীপ্তি, তোমার অগ্নিময় আবির্ভাব কাহাকে বলে, বুঝাইয়া দাও। তাহা হইলে জীবন সার্থক হইবে। ঐ হোমকুণ্ডে বসিয়া প্রায়শ্চিত্ত করি, আর শুদ্ধ হই। হে সদ্গুরো, এইরূপে যোগমন্ত্র শিক্ষা দিয়া, আমাদিগকে সাধন ভজনে নিযুক্ত কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দলের রাজা

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ১০ই ভাদ্র, ১৭৯৮ শক, ২৫শে আগষ্ট, ১৮৭৬ খৃঃ)

হে দীনদয়াল, এক এক করিয়া কত লোক চলিয়া গেল, তাই বলে কি তোমার ধর্ম্মবিধান দুর্ব্বল হইল? লোক কমিল বলিয়া, তোমার ধর্ম্ম খাট হইল না। কত লোক চলিয়া গেল, তার পর দেখি, তোমার ধর্ম্ম সাধনের তেমনই জমাট, ক্রমশঃ আরও জমাট। তোমার প্রেম প্রকাশ চিরকালই উজ্জ্বল। যাহারা গেল, তাহাদেরই দুর্ভাগ্য। তোমার উপদেশ কমিল না, তোমার রূপ-প্রদর্শন কমিল না। যারা যায়, তারাই দুঃখী সন্তান। কত লোক গেল, আরও কত লোক যাইবে, কে জানে' দয়াল, যদি আশীর্ব্বাদ কর, আমরা কয়জন চিরকাল পড়িয়া থাকিতে পারি। তোমার বড় সাধ, আমরা তোমাকে এই দলের রাজা, পিতা বলি। অধম সন্তানের হাত হইতে হাত পাতিয়া পূজার উপহার লইলে মাথায় হাত দিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলে, গুপ্ত সাধকের কথা শুনিলে; কিন্তু পাঁচজন সাধক একত্র হইয়া, তোমাকে দলপতি বলিয়া, এখনও পূজা করিল না। এক একটী লোককে বৈরাগ্য-বেশ পরাইয়া তুমি গাছতলায় বসাইয়াছ, এ সকল তুমি ঢের করিয়াছ। কিন্তু, ঠাকুর, ইহাতে

ত তোমার সাধ মিটে নাই। তোমার ইচ্ছা যে, কতকগুলি লোক এক-প্রাণ হইয়া, সত্য-প্রদীপ এবং প্রেম-ফুল ইত্যাদি লইয়া, তোমার শ্রীচরণে বিস্তৃত করুক। দলের রাজা হওয়া তোমার চিরকালের ইচ্ছা; কিন্তু তোমার এই সাধ মিটিতেছে না। তুমি মানুষকে স্বাধীন করে দিয়েছ, এই জন্য এক সময়ে তোমার পাঁচটী সন্তান প্রেমে মত্ত হইয়া, একখানি মুখে তোমার একটী স্তব করে না। তোমার অনুজ্ঞা শুনিয়া, যদি তোমাকে আমাদের দলের অধিপতি করিতাম, তোমার কত সাধ মিটিত, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইত, এই পৃথিবীরও সদগতি হইত। তোমার প্রেমামৃত পান করিতে আমাদের যেমন অধিকার, তোমার অন্যান্য সন্তানদিগেরও তেমনই অধিকার। সকলেই এক সময়ে তোমার শ্রীচরণচ্ছায়াতে উপবিষ্ট হইবেন, তোমার ত আশীর্ব্বাদে ক্রটি নাই। ইঁহাদের সঙ্গে আমাদেরই মনের মিল হয় না। কবে তোমার মধুর দয়াল নামে গলিয়া, এক হইয়া, স্বার্থপরতার মাথায় কুঠার মারিব। কবে ভেদাভেদ, আত্মপর জ্ঞান চলিয়া যাইবে? দলপতি ঈশ্বর, কবে প্রেমিক সম্প্রদায় হইব? সেই দিন শীঘ্র এনে দাও, তোমার শ্রীচরণে এই প্রার্থনা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আশায় জীবনধারণ

(কলুটোলা, প্রাতঃকাল, রবিবার, ৫ই অগ্রহায়ণ, ১৭৯৮ শক,
১৯শে নবেম্বর, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ)

হে করুণাসিন্ধু ঈশ্বর, তুমি জানিতেছ, আমরা কেহই 'পুণ্য' আহার করিয়া, 'প্রেম' আহার করিয়া বাঁচিতেছি না; আমরা কেবল 'আশা' খাইয়াই প্রাণ ধারণ করিতেছি। তোমার প্রসাদে এক দিন ভাল তণ্ডুল

এবং অন্ন অন্ন সুখাদ্য আহার করিয়া পুষ্ট হইব, সবল হইব, সুন্দর হইব, এই আশা বক্ষে ধারণ করিয়া, এখন কেবল শাক পাতা খাইয়া, কোন মতে জীবন ধারণ করিয়া আছি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ঈশ্বরাভিমুখে উপবেশন

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, সায়ংকাল, রবিবার, ৫ই অগ্রহায়ণ, ১৭৯৮ শক, ১৯শে নবেম্বর, ১৮৭৬ খৃঃ)

হে ঈশ্বর। কোন্ দিকে তুমি? দক্ষিণে, না, বামে? হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর, তোমায় ডাকিতেছি, বল, আমি কি ঠিক বসিয়াছি, না, বিপরীত দিকে বসিয়াছি? আমি কি অনাগত বন্ধুকে ডাকিতেছি, না, যিনি কাছে নাই, তাঁহাকে ডাকিতেছি? পায়ে পড়ি, ঈশ্বর, আমাকে বসিতে শিখাইয়া দাও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সাধুসঙ্গ

(কলুটোলা, প্রাতঃকাল, সোমবার, ৬ই অগ্রহায়ণ, ১৭৯৮ শক, ২০শে নবেম্বর, ১৮৭৬ খৃঃ)

হে ভক্তবৎসল, তোমার সাধুভক্তদিগকে আমাদের নিকটে আনিয়া দাও। সাধুতার যত প্রকার দৃষ্টান্ত আছে, আমাদের সেই সমুদয় আবশ্যক। একটী ছাড়িলেও জীবন অপূর্ণ থাকিবে। বাল্যকালে পুতুল লইয়া খেলা করিতাম, স্বর্গে তোমার ভক্তদিগকে লইয়া খেলা করিব। সাধুসঙ্গের

মর্য্যাদা বুঝিতে পারি না। আশীর্ব্বাদ কর, সাধুসঙ্গ করিয়া তোমার স্বর্গরাজ্যে বাস করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নির্দ্দিষ্ট আসনে বসা

(কলুটোলা, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ৭ই অগ্রহায়ণ, ১৭৯৮ শক , ২১শে নবেম্বর, ১৮৭৬ খৃঃ)

মঙ্গলময় বিধাতঃ, তুমি আমাদিগকে নিরর্থক সৃজন কর নাই। আমাদের প্রতিজনের জন্যই, তুমি এক একটী নির্দ্দিষ্ট আসন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছ। আসনের বড় গুণ, যিনি ঐ আসনে বসিতে পারেন, তাঁহার আর কোন ভয় থাকে না, দুঃখ থাকে না। তিনি যাহা করেন, তাহাই সিদ্ধ হয়। যে আপনার আসনে বসিতে পারে না, সে কেবল ঘুরিয়া মরে, তাহার কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। তোমার নির্দ্দিষ্ট আসনে যাহাকে বসিতে দাও, সে প্রকৃতিস্থ হইয়া সহজে তোমার প্রেমামৃত পান করিতে পায়। প্রেমময় পিতঃ, আমাদের প্রতিজনকে তোমার নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিতে দাও। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ঘোরাল সহবাস

(কলুটোলা, প্রাতঃকাল, বুধবার, ৮ই অগ্রহায়ণ, ১৭৯৮ শক ; ২২শে নবেম্বর, ১৮৭৬ খৃঃ)

হে ঈশ্বর, যে স্থানে পৌত্তলিকেরা তাহাদের ইষ্ট দেবতার পূজা করে, সে স্থানের আয়োজন, ঘটা, ধূম ধাম, এবং ধূপ প্রভৃতি নানা প্রকার

সুগন্ধ দেখিয়া, সহজেই লোকের মনে ভক্তির উদয় হয়। সেইরূপ আমরা যদি তোমার ঘোরাল, গম্ভীর সন্নিধানে বসিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের মনেও ভক্তিভাব হইতে পারে। তোমার ঘোরাল সহবাসে না বসিতে পারিলে, আমাদের শিথিলতা যাইবে না। শিথিলতাশূন্য জমাট উপাসনাই পবিত্রতা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ঈশ্বর-চিন্তা

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৭৯৮ শক, ২৮শে নবেম্বর, ১৮৭৬ খৃঃ)

হে ঈশ্বর, আমাদিগকে তোমার অচঞ্চল ভাবুক করিয়া লও, তোমার বিষয় ভাবাও। তোমার সম্পর্কে অনেক ভাবিবার আছে। মুক্তি-পথে অনেক যাত্রী চলিতেছে, কিন্তু সকলেই প্রায় দৌড়িতেছে, কেবল দুই পাঁচটী এখানে ওখানে গাছতলায় বসিয়া, গালে হাত দিয়া, তোমার বিষয় ভাবিতেছে। যে তোমাকে ভাবে, তাকে তুমি আরও ভাবাও। যে তোমাকে ভাবে, তাহার কাছে বসিয়া, তুমি তাহাকে তোমার নিরাকার রূপের রঙ্গ দেখাও, তোমার ভিতরের পরিপাটী ভাব দেখাও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

উপাসনায় মন বশীভূত হয়

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বুধবার, ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৭৯৮ শক ;
২৯শে নবেম্বর, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ)

হে প্রেমময় দেবতা, উপাসনা কি, তুমি বলিবে না ? আচ্ছা, যদি না বল, তবে উপাসনা দাও। তুমি বলিতেছ, এই যে দিচ্ছি। উপাসনা কি, জানি না ; কিন্তু বন্য মহিষের গায়ে হাত বুলাইলে যেমন তাহা শান্ত হয়, সেইরূপ দেখিতেছি, তোমার ঘোরাল পবিত্র উপাসনায় এই দুর্দ্দান্ত মন বশীভূত হয়। আমাদিগকে প্রতিদিন তোমার ঐ পবিত্র উপাসনার ঘূর্ণা জলের ভিতরে মগ্ন করিয়া রেখ, যে জলে মন নির্ম্মল হয়।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

কথা কওয়া ঈশ্বর

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৭৯৮ শক ,
৩০শে নবেম্বর, ১৮৭৬ খৃঃ)

হে দেব, 'কথা কওয়া ঈশ্বর' তোমার নাম। তোমার কথা জ্ঞানপূর্ণ এবং অতি সুমধুর। আবদার করে বড্ড ঠেস্ দিয়ে কথা বলছ। মার কথা বড় মিষ্ট। পৃথিবীর ঠুক্ ঠাক্ কর্কশ শব্দ শুনছি, যে কথা প্রলোভন আনে, সেই কথা শুনতে চাই। সন্তানকে খারাপ পথে যেতে দেখলেই, তুমি কথা কও। তোমার এক একটা কথা এসে প্রাণটাকে চম্‌কে দেয়—খবর্দার, ও কি করছিস্ ? মূর্খ শুনে না। কালা, পাষণ্ড, নাস্তিক শুনে না, আর সকলে শুনে। হাড়ভাঙ্গা শব্দ, গম্ গম্ করছে। কেন কু ইচ্ছা,

অহঙ্কার পোষণ করিতেছ ? কেন মন শুষ্ক, হৃদয় অপ্রেমিক রাখিয়াছ ? তুমি এমন করিয়া কথা কহিতেছ, কিন্তু পাপীর আর কালনিদ্রা ভাঙ্গে না। পাপীকে ভয়ানক ধমক দাও। সাধক ভক্তেরা বলেন, কাণে সেই কথা শুনিতেছ না, যে কথায় কাণ ফেটে যায়। যখন ধমক দাও, যেন বাজ পড়ে। খবরদার, খবরদার, এই কথাগুলি আস্‌ছেই। বাপ্‌রে বাপ্‌, কে শুনে এই কথা। কালা তোমার ভাল কথাও শুনে না, উপদেশও শুনে না। কালা আর থাক্‌ব না, কাণ দাও, তোমার শ্রীমুখের কথা শুনি, তোমার কথা মিষ্ট। বাঁচাবার জন্ত যাহা বল, সব কথাগুলি যেন শুন্‌তে পাই। মঙ্গলময়, আশীর্ব্বাদ কর, কাণকে তোমার কথা শুনিতে ক্ষমতা দাও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

চিরদীনতা

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, সোমবার, ২০শে অগ্রহায়ণ, ১৭৯৮ শক, ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৮৭৬ খৃঃ)

হে কাঙ্গালশরণ ঈশ্বর, যখন প্রচারব্রত গ্রহণ করিয়াছিলাম, তখন একবার তোমার জন্ত দীনাত্মা এবং ব্যাকুল হইয়াছিলাম। এখন মনে করিতেছি, সেই ব্যাকুলতা দ্বারাই তোমাকে ক্রয় করিয়া ফেলিয়াছি। এখন আর তোমার জন্ত, ব্যাকুল এবং দীনাত্মা হইয়া থাকা আবশ্যক মনে হয় না। এই ভ্রান্তি হইতে তুমি আমাদিগেকে রক্ষা কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

জীবন্ত বিশ্বাস

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ২১শে অগ্রহায়ণ, ১৭৯৮ শক ;
৫ই ডিসেম্বর, ১৮৭৬ খৃঃ)

হে ঈশ্বর, তুমি আছ, এই অচেতন মন তাহা ভালরূপে বুঝিতে পারে না। তোমার প্রতি এখনও যথার্থ বিশ্বাস হইল না। এখন যে তোমাকে দেখি, তাহা জীবন্ত দর্শন বলিতে পারি না। এই জন্য প্রার্থনা করি, তুমি উজ্জ্বলতররূপে আমাদের নিকট প্রকাশিত হও। "ঈশ্বর আছেন" এই কথা বলিবামাত্র যেন আত্মা সঞ্জীবিত হইয়া উঠে, এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

প্রচারক সর্ব্বত্যাগী

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বুধবার, ২২শে অগ্রহায়ণ, ১৭৯৮ শক ,
৬ই ডিসেম্বর, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ)

হে ঈশ্বর, যাহারা একবার সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া, তোমার ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য তোমার শরণাগত হইয়াছে, তাহাদের মনে যদি আবার সংসারাসক্তি, বিলাস, স্বার্থপরতা স্থান পায়, তাহারা যে মরিবে। যাহারা প্রচার ক্ষেত্রে তোমার প্রদত্ত লাঙ্গল হাতে ধরিয়াছে, তাহারা যদি আবার সংসারের দিকে ফিরিয়া চায়, তাহাদের যে মৃত্যু হইবে। অতএব প্রার্থনা করি, প্রচারকদিগকে রক্ষা কর। স্বার্থপরতা, সুখের লালসা উন্মূলন কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

হৃদয়ের পুতুল

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৭৯৮ শক ;
৭ই ডিসেম্বর, ১৮৭৬ খৃঃ)

হে নিরাকার ঈশ্বর, আমরা তোমাকে আকার প্রকার দিই নাই, তোমার শরীর বা অবয়ব ভাবি না; অথচ তোমাকে হৃদয়ের পুতুল বলি। তুমি পুণ্যের পুতুল, প্রেমের পুতুল হইয়া, সমস্ত দিন আমার কাছে বসিয়া থাক, আমার পরিবার মধ্যে বসিয়া থাক। পৌত্তলিকেরা যেমন তাঁহাদের পুতুলকে দেখিয়া সুখী হন, তেমনই তোমাকে আমার আশপাশে দেখিয়া আমি নির্ভয় এবং নিশ্চিন্ত হই। তুমি পুতুল হইয়া আমার গলায় দোল, আমার বক্ষে বাস কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পুণ্যমাখা ভালবাসা

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৭৯৮ শক ,
৮ই ডিসেম্বর, ১৮৭৬ খৃঃ)

হে ঈশ্বর, তুমি কিসে ভক্তদিগের নিকটে এত সুন্দর হইলে? তোমার মধ্যে এমন কি মনোহর গুণ আছে, যাহা দেখিয়া জগৎ মুগ্ধ হয়? তোমার ঐ পুণ্যমাখা ভালবাসাই তোমাকে এমন সুন্দর করিয়াছে। তুমি স্বয়ং প্রেম, পবিত্র ভালবাসার আধার তুমি। আবার তোমার ইচ্ছা যে, তোমার সকল সন্তানগুলিও প্রেমিক হয়। সকলেই জ্ঞানী অথবা কর্ম্মী হইতে পারে না, কেন না সকলের হস্তের এবং মনের বল সমান নহে; কিন্তু সকলেই প্রাণের মধ্যে গভীর প্রেম পোষণ করিতে পারে। যাহারা

এই প্রেমকে ধারণ না করিয়া, স্বার্থপর, রুক্ষ নির্দ্দয়চক্ষে নরনারীকে দর্শন করে, তাহারা অতি অপবিত্র, কদাকার এবং বিবর্ণ হয়। অতএব প্রার্থনা করি, আমাদিগকে সেই প্রেম দাও, যাহাতে তিন এক হইব। তোমাকে খুব ভালবাসিব, তোমার মধ্যে ভাই বন্ধুকে খুব ভালবাসিব, তুমি আমার সঙ্গে থাকিবে, আমি তোমার সঙ্গে বসিয়া থাকিব, এবং ভাই বন্ধুকেও সঙ্গে লইয়া তোমার সঙ্গে থাকিব। এইরূপে তুমি, আমি এবং ভাই বন্ধু বিশুদ্ধ প্রেমযোগে এক হইয়া যাইব।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শুদ্ধতা-প্রদ দর্শন

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, শনিবার, ২৫শে অগ্রহায়ন, ১৭৯৮ শক ,
৯ই ডিসেম্বর, ১৮৭৬ খৃঃ)

হে ঈশ্বর, এখন তুমি আমাদিগকে যে দেখা দিতেছ, ইহাতে বিশ্বাস বৃদ্ধি হয়, প্রত্যয় সবল হয়, ঘোর বিপদের মধ্যে অবলম্বন পাওয়া যায়, অন্ধকার মধ্যে সাদা সাদা একটা পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, স্রোতে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, এমন সময় একটা খুঁটি, বা বয়া, কিম্বা একখানি প্রকাণ্ড কাষ্ঠ ধরিয়া বাঁচিয়া যাওয়া যায়, কিন্তু যে দর্শনে মন পবিত্র হয়, নবজীবন লাভ করা যায়—একজোড়া নূতন চক্ষু, এবং একজোড়া নূতন কর্ণ, এবং একটা নূতন দেহ পাওয়া যায়, সেই উচ্চতর দর্শন এখনও আমরা পাই নাই। তুমি বলিতেছ, আমরা সে দর্শনের উপযুক্ত নহি। কিন্তু পিতঃ, আমাদিগকে উপযুক্ত করিবার ভারও তোমারই হস্তে। তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে সেই শুদ্ধতা-প্রদ দর্শন লাভ করিবার জন্য প্রস্তুত কর। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

ভক্তির গুরুত্ব

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, সোমবার, ২৭শে অগ্রহায়ণ, ১৭৯৮ শক ;
১১ই ডিসেম্বর, ১৮৭৬ খৃঃ)

হে ঈশ্বর, ভাসিলাম, খাইলাম, কিন্তু ডুবিলাম না। তোমার প্রেম সাগরের উপরে ভাসিলাম, সময়ে সময়ে প্রেম জল পান করিলাম, কিন্তু ঐ সাগরে ডুবিতে পারিলাম না। তুমি এক একবার ডুবাইয়া দাও, কিন্তু শোলার মত কেমন হাল্‌কা মন, আবার ভাসিয়া উঠে, মন হাঁস্ ফাঁস করে। এই জন্য প্রার্থনা করি, প্রেমের জমাট, ভক্তির গুরুত্ব দাও, যাহাতে একেবারে তোমার প্রেম-সমুদ্রের গভীর জলে তলাইয়া যাইব, আর উঠিতে পারিব না।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রভুভক্তি

(ভারতাশ্রম প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৭৯৮ শক ,
১২ই ডিসেম্বর, ১৮৭৬ খৃঃ)

পিতা প্রেমময়, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, কি করিব? তুমি বল, বলিলে তুই যে করিস্‌নে। পিতঃ, ঢের কাজ বাকি রহিল, লোকের মঙ্গলের জন্য যত ভাবা উচিত ছিল, লোকের যত ভাল করা উচিত ছিল, তাহা করি নাই। তুমি যাহা করিতে বলিয়াছ, তাহা করি নাই। তোমার আদেশ শুনি নাই। পিতঃ, কৃপা করিয়া আমাদের অন্তরে প্রভুভক্তি দাও, আনুগত্য দাও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

যুগধর্ম্মবিধান

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বুধবার, ২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৭৯৮ শক ;
১৩ই ডিসেম্বর, ১৮৭৬ খৃঃ)

পিতঃ, তুমি যুগে যুগে বিধান প্রেরণ করিতেছ। বিধানের অণ্ড ফুটিল, ভক্ত-পাখী নির্গত হইল, খাইল, উড়িল ; আবার উৎকৃষ্টতর বিধানের অণ্ড ফুটিল, উৎকৃষ্টতর ভক্ত-পাখী বাহির হইল, খাইল, খেলা করিল, উড়িল। পিতঃ, এই বর্ত্তমান বিধানে তোমার বৈরাগী ভক্তেরা কি কি লক্ষণাক্রান্ত হইবে, বলিয়া দাও। সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া তোমাকে ভালবাসিতে হইবে, স্বার্থশূন্য হইয়া লোকের প্রতি কোমল ব্যবহার করিতে হইবে ; বৈরাগীদের গাছতলায় বসিয়া, তোমার প্রসঙ্গ করিয়া আমোদ করিতে হইবে, সকল প্রকার নীচাসক্তি দূর করিতে হইবে এবং অ.র কি ক করিতে হইবে, তুমি বলিয়া দাও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

প্রশান্ত ঈশ্বর

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ৩০শে অগ্রহায়ণ, ১৭৯৮ শক ,
১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৭৬ খৃঃ)

হে কৃপাসিন্ধু ঈশ্বর, তুমি চন্দ্র, চন্দ্র তোমার প্রতিবিম্ব। তুমি সমুদয় জ্যোৎস্নার আকর। তোমার ভক্তের হৃদয় সুস্থির, গম্ভীর, প্রশান্ত সরোবর, সেই সরোবরে, হে প্রশান্ত ঈশ্বর, তুমি প্রতিভাত হও। চঞ্চল অশান্ত হৃদয়ে তোমার ছায়া পড়ে না। আমাদিগকে তুমি শান্ত করিয়া লও। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

প্রকৃত বিনয়

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ১লা পৌষ, ১৭৯৮ শক ;
১৫ই ডিসেম্বর, ১৮৭৬ খৃঃ)

হে প্রেমময় পরমেশ্বর, আমরা আমাদিগকে নরাধম, নীচাশয় বলি ; কিন্তু এ সকল কথা আমাদের দুর্ব্বলতা আরও বৃদ্ধি করিয়া দেয়। অতএব প্রার্থনা করিতেছি, আমাদিগকে যথার্থ বিনয় দাও, যাহা আমাদের নিজের নীচতা দেখাইয়া দিবে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে, পতিতপাবন পিতঃ, তোমার কৃপার বল বুঝাইয়া দিয়া, আমাদিগকে সবল এবং তেজস্বী করিবে—যে বিনয় জলের মত আমাদিগকে কোমল করিবে এবং অগ্নির মত আমাদিগকে তেজস্বী করিবে। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

জীবন্ত দর্শন

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, শনিবার, ২রা পৌষ, ১৭৯৮ শক ;
১৬ই ডিসেম্বর, ১৮৭৬ খৃঃ)

প্রেমসিন্ধু জীবন্ত ঈশ্বর, জীবন্ত জাগ্রৎভাবে তোমাকে ডাকা এবং দেখা এক, আর নিদ্রিতভাবে তোমাকে অধমতারণ, পতিতপাবন ইত্যাদি নাম লইয়া ডাকা এক। তোমার ভক্তেরা যে তোমাকে ডাকেন এবং দেখেন, তাহা এক, আর আমরা যে তোমাকে দেখি, তাহা এক। তোমার ভক্ত যখন তোমাকে ডাকেন, তখন তুমি অ্যাঁ বলিয়া উত্তর দিয়া যে তাঁহার নিকটে এস, তাহাতে প্রাণ মন কাঁপিয়া যায়, মৃত প্রাণে জীবন সঞ্চারিত হয়। হে ঈশ্বর, আমাদিগকে সেই প্রকার জীবন্ত দর্শন দাও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

উৎসাহ

(কলুটোলা, প্রাতঃকাল, রবিবার, ৩রা পৌষ ১৭৯৮ শক ,
১৭ই ডিসেম্বর, ১৮৭৬ খৃঃ)

আমাদিগকে একত্র করিয়াছ, এই জন্য যে, পরস্পরের উৎসাহে উৎসাহী হইব। সকলের উৎসাহ-অগ্নি দাবানলের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিবে। কে তোমার কাছে আগে যাইতে পারে, এই বলিয়া সকলে উৎসাহে যাত্রা করিব। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শান্তি

(কলুটোলা, প্রাতঃকাল, সোমবার, ৪ঠা পৌষ, ১৭৯৮ শক ,
১৮ই ডিসেম্বর, ১৮৭৬ খৃঃ)

প্রশান্ত ঈশ্বর, তোমার শ্রীচরণতলে আমাদিগকে এক একখানি ধ্যানপরায়ণ যোগী ঋষির ছবি করিয়া রাখ। কিছুতেই মন অস্থির হইবে না। সংযতহৃদয় এবং অচঞ্চলমনা হইয়া তোমার পাদপদ্মে মগ্ন থাকিব। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অস্তিত্বে বিশ্বাস

(কলুটোলা, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ৫ই পৌষ, ১৭৯৮ শক ,
১৯শে ডিসেম্বর, ১৮৭৬ খৃঃ)

হে ঈশ্বর, তুমি যে একটী জমাট সত্য হইয়া নিকটে বসিয়া আছ। তোমাকে তেমন উজ্জলরূপে দেখি না, যেমন জল, গাছ প্রভৃতিকে এক

একটী জমাট সত্য মনে করি। এই নাস্তিকতা অবিশ্বাস হইতে তুমি আমাদিগকে মুক্ত কর। তুমি যে অটল হইয়া আমাদের নিকটে স্থিতি করিতেছ। তোমাকে যাহাতে দেখিতে পাই, আমাদিগের হৃদয়ে এমন বিশ্বাস চৈতন্য দাও। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আকাশ-জোড়া চক্ষু

(কলুটোলা, প্রাতঃকাল, বুধবার, ৬ই পৌষ, ১৭৯৮ শক, ২০শে ডিসেম্বর, ১৮৭৬ খৃঃ)

ত্রিলোচন, সহস্রলোচন, তোমার নাম রাখা হইয়াছে, অনন্ত নয়ন তোমার। তোমার ভক্ত যে দিকে তাকান, কি অন্তরে, কি বাহিরে, তোমাকে একখানি আকাশ-জোড়া প্রকাণ্ড চক্ষু দেখিতে পান। তোমার চক্ষু দেখিলে কি কেহ পাপ করিতে পারে? পাপীর পক্ষে তোমার চক্ষু ভয়ঙ্কর, অত্যন্ত তীব্র তেজঃপূর্ণ, অগ্নিময়, কিন্তু ভক্তের নিকটে তোমার চক্ষু জ্যোৎস্নাময়। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

অনুতাপ এবং ভক্তিজল

(কলুটোলা, প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ৭ই পৌষ, ১৭৯৮ শক, ২১শে ডিসেম্বর, ১৮৭৬ খৃঃ)

প্রেমময়, অনেক গুলি বীজ তুমি আনিয়াছ, কিন্তু আমাদের মন যে পাষাণের মত কঠিন, অনুতাপ এবং ভক্তিজলে এই পাষাণ কোমল না হইলে ত ঐ সকল বীজ অঙ্কুরিত হইবে না।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দুর্ভিক্ষপীড়িত কাঙ্গালীর মত

(কলুটোলা, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ২৬শে পৌষ ১৭৯৮ শক ;
৯ই জানুয়ারি, ১৮৭৭ খৃঃ)

দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত ব্যক্তিরা যেমন ক্ষুধায় পাগল হইয়া, যাহা পায়, তাহাই খায়, তেমনই তোমার ভক্তেরা অনেক দিন ক্ষুধায় কাতর হইয়া, দেখিবামাত্র তোমার শ্রীচরণ খাইয়া ফেলে। তোমাকে দর্শন করিবার জন্য, তোমার পুণ্যসুধা, প্রেমসুধা পান করিবার জন্য, আমাদিগকে দুর্ভিক্ষপীড়িত কাঙ্গালীদিগের ন্যায় ক্ষুধিত ও তৃষিত কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পরিপক্ব অবস্থা

(কলুটোলা, প্রাতঃকাল, বুধবার, ২৭শে পৌষ, ১৭৯৮ শক ,
১০ই জানুয়ারি, ১৮৭৭ খৃঃ)

ফল যেমন শেষাবস্থায় পরিপক্ব হয়, সেইরূপ আমাদের প্রাণগুলি যাহাতে, হে ঈশ্বর, তোমার প্রেমরস পান করিয়া, ঘোরাল, বৈরাগী এবং প্রেমিক হয়, এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

একত্রে পাদপদ্ম বক্ষে ধারণ

(কলুটোলা, প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ২৮শে পৌষ, ১৭৯৮ শক ,
১১ই জানুয়ারি, ১৮৭৭ খৃঃ)

সকলে একত্রে তোমার পাদপদ্ম বুকে ধরিলে যে কত সুখ, কত আহ্লাদ, তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। হে সর্ব্বসুখদাতা, এই ভুল, এই চুক্ দূর করিয়া দাও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

গভীর উপাসনা

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ২৯শে পৌষ, ১৭৯৮ শক ,
১২ই জানুয়ারি, ১৮৭৭ খৃঃ)

যে ভাবে তোমার উপাসনা করিলে মনের মধ্যে তোমার ঘোরাল পুণ্য রং এবং প্রেম রং বসে, হে ঈশ্বর, সেই ভাবে আমাদিগকে তোমার উপাসনা করিতে শিক্ষা দাও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

চিরনূতন

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, শনিবার, ১লা মাঘ, ১৭৯৮ শক ,
১৩ই জানুয়ারি, ১৮৭৭ খৃঃ)

হে ঈশ্বর, তুমি অতি পুরাতন হইয়াও চিরনূতন। প্রতিদিন তুমি নূতন পুণ্য প্রেমের পোষাক পরিধান করিয়া, তোমার ভক্তের

নিকট প্রকাশিত হও। তোমার ভক্ত জানেন যে, তোমার পোষাকের সংখ্যা নাই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

যজ্ঞের অগ্নি

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, সোমবার, ৩রা মাঘ, ১৭৯৮ শক, ১৫ই জানুয়ারি, ১৮৭৭ খৃঃ)

হে জ্যোতির্ময় ঈশ্বর, তোমার ভক্তেরা তোমার অভিমুখে বসিয়া আছেন, আর তোমার মুখ হইতে তাঁহাদের মুখে আগুন তেজ আসিয়া তাঁহাদিগকে তেজস্বী করিতেছে। অগ্নি না হইলে কি তোমার যজ্ঞ হইতে পারে? হে ঈশ্বর, তোমার পুণ্যাগ্নি, তোমার পুণ্যতেজে আমাদিগকে তেজস্বী কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ৪ঠা মাঘ, ১৭৯৮ শক, ১৬ই জানুয়ারি, ১৮৭৭ খৃঃ)

হে ঈশ্বর, তুমি এত সুলভ হইয়াছ যে, তোমার নামের প্রথম বর্ণ উচ্চারণ করিবার আগে আসিয়া তুমি বসিয়া আছ। নিজে আসিয়া আমাদের মলিন হৃদয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া, তোমার ঘর নির্ম্মাণ করিয়াছ। আমরা বড় বড় পাপ করিলেও, তুমি ছাড়িয়া যাইবে না, কেহ তোমাকে অনুরোধ করে নাই, তুমি নিজে আসিয়া আমাদের প্রাণের

জমীদার হইয়া বসিয়া আছ। তোমার এই বিশেষ করুণার মূল্য আমরা বুঝিলাম না।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

হরিই সর্ব্বস্ব

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বুধবার, ৫ই মাঘ, ১৭৯৮ শক,
১৭ই জানুয়ারি, ১৮৭৭ খৃঃ)

হে ঈশ্বর, তুমিই একমাত্র এই প্রাণ মনের অধিকারী হও। দিবা রাত্রি চব্বিশ ঘণ্টা যেন তোমারই কাছে পড়িয়া থাকি। তুমি ভিন্ন ত আর কেহ নাই যে, প্রাণকে টানিতে পারে। আর কেহ নাই, যাঁহার জন্য প্রাণ ছন্ ছন্ করিয়া উঠে। তোমার কাছে থাকিলে, সকলই হইবে, ইহা বিশ্বাস করিতে দাও। হরি সুখ, হরি শান্তি, হরিই আমার সর্ব্বস্ব।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দুই রেখা এক হইয়া যাইবে

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ৬ই মাঘ, ১৭৯৮ শক,
১৮ই জানুয়ারি, ১৮৭৭ খৃঃ)

ঈশ্বর, তুমি বলিয়াছ, একমাত্র তোমাতে মগ্ন না হইলে, জীবের শান্তি নাই; কিন্তু ইহাও আবার তোমার আদেশ যে, এই সংসারের মধ্যে থাকিয়া তোমার মধ্যে প্রাণকে রাখিতে হইবে, তোমার সঙ্গে যোগানন্দরস পান করিতে হইবে। দুই রেখা এক হইয়া যাইবে, দুই পথ থাকিবে না। ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় ঘড়ীর দুটো কাঁটা যেমন এক হয়, অথচ পদার্থ স্বতন্ত্র

থাকে, তেমনই সম্পূর্ণরূপে তোমার ইচ্ছাধীন হইয়া, এই জীবন ধারণ করিতে আমাদিগকে শিক্ষা দাও। সংসারের সকল প্রলোভন রোগের মধ্যে থাকিব, অথচ ব্রহ্মবলে বলী হইয়া রোগী হইব না, এই আশীর্ব্বাদ কর। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

রূপ দেখিয়া মোহিত

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ৭ই মাঘ, ১৭৯৮ শক,
১৯শে জানুয়ারি, ১৮৭৭ খৃঃ)

হে প্রেমসিন্ধু ঈশ্বর, ধন মান এবং বিলাস কাঁধে লইয়া দৌড়িতেছিলাম, এমন সময় পথের মধ্যে একটী লোক আসিয়া বলিল, রাজার বড় শক্ত হুকুম, এ সকল লইয়া কেহ তাঁহার নিকট যাইতে পারে না। দীনবন্ধো, তোমার নিকট যে অনেক ধন সম্পদ এবং রূপলাবণ্য আছে, তাহা দেখিলাম না। তোমার সৌন্দর্য্য-রসে ঝাঁপ দিতে শিক্ষা দাও, ক্ষু দিয়া চক্ষু বন্ধ করিয়া দাও। তোমার নিজের রূপ দেখিয়া মোহিত হইয়া পড়িয়া থাকি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ধ্যানের ভিতর মিলন

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, সপ্তচত্বারিংশ মাঘোৎসব, রবিবার, ৯ই মাঘ,
১৭৯৮ শক; ২১শে জানুয়ারি, ১৮৭৮ খৃঃ)

হে ঈশ্বর, কি আশ্চর্য্য ধর্ম্মতত্ত্ব। এত দিন মনে করিয়াছিলাম, ধ্যানপথে গেলে প্রেমরাজ্য স্থাপিত হইবে না, কিন্তু তোমার প্রসাদে

এখন দেখিতেছি, যত মূল-দেশে তোমার সহিত মিলিত হইব, ততই ভাই ভগিনীদিগের সহিত মিলন হইবে। সকলের সঙ্গে সাধন করিয়া আগে যেটুকু সুখ শান্তি পাইতাম, সেটুকু পর্য্যন্ত তুমি কাড়িয়া লইলে। কোলাহলের মধ্যে থাকিলে কোন্ দিন কোন্ প্রলোভন আসে, কে গলায় ছুরি দেয়, তাহার স্থিরতা নাই; তাই তুমি আমাদিগকে ধ্যানের পথে লইয়া যাইতেছ। নানা প্রকারে জ্বালাতন হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘোর ধ্যান আরম্ভ করিয়া দিলাম। গভীর ধ্যান-যোগের পথ অবলম্বন করিয়া মনে করিলাম, আর কাহারও সঙ্গে দেখা হইবে না, আর বুঝি পৃথিবীর অভিমুখে ফিরিব না, কিন্তু এখন দেখিতেছি, তুমি ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া, তোমার সাধকদিগকে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত করিয়া দিতেছ। দয়াসিন্ধো, তোমার কৃপাতে বুঝিলাম, তোমার ভিতরে আবার সকলকে পাইব। মনুষ্যজাতির সকল শাখা এক হইবে। যত পরিবার ঐখানে গিয়া এক পরিবার হইবে। হে প্রিয়তম ঈশ্বর, সকল মানুষ একটী মানুষ হইবে। এখন জানিলাম, তোমার শ্রীচরণ লইয়া যে থাকে, তাহার সর্ব্বস্ব লাভ হয়। আর সে শত্রুদিগের কাছে যাইবে না। গভীর ধ্যানের ভিতরে নিশ্চয়ই মিলন হইবে। পিতঃ, বাহ্যিক আয়োজন করিয়া মিলিত হইতে চাহি না। প্রেমবৃক্ষতলে ভক্তিনদীর তটে যোগ সাধন করিব, যোগ করিতে করিতে প্রেমেতে সকলের সঙ্গে মিলিত হইব। পরমাত্মন্, দেখিব, কোটী কোটী নিরাকার আত্মা কেমন আনন্দের সহিত তোমার চরণতলে বসিয়া সুধাপান করিতেছেন। হে দয়াসিন্ধো, সকলকে যোগপথে টানিয়া লইয়া যাও, সেই স্থানে তোমার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া আমরা কৃতার্থ হইব।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ঘন সত্তা

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, সোমবার, ১০ই মাঘ, ১৭৯৮ শক,
২২শে জানুয়ারি, ১৮৭৭ খৃঃ)

প্রেমময় পিতঃ, তুমি ঘন, তুমি ঘনতর, ঘনতম হইয়া আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হও। তোমার ঘন সত্তার মধ্যে আমাদিগকে রাখ। পিতঃ, এই তোমার সহবাসরূপ সুধা খাওয়াতে খাওয়াতে আবার বন্ধ করিলে কেন? তুমি ত নিষ্ঠুর কৃপণ নহ। তুমি এই চাও যে, তোমার সন্তান খুব ব্যাকুল হইয়া, আব্দার করে তোমার কাছে। পিতঃ, আশীর্ব্বাদ কর, তোমার সংসারে যেন এক মুষ্টি অন্ন পাই। তোমার সংসারের অন্ন যেন বন্ধ না হয়। তুমি যে আদুরে পিতা, সন্তান আব্দার করিয়া তোমার কাছে তোমার চরণতলে বসিয়া, তোমার পুণ্য-সুধা, তোমার প্রেম-সুধা পান করুক, তোমার এই ইচ্ছা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

গভীর বৈরাগ্য-সাধন

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বুধবার, ১২ই মাঘ, ১৭৯৮ শক;
২৪শে জানুয়ারি, ১৮৭৭ খৃঃ)

হে প্রেমময় ঈশ্বর, প্রাণের মধ্যে গভীর ঘন বৈরাগ্য সাধন করিতে আমাদিগকে সামর্থ্য দাও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

মাঘোৎসবের বিশেষ ভিক্ষা

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ১৪ই মাঘ, ১৭৯৮ শক ,
২৬শে জানুয়ারি, ১৮৭৭ খৃঃ)

হে ঈশ্বর, সম্বৎসরের জন্য আজ কি দিবে, তুমি দাও ; এ বৎসর কিরূপ সাধনপ্রণালী অবলম্বন করিব, তাহা বলিয়া দাও , কিরূপে তোমার ধ্যান করিব, কিরূপে তোমার উপাসনা করিব, কিরূপে পরস্পরের প্রতি ব্যবহার করিব, তাহা এক একটা করিয়া পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দাও। কেবল মিষ্টে হবে না, অম্লমিষ্ট চাই, সাধন এবং শাসন চাই। এবার একত্র থাকিব, কি পরস্পরকে ছাড়িয়া যাইব, তোমার কি আজ্ঞা, বল। অনেক বৎসর একত্র থাকিয়া দেখিলাম, পরস্পরের মধ্যে প্রণয় এবং মিলন হইল না। অতএব বুঝিতেছি, তোমার এই ইচ্ছা, আমরা কিছুকাল পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকি। কাহাকে কোন্ স্থানে গিয়া প্রচার করিতে হইবে, তাহা তুমি বলিয়া দাও। প্রচারকদিগের কাহাকে কোথায় পাঠাইবে, বলিয়া দাও। যখন খাওয়া পরার অনাটন ছিল, তখন খুব উৎসাহ এবং আশার সহিত কাজ করিয়াছি, সেই অন্ধকারের মধ্যে আলোক দেখিয়াছি। এখন সেই অভাব চলিয়া গিয়াছে, আর সেই অন্ধকার নাই , কিন্তু আলোকে আসিয়া অন্ধকারে পড়িলাম। সেই অন্ন বস্ত্রের অভাব গেল, আর শিথিলতা আসিল। জানিলাম, প্রথম হইতে অর্থ এবং বিলাস ধর্ম্মের বিরোধী। যদি বর্ত্তমান প্রচারকদিগকে রাখিতে হয়, তবে রাখ, তাঁহারা আপনি আপনার কাণ মলিয়া কাজ করুন , আর যদি না রাখিতে চাও, তবে দূর কর, নূতন প্রচারক আনিয়া লও। প্রচার ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ ধু ধু করিতেছে। চারিদিক হইতে যে সাহায্য আসিতেছে, এক ধারে খাল কাটিয়া তাহা আনিয়া দাও। সম্মুখের দিকে স্থলটুকু যে

বৈরাগ্য-জলে ধৌত থাকে। আমাদের সম্মুখের স্থানটুকু যেন বৈরাগ্য-রঙ্গের জলে ধৌত রাখিতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অনন্তকালের জন্য ব্রত

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, শনিবার, ১৫ই মাঘ, ১৭৯৮ শক ;
২৭শে জানুয়ারি, ১৮৭৭ খৃঃ)

হে স্থৈর্য্য-সমুদ্র, প্রশান্ত ঈশ্বর, আমাদিগের অস্থির প্রাণকে তুমি শান্ত কর। একবার যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, চিরকাল তাহা সাধন করিতে সুমতি দাও। যখন বলিয়াছি, তোমার ধ্যান করিব, তোমার পুণ্যতেজে সতেজ হইব, তোমার প্রেমে ডুবিব, তখন কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য বলি নাই ; কিন্তু সময়ের অতীত অনন্তকালের জন্য বলিয়াছি। তোমার সাধন-সাগরে ডুবিয়া থাকি , ষাট হাজার বৎসর, কি অনন্তকাল, আমাদের জ্ঞান থাকিবে না। তোমার চরণতলে আমাদিগের চঞ্চল প্রাণগুলিকে সুস্থির করিয়া লও। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বর্ত্তমানতাই বৈরাগীর সম্পদ্

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, রবিবার, ১৬ই মাঘ, ১৭৯৮ শক ,
২৮শে জানুয়ারি, ১৮৭৭ খৃঃ)

তোমার বর্ত্তমানতাই বৈরাগীর টাকা কড়ি। যখনই বৈরাগী ভাবিতে যায়, কি খাইব, কি পরিব, তখনই তোমার প্রেম-হস্ত আসিয়া বলে, চুপ, এমন কথা বলিতে নাই। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দলের শাসন

(ভারতাশ্রম প্রাতঃকাল, সোমবার, ১৭ই মাঘ, ১৭৯৮ শক ;
২৯শে জানুয়ারি, ১৮৭৭ খৃঃ)

হে ভক্তদলপতি, তুমি মঙ্গলের জন্য দল সৃজন কর, দলে থাকিলে চিত্ত-শুদ্ধি, পরিত্রাণ হয়। দলের মধ্যে তোমার পবিত্র আবির্ভাব। দলের মধ্যে থাকিয়া তোমার শাসনে অনুশাসিত হইব। তুমি আমাদিগকে তোমার দলস্থ করিয়া লও। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভগবান্ এবং ভক্তগণের সহবাস

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ১৮ই মাঘ, ১৭৯৮ শক ,
৩০শে জানুয়ারি, ১৮৭৭ খৃঃ)

হে ঈশ্বর, আমাদিগকে তোমার সঙ্গী করিয়া লও, তোমার এবং তোমার ভক্ত মহাত্মাদিগের সহবাসে থাকিয়া, যাহাতে সর্ব্বদা নিষ্পাপ, পবিত্র এবং সুখী থাকি, তুমি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

উৎকৃষ্ট আমি

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বুধবার, ১৯শে মাঘ, ১৭৯৮ শক ;
৩১শে জানুয়ারি, ১৮৭৭ খৃঃ)

হে ঈশ্বর, তোমার কি আদেশ, বল ; আত্মনিগ্রহ, না, আত্ম-প্রশ্রয় ? মন যাহা চায়, তাহাকে কি তাহাই দেওয়া উচিত, না, তাহাকে সংযত

করা তোমার আজ্ঞা? এত দিন সাধন ভজনের পর এই লাভ হইয়াছে যে, দুই আমি হইয়াছি, এক আমি তোমাকে চায়, আর এক আমি পৃথিবীর সুখ চায়। যে আমি তোমাকে চায় না, এই নিকৃষ্ট আমিকে তুমি মেরে ফেল; এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন উৎকৃষ্ট আমি জয় লাভ করে।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

চিরপ্রেমে সরস

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ২০শে মাঘ, ১৭৯৮ শক, ১লা ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৭ খৃঃ)

শুদ্ধ হইবার কত পথ আছে, তন্মধ্যে প্রেমের চলাচলি একটী। প্রেম ভিন্ন উপাসনা, প্রেম ভিন্ন নাম-সাধনে কি হইবে? প্রাণ যদি শুষ্ক হয়, তবে কিরূপে পবিত্রতা লাভ করিব। প্রাণ চিরপ্রেমে সরস না হইলে, আর প্রকৃত সুখ শান্তি নাই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পরস্পরকে ভালবাসা

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ২১শে মাঘ, ১৭৯৮ শক, ২রা ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৭ খৃঃ)

ক্ষুদ্র বালক বালিকার ন্যায়, কাহারও দোষ গুণ বিচার না করিয়া, যেন পরস্পরকে ভালবাসিতে পারি, এবং শিশুদিগের সঙ্গে মিলিয়া যেন ঈশ্বরের পদতলে বসিয়া আমোদ করিতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

তোমার অভিপ্রায় পূর্ণ কর

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, শনিবার, ২২শে মাঘ, ১৭৯৮ শক ,
৩রা ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৭ খৃঃ)

তুমি পুরাতন প্রেমময় ঈশ্বর, প্রায় এই বিশ বৎসর আমাদিগের কয়েক জনের প্রতি কত প্রকার করুণা প্রকাশ করিলে। সেই পুরাতন তুমি, তোমার প্রতি যেমন বিশ্বাস এবং ভক্তি হয়, হঠাৎ নূতন কোন ব্যক্তিকে দেখিলে তেমন হইতে পারে না , কিন্তু, পিতঃ, তুমি যে অভিপ্রায়ে আমা-দিগকে একত্র করিয়াছ, আমাদিগের দোষে এখন পর্য্যন্তও তোমার সেই অভিপ্রায় পূর্ণ হইল না। আমরা একটী পবিত্র পরিবার হইতে পারিলাম না, তোমাকে দুঃখী উদাসীনের ন্যায় আমাদের ঘরের বাহিরে রাখিলাম। এস, পিতঃ, তুমি আমাদের হৃদয়ের মধ্যে আসিয়া, তোমার অভিপ্রায় পূর্ণ কর। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অশরীরী আত্মাগণের পন্থা

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, রবিবার, ২৩শে মাঘ, ১৭৯৮ শক ;
৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৭ খৃঃ)

যেখানে অশরীরী নিরাকার আত্মা পরমাত্মাকে আস্বাদ করিতেছেন, আমাদিগকে সেই স্থানে লইয়া যাও। সেখানে গিয়া বলি, হে পরমাত্মন্, কিরূপে তোমার কাছে অনন্তকাল বাস করিব, শিক্ষা দাও। বেদ পাঠ কর, আর বেদ পাঠ করি। এবার শুনিলাম, শরীর হইতে পাপের উৎপত্তি হয় , অতএব শরীর কি খাইবে, কি পরিবে, এই দুর্ভাবনা ত্যাগ করিয়া, তোমার প্রেমে মগ্ন হইতে সমর্থ কর। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

তুমিই আমার বর

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ২৫শে মাঘ, ১৭৯৮ শক ;
৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৭ খৃঃ)

তোমার কাছে বসিয়া থাকিতে পারি, এমন বল দাও ; তোমার কাছে আর কি প্রার্থনা করিব ? তোমার কাছে আর অন্য বর চাহিব না, তোমাকে—আর এইটী দাও, ঐটী দাও, বলিব না , তুমিই আমার বর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রেম-সরোবর

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, সোমবার, ২৩শে ফাল্গুন, ১৭৯৮শক ,
৫ই মার্চ্চ, ১৮৭৭ খৃঃ)

প্রেমময়, তোমার ভক্ত সেয়ানা, জলের দিকেই তাঁহার দৃষ্টি, তাঁহার প্রাণের মধ্যে সর্ব্বদা প্রেম-জল থৈ থৈ করিতেছে। ব্রহ্ম মৎস্যকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য, আগে থাকিতেই তিনি তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে প্রেম-সরোবর প্রস্তুত করিয়া রাখেন , কেন না তিনি জানেন, জল না থাকিলে, ব্রহ্ম-মৎস্য তাঁহার মধ্যে সজীব থাকেন না, এবং ব্রহ্ম-মৎস্য জীবিত না থাকিলেই তাঁহার অশৌচ হয়। এই জন্য তিনি সর্ব্বদাই প্রেম-জলের মধ্যে বাস করেন। আমার প্রাণের ভিতরে যদি প্রেম-জল না থাকে, আমার প্রাণ যদি কাহারও জন্য না কাঁদে, তবে সকলের জন্য যে ঈশ্বরের প্রাণ কাঁদে, আমি কিরূপে তাহা বুঝিব ?

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সাধনের চাপ

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ২৪শে ফাল্গুন, ১৭৯৮ শক ,
৬ই মার্চ্চ, ১৮৭৭ খৃঃ)

আমাদিগের কাঁধে জমজমাট সাধনের চাপ দাও। সাধনের বাঁক্ বহিতে বহিতে কাঁধে দাগ পড়ুক। স্বেচ্ছাচার দূর করিয়া দাও। বাবুয়ানা চেহারা আর ভাল লাগে না। তোমার কার্য্য করিতে করিতে প্রাণ যায় যাক্। সমস্ত পৃথিবী প্রভুময় হউক। তোমার সন্তানদিগের পা আমাদের মস্তকে স্থাপিত হউক।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সার সত্য

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বুধবার, ২৫শে ফাল্গুন, ১৭৯৮ শক ,
৭ই মার্চ্চ, ১৮৭৭ খৃঃ)

হে ঈশ্বর, খুব সত্য হও, খুব সত্য হও, তোমার সাধক দুই হাত তুলিয়া বলিতেছে। সত্যের আগুন জ্বালিয়া দাও, অসারতাগুলি পুড়িয়া যাক্। আশ্রম আদিতে যতটুকু সার সত্য আছে, তাহাই থাক্। সর্ষপতুল্য সত্য লইয়া থাকিব, তাহাও ভাল। তৃণ, খড় পুড়িয়া যাক্, লোহা পাথর পড়িয়া থাকিবে।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ব্রহ্ম-ফুল

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ২৭শে ফাল্গুন, ১৭৯৮ শক ;
৯ই মার্চ্চ, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ)

ভক্তেরাই সব মজা লুটিতেছেন, তাঁহাদের নিকট সমস্ত আকাশে একটী প্রকাণ্ড ব্রহ্ম-ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। সেই ফুল প্রাতঃকালে এক প্রকার, দ্বিপ্রহরে আর এক প্রকার এবং সন্ধ্যার সময় আর এক প্রকার সৌন্দর্য্য দেখাইয়া, তাঁহাদের প্রাণ মন বিমোহিত করিতেছে।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

তুমিই চিকিৎসক

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ১লা চৈত্র, ১৭৯৮ শক ,
১৩ই মার্চ্চ, ১৮৭৭ খৃঃ)

হে ঈশ্বর, তুমিই পরীক্ষক, তুমিই চিকিৎসক। যেমন তীক্ষ্ণ পরীক্ষা দ্বারা পাপ-রোগ জানিতেছ, তেমনই যত্নের সহিত তুমি আমাদের রোগ চিকিৎসা কর। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পরস্পরের অধীন

(ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ৩রা চৈত্র, ১৭৯৮ শক ;
১৫ই মার্চ্চ, ১৮৭৭ খৃঃ)

হে রাখাল, হে গোপাল, তোমার হাতের দড়ী দিয়া এই কয়টী গরুকে তোমার গোয়ালে বাঁধ। গো-জীবন ধারণ করি। আর অহঙ্কারী স্বেচ্ছাচারী

বাবু মনুষ্য হইয়া থাকিতে ইচ্ছা নাই। পরস্পরের অধীন হইতে আমাদিগকে শিক্ষা দাও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পারের কড়ি *

(সাধনকানন, ১৭৯৯ শক)

হে দেব, অসুরদের হস্ত হইতে রক্ষা কর। দূর হউক, অসার জীবন। অসুরদের বল অত্যন্ত অধিক হইয়াছে। আজ অমুক অসুর হইয়া তপস্যা ভাঙ্গিল, আজ অমুকের ভিতরের অসুর, বাহিরে বন্ধু হইয়া যোগ তপস্যা ভাঙ্গিল। তপস্যা-ভূমিতে, যজ্ঞক্ষেত্রে, পৃথিবীর জাল আসিয়া ঘেরিতেছে। কুশল শান্তি ভাঙ্গিল। বনদেবতা, রক্ষা কর, তোমার ক্ষমতা বিস্তার কর, সাপ, বাঘ, অসুর সকলই পলায়ন করিবে। এই দুই জনকে সমক্ষে রাখিয়া আমরাও শাসনে থাকিতে চাই। স্বর্গীয় অগ্নি প্রজ্বলিত করে দাও। বিনীত মনুষ্যের গুরু তুমি। তোমার শ্রীচরণ ধরিয়া প্রার্থনা করিতেছি অদ্য, কল্পতরো, আশীর্ব্বাদ কর, আমরা সেইরূপ কঠোর যাগ যজ্ঞ আরম্ভ করি, যাহাতে ভক্ত আরও ভক্ত হয়, এবং অভক্তও ভক্ত হয়। তুমি বলছ, তোমাদের অনেক করতে হবে, তবে বুঝি, আমাদের খুব সাবধান হয়ে চল্‌তে হবে। দয়াল গুরো, যাহা বল্‌বে, তাহাই যেন করতে পারি। একবার খুব ঠকিয়াছি, প্রাণে আঘাত পাইয়া পড়িয়া গিয়াছিলাম, রক্ষা রক্তি। এবার তাই শিক্ষা বলিয়া আরম্ভ করিলাম, গরিব কাঙ্গালদের এই ছোট কামনা পূর্ণ কর। আজ প্রতিজনকেই হাতে করিয়া যাহা হয়,

* এই প্রার্থনার তারিখ নাই। কেশবচন্দ্র ১৭৯৯ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসে সাধনকানন-বাসী ছিলেন। এই প্রার্থনাটি সেই সময়ের মনে হয়।

দাও। কাহাকেও, না হয়, একটী কড়ি দাও। একটী বস্ত্র, যত কম দামের হউক, তবুও জানিলাম, চাকরী আরম্ভ হইল। একটী কড়ি বাড়ীতে লইয়া যাই। এতে আর দ্বেষ হিংসা কেন? যিনি যত চান, তাঁহাকে তত দাও। কাঙ্গালদের এই মিনতি, আনন্দের সহিত যেন সকলে বাড়ী ফিরে যান। আমাদের ভবপার হওয়ার জন্য এক কড়িই যথেষ্ট। আশীর্ব্বাদ কর, আমাদের সকলের চিত্ত আশাতে প্রশস্ত হইয়া, তোমারই নামের জয়ধ্বনি করুক। যোগেশ্বরের জয়। জয়, ভক্তবৎসলের জয়। খুব সুন্দর ঈশ্বরের জয়। সব ভাই ভগ্নী বলুক, তোমারই জয়। জয়, সিদ্ধিদাতা ঈশ্বরের জয়! আমাদের কয়জনের ঈশ্বরের জয়। আমাদের গতিনাথের জয়। আমাদের ভাল ঠাকুরের জয়। আমাদের পিতা পিতামহ তুমি, তোমারই জয়।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

গরিব বৈরাগী

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, অষ্টচত্বারিংশ মাঘোৎসব, প্রাতঃকাল, বুধবার, ১১ই মাঘ, ১৭৯৯ শক, ২৩শে জানুয়ারি, ১৮৭৮ খৃঃ)

হে দয়াসিন্ধু কৃপাময় হরি, তোমার সন্তানদিগকে কি "ওরে নর নারী, বৈরাগ্যের পথ ধরিস্‌নে," এই কথা বলিব? আমি এমন কথা যেন বলি না, পিতঃ, অনুগ্রহ করিয়া তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর। আমি যেন সমুদয় কষ্টের মধ্যে সহাস্য মুখ ধারণ করিতে পারি। আমি যেন জগৎকে বলিতে পারি, বৈরাগ্য-পথে লাভ আছে। আমি একদিন আকুল হইয়া, দীনভাবে, কোথায় আমার প্রাণেশ্বর, কোথায় আমার প্রাণেশ্বর, এই বলিয়া তাঁহাকে ডাকিয়াছিলাম, এইজন্য রাজা হইলাম। আমি বলিলাম, সংসার আমার

ভাল লাগে না। প্রতিফল কি হইল? রাজা হইলাম। আমি বলিলাম, কেবল আমার প্রাণেশ্বরের গুণগান করিয়া বেড়াব; বনের পাখীগুলো বলে, আমরাও তোমার সঙ্গে 'হরিসুন্দর' নাম কীর্ত্তন করিব। হে ঈশ্বর, একবার পূর্ণমাত্রায় চক্ষে ভক্তির একবিন্দু জল ফেলিতে অধিকার দাও। আমাদিগকে গরিব বৈরাগী কর। প্রেমময় হরি, তোমার জন্য গরিব হইলে, তুমি যে তাহাকে কোলে করিয়া তাহার মস্তকে রাজমুকুট পরাইয়া দাও, তোমার নামের এই মহিমা জগতে প্রকাশ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দুঃখ চাহিলে সুখ দাও

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, অষ্টচত্বারিংশ মাঘোৎসব, প্রাতঃকাল, রবিবার, ১৫ই মাঘ, ১৭৯৯ শক, ২৭শে জানুয়ারি, ১৮৭৮ খৃঃ)

হে দয়াময় ঈশ্বর, কেন মরিতে বলিয়াছিলাম, কষ্ট দাও, দুঃখ দাও? তুমি যে আমার কথা শুনিলে না। আমি যে পঁচিশ বৎসর পাপ করিলাম, সকলই কি তুমি ভুলিয়া গেলে? কোথায় দণ্ড দিবে, না, শেষে দেখি, প্রেমের বন্ধন আরও দৃঢ়তর হইল। পিতঃ, আগে তোমার বাহিরের ঘরে বসিয়া খাইতাম, এখন জননীর চরণতলে বসিতে হইল। আমার দুষ্ট আমি ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া, তোমার গৃহ হইতে পলায়ন করিল, কিন্তু আমার ভাল আমি তোমার চরণতলে বসিল। মা, আর যে তোমার ঐ শ্রীচরণ ছাড়িতে পারি না। দণ্ড দিবে, রাজা, তুমি কি এরূপ আনন্দ দিয়া? তোমার সুখ ভোগ করিতে করিতে যে বিহ্বল হইয়া পড়িলাম। মা, কি আর তোমার কাছে প্রার্থনা করিব। এই বর দাও, যেন খুব ভক্তির সহিত, স্নেহময়ী জননীর শ্রীপাদপদ্ম এই তাপিত বক্ষে ধারণ করিয়া, চিরকালের জন্য সুখী

হই। জননী, তুমি আমাদের একজনকেও ঘৃণা করবে না? অত্যন্ত অধম ছেলেকেও তুমি স্নেহ করবে? আমরা সকলে তোমার স্বর্গে থাকব? পাপের জন্ত দণ্ডগুলো খুব মিষ্টি করে দিবে? এমন আশার কথা! ব্রাহ্মসমাজের কি সৌভাগ্য হইল! মা, তোমার কাছে মৃত্যু চাহিলে, তুমি দাও নবজীবন, বন্ধুবিচ্ছেদ চাহিলে, তুমি করে দাও বন্ধুসম্মিলন। তোমার স্নেহ আর সহ্য হয় না। ওকি আবার? তুমি তোমার ঐ ভক্তকে বলিয়া দিতেছ, এই কথা সকলকে বলিস্—অমুক লোক আমার কাছে দুঃখ চাহিতে আসিয়াছিল, আমি তার হৃদয় ভরিয়া প্রেম এবং সুখ শান্তি দিয়াছি। জননী, এমনই করে তুমি মানুষকে ডুবাও। প্রেমদানে চিরকাল তুমি পাপীদিগকে উদ্ধার কর, এই তোমার শ্রীচরণে নিবেদন।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভবের কাণ্ডারী

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, অষ্টচত্বারিংশ মাঘোৎসব, অপরাহ্ণ, সোমবার, ১৬ই মাঘ, ১৭৯৯ শক; ২৮শে জানুয়ারি, ১৮৭৮ খৃঃ)

হে ঈশ্বর, এই ঘরে অনুগ্রহ করিয়া কতকগুলি গরিব পুরুষ স্ত্রী বালক আসিয়াছেন, তুমি তাঁহাদিগকে প্রসন্ন কর। তাঁহারা ভাল হউন। ভব-সাগরে তুমিই একমাত্র কাঙ্গালের আশা ভরসা। কোথায় রহিলে, কাঙ্গালের সখা! আজ এস, আমার কাঙ্গাল ভাই বন্ধুদের সঙ্গে তোমাকে ডাকিতেছি। হরি, তোমা বিনা ত আর কাণ্ডারী নাই। বেদের ঈশ্বর, এস, ভক্তির ঈশ্বর, এস, আমাদিগকে ভক্তি দাও। আমরা সকলে ভক্তির সহিত তোমার শ্রীচরণে বার বার প্রণাম করি।

হে ঈশ্বর, আমরা বড় অহঙ্কারী, আমরা দুঃখীর প্রতি দয়া করি না।

তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করিতে আমাদিগকে শিক্ষা দাও। হে ঈশ্বর, তুমি তোমার ধনী এবং গরিব সকল সন্তানকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন মিথ্যা কথা বলিয়া, পরের টাকা চুরি করিয়া, পরস্ত্রীর প্রতি কুদৃষ্টি করিয়া, আমরা পরকালের ক্ষতি না করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পঞ্চাশ বৎসরের বিধান

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, রবিবার, ১লা পৌষ ১৮০০ শক, ১৫ই ডিসেম্বর, ১৮৭৮ খৃঃ)

ব্রহ্মাণ্ডপতি, অনন্ত মঙ্গলময় বিধাতঃ, এই তোমার ব্রহ্মাণ্ড, এই তোমার বিধান, তোমার ব্রহ্মাণ্ডকে চূর্ণ করা যায়, কিন্তু তোমার বিধানের এক কণাও ক্ষয় হয় না। তুমি যেমন অক্ষয়, তোমার বিধিও তেমনই অক্ষয়। তোমার পৃথিবী এই ছিল না, এই আছে; কিন্তু তোমার বিধান চিরকাল ছিল, চিরকাল থাকিবে। তোমার বিধানে যাহাতে আমাদের অটল বিশ্বাস হয়, এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নিয়োগ-পত্র

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ৫ই পৌষ, ১৮০০ শক, ১৯শে ডিসেম্বর, ১৮৭৮ খৃঃ)

মঙ্গলময় বিধাতঃ, যাঁহারা তোমার নিয়োগপত্র পাইয়া তোমার বিধানের কার্য্য করিতেছেন, তাঁহারা আমার মস্তকের উপরের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি; আমি

যেন তাঁহাদের একজনকেও অস্বীকার না করি। তুমি স্বয়ং ইঁহাদের মধ্যে অবতীর্ণ। যাঁহাকে তুমি, গরিব প্রচারকদিগকে অন্ন বস্ত্র দিতে, নিযুক্ত করিয়াছ, তাঁহার মধ্যে তুমিই দেবতা হইয়া কার্য্য করিতেছ। তোমার বিধির বিরুদ্ধে, আমাদিগের রসনা কোন অভিযোগ করিলে, সেই রসনাকে দগ্ধ করিও। তোমার প্রেরিত প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তুমি এক একটী নিয়োগপত্র দিয়াছ, পরস্পরের নিদর্শনপত্র দেখিয়া, যাহাতে উৎসাহের সহিত তোমার কার্য্য করি, এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিধানভুক্ত লোক *

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ৬ই পৌষ, ১৮০০ শক,
২০শে ডিসেম্বর, ১৮৭৮ খৃঃ)

হে ঈশ্বর, কি জন্য এই ভবে আমাদের অবতরণ? আমরা কি যোগী, সন্ন্যাসী কিম্বা ধার্ম্মিক হইবার জন্য এখানে আসিয়াছি, না, সকল হইতে স্বতন্ত্র হইয়া, খুব গভীর মিষ্ট প্রেমরসে আর্দ্র হইয়া, তোমাতে মগ্ন হইতে আসিয়াছি? প্রভো, এখানে আমরা পবিত্র কিম্বা প্রেমিক হইতে আসি নাই, কিন্তু তোমার বিধি পূর্ণ করিতে আসিয়াছি। তোমার বিধি পালন করিলেই তুমি পরিত্রাণ দিবে, পবিত্রতা, প্রেম দিবে; কিন্তু দেখ, পিতঃ, আমরা লক্ষ্য ভুলিয়া গিয়াছি; আমরা মনে করি, আমরা আগে শুদ্ধ হইব, পরে তুমি পরিত্রাণ দিবে। তোমার আজ্ঞা পালন করিলেই আমরা পবিত্র হইব। যে কয়েক জনকে তুমি

* ১৮০০ শকের ১৬ই চৈত্রের ধর্ম্মতত্ত্বে, ৭০ পৃঃ, এই প্রার্থনায় "দলপতি" শিরোনাম দেওয়া আছে।

বিধানভুক্ত করিয়াছ, ইহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাঁচিতে পারিবে না। মৎস্তের পক্ষে যেমন জল, বিধানের ব্যক্তির পক্ষে তেমনি তোমার এই বিধানভুক্ত দল। দল ছাড়িলে কেহই বাঁচিতে পারিবে না। ভবিষ্যৎ যেমন অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তেমনি অতীতকালে তোমার বিধান গঠন করিবার সময়, তুমি কাহাকে কাহাকে "ইহারা আমার বিধানভুক্ত লোক" বলিয়াছিলে, তাহা জানা কঠিন; কিন্তু ইহা জানিতেই হইবে, না জানিলে আমরা তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারিব না। দলপতি, প্রতিজনের নিকট তোমার নিয়োগ-পত্র প্রকাশ কর। তোমার বিধি যতটুকু দেখাইবে, তাহা পালন করিয়া ধন্য হইব, আর যাহা তুমি বলিবে, বুদ্ধি দ্বারা বুঝিতে না পারিলেও, তাহা বিশ্বাস করিয়া ততোধিক ধন্য হইব। বিধানের প্রতি অবিশ্বাস তুমি দয়া করিয়া দূর করিয়াছ, এখন সন্দেহও তুমি দূর কর। তোমার বিধান মস্তকে বহন করিলে জগতের মঙ্গল, এবং আমাদিগেরও কল্যাণ হইবে। আমাদিগের জীবন এবং সুখ অপেক্ষা তোমার বিধান বড। তোমার এই দশ পাঁচ জন সন্তানের পূজা করিতে করিতে তোমার পূজা করিতে শিখিব। তোমার হস্তের সেবকদিগের সেবা করিতে করিতে, পরম প্রভো, তোমার সেবা করিতে শিখিব। যাহাতে তোমাকে ও তোমার সেবকদিগকে অভিন্ন জানিয়া, তোমার বিধি পালন করিয়া ধন্য হই, এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

একখানি লোক

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, শনিবার, ৭ই পৌষ, ১৮০০ শক,
২১শে ডিসেম্বর, ১৮৭৮ খৃঃ)

হে মুক্তিপ্রদপ্রেমদাতা ঈশ্বর, বিধানের বাহিরের লোকেরা আমার ভালবাসা বুঝিতে পারেন না। আমার প্রেম তোমার প্রদত্ত বিশ্বাস-সম্ভূত প্রেম। ইহা মনুষ্যের প্রেম নহে। দোষ গুণ দেখিয়া ইহার হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। যে কাহারও দোষ দেখিয়া তাহাকে তাড়াইতে চেষ্টা করে, সে তোমার বিরোধী শত্রু, সে টুঁটি ধরিয়া পৃথিবীকে বধ করিতে উদ্যত। তুমি যে দশ পনরটী লোককে আমার প্রাণের ভিতরে গাঁথিয়া দিয়াছ, আমি যে তাঁহাদের একজনকেও ছাড়িতে পারি না। কিন্তু তিনি যদি এই দল ছাড়িয়া, অন্য দলস্থ হইয়া, আমার বিরুদ্ধে খড়্গ উত্তোলন করেন, সেই খড়্গ যে আমি আমারই বিরুদ্ধে উঠাইলাম, কেন না তিনি যে আমার মধ্যে, এবং আমি যে তাঁহার মধ্যে। এই পনরটী লোক একখানি লোক; আমি এই একখানির মধ্যে আছি, এই একখানি লোক আমার মধ্যে আছেন। ইহা না হইলে যে তোমার বিধান হইতে পারে না। যে হস্তে তোমার বিধানের ভার, সেই হস্ত যদি স্বার্থপর হয়, তবে ত তোমার স্বর্গ মিথ্যা, পরিত্রাণ মিথ্যা। মনুষ্য অসুর হইতে পারে, পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ করিতে পারে, কিন্তু তোমার বিধানের লোকেরা যে একখানি লোক, সেখানে যে পরস্পর নাই। আমরা পরস্পরকে ভালবাসি, এই অহঙ্কার করিতে চাই না, কিন্তু একখানি লোক হইয়া থাকিতে চাই। তোমার বিধান-সুধা পান করিয়া, তোমার হস্তের একখানি প্রমত্ত যন্ত্র হইতে চাই। তুমি সেই যন্ত্র বাজাইবে, তাহার মধুর সঙ্গীত শুনিয়া জগতের আশা এবং সুখ বৃদ্ধি হইবে। যোগেশ্বর,

যাহাতে আমরা সকলে তোমার সঙ্গে একপ্রাণ হইয়া যাই, এই আশীর্ব্বাদ কর। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বাস

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, রবিবার, ৮ই পৌষ, ১৮০০ শক, ২২শে ডিসেম্বর, ১৮৭৮ খৃঃ)

হে বিপদকাণ্ডারী, তুমি স্বয়ং যে বিধানতরীর হাল ধরিয়াছ, এ তরী ত কখন ভাঙ্গিতে পারে না, ডুবিতে পারে না। তবে এই ভবসমুদ্রে সময়ে সময়ে অন্ধকার তুফান দেখিয়া যেন আমরা ভীত না হই। তুমি অভয় দাও। বুদ্ধির চক্ষু কর্ণ বুজিয়া, যেন ঘোর অন্ধকার সত্বেও, তোমার মঙ্গল চরণ ধরিয়া থাকিতে পারি, শেষ পর্য্যন্ত যেন তোমার উপর বিশ্বাস করিতে পারি। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিশ্বাস ত্রিকালজ্ঞ

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, সোমবার, ৯ই পৌষ, ১৮০০ শক, ২৩শে ডিসেম্বর, ১৮৭৮ খৃঃ)

প্রেমময় গুণের সাগর, তোমার বিশ্বাসী সন্তানেরা ধন্য। তাঁহারা ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তিন কালেই তোমাকে দেখিয়া সুখী হইতেছেন, তাঁহাদিগের জন্য তুমি ভূতকালে এবং ভবিষ্যতে কি করিতেছ, তাঁহারা সকলই দেখিতে পান। বিশ্বাস ত্রিলোচন—ইহা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান ত্রিকালজ্ঞ হইয়া, তিন কালেরই সুখ ভোগ করে। তুমি আমাদিগকে বিশ্বাসী কর। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিশ্বাসীর আশা

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, সোমবার, ১৬ই পৌষ, ১৮০০ শক ,
৩০শে ডিসেম্বর, ১৮৭৮ খৃঃ)

দয়ার সাগর পিতঃ, অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে বিশ্বাস-রত্ন দাও। বিশ্বাস-ধনের অভাবে আমাদিগকে ধর্ম্মরাজ্যে এবং সংসারে উভয় স্থানেই কষ্ট পাইতে হয়। তোমাকে সর্ব্বাগ্রে বিশ্বাস করিতে হইবে। এখন এই বিশ্বাস দাও যে, তোমার কৃপাতে আমরা নিশ্চয়ই ভাল হইব, অসীম উন্নতি লাভ করিব। আমরা যোগী হইব, ভক্ত হইব, তোমার যোগানন্দ প্রেমানন্দরসে মত্ত হইব। উৎসাহাগ্নিতে উজ্জ্বল হইয়া তোমাকে ভাল মুখ দেখাইব, চিরকাল এ কাল মুখ দেখাইতে হইবে না। যাহারা বলে, আমাদের আর কিছুই হইবে না, তাহারা অবিশ্বাসী , তাহাদিগের নিরাশার কথা হুঙ্কার করিয়া উড়াইয়া দিব। আশা করিব, আশার উজ্জ্বল আলোকে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে তোমার স্বর্গরাজ্য হইবে, ইহা দেখিব।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

স্মৃতি-গ্রন্থ

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ১৭ই পৌষ, ১৮০০ শক ,
৩১শে ডিসেম্বর, ১৮৭৮ খৃঃ)

প্রেমময় পিতঃ, এই কয়েক বৎসর তুমি আমাদিগকে যে প্রেম দান করিয়াছ, তাহাতেই তুমি আমাদিগের পূর্ণ প্রেম ক্রয় করিয়াছ। তুমি বিরলে বসিয়া আমাদিগের ঐহিক পারত্রিক কল্যাণ করিয়া বলিয়াছ, কেমন আমি তোমাদিগের ধর্ম্ম এবং সংসার উভয় দিকের সুব্যবস্থা

করিয়া দিতে পারি ত? তোমার পূর্ব্বের করুণা সকল স্মরণ করিলে, সুন্দর একখানি 'স্বর্গপ্রাপ্তি' নামক স্মৃতিগ্রন্থ হয়। ঐ গ্রন্থটী আমাদিগকে পড়াও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সৌভাগ্য-চন্দ্র

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ২৪শে পৌষ, ১৮০০ শক,
৭ই জানুয়ারি, ১৮৭৯ খৃঃ)

সুধাসিন্ধো, মনস্তাপ-অমাবস্তার পর, তুমি সৌভাগ্য-চন্দ্র হইয়া প্রকাশিত হও! পাপী অভাগা যখনই তোমার জন্ম কাতর হয়, তখনই তুমি তাহার কপালে সৌভাগ্য-চন্দ্র হইয়া প্রকাশিত হও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নূতন উৎসব

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, বুধবার, ২৫শে পৌষ, ১৮০০ শক,
৮ই জানুয়ারি, ১৮৭৯ খৃঃ)

নিত্যোৎসাহী হইয়া তুমি আমাদের জন্ম উৎসব-গৃহ রচনা করিতেছ। কাল হারিয়া গেল, কাল তোমাকে বৃদ্ধ করিতে পারিল না। তুমি উদ্যম-পূর্ণ বালকের ন্যায় কত করিতেছ। তুমি আমাদের জন্ম পুরাতন উৎসব আনিতে পার না। উজ্জ্বল নূতন উৎসব রচনা করিতেছ, কত আয়োজন করিতেছ।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভক্তেরা চিরকালই নারী

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ২৬শে পৌষ, ১৮০০ শক ; ৯ই জানুয়ারি, ১৮৭৯ খৃঃ) *

জননী, আমাদিগকে তোমার চরণের দাসী করিয়া, তোমার অন্তঃপুরে রাখ। আমরা কঠোর হইয়া পড়িয়াছি। হৃদয় ঝামা হইয়াছে। ভক্তিফুল ফুটে না, প্রেমনদী হইতে জল আনিতে পারি না। তোমার ভক্তেরা চিরকালই নারী। তোমার কোমল ভাব কঠোরপ্রকৃতি পুরুষের প্রাপ্য নহে। পুরুষেরা দেশ দেশান্তরে যাইয়া, হরিনাম করিতে পারে, কিন্তু তাহারা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারে না। নারী না হইলে সেখানে কেহই যাইতে পারে না। অতএব, মা, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগের প্রকৃতিকে নারীর প্রকৃতির ন্যায় কোমল কর। নারী যেমন লজ্জাশীলা, এবং ভক্তিতে অবনত হইয়া তোমার দিকে তাকায় এবং তোমার পায়ের তলায় পড়িয়া থাকে, আমাদিগকেও সেইরূপ করিয়া রাখ।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

* ১৮০১ শকের ১৩ই বৈশাখের ধর্ম্মতত্ত্বে, ৯৩ পৃঃ, এই প্রার্থনায় "পুরুষের স্ত্রীপ্রকৃতি" শিরোনাম দেওয়া আছে।

বিশ্বাসের উজ্জ্বলতা

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, শনিবার, ৬ই মাঘ, ১৮০০ শক ;
১৮ই জানুয়ারি, ১৮৭৯ খৃঃ)

. তুমি দীনকে রাজা করিয়াছ। অত্যুন্নত বিশ্বাসের উজ্জ্বলতা দান কর যে, তোমাকে এবং তোমার সভাকে আমরা উজ্জ্বলভাবে দর্শন করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নিত্যক্রিয়াশীল

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, রবিবার, ৭ই মাঘ, ১৮০০ শক,
১৯শে জানুয়ারি, ১৮৭৯ খৃঃ)

তুমি নিত্য কার্য্যে প্রবৃত্ত রহিয়াছ, তোমাতে নিষ্ক্রিয়ত্ব কোথায়? এ জন্য আমার অভিলাষ হইয়াছে, তোমায় নিত্য লীলাময় জানিয়া, আমি তোমার সঙ্গে আলাপ করিব।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সেবা ও পূজা

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, সোমবার, ৮ই মাঘ, ১৮০০ শক,
২০শে জানুয়ারি, ১৮৭৯ খৃঃ)

হে মাতঃ, তোমার সন্ততিগণযোগে তোমার প্রতিমা অবলোকন করিয়া, তাঁহাদিগের সদৃশ জীবনে, তাঁহাদিগকে সেবা ও তোমার পূজা করিব।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অপূর্ব্ব সম্মিলন

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ৯ই মাঘ, ১৮০০ শক ;
২১শে জানুয়ারি, ১৮৭৯ খৃঃ) *

সুরাসুর ও দেবমনুষ্যনিচয়ে অপূর্ব্ব সম্মিলন হওয়ায়, যে স্বর্গের অপূর্ব্ব শোভা বাড়িয়াছে, সেই স্বর্গ অবলোকন করিয়া, তদীয় নিবাসিগণের সন্তোষবর্দ্ধনে আমরা সমুৎসুক হইয়াছি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নারী-ভাবে উন্নত

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, বুধবার, ১০ই মাঘ, ১৮০০ শক ,
২২শে জানুয়ারি, ১৮৭৯ খৃঃ)

হৃদয়রূপ অন্তঃপুরে প্রবেশ করতঃ, তোমার কন্যাগণের নির্ম্মল গুণ সমূহে হৃতচিত্ত হইয়া, তাঁহাদিগের ভাবে উন্নত হইব।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

---

* অদ্য প্রাতে কমলকুটীরে নিয়মিত দৈনিক উপাসনার পর, সমবেত বন্ধুমণ্ডলী একত্র সঙ্গীত করিতে করিতে, তথা হইতে বহির্গত হইয়া, নূতন নির্ম্মিত প্রচারকগণের বাসগৃহে উপনীত হইলে, প্রার্থনানন্তর কেশবচন্দ্র গৃহপ্রতিষ্ঠা এবং "মঙ্গলবাড়ী" নামকরণ করেন। (আঃ কেঃ, শতবার্ষিকী সংস্করণ, ১৩৭৫ পৃঃ)

সত্তারূপ জল

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ১১ই মাঘ, ১৮০০ শক, ২৩শে জানুয়ারি, ১৮৭৯ খৃঃ)

তোমার সত্তা-সাগরের জলে অবগাহন করত, শীতল ও নির্ম্মল হইয়া, তোমার মন্দিরে প্রবিষ্ট হইব, এই আমার অভিলাষ।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

স্বর্গরাজ্যের অন্তঃপুর

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, উনপঞ্চাশত্তম মাঘোৎসব, প্রাতঃকাল, রবিবার, ১৪ই মাঘ, ১৮০০শক, ২৬শে জানুয়ারি, ১৮৭৯ খৃঃ)

স্বর্গরাজ্যের অন্তঃপুর, তোমার দ্বার খুলিয়া দাও, হে হরি, হে জননী, তুমি আমাদিগকে তোমার ভিতরে লুকাইয়া রাখ। হে শ্রীহরি, তুমি আমার এই বন্ধুদিগকে নারীর কোমল প্রকৃতি দিয়া তোমার অন্তঃপুরে রাখ। এই উৎসবে এই সার কথা। নারীপ্রকৃতি পাইয়া, যিনি নারীর নারী, প্রধানা নারী জগজ্জননী, তাঁহার অন্তঃপুরে বাস করিয়া, কেবলই সুখে খেলা করিব। ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরো, আমাদিগের এই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রেমের ঋণ

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, উনপঞ্চাশত্তম মাঘোৎসব, সায়ংকাল, রবিবার, ১৪ই মাঘ, ১৮০০ শক, ২৬শে জানুয়ারি, ১৮৭৯ খৃঃ)

ও হরি, ভাল হরি, দয়াল হরি, সুখের হরি, প্রাণের হরি, সুন্দর হরি, আমাদিগের প্রতি তোমার বড় অনুগ্রহ, তুমি আমাদিগকে এত ভালবাস, আমরা কি জানি ? আমরা জানিতাম, কে একজন ঈশ্বর কোথায় গোপনে বসিয়া আছেন, তাঁহাকে দেখা যায় না, কিন্তু, হরি, তুমি করিলে কি ? তুমি এই মলিন পৃথিবীর মধ্যে আসিয়া বাস করিতেছ, শুদ্ধ তাহা নহে, তুমি আমাদের বাড়ীর বাসন মাজিতেছ, গৃহের সামান্য কার্য্য সকল পর্য্যন্ত স্বহস্তে করিতেছ। হরি, এ কি হইল ? বিশ্বের বিধাতা, স্বর্গের দেবতা হইয়া, তুমি পাপীর গৃহে দাসত্ব করিতেছ! হরি, কেন ঋণ বাড়াও ? মরন-কালে কি বলিব ? ঋণের উপর সুদ বাড়িতেছে। একে পয়সা কড়ি কিছু নাই, তার উপরে আবার তোমার এ সকল ঋণ। আমাদের কি হইবে ? অনাথনাথ, তুমি যে রকম প্রেম বিলাইতেছ, ইহাতে দেশ শুদ্ধ লোক তোমার প্রেমে পাগল হইয়া উঠিবে। পাপী তরাইতে তুমি যেমন চতুর, এমন আর কেহ নাই। তুমি আমার যুবক ভাইদের সঙ্গে কথা কও। তুমি আমার ভগ্নীদিগের সঙ্গে কথা কও। ও হরি, এই দেশের কত কৃতবিদ্য লোক যে একবারও তোমার নাম করে না। হে হরি, হে দয়াময়, হে আমার বক্ষের ধন, একবার আমার কাছে এস। ও মা, কেবল আমাকে সুখী করিলে হইবে না, সকলকে তোমার কাছে ডাকিয়া লও, সকলকে সুখী কর। সকলে আজ সুখের দৃশ্য দেখ, হরি আজ কত লোককে কাঁদাইতেছেন, হরির প্রেমে আজ কত লোক মাতিল। হরি, তুমি আমাদিগকে পাগল করিলে। আর

তোমাকে যাইতে দিব না। আবার কি কাল সকালে তোমাকে বলিব, হরি, যাও, যাও। গলায় বস্ত্র দিয়া বলিতেছি, আমাদের গলায় ভক্তিরজ্জু বাঁধিয়া আমাদিগকে টানিতে থাক। যে দিকে তুমি টানিয়া লইবে, সেই দিকে যাইব। যখন তোমার ঘরে পৌছিয়াছি, তখন নিশ্চয়ই সুখী হইব। করুণাসিন্ধো, তোমার প্রেম-লীলার শেষ হয় না। তোমাকে ছাড়িব না। নাথ, তুমি আমাদিগকে অমর করিলে কেন? এই শতাব্দীতে তুমি দুঃখী অবিশ্বাসী নাস্তিক বঙ্গবাসীদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য, এত প্রেম-লীলা করিবে, আমরা জানিতাম না। বলে দাও, পিতঃ, আমরা মরিব না। আজ উৎসব রাত্রে তোমাকে মনের কথা বলিয়া কত আহ্লাদ হইতেছে। যতক্ষণ তোমার সঙ্গে থাকি, ততক্ষণই লাভ। চোর যতক্ষণ তোমার সঙ্গে থাকে, ততক্ষণ তাহার কত রত্ন লাভ হয়। বৎসরের মধ্যে এই এক উৎসব-রাত্রে তোমার সঙ্গে বাস কি সামান্য লাভ? যাঁহারা কৌতূহল চরিতার্থ করিতে আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও, হরি, তুমি বলিতেছ, "তোরা কেন এই মহোৎসব দেখ্‌তে এলি? আয়, প্রাণের সন্তানগুলি, তোদের আজ প্রেমসুধা পান করাইয়া মাতাইব।" পিতঃ, একবার কাছে দাঁড়াও, চিরসুহৃদ, আমার বন্ধু, কাঙ্গালের বন্ধু, আমার নয়নের তারা, আমার গলার হার, আমার হীরকখণ্ড, আমার চিরকালের ধন, আমার আর কেহ নাই, আমার কেবল তুমি আছ, আমি আর কার কাছে কাঁদিব? তোমাকে দেখিয়া আমার মুখ কেমন উজ্জ্বল হইল। ছিলাম আমি অত্যন্ত কদাকার কাল, তোমার জ্যোতিতে সুন্দর হইলাম। পিতঃ, সমক্ষে দাঁড়াও, সকলে মিলে ভক্তির সহিত তোমার শ্রীচরণে পড়ি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

প্রকৃতির মধ্যে মায়ের পূজা

(সাধনকানন, ঊনপঞ্চাশত্তম মাঘোৎসব, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার,
১৬ই মাঘ, ১৮০০ শক, ২৮শে জানুয়ারি, ১৮৭৯ খৃঃ)

হে সুন্দর প্রকৃতিদেশের সুন্দর রাজা, তোমার প্রকৃতির মধ্যে রাখিয়া তুমি আমাদিগকে প্রকৃতিস্থ কর, শুদ্ধ কর। প্রকৃতির তৃণ বিনয়ের দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য পথে পথে পড়িয়া আছে ; কে বা দেখে ? কে বা সেই দৃষ্টান্ত গ্রহণ করে ? মানুষ দৈত্যের মত তৃণ মাড়াইতেছে। জগদীশ্বর বসে আছেন যে প্রকৃতির মধ্যে, দুরন্ত মানুষ সেই প্রকৃতিকে ধরে মারে। এমন বন্ধু তৃণ, ইহাকে কে না অগ্রাহ্য করে ? বদ লোক, দুষ্ট লোক পৃথিবীর, তাহারা প্রকৃতির মর্য্যাদা জানে না, তাহাতেই তাহাদের এত দুর্গতি হয়। পিতঃ, এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন মনটা মলিন হইলে, তৃণের পায়ে পড়ে শুদ্ধ হইতে পারি। তোমার সেই প্রাচীন কত সহস্র বৎসরের সাধনকাননে বসিয়া তোমাকে ডাকিতেছি। যতদিন তোমার প্রকৃতির শুদ্ধতা থাকিবে, ততদিন মানুষের খোসামোদে কাজ নাই, ততদিন তৃণ ভবসাগর পার করিবে। জীবন্ত ঈশ্বরের বাসস্থান প্রকৃতি। দীনবন্ধো, সমস্ত শরীর মনে প্রকৃতির বায়ু লাগাও, সরল বৈরাগী হই। অনেক সাধু বৈরাগী আছেন, এই প্রকৃতির ভিতরে। সমস্ত হিন্দুস্থানে এবং পৃথিবীতে এত যোগী পাওয়া যায় না। কলিকাতা থেকে কয়জন লোক এল, না এল, প্রকৃতি খবর নেন না। যাহাদের মতি আছে, তাহারা আসিবেই। হে শ্রীহরি, কৃপা করিয়া আশীর্ব্বাদ কর, যেন প্রকৃতির পর্ণকুটীরে বসিয়া থাকিয়া, সরল হইয়া, ভক্ত হইয়া কৃতার্থ হই। হে পিতঃ, তোমার সন্তানগণ, তোমার প্রাচীন সাধন-কাননে ভিক্ষা করিতেছে, যেন এমন নির্দ্দোষ, সরল সুন্দর প্রকৃতিকে প্রাণের বন্ধু বলিয়া, সেই

তোমার নির্জ্জন, লুক্কায়িত কাননের মধ্যে যোগ ভক্তি শিখিয়া, পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি।

হে দয়াসিন্ধু ঈশ্বর, স্বপ্রকাশ আর অপ্রকাশ, অত লুকাইয়া রাখ কেন? অত প্রকাশ করিয়া রাখ কেন? যদি হীরার বাক্সের ভিতরে একটী তৃণ রাখিয়া দিতে, সেই তৃণকে পরিত্রাণের উপায় বলিয়া কত মানিতাম; আর যদি এই অশ্বথ ও বট বৃক্ষগুলি সোণা দিয়া মোড়া হত, ইহাদিগকে কত মূল্যবান্ জ্ঞান করিতাম। আর যদি তোমার পাখীগুলো জরির সাটিনের জামা পরিয়া এবং মুক্তার মালা গলায় দিয়া উড়িত এবং তানপুরা হাতে লইয়া গান করিত, তাহা হইলে প্রাণের পাখী বলিয়া পৃথিবীর লোকগুলি তাহাদিগকে ঘরে ঘরে কত আদর করিয়া লইয়া যাইত। রাস্তার তৃণগুলিকে কেহ গ্রাহ্য করে না, যাওয়ার সময় একবার জিজ্ঞাসাও করে না, তুমি কেমন আছ? আমাদিগের গায়ে দিলে সাল, আর যার সাল আছে, তাহাকে সাল দিলে না। আমাদিগকে গানের অধ্যাপক করিলে, কিন্তু যে পাখী কত গান করে, তাহাকে কেহ অধ্যাপক নাম দিল না। চণ্ডালেরা ব্রাহ্মণের আকার ধরে বড জাঁক কর্‌ছে। ব্রাহ্মণ তরু, ব্রাহ্মণ পাখী, কেন না তাহারা ব্রহ্মের হাতের। আমি যে শত অপরাধে অপরাধী, তৃণের এবং পাখীর গৌরব করিলাম না, আমার দ্বারা তোমার উদ্যানের অমর্য্যাদা হইল। সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণহত্যার দোষে দোষী হইয়া, পাতকীর বেশে তোমার দ্বারে দাঁড়াইয়া আছি। ব্রহ্ম বাস করেন যে সকল বস্তুতে, তাহাদের অনাদর করিলাম। তোমার বাগানের পুষ্পগুলি সুন্দরী স্ত্রী, তাঁহারা কেমন করিয়া মার পূজা করিতে হয়, শিখাইয়া দেন। স্বাভাবিক বৈরাগ্য-মন্ত্রে তুমি আমাদিগকে দীক্ষিত কর। আড়ম্বর ছাড়িয়া দি, আর বিকৃত স্থানে দুর্গন্ধে যেন মলিন না হই। বীজ-মন্ত্র তোমার সরল বৈরাগ্য, যাহাতে ইন্দ্রিয়দোষ থাকে না,

বিকার থাকে না। তোমার বাগানের বৃক্ষ, লতা, পুষ্পগুলি যোগী ঋষি হইয়া, আমাদের মন ভুলাইতে আসিয়াছেন। এই শুভ স্থানে, এই শুভ-ক্ষণে যে বেঁচে যাবে যাক্, এই শুভ স্থানে, এই শুভক্ষণে যে মুক্তি পাবে পাক্। মা, জননী, মনোহর বন্ধু, মঙ্গলময় হরি, প্রকৃতিগঙ্গায় আমাদিগকে স্নান করাইয়া, তুমি এই অবাধ্য সংসারপরায়ণদিগকে শুদ্ধ এবং সুখী করিয়া লও। *

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

খাঁটি দেবতা †

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, শুক্রবার ১৯শে মাঘ, ১৮০০ শক,
৩১শে জানুয়ারি, ১৮৭৯ খৃঃ)

নির্ম্মল ঈশ্বর, আশীর্ব্বাদ কর, যেন দিব্য চক্ষে, ঠিক তুমি যেমন সেই প্রাচীনকাল হইতে বসিয়া আছ, সেইরূপেই তোমাকে দেখিতে পাই। আমার কল্পনা তোমার মুখে যে লাল নীল ইত্যাদি বিচিত্র বর্ণ দিয়া তোমাকে সাজাইয়াছে, তোমার পুণ্যজলে সেইগুলি ধৌত করিয়া, তুমি ঠিক খাঁটি সাদা পরিষ্কার প্রকৃত ঈশ্বর হইয়া, আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হও। আমার বিবেককে আমরা বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছি। হে সদগুরো, তুমি দয়া করিয়া আমার বিবেককেও প্রকৃতিস্থ করিয়া লও। কল্পনাপ্রিয়

* এই প্রার্থনার প্রথমাংশ বাদ পড়িয়াছিল। এবার তাহা দেওয়া হইল। ১৮০০ শকের ১৬ই ফাল্গুনের ধর্ম্মতত্ত্বের ৪৭ পৃঃ এবং আচার্য্যের উপদেশ, ৯ম খণ্ড, ১৯১৯ খৃঃ প্রকাশিত প্রথম সংস্করণের ১৮৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

† ১৮০০ শকের ১৬ই চৈত্রের ধর্ম্মতত্ত্বে ৭০ পৃঃ এই প্রার্থনার "অকৃত্রিম ব্রহ্ম" শিরোনামে দেওয়া আছে।

মানুষ আড়াই পয়সা দিয়া, বাজার হইতে কৃত্রিম দেবতা কিনিয়া আনিয়া, তাহার ঘরে রাখিয়া দিয়াছে। কিন্তু সেই মিথ্যা কল্পিত দেবতা কিরূপে তাহাকে পরিত্রাণ দিতে পারে? এই জন্য, হে জীবন্ত ঈশ্বর, তোমার নিকট এই বিনীত এবং ব্যাকুল প্রার্থনা, তুমি দয়া করিয়া, আমাদের নিকট তোমার অকৃত্রিম শুদ্ধ নির্ব্বিকার রূপ প্রকাশ করিয়া, আমাদিগকে শুদ্ধ এবং আনন্দিত কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভক্তের সর্ব্বস্ব ধন

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, শনিবার, ২০শে মাঘ, ১৮০০ শক ,
১লা ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খৃঃ)

দীনবন্ধো, তুমি যে ভক্তের সর্ব্বস্ব ধন, দিন দিন ইহা পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিতেছ। তোমা বিনা ভক্তের আর কিছুই নাই। যেমন এক বীজ হইতে কোটী কোটী বৃক্ষের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ এক তোমা হইতে ভক্তের সকল অভাব মোচন হয়। তোমা হইতে ভক্তের আর স্বতন্ত্র সংসার নাই। ভক্তের সংসার তোমারই সংসার, সেই সংসার স্বর্গরাজ্য, বৈকুণ্ঠধাম। সেই সংসারে সংসারী হওয়া, আর বৈরাগী হওয়া এক। যে সংসার তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন, সেই সংসারকে আমরা ঘৃণা করি। তোমার সংসার পবিত্রতা, প্রেম এবং শান্তির সংসার।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ধর্ম্ম ও নীতির মিলন

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, রবিবার, ২১শে মাঘ, ১৮০০ শক ,
২রা ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খৃঃ)

করুণাসিন্ধু ঈশ্বর, আমাদের ধর্ম্ম এবং নীতিকে তুমি একত্র করিয়া দাও। এই নিত্যোপাসনারূপ মহামন্ত্র দ্বারা আমরা যেমন একটী ভক্ত উপাসকমণ্ডলী হইব, তেমনই যাহাতে আমরা একটী জিতেন্দ্রিয় শুদ্ধচিত্ত নীতিপরায়ণ সাধু শিষ্যমণ্ডলী হইতে পারি, এই আশীর্ব্বাদ কর। এতগুলি রসনা এবং এতগুলি হৃদয়ের প্রেমনদী হইতে যখন হুড় হুড় করিয়া তোমার মধ্যে ভক্তির জল পড়িবে, অথবা সকলের উপাসনা একটী তেজোময় অগ্নি হইয়া তোমাকে স্পর্শ করিবে, তখন আমাদের পাপের অস্থি পর্য্যন্ত চূর্ণ হইয়া যাইবে। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নিবৃত্তির সন্তান

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, সোমবার, ২২শে মাঘ, ১৮০০ শক ,
৩রা ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খৃঃ)

হে ঈশ্বর, আমাদিগকে শুদ্ধ এবং শান্ত করিয়া লও। নিবৃত্তির সন্তান, শান্তির সন্তান, গাম্ভীর্য্যের সন্তান হইয়া, আমরা কেন প্রবৃত্তির চাকায় ঘুরিব? হরিভক্তেরা কি চঞ্চল থাকিতে পারে? আর একটী এই আশীর্ব্বাদ কর, ভাই ভগিনীরা যেন আমাদিগকে প্রলোভনে না ফেলেন। প্রলোভনে ফেলা, আর নরহত্যা করা সমান। তোমার কাছে থাকিলে, কি চিত্তের বিকার থাকিতে পারে? হরি, তোমার নিকটে রাখিয়া, আমাদিগকে পবিত্র শান্তি সম্ভোগ করিতে দাও। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

অদ্ভুত ভক্ত

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ২৩শে মাঘ, ১৮০০ শক ,
৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খৃঃ)

দীনবন্ধো, আমাদিগকে অদ্ভুত ভক্ত করিয়া লও। হরিদাসেরা চির-কালই অদ্ভুত, তাঁহাদের লক্ষণ স্বতন্ত্র, চাল বেয়াড়া। সাধারণ লোকেরা পৃথিবীর প্রলোভনে আকৃষ্ট হয়, কিন্তু তোমার অদ্ভুত ভক্তেরা তোমাকে ছাড়িয়া আর কোন দলভুক্ত হইতে পারেন না। সংসার মন্দ স্ত্রীলোকের স্থায় নানা প্রকার বিলাসসুখ দিবে বলিয়া, সাধারণ লোকদিগকে ডাকিয়া লইয়া যায়, কিন্তু যে অদ্ভুত ভক্তদল তোমাতে প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহারা কিছুতেই ভুলেন না। স্ত্রী কন্যা ভাল সামগ্রী খাওয়াইয়া, তোমার সাধুর মন হরণ করিতে পারে না। তোমার সাধু সন্তানেরা তেজের স্থায়, আলোকের স্থায় চলিয়া যান, পৃথিবীর প্রলোভন তাঁহাদিগকে অসাধু করিতে পারে না।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রার্থনা ভিতরের ব্যাকুলতা

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, বুধবার, ২৪শে মাঘ, ১৮০০ শক ,
৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খৃঃ)

হে ঈশ্বর, প্রার্থনা ভিতরের ব্যাকুলতা। তুমি প্রাণের নাড়ী সকল ধরিয়া যখন টান, তখন যথার্থ প্রার্থনা হয়। কৈ, তোমার কাছে আমরা ত অনেক বৎসর প্রার্থনা করি নাই। প্রাণ ব্যাকুল হইলে, কি তুমি প্রার্থিত বস্তু না দিয়া থাকিতে পার? মাছকে কূলে আনিয়া ফেলিলে

সে যেমন—যতক্ষণ না আবার জলে পড়ে, ছট্‌ফট্‌ করে, আমরা যদি সেই কাতর মৎস্যের ন্যায় কাতর প্রার্থনা করিতে পারি, নিশ্চয়ই আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ হয়। কবে আমরা যথার্থ আদর্শ সন্ন্যাসী, আদর্শ বৈরাগীর ন্যায় সংসার হইতে নির্লিপ্ত হইয়া, তোমার দিকে দৌড়িব? যখন তুমি দেখিবে, বৈরাগী হইবার জন্য আমাদের প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, তখন তুমি এই সার বস্তু বৈরাগ্য আমাদিগকে নিশ্চয়ই দিবে।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

যা বলি, তা যেন করি

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ২৫শে মাঘ, ১৮০০ শক ;
৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খৃঃ)

করুণাসিন্ধু পরমেশ্বর, সত্যবাদী সত্যস্বরূপ ঈশ্বর, তুমি আমাদিগকে মিথ্যা হইতে সত্যেতে লইয়া যাও। যাহা তোমার কাছে বলি, তাহা যেন করি। হে জননী, তোমার সঙ্গে যেন বঞ্চক, শঠ, ধূর্ত্তের ব্যবহার না করি। তুমি মিথ্যাবাদীদিগকে বল, "ধাঙ্গড়, মেথরগণ, সন্ধ্যার আগে আমার ঘর পরিষ্কার কর, মিথ্যার দুর্গন্ধ ঝাঁট দিয়া দূর কর। পুণ্যজলে স্নান করিয়া হরিনাম গলায় দে।" তোমার রাজ্যে যেন মিথ্যাবাদীরা না আসিতে পারে। হরি, তোমার সত্যচরণ এই মিথ্যাবাদীদিগের মস্তকে রাখিয়া, ইহাদিগকে মিথ্যা, অসত্য জঞ্জাল হইতে উদ্ধার কর। আমাদিগকে সরল সত্যপ্রিয় বালকের মত করিয়া লও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অলৌকিক জীবন

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ২৬শে মাঘ, ১৮০০ শক ;
৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ)

হে অলৌকিক ক্রিয়াকারী ঈশ্বর, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে যেমন অলৌকিক বিশ্বাস দিয়াছ, আমাদিগের জীবনকেও অলৌকিক কর। ভবিষ্যদ্বংশেরা যেমন সাদা কাগজের উপর আলো দিয়া আমাদের জলন্ত বিশ্বাসের কথা লিখিবে, আমাদের চরিত্রও যেন অগ্নি দ্বারা লিখিত হয়। চরিত্র যেন কাল দিয়া লিখিত না হয়। আমাদিগকে সরল বিশ্বাসী কর। যাহা বলি, তাহাই যেন করি ; যাহা করিব, তাহাই যেন বলি। যেমন কথায় বলিব, আমরা ঈশ্বরকে দেখি, ঈশ্বরের সঙ্গে কথা কহি, কার্য্যেতেও ঠিক তাহাই করিব। যখন লোকে জিজ্ঞাসা করিবে, তোরা অন্ধকারে ঈশ্বরকে দেখিস্, ঈশ্বরের সঙ্গে কথা কস্, তখনই আমাদের তেজোময় জীবনের ভিতর হইতে জ্যোতি বাহির হইয়া, তাহাদিগের মুখ বন্ধ করিবে।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নির্ম্মল বিবেকের আনন্দ

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, শনিবার, ২৭শে মাঘ, ১৮০০ শক ,
৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খৃঃ)

হে দয়াসিন্ধু ঈশ্বর, আমাদিগের মনে নির্ম্মল সুখস্পৃহা বৃদ্ধি করিয়া দাও। নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে যদি মনে করিতে পারি, আজ সমস্ত দিন কোন পাপ করি নাই, এবং তোমার প্রতি, জগতের প্রতি, পরিবারের

প্রতি এবং নিজের প্রতি যত কর্ত্তব্য, সমুদয় সাধন করিয়াছি, তাহা হইলে কেমন নির্ম্মল বিবেকের আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারিব। হে প্রভো, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিলে যে পুণ্যের আনন্দ হয়, আমাদিগকে সেই আনন্দের জন্য লালায়িত কর। তোমার অনুগত লোকের যে সুখ, সেই সুখে আমাদিগকে সুখী কর। ইন্দ্রিয়সুখে অপবিত্রতা আছে, এবং ধ্যান ও সঙ্গীতের সুখেও গোলযোগ আছে, অতএব শরীর, মন, জ্ঞান, বুদ্ধি, ধন, মান প্রভৃতির সকল প্রকার সুখস্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া, যাহাতে তোমার প্রদত্ত কঠোর ধর্ম্মপ্রদ বৈরাগ্যের পবিত্রতার সুখ এবং তোমার সহবাসের সুখ ভোগ করিতে পারি, এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভক্ত ও দল এক

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, সোমবার, ২৯শে মাঘ, ১৮০০ শক, ১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খৃঃ)

হে দয়াল হরি, তোমার দলেতে থাকিলেই পরিত্রাণ হয়। যে ব্যক্তি তোমার ভক্তের হৃদয়ের বাহিরে থাকে, সে তোমার দলের লোক নহে। তোমার ভক্ত এবং তোমার দল এক। তোমার ভক্ত-পাখীগুলি সমুদয় একত্র হইয়া, প্রত্যেক ভক্তের হৃদয়াকাশে উড়ে এবং গান করে। হে দলের ঈশ্বর, আমরা সকলে যাহাতে প্রত্যেকের ভিতরে এবং প্রতি জন সকলের ভিতরে এক হইয়া থাকিতে পারি, এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

শেষ ঘাট

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ৩০শে মাঘ, ১৮০০ শক ;
১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খৃঃ)

হে ঈশ্বর, তোমার প্রেমসিন্ধুতে যদি এই প্রাণ পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে নবজীবন পাইব। তুমি দেখাইয়া দিলে, তব পদ ভিন্ন আমাদের অন্য গতি নাই, মানুষের উপর নির্ভর করিলে মরিতে হয়। বাহিরে ভয়ানক গরমি ; এবার, হরি, যে তোমার ভিতরে একেবারে না ডুবিবে, সে নানা রোগে মরিবে। যতই শত্রুরা মারিবে, জবাই করিবে, নির্যাতন করিবে, ততই আমরা তোমার ভিতরে লুকাইয়া থাকিব। হরি, তোমার ঘাট শেষ ঘাট, সকলকে এই ঘাটেই আসিতে হইবে।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

হরি-সহবাসই স্বর্গ

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, বুধবার, ১লা ফাল্গুন, ১৮০০ শক ;
১২ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খৃঃ)

প্রেমময়, তুমি চৈতন্যস্বরূপ। ব্রহ্মপূজার সময়, চৈতন্য চৈতন্যের পূজা করে, জড় জড়ের পূজা করে না। যখন আমরা তোমার পূজা আরম্ভ করি, তখন পৃথিবীর একটু স্থানে আমাদের শরীর থাকে, কিন্তু আত্মা আকাশে চলিয়া যায়। যখন মন তোমার কাছে থাকে, তখন পৃথিবীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকে না, তখন নির্মল হরির হাত গায়ে ঠেকে, নির্মল হরির স্পর্শ অনুভব হয়। আর যখনই মন হরি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মাটীতে পড়ে, তখনই কাম ক্রোধ হিংসা ইত্যাদিরূপ ছুঁচো, বৃশ্চিক, সাপ

প্রভৃতি আসিয়া, হরিভ্রষ্ট হরিদাসকে আক্রমণ করে। অতএব, হে ঈশ্বর, তুমি কৃপা করিয়া, আমাদিগকে এই দুর্গন্ধময় সংসার হইতে উত্তোলন করিয়া লইয়া যাও, তোমার চরণে দড়ি বাঁধিয়া আমাদিগকে ঝুলাইয়া রাখ। মাটিতে পা লাগিলেই তোমার সাধকের মৃত্যু হয়। হরিবিয়োগেই হরিদাসের মৃত্যু, হরিসহবাসই হরিদাসের স্বর্গ। হরিদাসের আর অন্ত পাপ পুণ্য নাই। তোমার কৃপায় নিয়মিত উপাসনার সময় ঊর্দ্ধে উঠিয়াছি (যোগ, ভক্তি, কর্ম্ম সাধন করিতে পারি নাই), এই যে ঊর্দ্ধে উঠিয়াছি, ইহার ফল দান কর, আর যেন নীচে না নামিতে হয়। আর যেন সংসারের কীট, সর্প প্রভৃতি বিষয় বাসনা এবং পাপ-দুর্গন্ধ আমাদিগকে কষ্ট না দেয়। চিরকাল আত্মাকে তোমার সঙ্গে রাখিয়া, আমাদিগকে নির্লিপ্ত করিয়া রাখ।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দলের মূলে একতা

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ২রা ফাল্গুন, ১৮০০ শক, ১৩ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খৃঃ)

প্রেমসিন্ধু হরি, তোমার উদ্যানের ফুলগুলি বিচিত্র বর্ণের, কিন্তু সকলেই এক মাটী হইতে উৎপন্ন, সেইরূপ তোমার ভক্তদলও এক উচ্চ ভূমির উপর স্থাপিত, যদিও তাঁহাদের এক এক জনের মধ্যে তোমার এক একটী বিশেষ ভাব প্রস্ফুটিত। তুমি বল বিচিত্রতা, আমি বলি স্বতন্ত্রতা। সেই দল তোমার নহে, যাহার মূলে ঐক্য নাই। আমরা সকলে একজন। যে বলে, আমরা দুইজন, কি চার পাঁচজন প্রচারক, তাহার গলা কাটিয়া ফেল। আমরা সকলে এক হইবই হইব। একটী চক্ষু তোমাকে দেখিবে, একখানি কর্ণ তোমার কথা শুনিবে, একখানি হস্ত তোমাকে স্পর্শ করিবে।

তোমার একটী সজীব নিঃশ্বাস-বায়ু সকলের প্রাণের মধ্য দিয়া শোঁ শোঁ করিয়া বহিবে। প্রমত্ত সিংহের ন্যায় সিংহরব করিয়া, ছাদের উপর হইতে তোমার সত্যগুলি প্রচার করিয়া, জগতের কল্যাণ করিব। যে প্রকাণ্ড নদী ভারতকে উদ্ধার করিবে, এই কয়েকখানি পাথর হইতে সেই নদীর উৎপত্তি হইতেছে। পৃথিবীর কীট হইয়া আমরা ভক্তির কথা বলিব, ছোট শিশু হইয়া জ্ঞানের কথা বলিব। যে দিন তুমি আমাদিগকে স্পর্শ করিয়া বলিলে, তোমাদের মধ্য দিয়া আমি পৃথিবীর পরিত্রাণ করিব, সেই দিন হইতেই চণ্ডালত্ব ছাড়িয়া, আমরা তোমার তেজস্বী মহৎ ব্রাহ্মণ হইয়াছি। পিতঃ, আশীর্ব্বাদ কর, আমরা সকলে যেন একখানি হইয়া, তোমার হাতের একটী যন্ত্র হইয়া থাকি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বাহিরে সংসারী, ভিতরে বৈরাগী

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ৩রা ফাল্গুন, ১৮০০ শক, ১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খৃঃ)

হে করুণাসিন্ধু বিধাতঃ, পৃথিবীতে নানা জাতির মধ্যে, নানা যুগে, যোগ, ধ্যান, ভক্তি, সেবা, বৈরাগ্য প্রভৃতি শিক্ষা দিবার জন্য, অনেক লোক এবং অনেক দল প্রেরণ করিয়াছ, এ সকল করিয়া কি তুমি সন্তুষ্ট হও নাই? এখন আবার কি অভিপ্রায়ে এই ব্রাহ্মদল প্রেরণ করিলে? আমরা কোন্ যাত্রা করিব? আমরা প্রতিজনে কি সাজ সাজিব? ভারতকে উদ্ধার করিবার জন্য, তুমি যে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছ, আমাদিগকে ভালরূপে তাহা অভিনয় করিতে দাও। বাহিরে ঘোর সংসারী, ভিতরে ভয়ানক জটাধারী বৈরাগী, এবার এরূপ সং সাজিতে হইবে। মন যোগী

ভক্ত হইবে, হস্ত কর্ম্মী হইবে। প্রাণ-নিগ্রহ, মনঃ-সংযম এবং দেহ-নির্যাতন করিয়া, ভারতকে বুকে রাখিয়া, ভালরূপে তোমার অভিপ্রায় সাধন করিয়া, আমাদিগকে মরিতে শিক্ষা দাও। তোমার যাত্রা যাহাতে ভাল হয়, সেই বিষয়ে যাহাতে আমাদের সকল শক্তি নিয়োজিত হয়, এমন আশীর্ব্বাদ কর। কল চলে, ইহাতে কলের গৌরব নহে, যিনি কল চালান, তাঁহারই কৌশলের প্রশংসা, তাঁহারই গৌরব। সেইরূপ আমরা ভাল যাত্রা করিব, ইহাতে আমাদের গৌরব নাই। হরি, তুমিই একমাত্র সার, সমস্ত গৌরব তোমারই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রলোভন হও *

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, শনিবার, ৪ঠা ফাল্গুন ১৮০০ শক,
১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খৃঃ)

হে ঈশ্বর, যাহার গায়ে পৃথিবীর ময়লা লাগে, সে তোমার সন্ন্যাসী নহে। তোমার সন্ন্যাসী নির্লিপ্ত, তাঁহার নিকট অন্য প্রলোভন নাই। তুমিই তাঁহার একমাত্র প্রলোভন, কিন্তু আমাদের পক্ষে তুমি এখনও প্রলোভন হও নাই। তোমাকে অনেক রকম চক্ষে দেখিলাম; কিন্তু আমাদের চক্ষে তোমার সেই রং ফলিল না, যাহাতে একেবারে আমরা মজিয়া যাইতে পারি। তোমাকে পিতা, রাজা, পরিত্রাতা প্রভৃতি বন্ধু জানিয়া, পুত্রের চক্ষে প্রজার চক্ষে, আশ্রিত বৈরাগীর চক্ষে, ভৃত্যের চক্ষে, বন্ধুর চক্ষে তোমাকে দেখিলাম, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তোমাকে প্রলোভন

* ১৮০১ শকের ১৬ই বৈশাখের ধর্ম্মতত্ত্বে, ৯৩ পৃঃ, এই প্রার্থনায় "ব্রহ্মধন" শিরোনাম দেওয়া আছে।

করিতে পারিলাম না। তোমা ছাড়া অন্য প্রলোভন থাকিলে যে তোমার প্রচারকেরা মারা যাইবে। এক দিকে যেমন গাঁ গাঁ করিয়া তোমার বিধানের স্রোত চলিয়া যাইতেছে, অন্য দিকে আবার ইন্দ্রিয়সুখ, মান সম্ভ্রম, সুখস্পৃহা প্রভৃতি ইঁহাদিগকে বধ করিতে আসিতেছে; তুমি সেই ভয়ঙ্কর কালমূর্ত্তি ধরিয়া, সংগ্রামস্থলে আসিয়া, এ সকল শত্রুদিগকে সংহার কর। এই পৃথিবীতে তুমি একমাত্র প্রলোভন হও। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, জামাই, ধন, সম্পদ কিছুই নহে; তোমাকে এক দিকে, আর এ সকল অন্য দিকে রাখিলে, তুমিই ভারী হইয়া পড। হরি, তোমাকে লইয়াই যাহাতে আমরা পূর্ণ সুখ, পূর্ণ আরাম লাভ করিতে পারি, এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

খাঁটি ধর্ম্ম

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, রবিবার, ৫ই ফাল্গুন, ১৮০০ শক;
১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খৃঃ)

হে ঈশ্বর, সত্য বলিয়া যখনই তোমাকে ডাকিব, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড কম্পিত হইবে এবং তোমার সঙ্গে আমার এমন গূঢ় যোগ হইবে, যে হু হু করিয়া তোমার স্বর্গ হইতে আমার আত্মাতে বল, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, শান্তি প্রবাহিত হইবে। আমাদের মধ্যে কিছুই কৃত্রিম অখাঁটি থাকিতে দিও না। খাঁটি ব্যাকুলতা, খাঁটি বিনয়, খাঁটি বিশ্বাস, খাঁটি প্রেম ভক্তি, খাঁটি বৈরাগ্য দাও। দাড়ী রাখিলে, অথবা গেরুয়া পরিলেই বৈরাগ্য হয় না। খাঁটি ভাবে তোমাকে দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ করিতে শিক্ষা দাও। নিমেষের মধ্যে তোমাকে দেখিব, নিমিষের মধ্যে তোমার অনুজ্ঞা শুনিব। খাঁটি ধর্ম্ম দাও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

খাঁটি প্রচারক

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, সোমবার, ৬ই ফাল্গুন, ১৮০০ শক;
১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খৃঃ)

হে ঈশ্বর, তুমি আমাদিগকে সত্য প্রচারক করিয়া লও। আর যেন মিথ্যা স্বপ্ন দেখিতে না হয়। লোভী—জগৎকে বৈরাগ্য শিক্ষা দিতে যাইতেছে, স্বার্থপর—জগৎকে প্রেম শিক্ষা দিতে যাইতেছে, এ সকল মিথ্যা ব্যবহার যেন আর দেখিতে না হয়। কতকগুলি ঝগড়াটে লোক প্রচারক নাম লইয়া যেন পৃথিবীতে শান্তি বিস্তার করিতে না যায়। তুমি প্রচার বন্ধ করিয়া দিয়াছিলে, এবার তোমার এক দল খাঁটি প্রচারক প্রস্তুত করিয়া, জগতে তোমার খাঁটি ধর্ম্ম প্রচার কর। এখন আমাদিগকে যদি জিজ্ঞাসা কর, তোমাদিগের মধ্যে কি কেহ সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী এবং যথার্থ প্রেমিক, অর্থাৎ জগতের কল্যাণের জন্য সর্ব্বদা যাহার প্রাণ কাঁদে, এমন লোক আছে? আমরাই বলিব, না। যে কীর্ত্তন করিয়া নিজে মাতে না, সে কিরূপে অন্যের নিকটে কীর্ত্তন করিতে যাইবে? যে নিজে পবিত্র নহে, সে কিরূপে অন্যকে পবিত্রতা শিক্ষা দিবে? অতএব, হে ঈশ্বর, তুমি আমাদিগকে খাঁটি করিয়া লও; মনে বড় সাধ হইয়াছে, এবার সত্য সাধন করিব।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

নির্লিপ্ত ও খাঁটি

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ৭ই ফাল্গুন, ১৮০০ শক ;
১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খৃঃ)

অপার প্রেমের সিন্ধো, তোমার সাধক সংসারে থাকিলেও অসাধু হন না। ভয়ানক বিষয়-প্রলোভনের মধ্যেও তাঁহার চিত্ত শুদ্ধ থাকে। বাহির হইতে সুখ সম্পদ আসিলে তাহাতে পাপ হয় না ; কিন্তু ভিতর হইতে যে সুখের বাসনা আসে, তাহাতেই পাপ হয়। পোলাও খাইলে পাপ হয় না, কিন্তু ভাল খাইতে ইচ্ছা করাই পাপ। হে ঈশ্বর, তুমি বিষয় ও ধর্ম্মের ভিন্নতা চূর্ণ করিয়া দাও। নতুবা ব্রাহ্মসমাজের ভয়ানক অমঙ্গল হইবে। এই যে চাকরী ছাড়িয়া—প্রচারক আচার্য্য হইলেই পরিত্রাণ হইবে মনে করা, এই অভিমান দূর করিয়া দাও। আমরা দেখিতেছি, যে সমস্ত দিন চাকরী করিয়া আসিল, সন্ধ্যার সময় তাহাকে তোমার ঘরের ভিতর ডাকিয়া লইয়া আমোদ করিতে লাগিলে, আর যে আচার্য্য প্রচারক বলিয়া বিষয়-কর্ম্ম করে না, তাহাকে দেউড়ীতে রাখিয়া দিলে। বিষয়ের মধ্যেও তুমি আমা-দিগকে নির্লিপ্ত এবং খাঁটি করিয়া লও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ব্রহ্ম আর জীব এক

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, বুধবার, ৮ই ফাল্গুন, ১৮০০ শক ,
১৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খৃঃ)

প্রেমসিন্ধো, তুমি আর জীব এক। জীবের শরীর মনের সঙ্গে তুমি গাঁথা রহিয়াছ, জীবের দেহ মন হইতে তোমাকে তাড়াইয়া দেওয়া যায়

না। তুমি তাহার ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়াছ। বিশ্বম্ভর, তোমার গুরুভারে হৃদয় মন প্রপীড়িত, তুমি দেহ মন দখল করিয়াছ। বিশ্বপতি, এখন তোমায় দেহপতি, হৃদয়পতি বলিব। প্রকাণ্ড মত চালাইলে। তুমি এক দিকে, জীব এক দিকে, ব্রহ্ম এক দিকে, ব্রহ্মভক্ত এক দিকে, হরি এক দিকে, হরিদাস এক দিকে। বস্তু একই, এই মত হইতে এক প্রকাণ্ড ব্যাপার বাহির হইল। যখন তুমি দেহ মন অধিকার করিলে, তখন আমার শরীর, মন, আমার স্ত্রী পুত্র সমুদয় ঠাকুরঘর হইল। ঠাকুরঘরে আর পাপ করিব কিরূপে? পাপ করিতে উদ্যত হইলেই, তুমি চেঁচিয়ে মেচিয়ে উঠিবে। তোমার ঘরে তুমি পাপ করিতে দিবে কেন? শুদ্ধমপাপবিদ্ধং, তুমি ঘরে আসিলে, আর অবিশ্বাসী, কৃতঘ্ন, অপ্রেমিক ও অপবিত্র হইতে পারিব না।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শরীর দেবমন্দির

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ৯ই ফাল্গুন, ১৮০০ শক, ২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খৃঃ)

হে দয়াময় ঈশ্বর, শরীর তোমার বাসগৃহ। শরীরের রক্তে তোমার তেজ দৌড়িতেছে। শরীরকে তুচ্ছ করিলে, তোমাকে তাড়াইয়া দেওয়া হয়। আমি যে বলি, এইটী আমার শরীর, ইহা সত্য নহে; আসলে ইহা তোমার শরীর। কোন বিশেষ কারণে তুমি এই শরীরের মধ্যে, এই কাল জীবের সঙ্গে বাস করিতেছ। তুমি নিরাকার হইয়াও, এই সাকার শরীরে অবস্থান করিতেছ। তুমি আমার হাড়ে, রক্তে ও মাংসে আছ; আমি বলি কৈ তুমি? তুমি ভিতর হইতে বল, এই আমি, আমি

যে তোর ভিতরে, আমাকে বাহিরে মনে করিস্ কেন ? যোগী, ব্রহ্মচারী, তেজস্বীর তেজোময় শরীরকে নিয়মিত আহার দিতে হইবে, এবং কাম, ক্রোধ, লোভ এই তিনটী দস্যুর আক্রমণ হইতে মুক্ত রাখিতে হইবে। দেহপতি, শরীর তোমাকে উৎসর্গ করিয়া শুদ্ধ হই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অধীনতাই পরিত্রাণ

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ১০ই ফাল্গুন, ১৮০০ শক ;
২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খৃঃ)

প্রেমসিন্ধু, পতিতপাবন প্রভো, আমাদিগকে তোমার বন্দী, অধীন দাস করিয়া লও। স্বাধীনতা, স্বেচ্ছাচারিতাই আমাদের সর্ব্বনাশ করিল। তুমিই আমাদের একমাত্র গতি, এবং একমাত্র পথ ; কিন্তু এই যে স্বেচ্ছাচারী হইয়া আমরা মনে করি, আমাদের দুই পথ আছে,—চাই আমরা সত্য বলিতে পারি, চাই আমরা মিথ্যাও বলিতে পারি,—চাই আমরা লোককে ভালবাসিতে পারি, চাই আমরা লোকের প্রতি মন্দ ব্যবহারও করিতে পারি। ইহাতে আমাদের মৃত্যু হয়। তুমি আমাদের এই বিকৃত স্বাধীনতা, এই মন্দ করিবার ক্ষমতা হরণ করিয়া লও। তোমার অধীনতাই পরিত্রাণ। তোমার অধীন হইয়া আমরা বলিব, আমরা আর পাপ করিতে পারি না, অভক্তি করিতে পারি না, প্রভু আমাদের সেই ক্ষমতা হরণ করিয়াছেন, আমরা আর নড়িতে পারি না, লৌহশৃঙ্খলে প্রভুর পায়ে বাঁধা পড়িয়াছি। অধীন দাসের সুখ শান্তি কত, স্বেচ্ছাচারী পৃথিবী তাহা জানে না।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অবিশ্বাসের আবরণ

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, শনিবার, ১১ই ফাল্গুন, ১৮০০ শক ;
২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খৃঃ)

প্রেমসিন্ধু পিতঃ, আমাদিগকে পরস্পরের নিকট করিয়া দিতেছ। সকল প্রকার ব্যবধান দূর করিয়া দিতেছ। এক স্থানে সকলের গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিলে ; তোমার এই ইচ্ছা যে, সকলে একত্র হইয়া, তোমার পবিত্র নাম করিয়া, পরিত্রাণ পাইবে। নাথ, তোমার এ সকল কার্য্যের মধ্যে, তোমার বিশ্বাসী তোমার মঙ্গল হস্ত দেখিয়া, কত সুখী হন, কিন্তু আমাদের চক্ষে অবিশ্বাসের ঠুলি রহিয়াছে, তাই তোমাকে ইহার মধ্যে দেখিতে পাই না। তুমি কৃপা করিয়া, আমাদিগকে পূর্ণ বিশ্বাসী কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

সর্ব্বনেশে আমি

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, রবিবার, ১২ই ফাল্গুন, ১৮০০ শক,
২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খৃঃ)

প্রেমময়, এই সর্ব্বনেশে আমিকে তুমি তাড়াইয়া দাও। তোমার জড় সূর্য্য, জড় মেঘ, যেমন বুদ্ধিহীন যন্ত্র হইয়া তোমার কার্য্য করে, আমাদিগকে তেমনি তোমার অধীন হইয়া, তোমার কার্য্য করিতে শিক্ষা দাও। তোমার কার্য্য করিতে গেলে লোকে যে ভুল করে, সে তোমার ভুল নহে। লোকে কি বলে, ঐ মেঘখানি অসময়ে বারি বর্ষণ করিল? মেঘের বুদ্ধি নাই। যে রৌদ্র চায় না, সূর্য্য তাহার উপরেও প্রচণ্ড কিরণ বিস্তার করে, তথাপি সূর্য্যকে নির্ব্বোধ বলিয়া কেহ গালাগালি দেয় না। সেইরূপ আমাদিগকে

তোমার যন্ত্র করিয়া লও। তোমার পক্ষ তুমি সমর্থন করিবে। পাণ্ডব-সখা, তুমি ব্রাহ্মসখা হইয়া, এই মহারণক্ষেত্রে প্রকাশিত হও। অর্জ্জুনকে তুমি পরাস্ত হইতে দিবে না। তোমাকে দেখাইয়া দিলে, আমরা তোমার পায়ের তলায় লুকাইয়া থাকিব; সেখান থেকে শুনিব, তুমি কেমন হুঙ্কার করিয়া নির্ব্বোধ লোকগুলিকেও তোমার ভাব বুঝাইয়া দিতেছ।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

সর্ব্বস্ব-সমর্পণ

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, সোমবার, ১৩ই ফাল্গুন, ১৮০০ শক,
২৪শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খৃঃ)

মঙ্গলময় বিধাতঃ, ইচ্ছা এবং ভাবনা করিবার ভার তোমারই, আমরা কেন ইচ্ছা এবং ভাবনা করিয়া পাপে ডুবিয়া মরিব? সর্ব্বস্ব তোমাকে সমর্পণ করিয়া, আমরা নিশ্চিন্ত বৈরাগী হইব। আমাদিগকে লোকে বরং প্রবঞ্চক বলুক, কিন্তু কেহ যেন আমাদিগকে চিন্তাযুক্ত এবং বুদ্ধিমান না বলে। বুদ্ধিমান দশ মাস ভাবনার পর ক্রিয়া-সন্তান প্রসব করিয়া, আবার ভাবে, সেই ক্রিয়া হইতে কল্যাণ কি অকল্যাণ হইবে, কিন্তু তোমার ভক্ত আকাশের পাখীর ন্যায় নিশ্চিন্ত এবং প্রফুল্ল বৈরাগী, তাহার কোন ভয় ভাবনা নাই। তিনি তোমার হস্তের ইচ্ছাধীন যন্ত্রের ন্যায় তোমার ক্রিয়া করেন, এবং জানেন যে, তাহা হইতে নিশ্চয়ই তুমি কল্যাণ করিবে। তিনি জানেন যে, মঙ্গলময় যদি আমাদের কল্যাণ না করেন, তবে তিনি আসিয়াছেন কি জন্য?

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

চিদাকাশে স্থিতি

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ১৪ই ফাল্গুন, ১৮০০ শক,
২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খৃঃ)

হে মঙ্গলময় বিধাতঃ, তুমি পরম চৈতন্য, তুমি চিদাকাশ। তোমার যোগীরা আকাশে থাকেন, আকাশ ভক্ষণ করেন, জড় হইতে তাঁহারা নির্লিপ্ত। চৈতন্যের সন্তান আমরা ছোট চৈতন্য, চৈতন্যকে জড় দিয়া, ইন্দ্রিয়সুখস্বরূপ বিষ খাওয়াইয়া বধ করিয়াছি। নির্মুক্ত, নির্ব্বিকার, অনন্ত আকাশ তুমি। তুমি আমাদের বাসস্থান, সুখধাম। তুমি আমাদের রস, তুমি আমাদের টাঁকশাল, তুমি আমাদের রত্নের খনি, রসের আকাশ, সুখের আকাশ, পুণ্যের আকাশ, প্রেমের আকাশ, জ্ঞানের আকাশ, চিদাকাশ তুমি। আকাশে অসংখ্য গোলাপ ফুটিল। গোলাপজল হইল, গোলাপজলের নদী আকাশে বহিল, ভক্তেরা সেই নদীতে স্নান করিলেন। আমরা যেন বাসনা-বিহীন নির্লিপ্ত বৈরাগী হইয়া, এই আকাশে থাকিতে পারি, হে পিতঃ, তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শুদ্ধতা

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, বুধবার, ১৫ই ফাল্গুন, ১৮০০ শক,
২৬শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খৃঃ)

হে ঈশ্বর, আমাদিগকে শুদ্ধ কর, শরীরের প্রচ্ছন্ন তেজ প্রকাশ করিয়া দাও, শরীর স্পর্শ করিয়া যেন স্বর্গারোহণ করি। লোকের সুখ্যাতি অখ্যাতির প্রতি যেন আমাদের দৃষ্টি না থাকে; কিন্তু তুমি

আমাদিগকে শুদ্ধ এবং নির্দ্দোষী বলিয়া স্বীকার করিতেছ কি না, সেই দিকে যেন আমাদের দৃষ্টি স্থির থাকে। বিবেকের কথা শুনিয়া, যেন আমরা দিন দিন শুদ্ধতা সম্ভোগ করি। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

গম্ভীর সত্তা

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ১৬ই ফাল্গুন, ১৮০০ শক, ২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খৃঃ)

হে পিতঃ, হে দয়াময়, তুমি আমাদের নিকটে আরও সত্য হও। পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, তোমার গুরুত্বে আমার অহঙ্কার চূর্ণ হউক। 'আমি' লীন হইয়া যাউক। অন্ধকার মধ্যে যেমন বালক ভয়ে কাঁদিয়া উঠে, তেমনি তোমার গম্ভীর সত্তা দেখিয়া যেন চীৎকার করিয়া উঠি, যেন শরীর রোমাঞ্চিত হয়। বরং অঙ্গুলি দ্বারা হিমালয় ঠেলিয়া ফেলা যায়, কিন্তু সমস্ত বুক দিয়া ঠেলিলেও তোমার সত্তা স্থানান্তরিত করা যায় না। তুমি আসল সত্য, তুমি কুমারটুলীর পুতুল নহ, তুমি কল্পনা নহ। তুমি অগ্নিস্তম্ভ, তুমি সত্য হইয়া আমাদিগকে আচ্ছাদন কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আদেশ-পালন

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ১৭ই ফাল্গুন, ১৮০০ শক ; ২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খৃঃ)

প্রভো, আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে দাও যে, আমরা তোমার কার্য্য করিতেছি, তুমি বিবেক এবং ধর্ম্মবুদ্ধির ভিতর দিয়া, আমাদিগকে তোমার

আদেশ পালন করিতে উৎসাহ দাও। নিজের, কিম্বা নিজের পরিবারের, অথবা (আমাদের বিবেচনায়) সমাজের শ্রীবৃদ্ধির জন্যও, যেন আমরা কোন হিতকর কার্য্যও না করি; কিন্তু তোমার আদেশ পালন করিয়া, যেন তোমার নিকট প্রসন্নতা লাভ করি, এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

বালকের ন্যায় নির্ভর

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, রবিবার, ১৯শে ফাল্গুন, ১৮০০ শক, ২রা মার্চ্চ, ১৮৭৯ খৃঃ)

পিতঃ, তুমি আমাদিগকে বিকারহীন নির্দ্দোষ, বোধহীন বালকের ন্যায় করিয়া লও। বালক হইয়া ভবলীলা আরম্ভ করিয়াছি, বালক হইয়া ভবলীলা সাঙ্গ করিব। বালককে ভবস্কুলে পাঠাইয়াছ, বালকতা শিখাইবার জন্য, বালকত্ব-বিনাশের জন্য নহে। বালকের ন্যায় নিজের বুদ্ধির অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া, তোমার উপরে পূর্ণ বিশ্বাস এবং নির্ভর স্থাপন করিতে শিক্ষা দাও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভিতরের মানুষ

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, সোমবার, ২৭শে ফাল্গুন, ১৮০০ শক, ১০ই মার্চ্চ, ১৮৭৯ খৃঃ)

পিতঃ, এই বিষয়ী শরীরের মধ্যে সন্ন্যাসীর আত্মাকে প্রবিষ্ট কর। ভিতরের মানুষকে পবিত্র বৈরাগী, নির্লিপ্ত সন্ন্যাসী করিয়া লও। কথার

জ্যেঠামি আর ভাল লাগে না, নিজের মুখের দুর্গন্ধে, নিজের ঘৃণা হয়। এখন খাঁটি নির্লিপ্ত নির্ব্বিকার বৈরাগী করিয়া লও। তোমার ভিতরের মানুষটীকে যেন বাহিরের টাকা এবং লোক জন কলঙ্কিত করিতে না পারে। তুমি ভিতরের লোককে ভাল করিতে চাও। ঐ লোকটী যেন চিরবৈরাগী এবং তোমার দীন ভৃত্য হইয়া থাকে, এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

মহতের সন্তান

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ২৮শে ফাল্গুন, ১৮০০ শক, ১১ই মার্চ্চ, ১৮৭৯ খৃঃ)

প্রেমময় পিতঃ, তোমার সন্তান হইয়া, আর কত দিন এরূপ নীচ হইয়া থাকিব? মহাদেব, পরম ধার্ম্মিকের সন্তান হইয়া, কেন আমরা নীচভাবে থাকিব? আমাদের শরীর মন তোমার দ্বারা সৃষ্ট, এ সকলের মধ্যে যেন তোমার পবিত্র অগ্নি উজ্জ্বলরূপে দীপ্তি প্রকাশ করে। তোমাকে বিশ্বাস করিয়া, তোমাকে স্মরণ করিয়া, কত বড়, কেমন মহতের সন্তান আমরা, ইহা স্মরণ করিয়া, যেন আমরা নিত্য দেব-প্রকৃতির মধ্যে বাস করি, এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

কার্য্যে উৎসাহ

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, বুধবার, ২৯শে ফাল্গুন, ১৮০০ শক ;
১২ই মার্চ্চ, ১৮৭৯ খৃঃ)

হে ঈশ্বর, তুমি কৃপা করিয়া ভগ্নাবস্থা হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছ ; কিন্তু এখন পর্য্যন্ত আমরা উপযুক্ত আশা এবং উৎসাহের সহিত তোমার মঙ্গল কার্য্য সম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হই নাই। চারিদিকে ভয়ানক নাস্তিকতা এবং স্বেচ্ছাচারের বান ডাকিয়া আসিতেছে, এই সময়ে, জগদীশ, যদি তোমার দল বীরের ন্যায় উৎসাহী হইয়া তোমার কার্য্য না করে, তাহা হইলে যে এই দেশ মারা যাইবে। তোমার সত্যধর্ম্ম এবং তোমার প্রতিষ্ঠিত নরনারীর নির্ম্মল সম্পর্ক প্রচার করিয়া, যাহাতে এই সময় আমরা তোমার কার্য্য করিতে পারি, এই আশীর্ব্বাদ কর। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অক্ষয় কবচ

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ৩০শে ফাল্গুন, ১৮০০ শক,
১৩ই মার্চ্চ, ১৮৭৯ খৃঃ)

হে দুর্ব্বলের বল, দীনকাণ্ডারী, ভক্তবৎসল হরি, তুমি আমাদিগকে বিশ্বাসী এবং কৃতজ্ঞ কর। তোমার আশ্রিতজন মরিলেও মরে না, তুমি এই আশার কথা বলিতেছ। বিষ খাওয়াইয়াও তুমি অমৃত খাওয়াও। তোমার আশ্রিতজনের নিকট পাপ, বিপদ, মৃত্যু আসে, কিন্তু তুমি যাহাকে ছোঁও, পাপ মৃত্যু তাহাকে ছুঁইতে পারে না। তোমার অক্ষয় কবচে যে আবৃত, সে মরিয়াও মরে না। হে ঈশ্বর, তুমি আমাদিগকে বিশ্বাসী এবং কৃতজ্ঞ কর। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

হরির প্রসন্নতা

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ১লা চৈত্র, ১৮০০ শক ;
১৪ই মার্চ্চ, ১৮৭৯ খৃঃ)

হে দীনবৎসল হে আশুতোষ, তুমি আমাদিগকে কি বলিয়ে বলিবে মনে করিতেছ ; কিন্তু বলিতে পারিতেছ না। তুমি হাতের ভিতরে স্বর্গ হইতে কি লইয়া আসিয়াছ , কিন্তু দিতে পারিতেছ না। আমাদিগের অবকাশ পাইতেছ না। তোমার প্রসন্ন মুখ দেখিবার জন্য আমরা কিছুই করি না। আমাদের কার্য্যে তুমি সন্তুষ্ট নহ, তোমাকে খুসী করিবার জন্য আমরা যত্ন করি না। কিন্তু, হরি, তুমি যাহার প্রতি নারাজ, তাহার যে সর্ব্বনাশ হইল। হরি, তুমি যাহার পানে তাকাইয়া হাস, তাহারই যে স্বর্গ , সমস্ত পৃথিবী যদি তাহার বিরোধী হয়, তথাপি তাহার লাভ। হরি, যে তোমাকে খুসী রাখে, সেই সুখী। আর তোমাকে খুসী না রাখিয়া, যে উপাসনা, স্তব, স্তুতি, ধ্যান এবং অনেক কার্য্য, সে সকলই বৃথা। অতএব যাহাতে তুমি খুসী হও, তোমাকে সেই পূজা, সেই সেবা দিতে শিক্ষা দাও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

জগতের দুঃখে উদাসীন

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, শনিবার, ২রা চৈত্র, ১৮০০ শক ,
১৫ই মার্চ্চ, ১৮৭৯ খৃঃ)

প্রেমসিন্ধো, তোমার সাধকের প্রাণের ভিতরে তুমি শান্তিসুধা লুকাইয়া রাখিয়াছ। যে নিজের বুক চিরিয়া সেই সুধা খাইতে পারে, সেই ধন্য।

সেই সুধারসে মগ্ন হইয়া কবে আমরা শুদ্ধ এবং সুখী হইব, এবং দুঃখী জগৎকেও সেই সুধা পান করাইয়া শীতল করিব। চারিদিকে ভয়ানক হাহাকার উঠিয়াছে। বুড়ো বুড়ীগুলো ধর্ম্মহারা হইয়া কাঁদিতেছে, যুবক যুবতীরা ভয়ানক জঘন্য কার্য্য সকল করিতেছে, বালকগুলি নাস্তিক হইতেছে, সমস্ত পৃথিবীর বুক ধর্ম্মতৃষ্ণায় ফাটিয়া যাইতেছে; আর তোমার এই লোকগুলি—যাহাদিগকে তুমি বিশ বৎসর খাওয়াইলে, পরাইলে—বুকে কাল পাথর বাঁধিয়া বসিয়া আছে। চারিদিকে রক্তারক্তি হইতেছে, বাবুদের চক্ষে এক ফোঁটা জলও পড়ে না। হে ঈশ্বর, হে ত্রিভুবননাথ, ভুবনেশ্বর, তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে তোমার পবিত্র প্রেমসিন্ধু মধ্যে মগ্ন করিয়া রাখ। তোমার সুধারস পান করিয়া, আমরা পবিত্র এবং সুখী হই, এবং তোমার আশীর্ব্বাদে, ভালরূপে তোমার সন্তানদিগকে সুখী করিবার জন্য, তোমার ধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রস্তুত হই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

স্বার্থপর প্রচারক

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, রবিবার, ৩রা চৈত্র, ১৮০০ শক,

১৬ই মার্চ্চ, ১৮৭৯ খৃঃ)

প্রেমসিন্ধু পিতঃ, এই স্বার্থপর প্রচারকদিগকে তুমি দয়া করিয়া নিঃস্বার্থ করিয়া লও। তোমার সন্তানেরা অনাহারে, পিপাসায় মরিতেছে। ইঁহা-দিগকে তোমার নামসুধা বহন করিয়া, তাহাদিগের নিকট লইয়া যাইতে সুমতি দাও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

নববৃন্দাবন

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, সোমবার, ৪ঠা চৈত্র, ১৮০০ শক ;
১৭ই মার্চ্চ, ১৮৭৯ খৃঃ)

পিতঃ, প্রেমময়, তুমি কৃপা করিয়া, আমাদিগকে অতীন্দ্রিয় ভিতরের সত্যরাজ্যে লইয়া যাও। সেখানে সকলই সত্য, মিথ্যা পাপ প্রলোভন কিছুই নাই। সেখানে প্রভু চৈতন্যদেবের ভক্তিঘাট, এবং মহর্ষি ঈশার গৃহ রহিয়াছে, এবং তোমার নিকটে কত কোটী কোটী যোগী ঋষি বসিয়া আছেন। সেখানে ধ্রুবলোক, প্রহ্লাদলোক এবং সাধকদিগের নিকেতন রহিয়াছে। আমাদিগকে তুমি সেখানে লইয়া গিয়া, তোমার অকূল ধ্যান-সাগরে নিক্ষেপ কর। চিরকালের জন্য তোমাতে ডুবিয়া থাকি। ইহ-লোকের সকল স্বপ্ন ভুলিয়া, যাহাতে তোমার সাধু ভক্তদিগের সঙ্গে পারলৌকিক আনন্দ ও উল্লাসভোগে চিরমত্ত থাকি, এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নিত্য বন্ধু

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, রবিবার, ১০ই চৈত্র, ১৮০০ শক ,
২৩শে মার্চ্চ, ১৮৭৯ খৃঃ)

দয়াময় প্রেমসিন্ধু পিতঃ, তুমিই আমাদের ঘর, তোমার ভিতরে আমা-দের বন্ধুগণ। শরীর যেখানে আছে, সেই পৃথিবীর সকলই অসার। পরলোকের মহাত্মারাই আমাদের নিত্য বন্ধু।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নূতন প্রেমের কাজ

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, সোমবার, ১১ই চৈত্র, ১৮০০ শক,
২৪শে মার্চ্চ, ১৮৭৯ খৃঃ)

মহাপ্রভো, বার্দ্ধক্য আসিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে, সচ্চরিত্র হইয়া, তোমার আদেশগুলি পালন করিতে উৎসাহী কর। আমাদের মনের মধ্যে যে ভাল খাবার ইচ্ছা, ভাল পরিবার ইচ্ছা, এবং কাম, ক্রোধ প্রভৃতি ভোগ-বিলাস আছে, এ সমস্ত একেবারে দূর করিয়া দাও। তুমি আমাদের প্রত্যেকের সম্পর্কে এক একটী প্রকাণ্ড আদেশপুস্তক লিখিয়া রাখিয়াছ। আমরা বলিতেছি, প্রভো, আমাদের জীর্ণ জীবন-তরীতে আর কত চাপাও? তুমি কত তুলিয়া দিতেছ? তুমি বলিতেছ, ঐ শিশুগুলিকে তুলিয়া লও, ঐ গরিবগুলিকে তুলিয়া লও, ঐ বিদ্বান্‌গুলিকে তুলিয়া লও, ঐ নগরগুলি, ঐ দেশগুলি তোমাদের তরীতে তুলিয়া লও। আমরা বলি, ঠাকুর, ভরা-ডুবি হবে যে। কিন্তু তুমি জান যে, তোমার নৌকা ডুবিবে না। অতএব, হে মা, তোমার আদেশগুলি পালন করিতে স্ফূর্ত্তি দাও। তোমার মুখে এ সকল নূতন প্রেমের কাজের ফর্দ্দ শুনিয়াও আমাদের আহ্লাদ হইতেছে।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

উজ্জ্বল দর্শন

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ১২ই চৈত্র, ১৮০০ শক;
২৫শে মার্চ্চ, ১৮৭৯ খৃঃ)

মঙ্গলময় বিধাতঃ, স্বর্গের দেবতারা তোমাকে দেখিতেছেন, আমরাও তোমাকে দেখিতেছি, কিন্তু এই দুই দেখায় অনেক প্রভেদ আছে।

আমরা ঝাপ্‌সা দেখিতেছি, এইরূপ দর্শনে জীবনের মূল শুদ্ধ হয় না, চিরকালের জন্য মন বৈরাগী এবং প্রেমিক হয় না। অতএব, হে ঈশ্বর, তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে এমন উজ্জ্বলরূপে দেখা দাও যে, আমাদের মধ্যে ভক্তির বান ডাকিয়া উঠিবে।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

রিপুসংহারব্রত

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ১৪ই চৈত্র, ১৮০০ শক ;
২৭শে মার্চ্চ, ১৮৭৯ খৃঃ)

হে পরমপিতঃ, শুদ্ধতার অনন্তসমুদ্র, তোমার ইচ্ছা যে, আমরা খুব শুদ্ধ হই, কাচের ন্যায় স্বচ্ছ নির্ম্মল হই, সূর্য্যের ন্যায় ঝক্‌মক্ করি। বৃহৎ ব্রতধারী তেজস্বী যোগী এবং প্রমত্ত বৈরাগী হই। তুমি আমাদের বিশেষ সহায় হও। তোমার প্রসাদে আমরা রিপুসংহার-ব্রত উদ্‌যাপন করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

যে চায়, সে পায়

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, শনিবার, ১৬ই চৈত্র, ১৮০০ শক,
২৯শে মার্চ্চ, ১৮৭৯ খৃঃ)

দীনবৎসল, যাহার আছে, তুমি তাহাকে অধিক দাও। যাহার একটু উপাসনাতেই সন্তুষ্টি, তাহার সেই একটুও তুমি কাড়িয়া লও। যে আহারের সময়, শয়নের সময়, বৎসরের একটী নূতন ফল-ভক্ষণের সময় তোমাকে ডাকে, তাহার সম্পর্কে তুমি বল, ইনি আমার ভক্ত, ইঁহার

হৃদয়ে বড় মিষ্ট ভক্তি, ইঁহাকে আরও ভক্তি দিব। ভক্ত একটী নূতন গান রচনা করিয়া আনিয়া তোমাকে শুনান। তোমার ভক্ত হাসিতে হাসিতে শতগুণ ভক্তি লইয়া বাহির হন, আর লক্ষ গুণ ভক্তি লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসেন।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রেমোন্মত্ত

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, রবিবার, ১৭ই চৈত্র, ১৮০০ শক, ৩০শে মার্চ্চ, ১৮৭৯ খৃঃ)

হে চিত্তরঞ্জন, যদি দেশকে মাতাইবে, তবে খুব ভাল ফুল দিয়া, ভাল জীবনের নৈবেদ্য দিয়া, তোমার পূজা করিব। হরি, তোমার ভক্তগণ তোমার ঘরে আসিতেছেন দেখিয়া তুমি নাচিবে। নিত্যানন্দ, তুমি তোমার ভক্তদিগের সঙ্গে চিরকাল নৃত্য কর, তোমার অন্য কার্য্য নাই। বিশ্বেশ্বর, তুমি ভারতে আসিয়া, তোমার দেশকে মাতাইয়া উদ্ধার কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শুদ্ধতা-সাধন

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, সোমবার, ১৮ই চৈত্র, ১৮০০ শক; ৩১শে মার্চ্চ, ১৮৭৯ খৃঃ)

হে ঈশ্বর, তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে কামক্রোধাদিরূপ অসুরপাড়া হইতে ঐ শুদ্ধ স্থানে লইয়া যাও। অন্যকার যে সকল কার্য্য, অদ্যই সে সমুদয় সম্পন্ন করিতে শক্তি দাও। বড় বড় কার্য্য সকল শীঘ্রই আসুক।

বৈরাগ্যকে আনিয়া সংসারে প্রতিষ্ঠিত কর। আমরা বৈরাগী বৈরাগিণী হইয়া, তোমার সঙ্গে বসিয়া, উচ্চ পবিত্র সুখ ভোগ করিব।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

সাধুময় প্রাণ

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ১৯শে চৈত্র, ১৮০০ শক ;
১লা এপ্রিল, ১৮৭৯ খৃঃ)

হে দয়াময় পরমেশ্বর, তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে সাধুমান্ করিয়া লও। আমাদের প্রাণ সাধুদিগের চরিত্রে প্রবেশ করিয়া, সাধুময় হউক। যখনই তুমি ভক্তের বাড়ীতে পূজা লইতে এস, তোমার সাধুদিগকে সঙ্গে লইয়া এস।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, বুধবার, ২০শে চৈত্র, ১৮০০ শক ,
২রা এপ্রিল ১৮৭৯ খৃঃ)

হে ঈশ্বর, তোমার সাধককে তুমি ধনী কর, এই উচ্চ অভিপ্রায়ে যে, সেই অবস্থায় রাখিয়া তুমি তাহাকে কঠোর বৈরাগ্য এবং দৈন্তব্রত শিক্ষা দিবে। তুমি দয়া করিয়া, আমাদিগকে সম্পদের মধ্যেও, সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী করিয়া লও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

সত্যের স্রোত

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ২১শে চৈত্র, ১৮০০ শক ;
৩রা এপ্রিল, ১৮৭৯ খৃঃ)

হে জ্ঞাননিধি ঈশ্বর, তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে নিত্য নূতন সত্যরত্ন সকল বিতরণ করিতেছ। তোমা হইতে ক্রমাগত সত্যের স্রোত আসিতেছে, আশীর্ব্বাদ কর, যেন ঐ স্রোত হৃদয়ে ধারণ করিয়া, শুদ্ধ এবং সুখী হই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সাধুসঙ্গ এবং সাধুসেবা

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ২২শে চৈত্র, ১৮০০ শক,
৪ঠা এপ্রিল, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ)

হে গুণনিধি পরমেশ্বর, সহায় এবং বন্ধু হইয়া, পতিত জগৎকে উদ্ধার করিবার জন্য, তুমি বিশেষ বিশেষ সময়ে, তোমার সাধুসন্তানদিগকে প্রেরণ করিয়াছ। তোমার সাধুদিগকে ভালবাসিলে, তাঁহাদের সেবা করিলে পরিত্রাণ হয়। সাধুসঙ্গরূপ অমূল্য রত্ন তুমি আমাদিগকে দান করিয়াছ। তোমার প্রেরিত সেই পরলোকবাসী সাধু মহাত্মাদিগের তুলনায় কি আমরা মানুষ? আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন সাধুসঙ্গ এবং সাধুসেবা করিয়া, শুদ্ধ এবং সুখী হই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

সত্যরত্ন-গ্রহণ

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, সোমবার, ২৫শে চৈত্র, ১৮০০ শক ;
৭ই এপ্রিল, ১৮৭৯ খৃঃ)

হে ঈশ্বর, আমাদের অনেক ঘর। অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকের মত, তুমি আমাদিগকে এক ঘরে বদ্ধ হইয়া থাকিতে দাও নাই। পৃথিবীতে তোমার যত ধর্ম্মবিধান হইয়াছে, সমুদয় হইতে তুমি আমাদিগকে সাররত্ন গ্রহণ করিতে অধিকার দিয়াছ। তুমি আমাদের জন্য বিস্তীর্ণ তালুক সকল চারিদিকে রাখিয়া দিয়াছ, আমরা একবার গেলেই হইল ; আর তখনই রাশি রাশি ধন সম্পদ আমাদের হস্তগত হয়। তোমার ছেলেরা যে সকল করিয়া গিয়াছেন, সে সমুদয় আমাদেরই জন্য। তুমি আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা সকল হইতেই তোমার সত্যরত্ন সকল গ্রহণ করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিধানের বাজার

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ২৬শে চৈত্র, ১৮০০ শক,
৮ই এপ্রিল, ১৮৭৯ খৃঃ)

হে পরম ধনবান্ ঈশ্বর, এই বিশ্ব তোমার একখানি প্রকাণ্ড বাজার। তোমার সাধুসন্তানদিগকে এক একটী সুন্দর দোকান সাজাইতে বলিয়া দিয়াছ। ঐ সকল দোকানে আমাদের পরিত্রাণের জন্য কত প্রয়োজনীয় সামগ্রী সকল রহিয়াছে। তোমার সাধুসন্তানদিগের দোকানে বিশ্বাস, ভক্তি, নির্ভর, বৈরাগ্য, উৎসাহ প্রভৃতি স্বর্গীয় জিনিস সকল সজ্জিত

রহিয়াছে। পিতঃ, তুমি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া, ঐ সকল দোকানে লইয়া গিয়া, আমাদের আবশ্যকীয় বস্তু সকল কিনিয়া দাও। তোমার সাহায্য ভিন্ন, আমরা আমাদের দরকারী ভাল জিনিস সকল বাছিয়া লইতে পারিব না। পিতঃ, বল, তোমার কয়খানা ঘর, কত জমিদারী, কত দোকান আছে? পাঁচ হাজার বৎসর পরিশ্রম করিলেও, এক একজন সাধু আমাদের জন্য যে সকল সামগ্রী লইয়া বসিয়াছেন, সে সকল গ্রহণ করিতে পারিব কি না সন্দেহ। আর তোমার নিজের দোকানে যে কত সামগ্রী, তাহারও অন্ত নাই। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিশেষ বিধান

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, বুধবার, ২৭শে চৈত্র, ১৮০০ শক, ৯ই এপ্রেল, ১৮৭৯ খৃঃ)

হে জীবন্ত জাগ্রৎ ঈশ্বর, যুগে যুগে তুমি বিশেষ বিধান ব্যবস্থা করিয়া, জগৎকে উদ্ধার করিবার জন্য এক একটী প্রকাণ্ড কল চালাইয়া দিয়াছ। জগৎ সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বে তোমার মনের মধ্যে বিশেষ যুগের জন্য এক একজন সাধু এবং এক একটী বিধান প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছিলে। সাধুরা তোমার ডান হাত, বাম হাত। কে বলে, সাধুরা মরিয়াছেন? তাঁহারা মরিয়াও মরেন নাই, এখনও সহস্র সহস্র লোক তাঁহাদের জলন্ত জীবন অনুসরণ করিতেছে। তাঁহারা এক একখানি প্রকাণ্ড জাহাজের ন্যায়, পঞ্চাশ ষাট হাজার লোক সঙ্গে লইয়া, ভবসাগরের উপর দিয়া, শান্তিধামের দিকে চলিয়া যাইতেছেন। অবিশ্বাসীরা মনে করিতেছে, যেন তোমার সাধু সন্তানেরা মরিয়া গিয়াছেন। আমাদিগকে বিশ্বাসচক্ষু দাও, তোমার তেজস্বী সাধু সজ্জনদিগকে দর্শন করি। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নব প্রভাতের সমাগম *

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ২৮শে চৈত্র, ১৮০০ শক, ১০ই এপ্রিল, ১৮৭৯ খৃঃ)

' মঙ্গলসঙ্কর, তোমার প্রসাদে আবার প্রাতঃকাল দেখা যাইতেছে। দুঃখের রজনী শেষ হইল। পর্ব্বত-সমান বিঘ্ন বিপদ সকল তুমি দূর করিয়া দিলে। তোমার সাধকদিগের কল্যাণের জন্যই তুমি অন্ধকার এবং আলোক দুই প্রেরণ কর। অন্ধকারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া গেলেই, আবার তুমি আলোক প্রেরণ কর। অবিশ্বাস এবং সাংসারিকতার তরঙ্গে অনেক লোক ভাসিয়া যাইতেছে, নানা প্রকার সন্দেহ এবং কুতর্কের আন্দোলনে ব্রাহ্মসমাজরূপ তরণী টলমল করিতেছে। এই বিপদের সময়ে, তুমি আমাদের প্রতি যদি এত দয়া প্রকাশ না করিতে, তাহা হইলে তোমার এই সন্তানগুলি নিরাশ হইয়া মৃতপ্রায় হইত। তুমি দয়া করিয়া, আমাদিগের নিকট নূতন নূতন বন্ধু সকলকে লইয়া আসিতেছ। কত লোক তোমার পবিত্র ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে আসিতেছেন, কত যুবা মন্দিরে এবং ব্রহ্মবিদ্যালয়ে আসিয়া তোমার ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব সকল শুনিয়া যাইতেছেন। তোমার এ সকল করুণার জন্য আমাদিগকে কৃতজ্ঞ কর। তোমার মঙ্গল চরণতলে রাখিয়া, নিজগুণে আমাদিগকে অক্ষয় অমর এবং চিরোৎসাহী কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

* ১৮০১ শকের ১লা বৈশাখের ধর্ম্মতত্ত্বে, ৮১ পৃঃ, এই প্রার্থনার "বিপদ্ভঞ্জন" শিরোনাম দেওয়া আছে।

সাধুজীবন *

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ২৯শে চৈত্র, ১৮০০ শক ;
১১ই এপ্রিল, ১৮৭৯ খৃঃ)

হে প্রভু পরমেশ্বর, এই কয়েকদিন কেন তুমি আমাদিগকে তোমার সাধু সজ্জনদিগের কথা শুনাইতেছ ? তোমার কি এই অভিপ্রায় নহে যে, তুমি আমাদের চক্ষের সমক্ষে সাধু-চরিত্রের ছবি রাখিয়া দিবে ? তাঁহারা কেমন তেজের সহিত নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়-জীবন পরিত্যাগ করিয়া, তোমার শুদ্ধতার সাগরে মগ্ন থাকিতেন ! তাঁহাদের স্বার্থ এবং সংসার-ভাবনা ছিল না। তোমার মধ্যে স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া, তাঁহারা শুদ্ধ, অনাসক্ত, বিবেকযুক্ত হইয়া, তোমারই মধ্যে বিচরণ করিতেন। তাঁহারা তাঁহাদিগের জীবনের ভিতরে প্রবেশ করিয়া, কেবল তোমারই হাসি মুখ দেখিতে পাইতেন, নিজের স্বার্থপরতা, স্বতন্ত্রতা, কিছুই দেখিতে পাইতেন না। তোমার ঘরের ভিতর গিয়া, যাহাতে চিরকাল তোমার হাসি মুখ দেখিতে পাই, তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর। তোমার শুদ্ধতার সাগরে আমাদের স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া, যেন দেখি যে, আমাদের ভিতরে তোমার জীবন আসিয়াছে। আমাদের ইন্দ্রিয়-জীবন, পাপ-জীবন দূর হউক। সংসার-ভাবনা চলিয়া যাক। তোমার পুণ্যযোগে আমাদিগকে যোগী কর। আমাদের নিকট বিবেকী সাধু-চরিত্রের ছবি রাখিয়া দাও। প্রভো, তুমি দয়া করিয়া আমাদিগের অপবিত্র জীবন বিনাশ করিয়া, তোমার সাধু-জীবন দিয়া, আমাদিগকে শুদ্ধ এবং সুখী কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

---

* ১৮০১ শকের ১লা বৈশাখের ধর্ম্মতত্ত্বে, ৮১ পৃঃ, এই প্রার্থনার "প্রসন্নবদন প্রভু" শিরোনাম দেওয়া আছে।

সাধুচরিত্রের প্রভাব

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, শনিবার, ৩০শে চৈত্র, ১৮০০ শক ;
১২ই এপ্রিল, ১৮৭৯ খৃঃ)

হে ঈশ্বর, তুমি আমাদিগের নিকটে যে সকল সচ্চরিত্র সাধুদিগকে প্রেরণ করিতেছ, তাঁহারা যে কেবল আমাদের বন্ধু হইয়া আসিয়াছেন, তাহা নহে, তাঁহারা আবার আমাদের শাসনকর্ত্তা। তাঁহাদের জীবন হইতে এক দিকে অগ্নি ছুটিতেছে, আর এক দিকে প্রেমস্রোত বহিতেছে। তাঁহাদের শাসনের ভয়ে আমরা পাপ হইতে নিবৃত্ত হই। তাঁহাদের প্রেমের আকর্ষণে আমরা তোমার দিকে আকৃষ্ট হই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।